বিশ্বসেরা চিরায়ত গ্রন্থ

রোমান সাম্রাজ্য

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ • আফসানা বেগম

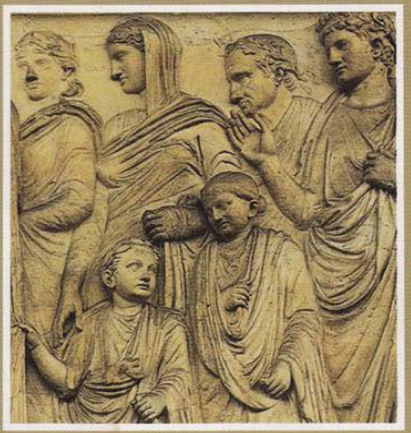

"এই লোকটি যা-ই করুক না-কেন, চমৎকারভাবে করে," আইজাক আসিমভের দ্য রোমান রিপাবলিকের পাঠ প্রতিক্রিয়ায় এভাবেই পাঠকের অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছিল *কোলাম্বাস ডিসপ্যাচ* পত্রিকায়। "তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক সাহিত্যের যে কোনো অংশে বিচরণ করতে পারেন এবং সেখানেই তার রচনাকে আকর্ষনীয় করে তোলার ক্ষমতা রাখেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি রোম এবং রোমান সাম্রাজ্যের মানুষদের যেন পূণরায় জীবন দান করেছেন।"

রোমান সাম্রাজ্যের সময়টি পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আর আসিমভের স্বকীয়তায় যুগটি যেন নতুন রূপে মনোমুগ্ধকর হয়ে দেখা দিয়েছে।

পাঁচশ বছরের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের দিকে তাকালে আমাদের পরিচয় ঘটে কিছু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসকের সাথে, বিশেষ করে অগাস্টাস এবং তার বংশধরের মধ্যে ট্র্যাজান, মার্কাস অরেলিয়াস, ডিওক্লেশিয়ান, কন্সট্যান্টাইন এবং থিওডোরিক। এই শাসকদের চরিত্র এবং যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে তারা বেড়ে উঠেছেন, সেসব এই বইয়ে এত স্বচ্ছভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন সব মিলে সেই যুগটি আমাদের চোখের সামনে প্রতীয়মান।

এই বইয়ে রোমের দুই প্রধান ঐতিহ্য নির্মাণের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়– একটি হলো আইনের শাসন যা কিনা আজও আমাদের জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে যাচ্ছে আর আরেকটি হলো পূর্বদিকের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে সাম্রাজ্যের বিশেষ অবদান।

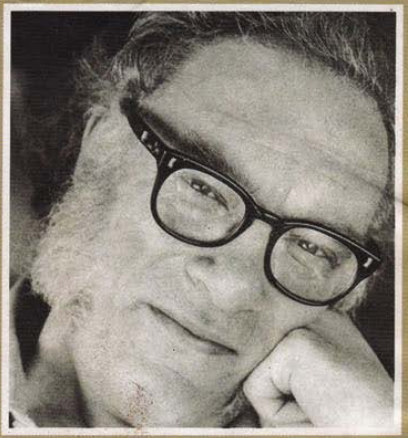

আইজাক আসিমভের জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯২০ সালে রাশিয়ায়। তিন বছর বয়সে তিনি পিতামাতার সাথে আমেরিকায় চলে আসেন এবং সেখানেই পড়ালেখা করেন। তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির গুণে বয়স ষোল পেরোবার আগেই হাইস্কুলের পড়ালেখা শেষ করেন। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

আসিমভ তার **ফাউণ্ডেশন সিরিজ** লেখা শুরু করেন একুশ বছর বয়সে, ধারণা করেননি যে তার এই সৃষ্টি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। তিনি পাঁচশতাধিক বই লিখেছেন– বিজ্ঞান, শেক্সপিয়ার, ইতিহাস, কোনোটাই বাদ দেননি। যদিও তিনি তার বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জন্যই বেশি জনপ্রিয়– যার মধ্যে রয়েছে **রোবট সিরিজ, এম্পায়ার সিরিজ** এবং **ফাউণ্ডেশন সিরিজ**। তিনি প্রায় পাঁচ দশক ধরে সব বয়সের পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সকল কল্পকাহিনী লেখক তাকে আখ্যা দিয়েছেন **গ্রাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন**। ৬ এপ্রিল ১৯৯২ সালে এই অসামান্য লেখক বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

অনুবাদক : **আফসানা বেগম** ২৯ অক্টোবর ১৯৭২ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। হলিক্রস কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন কিছুদিন। এখন পারিবারিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কর্মরত। এটি তার দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ।

বিশ্বসেরা চিরায়ত গ্রন্থ

রোমান সাম্রাজ্য

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : আফসানা বেগম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সন্দেশ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সন্দেশ
ISBN-978-984-8088-81-4

রোমান সাম্রাজ্য
আইজাক আসিমভ
অনুবাদ : আফসানা বেগম

The Roman Empire by Isaac Asimov
First published : 1967
Copyright © 1967 by Isaac Asimov
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১৫

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ১১১৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩৭৫.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

চার বন্ধু
পুষ্প, সুমন, আজিজা ও শাহীন
যাদের কাছে পেয়েছি অনেক

Some people go to priests; others to poetry; I to my friends.
—Virginia Woolf

সূচিপত্র

১. অগাস্টাস ■ ১১-৪২

সূচনা ◆ ১১

আইনকানুন ◆ ১২

সীমানা ◆ ১৯

জার্মান জাতি ◆ ২৫

অগাস্টাসের যুগ ◆ ৩১

ইহুদি জাতি ◆ ৩৬

২. অগাস্টাসের বংশ ■ ৪৩-৭৮

উত্তরাধিকারী ◆ ৪৩

টিবারিয়াস ◆ ৪৬

ক্যালিগুলা ◆ ৫১

ক্লডিয়াস ◆ ৫৪

নিরো ◆ ৫৮

আদর্শ এবং ধর্মীয় প্রথা ◆ ৬৩

খ্রিস্টধর্ম ◆ ৭০

নিরোর সমাপ্তি ◆ ৭৬

৩. ভেস্পাসিয়ানের বংশ ■ ৭৯-৮৮

ভেস্পাসিয়ান ◆ ৭৯

টাইটাস ◆ ৮৩

ডমিশিয়ান ◆ ৮৫

৪. নার্ভার বংশ ■ ৮৯-১২৩

নার্ভা ◆ ৮৯

রৌপ্যযুগ ◆ ৯১

ট্র্যাজান ◆ ৯৮

হ্যাড্রিয়ান ◆ ১০৪

অ্যান্টোনিনাস পায়াস ◆ ১১০

মার্কাস অরেলিয়াস ◆ ১১৩

অ্যান্টোনাইনদের আমল ◆ ১১৭

কমোডুস ◆ ১২১

৫. সেভিরাসের বংশ ■ ১২৪-১৪০
সেপটিমিয়াস সেভিরাস ◆ ১২৪
ক্যারাকালা ◆ ১৩১
অ্যালেক্সান্ডার সেভিরাস ◆ ১৩৪
খ্রিস্টান লেখকেরা ◆ ১৩৭

৬. অরাজকতা ■ ১৪১-১৫৩
পার্সিয়ান আর গোথ ◆ ১৪১
পরিত্রাণ ◆ ১৪৯

৭. ডিওক্লেশিয়ান ■ ১৫৪-১৬৮
রোমান আইনের সমাপ্তি ◆ ১৫৪
ত্রয়ী শাসনব্যবস্থা ◆ ১৫৮
বিশপ ◆ ১৬৪

৮. কনস্ট্যান্টিয়াসের বংশ ■ ১৬৯-১৮৯
কনস্ট্যান্টিয়াস-১ ◆ ১৬৯
নিকির কার্যালয় ◆ ১৭৩
কন্সট্যান্টিনোপল ◆ ১৭৭
কন্সট্যান্টিয়াস-২ ◆ ১৮১
জুলিয়ান ◆ ১৮৪

৯. ভ্যালেন্টিনিয়ানের বংশ ■ ১৯০-২১৩
ভ্যালেন্টিয়ান আর ভ্যালেন্সের বংশ ◆ ১৯০
থিওডোসিয়াস ◆ ১৯৫
সন্নাসবাদ ◆ ২০১
আর্কাডিয়াস ◆ ২০৪
ভিসিগোথের রাজা অ্যালারিক ◆ ২০৭

১০. জার্মান রাজ্য ■ ২১৩-২৩৯
ভিসিগোথ থিওডোরিক ◆ ২১৪
ভ্যান্ডাল জাতির নেতা গাইজারিক ◆ ২১৬
হানদের নেতা আটিলা ◆ ২২১
ভ্যান্ডাল জাতির গাইজারিক ◆ ২২৬
স্যুভি জাতির রিসিমার ◆ ২২৯
হিরুলিয়ান জাতির ওডোয়াসের ◆ ২৩৩
অস্ট্রোগোথের থিওডোরিক ◆ ২৩৫

রোমান সাম্রাজ্য

১. অগাস্টাস

সূচনা

দ্য রোমান রিপাবলিক বইয়ে ইতোমধ্যে ইতালির টিবার নদীর পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে রোমের উত্থানের কথা লেখা হয়েছে।

ইতিহাসের লিপি অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩ সালে ইতালির টিবার নদীর পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে রোমের উত্থান শুরু হয়; খ্রিস্টের জন্মের ৭৫৩ বছর আগে বলতে, অবশ্যই পৃথিবীতে যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের আগে।

শত শত বছর ধরে রোমানরা একটি দক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তারা প্রাচীন রাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজ্য শাসন আরম্ভ করেছিল। আইনের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থার মাধ্যমে আশেপাশের এলাকার উপরেও তারা কব্জা করতে যাচ্ছিল।

যুদ্ধে কয়েকবার তারা হেরে গিয়েছিল। একসময় এমন হলো যে অতর্কিতে আসা কিছু দস্যুর হাতে শহরটা প্রায় ধ্বংসই হতে বসেছিল। কিন্তু রোমানরা লড়ে গেছে। তখন তাদের শহর হয়ে গিয়েছিল প্রায় পাঁচশ' বছরের পুরনো আর পুরো ইতালির উপরে তাদের কর্তৃত্বও ততদিনে চালু হয়ে গেছে। রোম তখন ইতালি ছাড়িয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অন্য দেশগুলো দখল করতে শুরু করেছে। আবারও শহরটি প্রায় ধ্বংসের দরজায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেছিল। তখন রোম ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ।

ক্ষমতা আর উন্নয়নের পথে অনেক বাধারও সৃষ্টি হয়। দাসবিদ্রোহ আর জাতিগত বিদ্রোহ তো ছিলই, তার চেয়েও ভয়াবহ ছিল সেনাপ্রধানদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধ। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল সবচেয়ে ক্ষমতাধর সেনাপ্রধান জুলিয়াস সিজারের সময়টাই ছিল সবচেয়ে শান্তির। তিনি পুরো

BanglaBook.org

সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালে সিজারকে হত্যার মাধ্যমে আবার অরাজকতা শুরু হয়ে গেল।

এবারে প্রতিপক্ষ খুব অল্প সময়ই টিকে থাকল। জুলিয়াস সিজারের ভাইপোর ছেলে অক্টাভিয়ান ক্রমে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করলেন। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ২৯ সালে সত্যিই শেষ পর্যন্ত শান্তি এসেছিল রোমে। সাতশ' বছরের ভয়াবহতা আর ক্ষমতা দখলের যুদ্ধের অবসান হয়েছিল।

সীমানার দিকে রোম থেকে দূরবর্তী এলাকায় তখনও একটুআধটু যুদ্ধ চলছিল; কিন্তু ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে সভ্য জায়গাগুলো একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর সেখান থেকেই এই নতুন কাহিনীটি শুরু হলো।

আইনকানুন

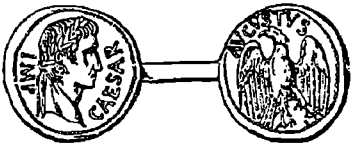

জয়লাভের পরে অক্টাভিয়ান সরকার গঠন করা শুরু করলেন। তার সময় পর্যন্ত রোমের শাসনব্যবস্থা সিনেটের মাধ্যমে চালানো হতো। সিনেট হলো শহরের ধনী আর বিখ্যাত পরিবারের কিছু সদস্য নিয়ে গঠিত একটি দল। রোম যখন ছোট একটি শহর ছিল তখন এই সিনেট পদ্ধতি বেশ সফলভাবে কাজ করত। কিন্তু এবারে হাজার মাইল বিস্তৃত রাজ্যের পরিচালনায় সিনেট খুব সহজেই ব্যর্থ ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হলো। সিনেটের সদস্য, যারা বেশির ভাগই ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত, দেশের বিভিন্ন স্থানে যারা অর্থ আত্মসাৎ করছিলেন তারা নতুন সময়ের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেননি। সরকার ব্যবস্থা আর সামাজিক পরিবর্তনগুলো নিজেদের এলাকায় কার্যকর করতে অপারগ ছিলেন বলে তাদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল।

সিনেটের সদস্যদের সমর্থনকারী দলের লোকেরা, যারা ক্ষমতা আর লুটপাটে ভাগ বসাতে চাচ্ছিলেন, প্রায় একশ' বছর ধরে তাদের বিরোধীদলও সক্রিয় ছিল। (অবশ্য দুই দলেই আদর্শবান কিছু লোক ছিল যারা সৎ ও দক্ষ একটি সরকার প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় দিন গুনত।) দুই দলই বলপ্রয়োগ করাতে প্রায় অর্ধশতাব্দীর জন্য যুদ্ধ বেঁধে গেল।

জুলিয়াস সিজার সিনেটের আইনে কিছু পরিবর্তন এনে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কেবল ইতালিতে জন্মালে আর বেড়ে উঠলেই একজন মানুষ সিনেটের সদস্য হতে পারবে, এই বাধ্যবাধকতা তিনি উঠিয়ে দিলেন। দেশের বিভিন্ন বিভাগ থেকে সদস্য নির্বাচন করে তিনি নতুন সিনেট গড়তে আরম্ভ করলেন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক নির্বাচন হয়তো দেশের সব সেনাপ্রধানের মনরক্ষার জন্য ভালোই ফল এনেছিল। কোনো সন্দেহ নেই, তিনি ভেবেছিলেন যে

ইতালির বাইরে থেকে আসা সিনেট সদস্যদের মাথার ওপরে প্রধান হয়ে থাকাটা তার জন্য খুব সহজ হবে। ইতালিতে জন্মানো সদস্যদের রাজার প্রতি অনীহা থাকলেও, অন্য বিভাগ থেকে আসা মানুষদের জন্য জুলিয়াস সিজারই ছিলেন তাদের সর্বাধিনায়ক বা রাজা। এভাবেই রোমে একনায়কতন্ত্রের সংস্কৃতি চালু হলো। একজন মানুষ, যিনি কিনা তার দক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে রোমকে নিয়মকানুনে বেঁধে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব, নিঃসন্দেহে জুলিয়াস সিজারই ছিলেন সেই মানুষ।

পশ্চিমা সভ্যতার কাছে এটি হয়তো একটি আদর্শ সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা কিন্তু বিভিন্ন জাতিকে সমান কাজের আওতায় আনার ব্যবস্থাটি সেখানে সফল হয়নি। অনেক রোমানই ছিল যারা নিজেদেরকে রাজ্যের নেতা মনে করত আর অন্যদের পাত্তাই দিত না। কোনো সন্দেহ নেই, এই অহংকারই জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করার প্রথম উসকানি হিসেবে কাজ করেছিল।

অক্টাভিয়ান দায়িত্বে আসার পরপরই বুঝতে পেরেছিলেন যে সরকারকে আবার ঢেলে সাজাতে হলে একনায়কতন্ত্র দরকার। কিন্তু তার দাদার ভাইয়ের পরিণতি দেখে তিনি এটুকু বুঝতেন যে বিষয়টি খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। তাই তিনি ক্ষমতা পুরোপুরি কুক্ষিগত করে রাখতেও চাননি আবার একেবারে তা ইতালির বাইরে ছড়িয়েও দিতে চাননি। দুটো পদক্ষেপই তার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন করেছিল এবং তাকে হত্যাকারীদের ছুরির কাছাকাছি টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তবু প্রজাতন্ত্রটিকে সুগঠিত করতে রোমানরা সবসময় যে শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল, তা-ও বজায় রাখতে চাইতেন তিনি।

আর প্রকৃতপক্ষে তিনি সেটাই করেছিলেন। তিনি জুলিয়াস সিজারের বসানো প্রত্যন্ত অঞ্চলের সিনেট সদস্যদের উঠিয়ে দিলেন আর শুধু যারা রোমের কায়দাকানুনে অভ্যস্ত তাদেরই রাখলেন। এরপর থেকে সিনেটরদের তিনি নিজের মত অনুযায়ী চালাতেন। আর এভাবেই সিনেটের পুরো কর্তৃত্বটা চলে এলো ইতালিয়ানদের হাতে। অক্টাভিয়ান সরকার চালানোর জন্য সিনেটে বিতর্কসভার আয়োজন করতেন। আগের সমস্ত কাঠামো নিয়ে সেখানে আলোচনা হতো, সে সবের ব্যাপারে সবার মতামত জানতেন, সিদ্ধান্ত নিতেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্যা জানার জন্য সেখানকার নিম্নস্তরের কিছু কর্মচারির সাহায্য নিতেন।

কিন্তু যতই দায়িত্ব যার ওপরেই থাকুক না কেন, সবাই জানত, অক্টাভিয়ানই সব সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক। (তিনি নিজেই সব সরকারি দপ্তরের কলকাঠি নাড়েন।) তিনি নিজে ঠিক করতেন কে কখন সিনেটর হবেন আর কে সে পদ থেকে নেমে যাবেন। খোদ সিনেটের সকলেও তা জানত। যদিও দেখা যেত সিনেটের সদস্যরা বিতর্কসভায় বেশ মন খুলে কথা বলছেন কিন্তু তর্কের শেষে অক্টাভিয়ান যা সিদ্ধান্ত নিতেন, সেটাই বাস্তবায়িত হতো।

অক্টাভিয়ান দেশের সমস্ত সম্পদ নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিল। তার এই চালে দেশের সব মধ্যম আয়ের মানুষেরা ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে লাগল। সম্পদ

BanglaBook.org

বলতে তারা ল্যাটিন ভাষায় ঘোড়াকে বুঝত। এই ঘোড়ার জন্যই মধ্যম আয়ের মানুষদের ডাক পড়ত। সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য আহ্বান করলে নিজেদের ঘোড়া আর যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে তাদের আসতে হতো। তারা তখন হয়ে যেত অশ্বারোহী সেনাদলের অংশ। নিম্ন আয়ের মানুষেরা পায়ে হেঁটে দলের সাথে যুদ্ধে যেত। ল্যাটিনে ঘোড়ার প্রতিশব্দ অনুযায়ী তাদের দলটিকে 'ক্যাভালিয়র' বলে ডাকা হতো। কখনও আবার মধ্যযুগীয় সেনাবাহিনীর মতো তাদের 'নাইট' নামেও ডাকা হতো। কিন্তু মধ্যযুগীয় নাইটরা রোমান যোদ্ধাদের থেকে অনেক অন্যরকম ছিল। তাই এই বইয়ে তাদের নাইট বলে উল্লেখ করা হবে না।

ঘোড়ার মালিকদের সম্পত্তি এত বেড়ে গেল যে তারা সিনেটর হবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল। কিন্তু তারা সিনেটরের পরিবারভুক্ত ছিল না। অক্টাভিয়ান তাদের কাউকে কাউকে সিনেটর পদে বসালেন আর বাকিদের শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে। তারা রাজ্যের সরকারি কর্মচারি হয়ে গেল। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে এভাবে মধ্যম আয়ের মানুষেরা অক্টাভিয়ান আর তার বংশধরদের অনুগত হয়ে গেল।

সেনাবাহিনীর ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল অক্টাভিয়ানের শক্তির পরিচয়। সেনাবাহিনী তাকে সবসময় সম্মান করত কারণ একমাত্র তার কাছেই সেনাবাহিনীকে চালানোর মতো পয়সা ছিল।

অক্টাভিয়ান সতর্কভাবে সেনাবাহিনীর দশ হাজার সদস্যদেরকে ইতালির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অনুযায়ী ছড়িয়ে রাখলেন। এই দলটিই হয়ে দাঁড়াল অক্টাভিয়ানের প্রিতোরিয়ান বাহিনী (আগের দিনে সেনাপ্রধানদের দেহরক্ষী বাহিনীকে প্রিতোরিয়ান নামে ডাকা হতো)। প্রিতোরিয়ান বাহিনী হয়ে গেল অক্টাভিয়ানের নিজস্ব সেনাবাহিনী। এই বাহিনীর সদস্যরা হাতে ভেলভেটের দস্তানার নিচে আরেকটি লোহার দস্তানা পরা শুরু করল। এছাড়া শুধু রোমের আইনকানুন রক্ষার জন্য ১৫০০ সদস্যের একটি বিশেষ পুলিশ বাহিনী ছিল। অক্টাভিয়ানের আমলের আগের পুরো শতাব্দী ধরে রাস্তাঘাটে যে হানাহানি আর মারামারি চলে আসছিল, বিশেষ পুলিশবাহিনী সেই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি সাধন করল।

ইতালিতে সেনাবাহিনীর যে অংশটা থাকত, তারা অবশ্য সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশ নয়। সেখানে ত্যক্তবিরক্ত সেনাপ্রধানেরা ইচ্ছে করলে সিনেটের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে আকস্মিক বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে পারত। রোমান বাহিনীর প্রায় পুরোটাই (আঠাশটি দল, প্রতি দলে ছয় হাজার করে যোদ্ধা ছাড়াও আরও কিছু সাহায্যকারী দল মিলে চার লাখেরও বেশি মানুষ) সাম্রাজ্যের সীমানার দিকে পাহারারত ছিল। সীমানার পাশের দুর্ধর্ষ উপজাতিদের আক্রমণের আশঙ্কায় তাদের সেখানে রাখা হয়েছিল। এভাবে সেনাবাহিনীকে ব্যস্ত রাখতেন অক্টাভিয়ান, তাদের যখন যেখানে খুশি যেতে বলতেন। নিজের ইচ্ছেমতো অক্টাভিয়ান বাহিনীটিকে ইতালিয়ান উচ্চবর্ণের মানুষের একটি দল বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। বলা হতো,

এমন মানুষদেরই তিনি বেছে নিয়েছেন যেন সেনাবাহিনীতে থাকার কারণে রোমের জন্য তাদের আলাদা টান থাকে। কিন্তু আসলে অন্য সব দূরবর্তী অঞ্চলের উপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তারপর আর কী, রোম ছাড়াও অন্য সব অঞ্চলের উপরে ছড়ি ঘোরানোর দায়িত্ব সিনেটই পেয়ে গেল। অবশ্য এই আইন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য শিথিল ছিল যেখানে কিনা কোনো সেনাসদস্যকে বসানো হয়নি। দেশের সীমানায় অবস্থানকারী সেনাসদস্যরা সরাসরি অক্টাভিয়ানের অধীনে ছিল। এমনকি তাদের ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্ত সিনেট নিত, সেখানেও অক্টাভিয়ান নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করতে ভুলতেন না।

প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর কোনো অংশকে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ করার কথা নয়। সিনেটের সদস্যরা জানত যে সেনাবাহিনীর কাজে নাক গলাতে গেলে তারা নিজেরাই অরক্ষিত হয়ে যাবে। সেনাবাহিনীর স্বার্থে আঘাত লাগলে সেনা সদস্যরা তাদের মেরে ফেলতে কোনো দ্বিধা করবে না। তবে সিনেটররাও নিতান্ত ভদ্র ছিলেন বলে কোনো ঝামেলা হয়নি।

খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে অক্টাভিয়ান ঘোষণা দিলেন যে দেশে আর কোনো জরুরি অবস্থা নেই। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সমস্ত উত্তেজনাও শেষ হয়েছে। এ কারণে তিনি সেনাবাহিনীর তদারকিসহ অনেকগুলো দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। অবশ্য সিনেটের সদস্যরা জানত, এটা লোকদেখানো কাজ। অক্টাভিয়ান আসলে চাইতেন যে সিনেটের ইচ্ছেতেই যেন সেনাবাহিনীর দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। তাহলে আইনত তিনি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আর অনধিকার চর্চা করা হচ্ছে বলে কেউ তার দিকে আঙুল ওঠাতে পারবে না।

সিনেট চুপচাপ নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিল। তারা বিনয়ের সাথে অক্টাভিয়ানকের সেনাবাহিনীর দেখাশোনাসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করল। তাকে "প্রিন্সেপ" মানে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকের উপাধি গ্রহণ করতেও অনুরোধ করা হলো। (এই 'প্রিন্সেপ' শব্দটি থেকেই 'প্রিন্স' বা 'রাজকুমার' শব্দটি এসেছে।) খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে, সে সময় তিন শতাব্দীর রোমান আইনকানুনের সূচনা হয়েছিল। একে বলা হয় "প্রিন্সিপেট"।

সে বছরই অক্টাভিয়ানকে "অগাস্টাস" উপাধি দেয়া হয় যা আগে শুধুমাত্র দেবতাদের নামে ব্যবহার করা হতো। এই নামটি দেয়ার পেছনে কারণ ছিল যে মানুষটি ঠিক দেবতার মতো করেই পৃথিবীর ভালত্ব আরও বাড়িয়ে তুলবে অথবা তাতে আরও নতুন মাত্রা যোগ করবে। অক্টাভিয়ান উপাধিটি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন আর ইতিহাসে তিনি অগাস্টাস নামেই সুপরিচিত। সে কারণে এই বইয়ে তাকে অগাস্টাস নামেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এর মধ্যে সেনাবাহিনী তাকে কমান্ডার বা নেতা বলে ডাকা শুরু করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪৩ সালে সিজারকে আটক করে বিজয় ছিনিয়ে আনার পর থেকেই যেন

BanglaBook.org

উপাধিটি তিনি অর্জন করেছিলেন। এর থেকেই আধুনিক ইংরেজিতে তাকে "এমপেরর," মানে, "সম্রাট" বলে ডাকা শুরু হয়েছিল। তাই অগাস্টাসই প্রথম রোমান সম্রাট হিসেবে কথিত আর তার রাজ্যকে বলা হয় রোমান সাম্রাজ্য।

জুলিয়াস সিজারের ভাইয়ের নাতি, তিনি এমনিতেই রাজকুমার ছিলেন, তারপরে আবার সম্রাট হলেও অগাস্টাস নিজেকে রাজা মনে করতেন না। তিনি সবসময় ভাবতেন এই রোমান সাম্রাজ্য বেশিদিন টিকবে না। যদিও তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা কিন্তু ক্ষমতার তেমন অপব্যবহার করতেন না। নিজের নামের জোরে রাজা হয়ে বসে না থেকে তিনি প্রতিবছর নির্বাচনের মাধ্যমে কনসল (প্রাচীন রোমের শাসক) হতে পছন্দ করতেন। (রোমের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর একবার করে কাউন্সিলের নির্বাচন হতো।) অগাস্টাস নিজের সাথে আরও একজনকে নির্বাচনে রাখতেন। কাগজে কলমে তার আর অগাস্টাসের ক্ষমতা একরকমের হলেও বাস্তবে তা ছিল না। অন্য কনসল কোনো স্বপ্নের মধ্যে থাকত না, এই বাস্তবতাটি সে জানত।

পরবর্তীকালে অগাস্টাস রোমের কনসল পদ থেকে অব্যাহতি নেন। একেক বছরে একেকজন সিনেটরকে পুরস্কারস্বরূপ তিনি কনসল বানাতেন। কনসল হয়ে দেশের আইনকানুন নিয়ে কাজ করার চেয়ে আজীবন রোমের লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য অগাস্টাস নিজেকে ওই পদ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে "পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস" বা সর্বোচ্চ পুরোহিত হিসেবে ঘোষণা করলেন। তারপর একটার পর একটা পৃথক দপ্তরের দায়িত্ব নিতে থাকলেন।

যেহেতু বেশিরভাগ দপ্তরই ছিল সম্রাটের নিজের অধীনে, তাই সরকারের নীতি নির্ধারণের বেলায় তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন। খুব সামান্য কিছু মানুষ মনে করত যে দেশের সরকার ব্যবস্থায় নতুন কোনো পরিবর্তন এসেছে। কেবল কোথাও কোনো যুদ্ধ চলছিল না– এটাই এক কথায় ভালোর দিকে যাত্রার পক্ষে বিরাট বড় একটি বিষয় ছিল।

শুধু সিনেটররা সেই সময়কে আবার ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখে যেত যখন কিনা তারাই ছিল নেতা। কেবল সামান্য কিছু বুদ্ধিজীবী সরকারের চালটি ধরতে পেরেছিল। তারা মাঝে মধ্যে আবার আগের মতো সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানাত যে পদ্ধতিটা তাদের স্মৃতি থেকে অথবা ইতিহাস জেনে বেশি সঠিক বলে মনে হতো। যতই দিন যেতে লাগল ততই যেন তাদের কাছে প্রাচীন পদ্ধতির মূল্য বেড়ে যেতে লাগল।

কেবল অগাস্টাসের একনায়কতন্ত্রই যে তাকে রোমের শাসনকর্তা বানিয়ে রেখেছিল, তা নয়। কিছু টাকাপয়সার ব্যাপারও ছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রে সবসময়ই সরকার চালানোর জন্য টাকার জোগাড় করার অদক্ষ এক নিয়ম ছিল। প্রজাদের দেয়া কর বেশিরভাগ সময়ে যারা আদায় করছে তাদের পকেটেই চলে যেত আর সরকার পরিচালিত হতো চারদিকের দখলকৃত এলাকার লুটপাটের টাকা দিয়ে।

BanglaBook.org

কোনো প্রজা যদি দেশের বাইরের কোনো জায়গা দখল করতে পারত, তবে পুরস্কার হিসেবে তার কর মওকুফ করে দেয়া হতো। অনেক প্রজার জীবন এভাবে রাখঢাকহীনভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের লুটের টাকায় চলত।

অগাস্টাসের আমলের আগের শতাব্দীতে প্রাদেশিক শক্তিগুলোকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথমত অতিরিক্ত কর বসিয়ে আর তার ওপরে দখল ও ডাকাতি করে তাদের একেবারে পথে বসানো হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের লোকেরা নিজেদের পকেট ভারী করেছে। তারপর সবশেষে বিভিন্ন প্রদেশের সাথে যুদ্ধরত সেনাপ্রধানদের চাপের মুখে তাদের চরম ক্ষতি করা হয়েছিল।

অর্থের প্রয়োজন চার দিকে এমনভাবে উথলে উঠছিল আর সেখানে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে টাকার পরিমাণ এতই কম ছিল যে যখন যুদ্ধ জয়ের উল্লাসের শেষের পর্যায়ে তখন ছিনিয়ে আনা রসদও ফুরিয়ে এসেছে। সে সময়ে রোমান সাম্রাজ্য দেউলিয়া হতে বসল।

অর্থনৈতিক এই ধস থেকে দেশকে বাঁচাতে এমনকি অগাস্টাসও নতুন কোনো যুদ্ধজয়ের পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হলেন। রোমের সেনাবাহিনীর হাতের নাগালে থাকা সব সভ্য আর ধনী জায়গাগুলোকে ততদিনে তারা গিলে খেয়ে ফেলেছে। এরপর আর যা কিছু বাকি ছিল তা হলো কিছু অসভ্য জাতি, যাদের দখল করে যতই অমানবিকভাবে চেপে পয়সা বের করতে চাওয়া হোক না কেন, তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এটা বেশ স্পষ্ট ছিল যে আগের মতোই যদি ভোগদখলের রাজনীতি চলতে থাকে তো রোম নির্ঘাত বিশৃঙ্খল একটা জাতিতে পরিণত হবে। সেনাসদস্যদের যদি কোনো কারণে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক না দেয়া যায় তো তারা সাথে সাথেই বিদ্রোহ করে বসবে। এভাবে রোম হয়তো লড়তে লড়তেই ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন তিন শতাব্দী আগে আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের আমলে হয়েছিল।

অগাস্টাস বাধ্য হয়ে সৎ একটি উপায়ে রাজ্য পরিচালনার কথা ভাবলেন। প্রদেশের গভর্নরদের একটি নির্দিষ্ট বেতন বেঁধে দেয়া হলো। কোনোরকম অসাধু উপায়ে সেই বেতনের সাথে যদি একটি টাকাও যোগ করা হয়, তবে সাথে সাথে তার উৎস খতিয়ে দেখা হবে। তবে যারা বেআইনীভাবে কাজ আদায় করত, তারা জানত যে সিনেটরদের আগেও সহজে পটিয়ে ফেলা যেত আর ভবিষ্যতেও যাবে। সম্রাটের অবশ্য অসাধু আয়ের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনিই ছিলেন দেশের সবচেয়ে ধনী। কোষাগার থেকে একটি পয়সাও যদি কোনো সরকারি কর্মচারী চুরি করত, তো সে সম্রাটের তহবিল থেকেই চুরি হতো। তাই অগাস্টাস সেসব ব্যাপারে এক চুল নরম হবেন না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তাছাড়া অগাস্টাস কর আদায়েরও নতুন পদ্ধতি চালু করলেন যাতে করে করের সিংহভাগ সরাসরি চলে যায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আর আদায়কারীর পকেটে যায় খুবই সামান্য।

BanglaBook.org

এ ধরনের নতুন নিয়মকানুন প্রদেশগুলোকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিলো। জুলিয়াস সিজারের আমলে তারা রাজনৈতিকভাবে যতটা নিগৃহীত হয়েছিল, সেটা কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে পারল। অবশ্য রোমের অভিজাত মানুষদের হাতেও কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। তবু প্রদেশগুলো আগের হতাশা কাটিয়ে এখন অন্তত একটা সৎ আর নিষ্ঠাবান সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। তারা সরকার প্রধানের অধীনে সামনের দিনগুলোতে আশু উন্নতির দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিন্তু কর আদায়ে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা বা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও রাজ্যের সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষ করে যখন থেকে অগাস্টাস রোম শহরকে ঢেলে সাজানোর বিশাল পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। (ইতিহাসে বলা হয় তিনি শহরটি পেয়েছিলেন ইটের তৈরি আর বদলে ফেলেছিলেন মার্বেলে।) আগুন প্রতিরোধের জন্য তিনি একটি বাহিনী গঠন করছিলেন আর রাজ্য থেকে বিভিন্ন দিকে যাতায়াতের জন্য তৈরি করছিলেন রাস্তাঘাট।

অগাস্টাস নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য রাজ্যের সম্পদ ব্যবহার করছিলেন। এ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রাকে হারানোর পরে তিনি এমনভাবে মিশরের দখল নিয়ে নেন যেন মিশর কেবল রোমের দখলকৃত একটি অঞ্চলই নয়, বরং তার নিজস্ব সম্পত্তি। তার কাছে বিশেষ অনুমতি না নিয়ে কোনো সিনেটরও মিশরে ঢুকতে পারত না।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মিশরই ছিল সে সময় সবচেয়ে ধনী দেশ। বছরে একবার নীলনদের বন্যায় পুষ্ট মিশর তখন আশাতীত ফসল উৎপাদন করত। তাই স্বভাবতই মিশর হয়ে দাঁড়াল ইতালির শস্যভাণ্ডার। আরেক দিকে মিশরের কঠোর পরিশ্রমী কৃষকের দেয়া কর সরাসরি অগাস্টাসের কোষাগারে জমা হতে লাগল। আরও অনেক উপায়েই অগাস্টাসের কোষাগার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। (অনেক ধনী মানুষ নিজেদের জমাজমি, বাড়িঘর ছেড়ে অভিবাসী হয়ে যাওয়ার আগে নিজেদের সম্পত্তির কিছু অংশ অগাস্টাসকে দিয়ে যেতে লাগল ঘুষ হিসেবে। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কখনও কৃতজ্ঞতায় আবার কখনও নিজেদের উত্তরাধিকারীরা যেন ঠিকমতো সম্পত্তি ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে।)

রাজ্যের বিভিন্ন প্রয়োজনে অগাস্টাস নিজের পকেট থেকে খরচ করতে পারতেন। সরাসরি তার হাত দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বিভিন্ন খাতে প্রেরিত হলে তার প্রতি সকলের আস্থাও বেড়ে যাবে। তাই তিনি নিজেই সেনাবাহিনীর সব খরচ নিজের তহবিল থেকে দেয়া আরম্ভ করলেন আর সেনাবাহিনীও একমাত্র তারই অনুগত হয়ে থাকল।

অগাস্টাস ইতালিকে সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। ধর্মীয় যেসব আচার আচরণ প্রাচ্য দেশগুলো থেকে অনুপ্রবেশ করেছিল, বিশেষ করে খুবই জমকালো আর নাটকীয় নিয়মকানুনগুলো সুচারুভাবে পালনে অগাস্টাস রোমের অধিবাসীদের উৎসাহিত করছিল। রোম প্রাচ্যের যে দেশগুলো দখল করে সেখান থেকে দাস হিসেবে বন্দী মানুষ

BanglaBook.org

এনেছিল তারাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সেই ধর্মীয় অনুশাসন। রোমে নিয়ে আসার পরে তাদের মুক্ত করা হলে রোমের সংস্কৃতির বাইরে পৃথক সংস্কৃতির রীতিনীতি চালু করতে তারা তৎপর হয়ে উঠল। রোমের প্রাচীন রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মানুষ নতুন সংস্কৃতির মোহে ডুবে যাক, অগাস্টাস তা চাইতেন না। আবার মুক্তি পাওয়া প্রাচ্য দাসদের স্বাধীনতা হরণেও তিনি তেমন কোনো পদক্ষেপ নেননি।

এভাবেই ক্ষমতায় আসার পর থেকে অগাস্টাস রোম শাসন করলেন পয়তাল্লিশ বছরব্যাপী। এর মধ্যে রোমের উন্নতি হলো, শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রশ্নাতীতভাবে অগাস্টাসের শাসন ইতিহাসের পাতায় রোমের ঘুরে দাঁড়ানো হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। রাজ্য শাসনের বিষয়ে যে গভীর প্রজ্ঞা তার ছিল তা যদি না থাকত আর এতদিন জীবিত থেকে শাসনকাজ চালিয়ে যেতে না পারতেন, তবে রোমে প্রাদেশিক যুদ্ধ লেগেই থাকত। অগাস্টাসের বিচক্ষণ শাসন না পেলে হয়তো কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই ইতালি টুকরো টুকরো হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ত। কেবল কঠোর শাসনের জোরেই রাজ্যটি চারশ' বছর ধরে অটুট শক্তিধর হয়ে টিকে রইল। সমস্ত ইউরোপের উপরে রোমান সংস্কৃতির দৃঢ় প্রভাব ফেলার জন্য যথেষ্ট সময় তারা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে অনেক উল্টোস্রোত এলেও সেই প্রভাব ছিল অটুট। আমরা নিজেরাও যেন সেই সংস্কৃতিরই ধারক।

মনে রাখতেই হবে যে, আজ পাশ্চাত্য দেশগুলোতে প্রধান ধর্ম হিসেবে খ্রিস্টান ধর্ম যেভাবে প্রসার পেয়েছে, রোমান রাজ্যের অধীনে তারা যে ব্যাপক আর স্বাধীনভাবে রাজ্যের আনাচেকানাচে নির্বিশেষে ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিল, রোমান সাম্রাজ্য ছাড়া সম্ভব হতো না। এমনকি আজও ক্যাথলিক চার্চ রোমের ভাষা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে।

BanglaBook.org

সীমানা

খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে যখন রোমের সম্রাট ছিলেন অগাস্টাস, সে সময়ে রোমের আশেপাশের রাজ্যগুলোর অবস্থা কেমন ছিল, এবারে এক নজরে সেটা দেখে নেয়া যাক।

আশেপাশের ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্রউপকূলবর্তী দেশগুলো হয় খোদ রোমের অধীনে ছিল, নয়তো সাদাচোখে তাদের স্বাধীন মনে হলেও তারা আসলে চূড়ান্তভাবে রোমের শক্তির কাছে বশ মেনেই চলত। সেসব রাজ্যের রাজারা রোমের সম্রাটের অনুমতি ছাড়া তলোয়ার হাতে তুলে নিতে পারত না আর সম্রাটের ইচ্ছেতে তাদের

জন্ম-মৃত্যুও নির্ধারণ করা হতো। সরাসরি রোমের অধীনে চলে না এসে যে তারা দূরবর্তী প্রদেশ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের একটি অলিখিত অংশ হয়ে বেশ নিরাপদে দিন কাটাতে পেরেই শান্তি পেত।

যেমন, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলের সর্বপূর্বের দেশ মিশরের (অগাস্টাসের ব্যক্তিগত প্রদেশ) কথা দিয়েই আমরা শুরু করতে পারি।

মিশরের পশ্চিম দিকটা ছিল সিরেনাইকা, আফ্রিকা আর নামিবিয়ার অঞ্চল। আফ্রিকার ওই অঞ্চলটি, যেটি আগে কার্থেজ রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল, দুই শতাব্দী আগে একসময় রোমকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছিল। পুরনো কার্থেজ শহরটি খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬ সালে রোমানরা পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলেছিল কিন্তু জুলিয়াস সিজারকে আটক করে হত্যা করার আগে সেখানেই পাকাপোক্তভাবে তিনি রোমান কলোনি স্থাপন করে যান। কার্থেজ শহর সম্পূর্ণভাবে নতুন রোমান শহর হিসেবে জেগে উঠেছিল আর তারপর বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে ছয়শ' বছরব্যাপী দাঁড়িয়ে ছিল।

জায়গাটা ছিল নিউমিডিয়ার পশ্চিম দিকে যেখানে বর্তমানে আলজেরিয়া, মরোক্কো আর মৌরিতানিয়ার মতো স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো রয়েছে। মৌরিতানিয়ার এরকম নামকরণের কারণ, সেখানে যে উপজাতি বসবাস শুরু করত, তারা নিজেদের মৌরি বলে পরিচয় দিত। (পরবর্তীকালে স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের নিজেদের পছন্দ মতো "মরোস" শব্দটি, আফ্রিকার অধিবাসীদের বোঝাতে ব্যবহার করত। ইংরেজিতে সেখান থেকেই একই জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে "মুর" শব্দটি ব্যবহার করে আর মরোক্কোকেও একই নামে ডাকে।)

মৌরিতানিয়ার রাজা বিয়ে করেছিলেন ক্লিওপেট্রা আর মার্ক এ্যান্টনির কন্যা ক্লিওপেট্রা সিলিনকে। তাদের দুজনের সন্তান ছিল টলেমি। (ক্লিওপেট্রার আগের চৌদ্দ জন রাজা এই নামেই পরিচিত ছিল।) টলেমি ১৮ সালে রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন।

উত্তরে ভূমধ্যসাগর আর পশ্চিমে ইতালি পর্যন্ত স্পেন আর গাউল ছিল দুটো সমৃদ্ধ দেশ। অগাস্টাসের ক্ষমতায় আসার দুই শতাব্দী আগে রোমানরা স্পেন (আধুনিক স্পেন আর পর্তুগাল এক সাথে) জয় করেছিল। পুরো সময়টা অবশ্য স্পেনের অধিবাসীরা রোমানদের অস্ত্রের ঝনঝনানি প্রতিহত করতে চেষ্টা করত। তারা ধীরে ধীরে রোমানদের হটাতে চেষ্টা করছিল। অগাস্টাসের সময় পর্যন্ত স্পেনে কখনোই পুরোপুরি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্পেনের উত্তরে ক্যান্টাব্রি নামে একটি উপজাতি, যারা স্পেনের সীমানা জুড়ে বসবাস করত, তারা বহু বছর ধরে অগাস্টাসের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছিল। খ্রিস্টপূর্ব উনিশ শতকের আগে স্পেন সম্পূর্ণভাবে রোমানদের আয়ত্তে আসেনি। একমাত্র তারপর স্পেনে শান্তি ফিরে এসেছিল আর অগাস্টাসের রাজ্যের একটি সুরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে স্পেন সুপরিচিত হয়েছিল।

BanglaBook.org

অগাস্টাস স্পেনে শান্তিপূর্ণ শাসনকাজ চালাতেন। আবার কখনও বেশ উদ্ধত যুদ্ধের আয়োজনেও নেমে পড়তেন। কতকগুলো শহরের পত্তনও করেছিলেন যেগুলোর মধ্যে দুটির নাম উল্লেখযোগ্য। দুটো শহরের নামই তার নিজের নামে রেখেছিলেন, "সিজার অগাস্টা" আর "অগাস্টা এমেরিতা" (যার অর্থ হলো, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক অগাস্টাস)। সে শহরগুলো অবশ্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে তবে পুরনো নাম ঝেড়ে ফেলে তাদের নতুন নাম হয়েছে যথাক্রমে, সারাগোসা আর মেরিদা।

গাউল (রাইন নদীর পশ্চিমে আধুনিক ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানির কিছু অংশ, নেদারল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ড) স্পেনের পরে জুলিয়াস সিজারের রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল তবে তা বেশ ভালোভাবেই দখল করা হয়েছিল। গাউল আর ইতালির মধ্যে সীমানায় একটি মুক্ত দেশ ছিল অ্যালপাইন, অগাস্টাস সম্রাট হওয়ার পরেও জায়গাটি স্থানীয় আদিবাসীদের দখলে ছিল।

ইতালির পূর্বদিকে ছিল অ্যাড্রিয়াটিক সাগর। তার উল্টোদিকের তীরে ছিল আরেক দেশ যাকে রোমানরা বলত "ইলিরিকাম" আর ইংরেজরা ডাকত "ইলিরিয়া"। আসলে সেটাই বর্তমানের যুগোশ্লাভিয়া। অগাস্টাস সম্রাট হওয়ার পরে রোমের সমুদ্রতীর বলতে ছিল শুধু ইলিরিয়ান তীর। তার কিছু অংশকে আবার ড্যালমাশিয়া বলে ডাকা হতো।

ইলিরিয়ার দক্ষিণপূর্বদিকে ছিল ম্যাসিডোনিয়া আর গ্রিস যেগুলোর দুটো রাজ্যই ছিল রোমানদের দখলে। গ্রিসের পূর্বদিকে এইগিয়ান সাগর আর তারপরেও এশিয়া মহাদেশের অংশ (আধুনিক টারকিসহ)। যে সময়ে রোমান সাম্রাজ্য পূর্বদিকে বিস্তৃত হচ্ছিল, এশিয়া মাইনর ছিল গ্রিক ভাষাভাষীদের রাজ্য। অগাস্টাস ক্ষমতায় আসতে আসতে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ আর পশ্চিম অংশ রোমান রাজ্যের অংশ হয়ে গিয়েছিল। বাকি অংশটুকুও বলতে গেলে রোমানদের দখলেই ছিল।

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণদিকে যেখানে সিরিয়া যা কিনা আগেই রোমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর ছিল জুডিয়া যার নিজস্ব একজন রাজা থাকলেও রোমান সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন। জুডিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে আবার পাওয়া যায় মিশর।

সম্পূর্ণ রাজ্যটি ঘুরে ফিরে দেখার জন্য অগাস্টাস একটানা রাস্তা বানিয়েছিলেন। বিস্তৃত আর প্রতিটি জায়গা চমৎকারভাবে সংযুক্ত রাস্তা ধরে তিনি সহজেই দেখাশোনা করতে পারতেন। রাজ্যের সীমানা জুড়ে ছিল কঠোর নিরাপত্তা। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে রাজ্যটি ছিল বিদেশিদের আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ রাজ্যের পরিধি বাড়তে বাড়তে এই দুদিকে তা একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত ছুঁয়ে ফেলেছিল। পশ্চিম দিকে সীমাহীন অ্যাটলান্টিক মহাসাগর আর দক্ষিণে একইরকম অসীম রোমান আফ্রিকান সাহারা মরুভূমি (অন্তত রোমানরা নিজেদের রাজ্যকে এমনই মনে করত)।

BanglaBook.org

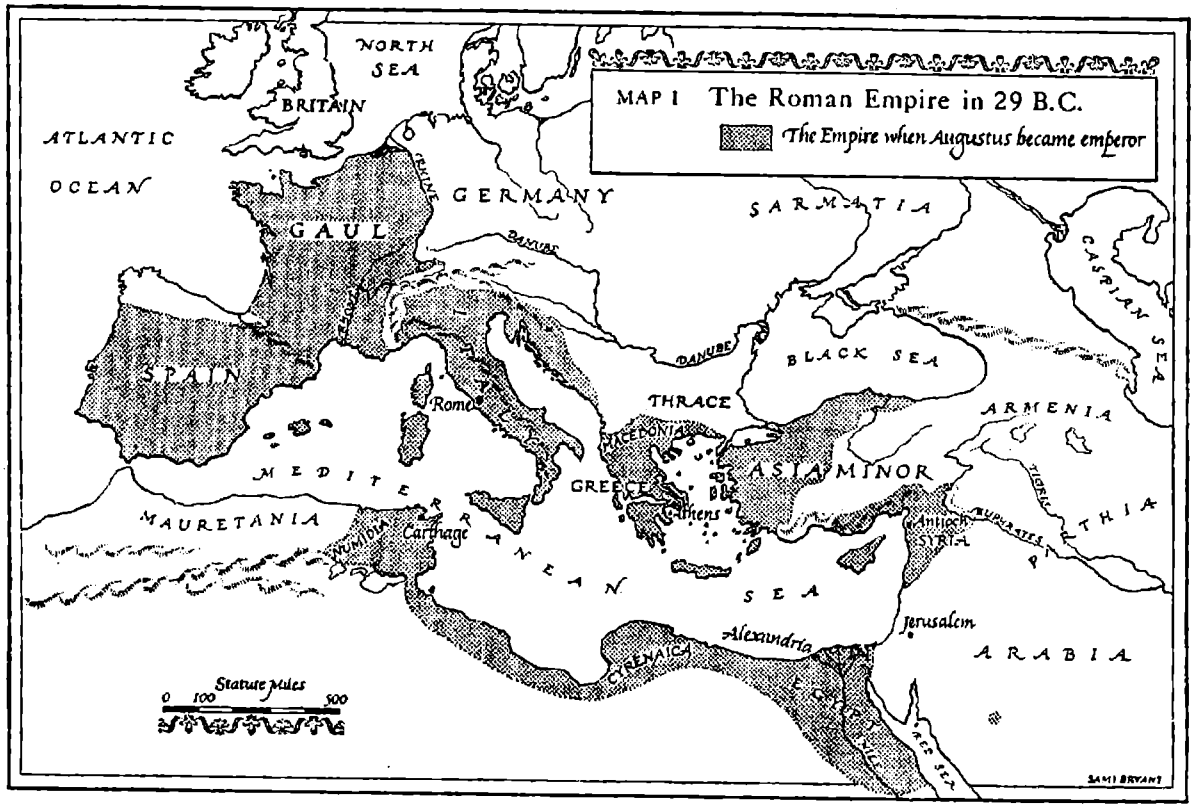
MAP I The Roman Empire in 29 B.C.
The Empire when Augustus became emperor
NORTH SEA
BRITAIN
ATLANTIC OCEAN
GAUL
GERMANY
SARMATIA
CASPIAN SEA
SPAIN
Rome
DANUBE
BLACK SEA
THRACE
ARMENIA
MACEDONIA
ASIA MINOR
MEDITERRANEAN SEA
GREECE
Athens
MAURETANIA
NUMIDIA
Carthage
Antioch
SYRIA
TIGRIS
EUPHRATES
PARTHIA
Jerusalem
Alexandria
CYRENAICA
EGYPT
ARABIA
RED SEA
Statute miles
0 100 500
SAMI BRYANT

মিশরের দক্ষিণে নীলনদ যে কোথায় বয়ে গেছে তা নিয়ে তখনকার কেউ মাথা ঘামায়নি। মিশরের ঠিক দক্ষিণে নীল নদের তীরবর্তী যে ইথিওপিয়ান আদিবাসীদের বাস ছিল তারা অগাস্টাসের আমলের হাজার বছর আগে মিশরের সাথে যুদ্ধ করেছিল। সেসব অনেক অনেকদিন আগের কথা। যাই হোক, ইথিওপিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলই তখন শান্ত। মিশরের টলেমিরা (মিশরের গ্রিক শাসক) ইথিওপিয়ায় উপনিবেশ গেঁড়ে বসলেও রাজ্যটি দখলের কোনো চেষ্টা সেভাবে করেনি।

রোমানরা মিশর দখল করে নিলে, খ্রিস্টপূর্ব পঁচিশ সালে সেখানকার গভর্নর গেইয়াস পেট্রোনিয়াস ইথিওপিয়ান হামলার জবাবে পাল্টা আক্রমণ চালান। তিনি সদলবলে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে ইথিওপিয়ার কিছু অংশ দখল করে নেন। কিন্তু অগাস্টাস সে দখলকে পাত্তা দেননি। তিনি মনে করতেন ইথিওপিয়া রোম থেকে এত দূরে যে সেটি দখল করে রোমের জন্য তেমন কোনো সুফল আসতে পারে না। বরং এই হামলায় এত মানুষ আর পয়সা খরচটাই মাটি হবে। তিনি সেনাবাহিনীকে হামলায় অংশ নিতে বাধা দিয়েছিলেন। আর তাই মিশরের দক্ষিণ সীমানায় সবসময়ের জন্যই শান্তি ছিল অটুট। (মিশর থেকে লোহিত সাগর পেরিয়ে আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দখলের চেষ্টাও সংশয়ে ভুগে অগাস্টাস শেষ পর্যন্ত বাতিল করেন।)

সিরিয়া আর জুডিয়ার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তেও সাহারার মতো বিশাল আরব মরুভূমি। সেই মরুভূমি যেমন রাজ্যের সীমানা বোঝাত তেমনি সেদিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কাও কমিয়েছিল। পরবর্তীকালে রোমান রাজ্য সেদিকে কিছুটা বেড়ে এসেছিল তবে বেশিদূর যেতে পারেনি।

রাজ্যের পূর্বদিকের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। রোমান রাজ্যের সেদিকের সীমানায় ছিল একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র যা তাদের প্রতি বিদ্বেষী। সেটি ছিল পারথিয়া। সেই রাজ্য আধুনিক ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পারথিয়া আসলে পারস্যের আদি নাম। তিন হাজার বছর আগে আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট সেই রাজ্যে হামলা করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। (সুতরাং পারথিয়া আর পারস্য একই দেশ।) আলেক্সান্ডারের উত্তরাধিকারীরা পারস্যে জোর করে গ্রিক সংস্কৃতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কখনোই সফল হয়নি।

আলেক্সান্ডারের দখলকৃত এশিয়ার বেশিরভাগ অংশ তার মৃত্যুর পরে জেনারেল সেলুকাসের হাতে চলে যায়। তাই এই অংশকে সেলুসিড সাম্রাজ্য বলে ডাকা হতো। সেলুসিড সাম্রাজ্য যতই দুর্বল হতে লাগল, পশ্চিম দিকে পারস্যের আধিপত্য ততই বাড়তে লাগল। একসময় তাদের অভিজ্ঞ নেতাদের হাত ধরে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ সালে পারস্যের জাতি স্বাধীন হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৪ সালে রোম সেলুসিড সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ (যেটি ততদিনে সিরিয়া নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল) দখল করে নিজের রাজ্যের আয়তন বাড়াতে

BanglaBook.org

লাগল। সিরিয়াকে তখন রোমেরই একটি বিভাগ হয়ে যেতে হলো। এখন রোম রাজ্যের ঠিক পূর্বদিকে পড়ল পারস্য। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩ সালে রোমের একদল সেনা পারস্যে হামলা করে দখল করে নিতে চাইল। কিন্তু তারা ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে হেরে গেল। পারথিয়ার অধিবাসীরা পরাজিত দলের পতাকা ছিনিয়ে নিলো। এটা ছিল রোমের জন্য ভীষণ অপমানজনক।

পনেরো বছর পরে রোমের সেনাবাহিনী আবারও পারথিয়ায় আক্রমণ করেছিল। সেবারে কিছু কিছু জায়গায় তারা জয়ী হলো। এই আক্রমণ নিঃসন্দেহে ছিল পারথিয়ার প্রতি প্রতিশোধমূলক। অবশ্য পারথিয়ার কাছে তখনও ছিনিয়ে নেয়া রোমের পতাকাগুলো ছিল। এবারের আক্রমণের পরে দুটো দেশের মধ্যে এক দীর্ঘ যুদ্ধ শুরু হলো। তাদের সাথে যোগ দিলো আর্মেনিয়া। দড়ি টানাটানি খেলার মতো আর্মেনিয়া একবার রোমের সাথে তো আরেকবার পারথিয়ার সাথে জোট বাঁধত।

এশিয়া মাইনরের পূর্বপ্রান্তে ককেশাস পর্বতের দক্ষিণে ছিল আর্মেনিয়া। খ্রিস্টপূর্ব ৭০ সালে রোমের সেনাবাহিনী প্রথমে আর্মেনিয়ার যতদূর পারে দখল করে নিলো। তারপর পুরো রাজ্য জুড়ে চালাতে লাগল তাদের প্রচার। তবে যতবারই রোমানরা আর্মেনিয়ায় দূরবর্তী একটি শাসন কেন্দ্র খোলার চেষ্টা করেছিল, পারথিয়া ততবারই সেটা নাকচ করে দিয়ে নিজেদের একটি উপনিবেশ সেখানে গড়ে তুলেছিল।

প্রতিহিংসামূলকভাবে এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অগাস্টাসের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না বললেই চলে। বরং তিনি ধীরগতিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বেশি মগ্ন ছিলেন। পারস্যের সাথে শুধু শুধু যুদ্ধে গেলে যে ধ্বংস হতে পারে আর নিজের হেরে যাবারও যে বিপুল সম্ভাবনা আছে, তাতে করে সেটা কেবল হয়রানিই হতো। তাই তিনি পারথিয়ায় আর তেমন বড়সড় কোনো আক্রমণ না চালিয়ে কেবল দেশটির ব্যাপারে একটু সতর্ক নজর রেখেছিলেন।

সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যা হয়, রোমের আর পারস্যের পুতুল শাসকেরা বছরের পর বছর আর্মেনিয়ার সিংহাসন নিয়ে মৃদু লড়াই চালিয়েই গেল। নিজেদের অসহায়ত্বের জন্য সাহায্য চেয়ে অগাস্টাস তার সৎ ছেলের নেতৃত্বে একদল সেনা আর্মেনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। ফলে পারস্যের পুতুল সেনাবাহিনী হেরে গেল আর মারা পড়ল।

পারথিয়ার সেনাবাহিনী অবশ্য এমনিতেও আর আক্রমণ করার অবস্থায় ছিল না। কারণ তারা দেশের ভেতরেই নানান সমস্যায় জর্জরিত ছিল। তাই অগাস্টাস যখন শান্তিচুক্তির জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, পারথিয়া সে আহ্বান সাদরে গ্রহণ করল। তাই খ্রিস্টপূর্ব ২০ সালে আবার দুটি রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাপ্তি হয়। শান্তিচুক্তির সময়ে পারথিয়ার কাছে রোমের যে যুদ্ধ পতাকা গচ্ছিত ছিল তা তেত্রিশ

BanglaBook.org

বছর পরে তারা সসম্মানে ফেরত দিয়েছিল। রোমের মান রক্ষা হয়েছিল আর অগাস্টাসের বুদ্ধিও প্রশংসা পেয়েছিল।

(যদিও আর্মেনিয়া রোমের হাতে কখনোই নিরাপদ ছিল না। হাজার বছর ধরে রোমকে বিভিন্ন যুদ্ধে সহযোগিতা করাই যেন ছিল দেশটির কাজ। যুদ্ধের পরে যুদ্ধের অত্যাচারে দেশটি ছিল ত্যাক্তবিরক্ত।)

জার্মান জাতি

উত্তর দিকে রোম রাজ্যের ইউরোপের অংশে অবস্থা ছিল অন্যরকম। সেদিকে কোনো জনমানবহীন মরুভূমিও ছিল না, আবার সভ্যতায় পিছিয়ে আছে এমন কোনো জাতির কোনো দেশও ছিল না। থাকলে তাদের সাথে যুদ্ধ করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেত। সেদিকে বরং ছিল জঙ্গল আর এলোমেলো পাহাড়ের সারি। অসভ্য কিছু মানুষ তার ভেতরে বসবাস করলেও করতে পারে। রোমানরা তাদের "জার্মানি" বলে ডাকত। তাদের হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে শব্দটা হয়ে গেছে "জার্মান"।

জার্মানদের সাথে রোমানদের প্রথম সংঘর্ষ হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৩ সালে। সিমব্রি আর টিউটনস জাতি জার্মানির উত্তর দিকের সমুদ্র সৈকতে তাদের নিজস্ব জায়গা ছেড়ে দক্ষিণ দিকে সরে যায়। দক্ষিণ গাউলে সমুদ্রের দিকে আর ইতালির উত্তর দিকে তারা জার্মানদের কাছে পরাজয় বরণ করে। এটা ছিল রোমের জন্য প্রচণ্ড একটা শিক্ষা। রোম জেনেছিল যে উত্তর দিকে তার জন্য ভীষণ বিপদ সব সময় ওত পেতে আছে।

এই বিপদ থেকে কিছুটা মুক্তি মেলে যখন জুলিয়াস সিজার খ্রিস্টপূর্ব ৫১ সালে গাউল দখল করে নেন আর রাইন নদীর উপরে রোমের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। রোমের বিশাল সেনাবাহিনী যদি রাইনের দৈর্ঘ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তবে তারা নিজেরা আর রাইনের তীর মিলেই তো জার্মানদের জন্য বিকট এক প্রাচীর হয়ে উঠত। আর সত্যিকার অর্থে, সামান্য কিছু জায়গা ছাড়া বাকি অংশে তারা সেভাবেই বেষ্টনি তৈরি করে দাঁড়িয়েছিল তার পরের চারশ' বছরেরও বেশি।

সিজার পরে আরও অগ্রসর হয়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ আর ৫৩ সালে দু'দুবার তিনি রাইন নদী অতিক্রম করে জার্মানির ভেতরে দুটো ছোট দলের সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। সেসব অবশ্য জার্মানি হামলা করে দখল করার জন্য নয়, তাদের পাঠানো হয়েছিল কেবল জার্মানদের রোমের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য। নিজেদের যেন ভুলেও কখনও তারা রোমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত না করে।

BanglaBook.org

গাউলের পূর্বদিকে রোমের সীমানা ছিল বেশ অরক্ষিত। বিক্ষিপ্ত কতকগুলো পাহাড় দিয়ে ঘেরা সেই সীমানার আসলে কোনো নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি ছিল না। তাই সেটা ধরে রাখাও ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। সীমানার ১৫০ মাইল উত্তরে ছিল বিশাল দানিয়ুব নদী। নদীটি ইউরোপকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পর্যন্ত ঘিরে রেখেছিল। তাই মনে হতো যেন রোম রাজ্যের উচিত দানিয়ুব নদী পর্যন্ত ধেয়ে যাওয়া। যাতে করে নদীর মাধ্যমে সহজেই রাজ্যের একটা সীমানা নির্ধারণ করা যায় আর উত্তর দিকে অবস্থান করা অসভ্য জাতিদের থেকেও নিজেদের পৃথক রাখা যায়।

অগাস্টাস ভয়ানক আক্রোশ নিয়ে তার সেনাবাহিনীকে উত্তরের দিকে পাঠালেন। এটা ছিল তার রাজ্যের জন্য বিরাট এক আগ্রাসী পদক্ষেপ। তবে শুরুর দিকে এটা কেবলই একটা সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা থেকে করেছিলেন, তা নয়। এটা ছিল নিতান্তই একটা সীমারেখায় পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা যতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব। এভাবে দখলের আর নিজের প্রভাব বিস্তারের ভয়াবহ প্রচেষ্টা তিনি কিছুটা কমিয়ে আরও নিরাপদে থাকতে পারতেন।

ধীরে ধীরে রোমান সেনাবাহিনী অ্যালপাইন পর্বতের ওপর দিয়ে উত্তর ইতালির চারদিকে বৃত্তাকারে দখল করে ফেলল। খ্রিস্টপূর্ব ২৪ সালে অগাস্টাস "অগাস্টা প্রিটোরিয়া"(সর্বাধিনায়ক অগাস্টাস) নামে শহরটি স্থাপন করেন। সেই শহরটিই এখন আয়োস্টা নামে পরিচিত।

আল্পসের উত্তর আর পূর্ব দিকটাও দখল করা হয়ে গেল। ইলিরিয়া হয়ে গেল রোমান সাম্রাজ্যের অংশ আর পূর্ব দিকে শেষ মাথায় ছিল রোমের আরেকটি অঞ্চল মোয়েশিয়া (এই অঞ্চলগুলো বর্তমানে দক্ষিণ যুগোস্লাভিয়া আর উত্তর বুলগেরিয়ার অন্তর্গত)। দানিয়ুবের পার্শ্ববর্তী এলাকা, ইতালির উত্তর দিক আর ইলিরিয়া তিনটি আলাদা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বলতে গেলে, রাশিয়া, নোরিকাম আর প্যানোনিয়া। এই তিনটি অঞ্চল বর্তমানে আধুনিক বোভারিয়া, অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির পূর্বভাগকে বোঝায়।

খ্রিস্টপূর্ব ৯ সাল আসতে আসতে দেখা যায় রোমান সাম্রাজ্য দানিয়ুবের উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। কিছু কিছু বিদ্রোহী জাতিরও সৃষ্টি হয়েছিল, এর মধ্যে যাদের সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে সেসব বর্ণনা বাহুল্যমাত্র। পুরো এলাকাটিতে যে একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল তার নাম থ্রেস (বর্তমানে বুলগেরিয়ার দক্ষিণাংশ)। থ্রেস যেহেতু সরাসরি দানিয়ুবের তীরবর্তী না, আর দেশটির পক্ষ থেকে রোমের কোনো বিপদের আশঙ্কাও ছিল না, এ কারণে পরবর্তী অর্ধশতাব্দীজুড়ে সেটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রই রয়ে গিয়েছিল।

অগাস্টাসের জন্য বিষয়টি সেভাবে ফেলে রাখাই ভালো ছিল। হয়তো সেভাবে চলতে থাকলেই তিনি ভালো থাকতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে কথায় কথায় যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলা, শান্তি স্থাপন করার চেয়ে অনেক সহজ। গাউলে রোমের ক্ষমতার বিস্তার জার্মানের লোকেরা পছন্দ করেনি। রোমের অতীত ইতিহাসের দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে তারা সহজেই অনুধাবন করেছে যে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হবে জার্মানি দখল।

ওদিকে জার্মানির বিভিন্ন উপজাতি মিলে তারা নিজেদের ভেতরে একটি দল গড়ে তোলে। তারা সকলে মিলে একসাথে রোমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একাত্মতা ঘোষণা করে। গাউলে একটা অতর্কিত হামলার ব্যাপারেও তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিছু কিছু জায়গায় তারা সফলও হয়। জার্মানির এতগুলো উপজাতিকে একসাথে পরিচালনা করা আসলে বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। তার মধ্যে কিছু কিছু জাতি আবার দলের সাথে না গিয়ে নিজেরাই হামলা করতে চাইল। যেমন গ্যালিক বিদ্রোহীরা হামলা করল এবং ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই মারা পড়ল।

এরকম অবস্থায় রোমান শাসকেরা মনে করলেন যে পরবর্তী আক্রমণ জার্মানিতে পরিচালনা করা জরুরি। গাউল যেন রোমের হাতছাড়া হয়ে না যায়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য এটাই ছিল রোমের একমাত্র উপায়। আর তাছাড়া জার্মানিতে যে একটি ভয়াবহ জাতিগত সংগঠন গড়ে উঠছে তাকে শুরুতেই বিনষ্ট করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বলা তো যায় না কখন উপজাতিদের মধ্যে ভীষণ সম্ভাবনাময় কোনো নেতার আবির্ভাব ঘটে আর সেই নেতা সকল উপজাতিকে এক করে ফেলে রোমের বিপক্ষে বিশাল এক শক্তি হিসেবে দাঁড় করায়!

অগাস্টাসের দুই সৎ ছেলে বাহিনী গঠন করে।

অগাস্টাসের কখনোই নিজের সন্তান ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৩৮ সালে, ক্ষমতায় আসার আগে, লিভিয়া ড্রুসিলা নামে এক বিবাহিত মহিলার প্রেমে পড়েন তিনি। তিনি ছিলেন ভীষণ মুখরা আর সব দিক দিয়ে সম্রাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্ত। তার বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। অগাস্টাসের বিবাহিত স্ত্রী হওয়ার যোগ্য ছিলেন তিনি। অগাস্টাস যখন (তখনও তিনি ছিলেন অক্টাভিয়ান) ড্রুসিলার প্রেমে পড়েন তখন তিনি আরেকজনের সাথে সংসার করছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে, বিশেষ করে রোমে এটা কোনো সমস্যা ছিল না। অগাস্টাস ক্ষমতা দেখিয়ে ড্রুসিলাকে তালাক দিতে তার স্বামীকে বাধ্য করে। ব্যস, তারপর আর কোনো অসুবিধা ছিল না। (অগাস্টাসের অবশ্য আগেরও দুই স্ত্রী ছিলেন। দু'জনকেই তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। রোমে সে সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। বরং উচ্চ শ্রেণির মধ্যে সেটা ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা।)

লিভিয়া ড্রুসিলাকে যখন অগাস্টাস বিয়ে করেছিলেন তখন লিভিয়ার ছিল চার বছরের একটি ছেলে। আর দ্বিতীয় ছেলেটি তখন তার গর্ভে। তারা দু'জনই একসময় রোমের শাসক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বড় ছেলের নাম ছিল টিবারিয়াস (টিবারিয়াস ক্লডিয়াস নিরো সিজার), যিনি মাত্র বিশ বছর বয়সে উত্তর স্পেনে ক্যান্টাব্রির বিপক্ষে লড়তে গিয়েছিলেন। তার মাত্র দুই বছর পরে, খ্রিস্টপূর্ব ২০ সালে সেই ছেলেই রোমান সেনাবাহিনী নিয়ে আর্মেনিয়ায় আক্রমণ করেছিলেন আর পার্থিয়ানদের হাত থেকে অতীতের খোয়ানো

BanglaBook.org

যুদ্ধপতাকা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। পরে তাকে তার ছোট ভাই ড্রুসাসকে (ক্লডিয়াস নিরো ড্রুসাস) সাহায্য করার জন্য ইতালির উত্তরে পাঠানো হয়। ড্রুসাস তখন দানিয়ুবের তীর জুড়ে রোমান আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩ সালে টিবারিয়াস আর ড্রুসাসকে রাইনের তীরবর্তী সীমানা পাহারা দেয়ার জন্য গাউলে পাঠানো হয়। কিন্তু তখন দানিয়ুবের তীরে বিদ্রোহ চলছিল। তাই টিবারিয়াসকে গাউল থেকে নাটকীয়ভাবে সরিয়ে ফেলা হয়। ড্রুসাস রাইনের তীরের যুদ্ধ একাই বেশ ভালোভাবে সামলাতে থাকেন। জার্মানির এক উপজাতি যখন খ্রিস্টপূর্ব ১২ সালে গাউলে অতর্কিতে ঢুকে পড়ে ড্রুসাস তার বাহিনী নিয়ে তাদের তাড়া করেন। তাদের ঠেলে রাইনের অন্য তীরে পাঠিয়ে দেন তিনি। পরের তিন বছর ড্রুসাস কেবলই এগিয়ে গেছেন। একটার পর একটা জয়ের মাধ্যমে সীমানা আরও অনেকটা বাড়িয়েছেন (যদিও বেশিরভাগ সময়েই তিনি ছিলেন চাপের মুখে। জার্মানরা তাকে পরাজিত করতে পারত। যুদ্ধের সাথে সাথে তিনি জার্মানদের পরাজিত করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন আর ব্যস্ত ছিলেন তাদের লুটপাট ঠেকাতে।)

খ্রিস্টপূর্ব ৯ সালের মধ্যে ড্রুসাস রাইনের ২৫০ মাইল পূর্বে এলবি নদীর কাছে পৌঁছে গেলেন। সেই স্থানে বর্তমানে পূর্ব আর পশ্চিম জার্মানির সীমানা।

এমন মনে করা হয় যে ড্রুসাস যদি আরও কিছুদিন নেতৃত্বে থাকতেন, তাহলে রোমানরা হয়তো জার্মানি দখল করে নিত। সেরকম হলে পৃথিবীর পরবর্তীকালের ইতিহাসটাও অন্যরকম হতো। রোমের পক্ষে বাড়তে বাড়তে বালটিক সাগর আর কৃষ্ণ সাগরের দিকে ধাবমান ভিশচুলা আর নিয়েস্টার নদী পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া অবাস্তব কিছু ছিল না। সেদিক পর্যন্ত গেলে সীমানার দৈর্ঘ্য দানিয়ুবের তীরের চেয়ে ছোট হতো আর সহজে তা রক্ষাও করা যেত। জার্মানরাও নিজেদের জায়গায় বসে থেকেই হয়তো সভ্য রোমান সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হতো। তবে সে যাই হোক, এমন যখন হয়নি, তখন এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে কী লাভ?

রাইন থেকে এলবি আসার পথে ড্রুসাসের ঘোড়া হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়। তিনি আহত হন। আঘাতটা ছিল ভয়ংকর। মৃত্যুর সময়ে তার বয়স হয়েছিল মাত্র একত্রিশ। তার মৃত্যু রোমের জন্য ছিল অপূরণীয় ক্ষতি।

অগাস্টাস সাথে সাথেই ড্রুসাসের জায়গায় টিবারিয়াসকে বসিয়ে দেন। তারপরেও সবকিছু ভালোই চলছিল। টিবারিয়াস তার বাহিনী নিয়ে আরও কিছুটা এগোতে চাচ্ছিল যেন জার্মানরা ড্রুসাসের মৃত্যুকে পুঁজি করে আবার বেশি সাহসী না হয়ে ওঠে। জার্মানদের ব্যাপারে সতর্ক নজর রাখতে তিনি তার ভাইয়ের মতোই রাইন আর এলবির মাঝামাঝি ক্রমাগত যাতায়াত করতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও টিবারিয়াস একটা ব্যক্তিগত সমস্যায় জর্জরিত ছিল সে সময়ে।

শোনা গেছে অগাস্টাসের প্রথম স্ত্রীর একটি মেয়ে ছিল, যার নাম ছিল জুলিয়া। যেহেতু তিনিই ছিলেন অগাস্টাসের একমাত্র সন্তান তাই তার গর্ভে কোনো ছেলের

জন্ম হওয়া মানে সে-ই হবে অগাস্টাসের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। জুলিয়ার পাঁচ সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে তিনজন পুত্র। খ্রিস্টপূর্ব ১২ সালে জুলিয়ার স্বামী মারা যান আর ২৭ বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়ে যান। তার সৎ মা লিভিয়া তখন নিজের সন্তানের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পান। মনে করেন তিনি যদি তার ছেলে টিবারিয়াসের সাথে তরুণী বিধবা জুলিয়ার বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন আর অগাস্টাসের মৃত্যু পর্যন্ত জুলিয়ার ছেলেরা নাবালক থাকে তাহলে পরবর্তীকালে টিবারিয়াসের সিংহাসন পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। কারণ টিবারিয়াস তো তখন কেবল সৎ ছেলে নন, হয়ে যাবেন অগাস্টাসের মেয়ের স্বামী।

লিভিয়া অগাস্টাসকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে বাধ্য করেন (অগাস্টাসের ওপরে তার প্রভাব ছিল সাংঘাতিক)। লিভিয়ার এই পরিকল্পনায় কেবল একটিমাত্র সমস্যা ছিল। টিবারিয়াস ততদিনে ছিল বিবাহিত আর তার স্ত্রীকে ভালোবাসতেন ভীষণ। অগাস্টাস লিভিয়ার কথা অনুযায়ী টিবারিয়াসকে বাধ্য করেন নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করতে। তারপর জোরপূর্বক জুলিয়ার সাথে বিয়েও দেন। টিবারিয়াস জুলিয়াকে কখনও ভালোবাসতে পারেননি কারণ তার দৃষ্টিতে জুলিয়া ছিলেন খুবই জেদি আর একরোখা। এভাবে জোর করে বিয়ে দেয়াতে টিবারিয়াস মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এই অসুখী বিবাহিত জীবন তাকে এতই ভয়াবহ বেদনা দেয় যে সেটা থেকে তিনি কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেননি।

জার্মানিতে রোমের ক্ষমতা বিস্তারের কাজ করতে করতে হঠাৎ করেই টিবারিয়াস বোধ করলেন যে তার পক্ষে এভাবে নিজের ওপরে জোর করা আর সম্ভব নয়। তিনি এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গ্রীসের রোডিস দ্বীপে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। ভাবলেন সেখানে গিয়ে একা পড়ে থাকলে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচবেন আর সবকিছু থেকে দূরে থাকলে তার কষ্টও কমবে। নিজের বেদনায় ডুবে থেকে যেন তার মুক্তি ঘটবে।

অগাস্টাস তার নতুন জামাতা টিবারিয়াসের এই ব্যবহারে ভীষণ রেগে যান। তার কাছে মনে হয় এটা রোমের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিদ্রোহের মতো একটি আচরণ। পাশাপাশি নিজের মেয়েকে এভাবে অপমানিত হতে দেখে তার বিরক্তি আরও বেড়ে যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই টিবারিয়াস যখন স্বেচ্ছানির্বাসনের জন্য রোমে ফেরত আসার অনুমতি চাইল তখন তার আবেদন ভীষণ বিরক্ত হয়ে তিনি নাকচ করে দেন। পরে একান্তই বাধ্য হয়ে তা মেনে নেন। তারপর পাঁচ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই টিবারিয়াস রাজ্য পরিচালনার কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু পাঁচ সালে প্যানোনিয়ায় বিদ্রোহী দমনের জন্য টিবারিয়াসের ডাক পড়লে তিনি সাড়া দেন। টিবারিয়াস আবার যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আর সততার সাথে বিদ্রোহীদের হটিয়ে ৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্যানোনিয়ায় শান্তি স্থাপন করেন।

যে পনেরো বছর টিবারিয়াস স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন, সে সময়ে জার্মানি ভয়ংকর নেতার হাতে চলে যায়। তার ফল শুধু রোম কেন, সারা পৃথিবী ভোগ করেছে। তাই

BanglaBook.org

টিবারিয়াসকে জোর করে বিয়ে দেয়ার ঘটনায় মানুষ তখনও ভুগেছে, এখনও ভুগছে।

সাত খ্রিস্টাব্দে অগাস্টাস ভাবলেন, গত বিশ বছরে রোমান সাম্রাজ্য যে রাইন থেকে এলবি পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, বিস্তৃত এলাকা হাতের মুঠোয় এসেছে, এটা বিরাট অর্জন। ওই পুরো এলাকাটাই এখন রোমান সাম্রাজ্যের নিজস্ব। তিনি এলাকাটিকে রোমের একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করতে চাইলেন। সে কারণে তিনি পাবলিয়াস কুইনটিলাস ভ্যারাসকে জার্মানিতে পাঠালেন। ভ্যারাস খ্রিস্টপূর্ব ১৩ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন আর তারপরে সিরিয়ায় শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। একজন সাধারণ কর্মীর কাছে অগাস্টাস যতটা আশা করতেন ভ্যারাসের কাছে তার চেয়েও বেশিই পেয়েছিলেন।

ভ্যারাস জার্মানিতে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাটি কোনো কৌশলবিহীনভাবে, কেবল আগ্রাসী ভূমিকার আশ্রয়ে জাহির করলেন। তার কাজকর্মের প্রতিক্রিয়ায় জার্মানরা বিদ্রোহের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করল। বিদ্রোহ সংগঠিত হতে হতে তারা একজন বলিষ্ঠ নেতাও পেয়ে গেল, তার নাম আরমিনিয়াস (জার্মান নাম "হারম্যান"-কে ল্যাটিন ভাষায় "আরমিনিয়াস" বলা হতো)। আরমিনিয়াস অল্পবয়সে রোমান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন, রোমান সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন এবং তারপরে রোমের নাগরিকত্বও পেয়েছিলেন। এত কিছুর পরেও তিনি ভ্যারাসের আকস্মিক আগ্রাসন মেনে নিতে রাজি ছিলেন না।

আরমিনিয়াস এক অদ্ভুত কৌশলে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। তিনি প্রথমে ভ্যারাসের সাথে এক দলে মিলে গিয়ে তার বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। ৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভ্যারাসকে রাজি করিয়ে ফেললেন রাইনের তীরবর্তী অঞ্চলের ভার আরমিনিয়াসের ওপরে ছেড়ে দিয়ে জার্মানির ভেতরের দিকে গিয়ে নতুন উপনিবেশ সৃষ্টি করতে। ভ্যারাস সরে গেলে আরমিনিয়াস ছোট একটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভ্যারাস তার বাহিনী নিয়ে জার্মানির জঙ্গল ধরে ভেতরের দিকে এগোচ্ছে। তারপর আরমিনিয়াস নিজেই তার বিদ্রোহী দল নিয়ে ভ্যারাসকে ধাওয়া করে। ভ্যারাস যখন রাইন থেকে আশি মাইল দূরে চলে এসেছে, যেখানে গহীন জঙ্গলটি টিউটোবার্গার ওয়াল্ড নামে পরিচিত, সেখানে এসে চারদিক থেকে আরমিনিয়াসের বাহিনী তাদের ঘেরাও করে। আগে থেকেই সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সব খবরাখবর দেয়া ছিল। সুতরাং একসাথে সবদিক থেকে বিদ্রোহীরা ধেয়ে আসে আর ভ্যারাস বাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলে। একেবারেই একটি অপ্রত্যাশিত বিদ্রোহের কবলে পড়ে ভ্যারাস বাহিনী।

ভ্যারাস বাহিনী সাহসিকতার সাথে লড়ে যায় কিন্তু তাদের আর কিছুই করার ছিল না। তিন দিনে সেখানে তিন থেকে ছয় হাজার রোমান সেনার তিনটি বাহিনী (লিজান) করুণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

এই খবর রোমকে এমনভাবে নাড়া দিলো যেন সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। রোমান সেনাবাহিনীকে এরকম করুণ পরাজয় তার আগের দুশ' বছরের বেশি সময়েও বরণ করতে হয়নি। অগাস্টাস আফসোসে ভেঙে পড়ছিলেন বারবার। তিনটি বড় বাহিনীর ক্ষতি সামলাতে তার পক্ষে মানুষের উপরে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। রোমান সেনাবাহিনীর তিন থেকে ছয় হাজার সেনার আঠাশটি দল (লিজান) রাতারাতি পঁচিশে নেমে এলো। লিজানের সংখ্যাটা তার পরের অনেক বছর পঁচিশই ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ছিল এরকম যে, অগাস্টাস তার রাজপুরির দেয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদতেন আর চিৎকার করে বলতেন, "ভ্যারাস, ভ্যারাস, আমার লিজানগুলো ফিরিয়ে এনে দাও!"

কিন্তু ভ্যারাস আর কখনোই সেসব তাকে ফেরত এনে দেননি। কারণ ভ্যারাস নিজেও তার বাহিনীর সাথেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

টিবারিয়াস তখন কোনো সময় নষ্ট না করে এগিয়ে আসেন। তিনি জার্মানদেরকে রোমের ক্ষমতা দেখাতে তাড়াতাড়ি বাহিনী নিয়ে রাইনের অপর তীরে অগ্রসর হন। তিনি দেখাতে চান যে রোম দুর্বল হয়ে পড়েনি। গাউলে হামলা করে তিনি বুঝিয়ে দেন যে জার্মানরা যেন ভুলেও সেখানে বিদ্রোহ করার দুঃসাহস না দেখায়।

কিন্তু টিবারিয়াসের এই উত্তেজনা সত্ত্বেও রোমের পক্ষে জার্মানি দখল করার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না; না তখন, না তার পরে, কখনও। তাই এই হুংকারের বাড়তি কোনো মূল্য নেই। রোমান যোদ্ধারা এলবির আশেপাশেই পড়ে রইল আর রাইনের তীর আঁকড়ে ধরে বসে থাকল। (তারা অবশ্য তীর ধরে আরেকটু এগিয়েছিল যে জায়গাগুলো এখন হল্যান্ড আর রাইনের পূর্বদিকে ফ্রিসিয়া নামে পরিচিত।)

টিউটোবার্গার ওয়াল্ডের যুদ্ধ তাই পৃথিবীর ইতিহাসে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। তারপর থেকে জার্মানরা চিরকাল তাদের স্বাধীনতা ধরে রেখেছিল। কখনোই নিজেদের রোমান সমাজ-সংস্কৃতির সাথে জড়ানোর কথা ভাবেনি। তারপর চারশ' বছর ধরেও জার্মান জাতি স্বাধীন ছিল বটে তবে অসভ্যই ছিল। তখনও তারা রোমের দিকেই তাকিয়ে ছিল আর সেখান থেকে ছিঁড়েখুড়ে কিছু নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

অগাস্টাসের যুগ

অগাস্টাসের সময়ে ইতালির যেসব জায়গায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে রোমান সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত হয়েছিল। অগাস্টাসের যুগে ল্যাটিন সাহিত্যে নতুন মাত্রা আসে। তার আগের সময়টা, যেখানে সিসেরো ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুইয়ে মিলে অগাস্টাসের সময়টাই ছিল রোমের সংস্কৃতিতে স্বর্ণযুগ।

BanglaBook.org

অগাস্টাস নিজেও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন আর লেখক সম্প্রদায়কে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। এই প্রসঙ্গে বলা খুব প্রয়োজন যে অগাস্টাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন সিলনিয়াস মিসিনাস। মিসিনাস অগাস্টাসের সাথে সেই স্কুলজীবন থেকেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যুদ্ধের শেষ কয়েকটা বছর মিসিনাস রোমেই ছিলেন। অগাস্টাস যখন শেষ যুদ্ধটি পরিচালনা করছিলেন তখন তার অবর্তমানে তিনিই রোমের দেখাশোনা করছিলেন। যুদ্ধ শেষে শান্তি এলে মিসিনাস অগাস্টাসকে চিরকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। বোঝান যে যথেষ্ট হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬ শতাব্দীর দিকে, ততদিনে মিসিনাস অনেক ধনী হয়ে উঠেছেন, দাপ্তরিক কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি তার ধনদৌলত রোমের শিল্প-সাহিত্য চর্চায় ব্যয় করতেন। তার এই কাজের জন্য তিনি এতই বিখ্যাত হয়ে গেলেন যে সেখান থেকেই 'মিসিনাসের মতো' কথাটি ব্যবহার হতে লাগল। কোনো ধনী ব্যক্তি যখন তার টাকাপয়সা শিল্পের জন্য অকাতরে বিলান, তখনই তাকে 'মিসিনাসের মতো' বলা হয়ে থাকে।

পাবলিয়াস ভারগিলিয়াস মারো হলেন সবচেয়ে বড় লেখক যিনি মিসিনাসের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিলেন। পাবলিয়াসকে সাধারণত ইংরেজিতে ভারগিল নামে ডাকা হয়।

ভারগিল খ্রিস্টপূর্ব ৭০ সালে মানতুয়ার কাছে একটি খামারে জন্মেছিলেন। ফিলিপির যুদ্ধের পরে, যেখানে অগাস্টাস জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করে তার সর্বশেষ বিজয় অর্জন করেন। তখন বিজয়ী দলের সেনাদের ইতালিতে বসবাস করার জন্য জায়গা উপহার দেয়া হয়। (এটা ছিল যুদ্ধ জয়ের পরে বিজয়ীদের কৃতজ্ঞতা জানানোর সাধারণ নিয়ম।) খ্রিস্টপূর্ব ৭০ সালে সেরকম যুদ্ধজয়ী সেনাদের জন্য জায়গা করে দিতে ভারগিলের বাবাকে তার নিজের খামার থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

ভারগিলের ততদিনে কবি হিসেবে বেশ নাম-ডাক হয়েছে। আবার অগাস্টাসের শাসন কাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হিসেবেও সবাই তাকে চেনে। তখন গ্যানিয়াস আসিনিয়াস পোলিও (তিনিও ছিলেন একজন কবি আর শাসক) সে সময়ে ইতালির সেই অংশে দায়িত্বরত ছিলেন। আসিনিয়াস পোলিও, ভারগিলের জায়গা হাতছাড়া হওয়া থেকে রক্ষা করেন আর সে সময়ে তাকে মিসেনিয়াসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

একলগ নামে পরিচিত ছোট ছোট লেখাগুলোর মধ্যে ভারগিলের কাজ ছিল একেবারে প্রথম দিকের। সেসবের মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৪০ সালে তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত সেই একলগ, যাতে একটি আসন্ন জন্মগ্রহণকারী শিশুকে নিয়ে লেখা হয়েছিল। সেই শিশুটি পৃথিবীতে শান্তি আর সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। কেউ অবশ্য সঠিক বলতে পারেনি কাকে নিয়ে এই লেখাটি তিনি লিখেছিলেন। হতে পারে তিনি তারই কোনো পৃষ্ঠপোষককে খুশি করার জন্য এটা লিখেছিলেন যার স্ত্রী ছিলেন তখন

BanglaBook.org

গর্ভবতী। পরে অবশ্য খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা ধরে নিয়েছেন যে ভারগিল যিশুখ্রিস্টের কথা আগে আগেই জানতেন আর তাই লিখে গিয়েছিলেন। হয়তোবা না জানলেও তিনি ধারণা করেছিলেন। এই কারণে খ্রিস্ট ধর্মে ভারগিল একজন জনপ্রিয় আরাধ্য মানুষ। তিনশ' বছর পরে দান্তের লেখা ডিভাইন কমেডিতে ওই চরিত্রটি ছিল ভারগিলই, যে কিনা দান্তেকে নরকের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

মিসিনাসের উপদেশ শুনে ভারগিল 'জারজিকস' নামে কাব্য রচনা করেছিলেন যেখানে ইতালির গ্রামের কৃষিকাজের বর্ণনা এসেছে। (জারজিকস নামটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে যার মানে হলো কৃষক।) এই লেখার পেছনে হয়তো অগাস্টাসের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি চাইতেন ইতালিতে কৃষিকাজের প্রসার ঘটুক।

(অগাস্টাস অবশ্যই চাইতেন যে রোমানদেও দৈনন্দিন জীবনে সবরকমের কল্পিত সৎ চরিত্রের বিকাশ ঘটুক। তাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষেরা যেমন সত্যবাদিতা, সততা, সাহসী, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমের প্রতীক ছিল, আবার একই সাথে তারা ছিল বিশ্বাসী স্বামী, অমূল্য পিতা আর জীবন উৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে অগাস্টাস তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আর তাই তার সময়ের ইতালি ছিল আমাদের আজকের যে কোনো একটি দেশের মতোই কেবল নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত একটি সমাজ। আভিজাত্য যে রাজ্যের প্রতিটি কোণে ঢেলে দেয়া হয়েছিল। আর উচ্চ শ্রেণির মানুষদের করার মতো তেমন কোনো কাজ ছিল না বলে তারা আমোদপ্রমোদেই নিজেদের ডুবিয়ে রাখত। তারা সুযোগ পেলেই বিয়ে করত, সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত, প্রচুর খেত আর পান করত। তারা তাদের অবসর সময় চমৎকারভাবে উপভোগ করত। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির জন্য ছিল বিনামূল্যে খাদ্য, নানারকমের জমকালো প্রদর্শনী আর আনন্দদায়ক খেলাধুলার আয়োজন। নীতি বিশারদেরা এই অবস্থার সমালোচনা করতেন। অন্য জাতির সাথে, এমনকি তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের সাথে তুলনা করে তারা বলতেন যে তাদের দেশ ভুল পথে যাচ্ছে। কিন্তু এসব কটু সমালোচনায় কোনো কাজ হয়নি। দেশের সামাজিক পরিস্থিতি একই রকমের ছিল। ভারগিলের 'জারজিকস' তাই ল্যাটিনের শুদ্ধতম রূপ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কেবল ধনী শ্রেণিই অবসরে সে ধরনের সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকত। তাই ওরকম আরামের জীবনধারা ফেলে কৃষিকাজের দিকে ফিরে আসার কোনো প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যায়নি।)

ভারগিলের সাহিত্যচর্চার পরবর্তী বছরগুলো অ্যানেইড নামে বারো খণ্ডবিশিষ্ট এক মহাকাব্য রচনায় কেটে যায়। ধরে নেয়া হয় এটাও তিনি শুরু করেছিলেন অগাস্টাসের অনুরোধেই। পটভূমির দিক দিয়ে চিন্তা করলে অ্যানেইড, হোমারের সাহিত্যের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। ট্রয়ের যোদ্ধা অ্যানেইড, অ্যানিয়াস হলো সেই কাব্যের নায়ক। এটা তার পুড়তে থাকা ট্রয়ের থেকে পালিয়ে যাওয়ার

কাহিনী। তার যাত্রা আর ভ্রমণ ছিল নানারকম উত্তেজনায় ভরা। ঘুরতে ঘুরতে তিনি ইতালিতে এসে উপস্থিত হন। কাহিনীতে দেখানো হয় যে তিনিই রোমের পত্তন করেন আর তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলেন। সেখানে অ্যানিয়াসের ছেলের নাম থাকে জুলুস, যার ঔরসে জুলিয়ান পরিবারের (জুলিয়াস সিজার আর অগাস্টাসের) জন্ম হয়।

কবি তার কাব্যের উপরে বহুবছর ধরে কাজ করে গেছেন। এমনকি খ্রিস্টপূর্ব উনিশ সালে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও এটার উপরে কাজ করছিলেন। শুদ্ধতা আর সৌন্দর্যের চরম মাপকাঠিতে পৌঁছেনি ভেবে তিনি মৃত্যুর আগে পুরো পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে যান। অগাস্টাস সেই নির্দেশ সফল হতে দেননি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অন্য কাউকে দিয়ে আরও কিছু কাটাছেঁড়ার পরে অগাস্টাস সেটি প্রকাশ করেন। ভারগিল রোমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে মহান হিসেবে পরিচিত হন।

তারপরেই যার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন হোরেস (কুইনটাস হোরাটিয়াস ফ্ল্যাকাস)। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ঘরের ছেলে। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ সালে ইতালির দক্ষিণ দিকে তার জন্ম হয়। তিনি রোম আর অ্যাথিনায় লেখাপড়া করেন। তিনি যেন জ্ঞানচর্চার জন্যেই জন্মেছিলেন। তাই সেনা হিসেবে রোমান বাহিনীতে যোগদান করা তার জন্য ছিল ভয়ংকর বিপর্যয়ের মতো। তিনি অ্যাথিনায় থাকতে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করা হয়। গ্রিসের হত্যাকারী সেই বাহিনীতে তিনি যোগদান করেন। ফিলিপির যুদ্ধে একজন পরিচালক হিসেবে তিনি সশরীরে যোগ দেন। সেখান থেকে জীবন বাঁচাতে তিনি পালিয়ে আসেন।

হোরেস পরাজিত দলের অংশ হয়েও জীবন হারাননি। শুধু ইতালিতে নিজের পারিবারিক সম্পত্তি হারান। তিনি জীবিকার জন্য সোজা রোমে চলে যান। সেখানে তিনি ঘটনাচক্রে ভারগিলের সংস্পর্শে আসেন। ভারগিল তাকে মিসেনাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। মিসেনাস তাকে একটি খামারের দায়িত্ব দেন যাতে তার আর্থিক কোনো অনটন না থাকে। তার সাহিত্য সহজে অগাস্টাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সত্যি বলতে তার ছোট কবিতা আর রম্য রচনা আজও সমাদৃত। মিসেনাসের মৃত্যুর পরপরই খ্রিস্টপূর্ব আট সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অগাস্টাসের সময়কার শেষ কবি ছিলেন অভিড (পাবলিয়াস অভিডয়াস নাসো)। খ্রিস্টপূর্ব ৪৩ সালে রোমের সত্তর মাইল পূর্বে তিনি জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা কবি। নিজের জীবদ্দশায় তার কবিতা ধনী শ্রেণির কাছে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই তার রচনাও বাঁধাহীনভাবে এগিয়ে গেছে।

অভিডের কবিতায় প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টি এত খোলাখুলিভাবে এসেছিল যে মাঝে মধ্যে সেসব অগাস্টাস আর শাসক শ্রেণির কোনো কোনো ব্যক্তি চিন্তিত হয়ে

BanglaBook.org

পড়েছিলেন। তারা চাইতেন রোমে কেবল অতীতের রোমান সংস্কৃতিই বজায় থাকুক। অভিডের বিখ্যাত বইয়ের নাম "রূপান্তর" (মেটামরফোসেস) যেখানে ল্যাটিন ভাষায় গ্রিসের পুরনো কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। সেই প্রাচীন গ্রিসের কাহিনীর মধ্যেও ছিল বিদ্রোহের ছোঁয়া যা অভিডের কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হতো।

পরবর্তীকালে অভিড অগাস্টাসের মেয়ে জুলিয়ার সাথে বদনামে জড়িয়ে পড়েন। অগাস্টাস মেয়ের ওপরে ভীষণ রেগে যান। তিনি তাকে নিজের কাছে থেকে সরিয়ে দেন। তারপর জুলিয়া হাজার অনুরোধ করলেও তিনি তাকে কিছুতেই আর ক্ষমা করেননি। অভিডের প্রতিও অগাস্টাসের আক্রোশ ছিল সাংঘাতিক। ৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাকে নির্বাসনে যেতে আদেশ করেন। দানিয়ুবের মোহনায় অভিড জীবনের শেষ আট বছর নিতান্তই গেঁয়ো এক জায়গায় পার করে দেন। অগাস্টাসের মন জয় করার চেষ্টায় সেখানে বসে তিনি পাতার পর পাতা বিষাদে ভরা কবিতা লেখেন। কিন্তু অগাস্টাস আর তাকে রোমে ফিরে আসার অনুমতি দেননি। সেই নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ে ১৭ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

অগাস্টাসের সময়কার শ্রেষ্ঠ গদ্যকার ছিলেন লিভি (টিটাস লিভিয়াস)। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫৯ সালে পাদুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরাসরি রাজ্যব্যবস্থাকে কটাক্ষ করে লিখতেন। তবে অগাস্টাস তাকে সহ্য করতেন কারণ তিনি সরাসরি কখনও রাজনীতিতে অংশ নেননি। আবার তার রাজনৈতিক লেখাগুলোর মধ্যে ভালো হাস্যরসও থাকত। তিনি সারাজীবন রাজনীতির বাইরে থেকেই সেসব নিয়ে লেখালেখি করে কাটিয়েছেন।

অগাস্টাসের অনুরোধে তিনি রোমের পত্তন থেকে শুরু করে ড্রুসাসের সময়কাল পর্যন্ত পুরো ইতিহাস এক অমূল্য রচনায় তুলে ধরেছিলেন। এই একই ঐতিহাসিক ঘটনার ওপরে তিনি ১৪২টি বই লিখেছিলেন। তার ইচ্ছে ছিল ইতিহাসটি তিনি অগাস্টাসের মৃত্যু পর্যন্ত লিখে যাবেন। কিন্তু অগাস্টাসের আগেই তার নিজের মৃত্যু ১৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে সেই কাজে সমাপ্তি টানতে বাধ্য করে।

লিভি ছিলেন রোমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। তখনও, এমনকি আজও। তবে দুঃখের বিষয় হলো তার ১৪২টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ৩৫টি বই পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে। বাকিগুলোর সম্পর্কে কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত আকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে তা যথেষ্ট নয়। লিভি জনপ্রিয় হওয়ার আশায় লিখতেন, এটাই ছিল তার সাহিত্যচর্চার সবচেয়ে দুর্বল দিক। পাঠককে আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি মজার মজার গল্প বারবার লিখতেন আর একই ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বারবার করে করতেন। মুখেমুখে ফেরা কিছু প্রাচীন রোমান গল্প তিনি লিখেছেন কেবল পাঠককে ভোলাবার জন্য কিন্তু খতিয়ে দেখেননি সেসবের আদৌ কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে কি না।

BanglaBook.org

রোমান ইতিহাসের সবটুকুই উন্মোচিত হয়েছে রোমের নিজস্ব সাহিত্যিকদের মাধ্যমে যারা রোমের সৃষ্টি থেকে যা দেখেছেন তা লিখে গেছেন। বেশির ভাগের মতো, লিভির লেখারও সেই রোমান ইতিহাসের অংশগুলো পুনরুদ্ধার করা গেছে। তাই আকস্মিকভাবে সেগুলো পেয়ে যাওয়াতে আমরা রোমের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। অন্যান্য যেসব উৎস থেকে জানা গেছে তা খুব বিচ্ছিন্ন, একটানা নয়।

ইহুদি জাতি

সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে অসাধারণ যে ঘটনাটি অগাস্টাসের শাসনামলে ঘটেছিল, তা হলো শিল্প আর সাহিত্যের বিকাশ। সেই শিল্পের সাথে যুদ্ধের হারজিৎ বা রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটা কেবলই আড়ালে থাকা একজন মানুষের, রাজ্যের কোণে কোথাও আড়ালে বসে একমনে করে যাওয়া কাজের ফল আসার মতো। এমনকি বেশির ভাগ মানুষ সেই জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে সে সময় জানতও না।

সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত জুডিয়া। সেখানকার অধিবাসীদের বলে জুডিয়ানস (জিউস) বা ইহুদি। তারা ভয়ংকর একেশ্বরবাদী জাতি। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৬০০ সাল পর্যন্ত তারা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গর্বের সাথে টিকেছিল। প্রথমদিকে দেশটি রাজা ডেভিডের শাসনে বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের অধিবাসীরা রাজ্যটি সাবাড় করে ফেলে। তারপর একশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পারস্যের লোকেরা তাদের দখল করা রাজ্য আবার দখল করে নেয়। তারপরে জেরুজালেমে ইহুদিরা আবার তাদের নিজস্ব মন্দির বানাতে সক্ষম হয়। জেরুজালেম ছিল তাদের প্রাচীন রাজধানী।

ইহুদিরা জুডিয়ায় থেকে গেল বছরের পর বছর। তারা ছিল পারস্যের অধীনে। তাদের না ছিল কোনো রাজা আর না ছিল কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সংগঠিত সেনাবাহিনী। কিন্তু তারা ছিল তাদের ধর্মের প্রতি ভয়াবহ নিষ্ঠাবান। আর তাদের অন্তরে আগের দিনের স্বাধীনতার স্মৃতি জ্বলজ্বল করত সারাক্ষণ। পারস্যের লোকেরা সম্রাট আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের অধীনে ছিল। আর তারপরে সেলুকাসের আবিষ্কৃত সেলুসিড রাজ্যের অধীন হয়ে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ১৬৮ সালে সেলুসিড রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক অ্যান্টিওকাস-৪ ইহুদিদের ধর্মকে অনৈতিক ঘোষণা দেন। তার ইচ্ছে ছিল ইহুদিদের সবাইকে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করে গ্রিসের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবেন। তাদের জীবনাচরণ পুরোপুরি বদলে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু করবেন।

BanglaBook.org

ইহুদিরা তখন বিদ্রোহ করে। তাদের নেতা জুডাস ম্যাকাবিয়াস আর তার ভাইয়ের নেতৃত্বে তারা শেষ পর্যন্ত সেলুসিড রাজ্যের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয়। প্রায় একশ বছরব্যাপী ম্যাকাবিসের অধীনে সেই রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল। ইহুদিরা তাদের নিজস্ব রুচিতে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারত।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমানরা পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ততদিনে ম্যাকাবি পরিবারের লোকেরা ইহুদিদেরকে শাসন করবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলেছে। যারা হেরে গিয়েছিল তারা রোমানদের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। রোমান শাসকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ম্যাকাবিয়ান রাজ্যকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে ইহুদিদের শাসন করার জন্য এমন কাউকে তারা বসাবে যে কিনা পরবর্তীকালে রোমের শাসকের ইচ্ছানুযায়ী চলবে। জুডিয়ায় তারা নেতার বিরুদ্ধশক্তি তৈরি করে শেষে অ্যান্টিপ্যাটারকে বসিয়েছিল।

এই পরিকল্পনার মধ্যে যেটুকু চালাকি ছিল, তা হলো অ্যান্টিপ্যাটার ইহুদি ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইডিউমিয়ান (অথবা বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী যাকে বলে এডোমাইট) ইডুমিয়া অথবা এডোম। তারা ছিলেন জুডিয়ার দক্ষিণ দিকে। ম্যাকাবিস তাদেরকে জোর করে ইহুদি ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। তাই তাদের আর ইহুদিদের মধ্যে হাজার বছর ধরে এক ধরনের শত্রুতা ছিল। অ্যান্টিপ্যাটারকে ইহুদিরা কিছুতেই মানতে পারছিল না। তারা সবসময় তাকে একজন বহিরাগত মনে করত। তিনি ইহুদি ধর্মের সাথে যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন বা যতই বিচক্ষণভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, সেসব কিছুই ইহুদিরা পাত্তা দেয়নি। তখন রোমানরা বুঝতে পেরেছিল যে অ্যান্টিপ্যাটার কখনও এই রাজ্যটাকে নিজের মতো করে পাবে না আর সবসময়ই রোমের উপরে নির্ভর করে থাকবে।

অ্যান্টিপ্যাটারের দ্বিতীয় পুত্র ছিল হেরোডস। (তিনি ইংরেজদের কাছে হেরোড বলে পরিচিত।) খ্রিস্টপূর্ব ৩৭ সালে তিনি জুডিয়া দখল করে নেয়। যদিও দখল করা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হেরোড তারপর বুঝতে পারল যে সেখানে শাসনকাজ চালানো তত সহজ নয়।

তিনি ইহুদিদের মন জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি ইহুদি ধর্ম পালন শুরু করলেন। তিনি জেরুজালেমের মন্দিরের উন্নতিসাধন করেছিলেন। যেহেতু এটা প্রকৃত সোলেমান মন্দির থেকে দূরে তাই ইহুদিদের সুবিধার জন্য তিনি সেটা করেছিলেন। যাই হোক, তিনি ছিলেন খুব নিষ্ঠুর এবং সন্দেহপ্রবণ মানুষ। তিনি অন্তত দশবার বিয়ে করেছিলেন। স্বার্থে আঘাত লাগলে, কথায় কথায় নিজের স্ত্রী আর সন্তানকে পর করে দিতে তার কখনও কোনো সমস্যা হয়নি। (শোনা যায় একবার তার ছেলে অগাস্টাসের কাছে এসে বলেছিল, "আমি হেরোডসের ছেলে না হয়ে তার পোষা শূকর হলেও ভালো হতো"।)

ইহুদিরা হেরোডকে ঘৃণা করা শুরু করে। তাদের মনে অবশ্য অন্য রকম এক আশাও ছিল। শত শত বছর পেরিয়ে যাচ্ছিল, তাদের সামনে ব্যাবিলনিয়রা এলো,

BanglaBook.org

পারস্যের, গ্রিসের, রোমের মানুষেরা ছড়ি ঘোরাল, তবু তাদের জীবনে শান্তি আসেনি। তারা স্বপ্ন দেখত, কোনো একদিন ডেভিডের কোনো উত্তরাধিকারী আসবে তাদের রাজা হয়ে। তারপর তাদের সব অশান্তি দূর হবে। তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, পৃথিবীতে নিজেদের জীবনযাপনের স্বাধীনতা পাবে।

ইহুদিরা রাজার মাথার উপরে তাদের পবিত্র তেল ঢেলে তাকে শুদ্ধ করে নেয়। এরপর রাজা হয়ে যায় তাদের কাছে পবিত্র। তারপর তারা নিজেদেরকে রাজার উদ্দেশে উৎসর্গ করে। আধুনিক সমাজে যেমন দেখা যায়, রাজাকে মুকুট পরানোর অনুষ্ঠান। রাজাকে মুকুট পরানো হলে তারপর তিনি হয়ে ওঠেন সবার মধ্যমণি। হিব্রু ভাষায় পবিত্রকরণের পরে সেই রাজাকে তারা ডাকে মাসিহা। ইহুদিরা বছরের পর বছর কল্পিত একজন মাসিহার অপেক্ষায় ছিল।

যেমন অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ইহুদি ম্যাকাবিউস যেভাবে সেলুসিড রাজাকে পরাজিত করেছিলেন, সেরকম একটা স্বপ্ন তাদের চোখে সবসময় ছিল। তারা জানত, তার মতো আরেকজন মানুষ, এখনও যদি তাদের নেতা হয়ে আসে তাবে রোমকে পরাজিত করতে পারবে নিশ্চয়ই।

অন্যান্য ইহুদিরা, যারা বুঝতে পেরেছিল যে অগাস্টাসের সময়ে রোম আসলে সেলুসিড রাজ্যের তুলনায় হাজার গুনে শক্তিশালী, অ্যান্টিওকাস-৪-এর সময়ে তারা নিজেদের মুক্তির বিষয়ে ততটা নিশ্চিত ছিল না। অবশ্য তারাও এক ধরনের অতি অলৌকিক স্বপ্নের ঘোরে দিন কাটাত। তারা ভাবত একজন আসবেন, যিনি শুধু ইহুদি রাজ্যকেই বাঁচাবেন তা নয়; সেই মাসিহা তাদের রাজ্যে সুবিচার আর পবিত্রতা কায়েম করবেন, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন আর সমস্ত পৃথিবীকে এক এবং অদ্বিতীয় বিধাতার বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনবেন।

জুডিয়ায় সে সময়ে অনেকেই সে রকমের মাসিহা হয়ে ওঠার আশ্বাস দিয়েছেন। অনেকে জাতিকে সেভাবে সাহায্য করার জন্য সবার সমর্থন চেয়েছেন। সে ধরনের লোকদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ দেখা গেছে। হেরোড আর রোমানরা চুপচাপ তাদের এই ভুঁইফোড় মাসিহা হয়ে ওঠা আর দেশের ভেতরে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হওয়ার কাণ্ডকারখানা দেখছিল।

তারপর বাইবেলের নতুন বিভাগের গসপেল দ্য সেইন্ট ম্যাথিউ-এর দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী অনুযায়ী একটি শিশুর জন্ম হলো যার নাম যিশু (গ্রিকে যাকে বলে যশোয়া)। তার জন্ম হলো হেরোডের রাজ্যের শেষ প্রান্ত, বেথেলহামে। এই মাসিহার ব্যাপারে যাবতীয় অলৌকিক তথ্য এখানে সেখানে পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় বাইবেলের পুরনো বিভাগে। হোরোড সদ্য জন্মানো এই শিশুর কথা জানতে পারার পরে, বেথেলহামের দুই বছরের কম বয়সী সব শিশুকে মেরে ফেলার আদেশ দেন। কিন্তু শিশু যিশুকে ততক্ষণে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বাইবেলের দ্বিতীয় বিভাগ ছাড়া এই ঘটনার উল্লেখ অন্য আর কোথাও নেই। তবু এর উল্লেখ করা হলো এই কারণে যে যিশুখ্রিস্টের জন্মের সময়ের সাথে ঘটনাটিকে সম্পর্কযুক্ত করার প্রয়োজন আছে।

BanglaBook.org

হোরোডের শাসনামলের পাঁচশ বছর পরে সিরিয়ার ধ্যানী ডিওনিসিয়াস এক্সিগিউয়াস বাইবেল আর রোমান ইতিহাস ঘেটে সিদ্ধান্ত নেন যে রোমান ক্যালেন্ডার (এইউসি) অনুযায়ী যিশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন ৭৫৩ সালে। পরে ইউরোপের সাধারণ মানুষেরা এই হিসাব মেনে নেন। সুতরাং রোমান ক্যালেন্ডার ৭৫৩ সালটি ১ খ্রিস্টাব্দ হিসেবে দেখানো হয়। তাই রোমের পত্তনের সালটি দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩ সাল।

যাই হোক ডিওনিসিয়াস তার গণনায় নিশ্চয়ই কোনো ভুল করেছিলেন কারণ এটা সত্য যে রোমের ক্যালেন্ডারের ৭৪৯ সালে তিনি মারা যান, যেটা ছিল তার হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ৪ সাল। যদি হেরোড যিশুর জন্মের কারণে ওই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে যিশু নিশ্চয়ই জন্মেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৪ সালের আগে অথবা তারও আগে। (এটা ভাবা আসলে খুবই হাস্যকর যে যিশু জন্মেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৪ সালে বা তারও আগে। কিন্তু ডিওনিসিয়াসের গণনা ইতিহাসের বইগুলোতে এতই পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে এটা বদলানো বেশ কঠিন আর অসম্ভব একটা ঘটনা হবে।)

হেরোড যখন মারা যান, তখন তার তিন পুত্র বর্তমান ছিল যাদের তিনি রাজ্যটি ভালোভাবে ভাগাভাগি করে দিয়ে যেতে পারেননি। তারা প্রত্যেকেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। হেরোড আর্কেলাস ডুডিয়ায় আর জুডিয়ার উত্তরে সামারিয়ায় শাসন করেছিলেন। হেরোড অ্যান্টিপাস শাসন করেছিলেন গ্যালিলি আর সামারিয়ার উত্তরে পেরিয়ায় যেটা ছিল জর্ডান নদীর পূর্বদিক। আর হেরোড ফিলিপ শাসন করেছিলেন ইটুরিয়া যেটা গ্যালিরির উত্তরপূর্ব অংশ।

অ্যান্টিপাস আর ফিলিপ তাদের জীবদ্দশায় ক্ষমতায় ছিল কিন্তু আর্কেলাস থাকতে পারেননি। ইহুদিদের রাজধানী জেরুজালেমেই আর্কেলাসের ক্ষমতার পতন হয়। তাই ইহুদিরা রোমের অন্যায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সবসময় অভিযোগ করত। ৬ খ্রিস্টাব্দে অগাস্টাস আর্কেলাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে গাউলে নির্বাসন দেন। তার বেশ কিছু কাল পরে জুডিয়া আর সামারিয়া রোমের শাসকদের নির্ধারিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে।

আবার এদিকে যিশুর জন্মস্থান হিসেবে বেথেলহামকে ভাবা হয় যেটা কিনা জেরুজালেমের দক্ষিণ দিকের ছোট্ট একটি শহর। আর তাদের প্রাচীন কল্পকথা অনুযায়ী সে জায়গাটিকেই কোনো একজন মাসিহার জন্মস্থান হবে বলে ধারণা করা হতো। (যদিও হাজার বছর আগে সেখানেই জন্মেছিলেন ডেভিড।) যিশুর পরিবার গ্যালিলির একটি শহর নাজারেথে বাস করত। তখন জায়গাটির নাম গ্যালিলিই ছিল। সেটা ছিল অ্যান্টিপাসের রাজত্ব। সেখানেই বেড়ে উঠেছিলেন যিশু। তিনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন তখন তাঁর ছিল অনেক অনুসারী। তাঁর আদর্শ, শিক্ষা আর ব্যক্তিত্ব মানুষকে তার দিকে চুম্বকের মতো টানত।

BanglaBook.org

MAP II The Roman Empire in 14 A.D.
The Empire at the death of Augustus
NORTH SEA
BRITAIN
ATLANTIC OCEAN
Teutoburger Wald
GERMANY
GAUL
RHINE
DANUBE
RAETIA
NORICUM
PANNONIA
DACIA
SARMATIA
CASPIAN SEA
BLACK SEA
MOESIA
THRACE
SPAIN
Rome
ARMENIA
ASIA MINOR
PARTHIA
TIGRIS
EUPHRATES
MEDITERRANEAN SEA
Athens
SYRIA
PALESTINE
ARABIA
AFRICA
CYRENAICA
EGYPT
NILE
Statute Miles
0 100 500
SAMI BRYANT

তাঁর কিছু কিছু অনুসারী তাঁকে সেই প্রাচীন কল্পকথার মাসিহাই মনে করেছিল। (আর এখন তাঁর বিষয়ে বলতে গেলে মাসিহা শব্দটি আসবেই। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে সেটি অর্জন করেছিলেন। তখন থেকেই শত শত, হাজার হাজার মানুষ তাঁকে মাসিহা রূপে দেখে আসছে। তখন থেকেই তাঁর স্বর্গীয় স্বভাবের জন্য তিনি মানুষের প্রিয়।) গ্রিক ভাষায় 'পবিত্রকরণ' আসলে 'খ্রিস্টিয়করণ'। আর হিব্রুতে 'মাসিহা যশোয়া' ইংরেজিতে হয়ে দাঁড়ালো 'জিসাস ক্রিস্ট' বা যিশুখ্রিস্ট। এটাই ছিল তাঁর গ্রিক থেকে পাওয়া ইংরেজি নাম।

হেরোড আর রোমের কর্তৃপক্ষ লক্ষ করেছিল যে যিশুখ্রিস্টের মধ্যে আস্তে আস্তে মাসিহার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর থেকে তাদের জন্য বিপদ ধেয়ে আসতে পারে এটা তারা অনুমান করতে পেরেছিল। ইহুদি ধর্মের লোকেরাও বুঝতে পারছিল, যে কোনো সময়ে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে আর পুরো বিষয়টি তাদের আওতার বাইরে চলে যেতে পারে। রোমের সামান্য আক্রমণের প্রত্যুত্তরে তাদের ইহুদি জাতি যেভাবে জেগে উঠবে তাতে রাজ্যকে পুরোপুরি ধ্বংসও করে দিতে পারে। (অর্ধশত বছর পরে এমনই ঘটেছিল। তাই তাদের তখনকার ভয় আসলে অমূলক বা বোকামি ছিল না।)

যিশুর জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন তিনি জেরুজালেমে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেও ততদিনে একজন মাসিহার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই তিনি একটি গাধার পিঠে চেপে শহরে প্রবেশ করেন। এভাবেই বাইবেলের প্রথম বিভাগে মাসিহার আগমনের কথা বর্ণনা করা আছে। তাই শহরের বাসিন্দারা সাথে সাথে তাকে মাসিহা হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে সেটুকুই ছিল যথেষ্ট। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা যিশুকে নীরবে গ্রেফতার করল। (তারা মনে করেছিল যিশুর অনুসারী লোকদের আর জেরুজালেমে বসবাসকারী ইহুদি জাতির মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে।) তাই দুর্ঘটনা এড়াতে আগেভাগেই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। যিশুর অনুসারীদের মধ্যে একজন, যার নাম ছিল জুডাস ইসকারায়ট, তাঁর লুকিয়ে থাকার জায়গার সন্ধান দিয়ে দেন। এজন্যই কোনো গোলমাল ছাড়া তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। ইহুদিরা তাদের ক্ষমতা দেখাতেই এমনটা করে।

ইহুদি নেতাদের কাছে যিশুর অপরাধ ছিল তাদের ধর্মের প্রতি এক ধরনের কটাক্ষ করা। তারা মনে করত যিশু নাস্তিক। তাই নিজেকে মাসিহা বলে প্রচার করছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যিশু যা বলছে তা সত্য নয়। রোমানদের কাছে যিশুর অপরাধ ছিল কেবল রাজনৈতিক। তাদের মতে মাসিহা সে-ই হতে পারে যে কিনা ইহুদিদের রাজা হবে। আর যিশু যদি নিজেকে মাসিহা বলে পরিচয় দেন তবে তিনি আসলে ইহুদিদের রাজা হতে চাচ্ছেন। সুতরাং সেভাবে দেখলে তিনি আসলে রোমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। কারণ রোমান শাসকরা মনে করত, ইহুদিদের জন্য একজন রাজা নির্বাচন করে দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে।

BanglaBook.org

সম্ভবত ২৯ সালে (রোমান ৭৮২ সালে) যিশুকে বিচারের জন্য পন্টিয়াস পাইলেটের সামনে আনা হয়। আর্কেলাসের অপসারণের পর থেকে পন্টিয়াস ছিলেন ষষ্ঠ শাসক। তাকে এই ঘটনার মাত্র তিন বছর আগে নিয়োগ দেয়া হয়। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, পন্টিয়াস যিশুকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। কেবল ইহুদিদের চাপে পড়েই তিনি বিচারকাজ চালাতে বাধ্য হন। ইহুদিদের ধর্মীয় নেতারা মনে করেছিলেন যে যিশুকে ছেড়ে দেয়া মানে ইহুদিদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা আর এর ফলে দেশের ভেতরে বিদ্রোহের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। অন্যদিকে রোমান আক্রমণের আশঙ্কাও ছিল অবশ্যম্ভাবী। বাইবেলে আছে ধর্মীয় নেতা কাইয়াপাস বলেছেন, "এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে বহু মানুষের ভালোর জন্য একজন মানুষকে মরতে হবে। এভাবে যদি পুরো জাতি রক্ষা পায় তো তা-ও গ্রহণযোগ্য।"

পাইলেট যদি যিশুকে বিচারব্যবস্থার অধীনে আনতে চাইতেন তাহলে তার অপরাধ রোমান আইনের আওতায় ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কারণ তার এখতিয়ারের মধ্যে ছিল কেবল রোমান আইন প্রয়োগ করা। তাই যিশুর আগমন রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই ধরে নেয়া হলো। তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত হলো তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা। এ ধরনের শাস্তি পূর্বদিকের প্রদেশগুলোতে আর রোমে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহুদি বা গ্রিকরা কখনও এই শাস্তি কোথাও প্রয়োগ করেনি। তবে রোমে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, খ্রিস্টপূর্ব ৭১ সালে ইতালির মৃত্যুপণকারী বিদ্রোহীদের নির্বিশেষে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। ইতালির প্রধান সড়ক অ্যাপ্পিয়ান ওয়ের দুপাশে, মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে অন্তত ছয় হাজার ক্রুশে ধরা পড়া বিদ্রোহীদের শরীর ঝুলছিল।

এভাবে শেষে যিশুকেও ক্রুশে ঝোলানো হলো। কেবল এক সাধারণ বিদ্রোহীর মতো তাঁর জন্যও একই শাস্তি বহাল হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, এভাবেই যিশুর কাহিনী শেষ হয়ে গেল। কোনো রোমানরা তখন ভুলেও ভাবেনি যে এই অন্তিম শাস্তি যে তলে তলে একটি নতুন যুগের ভূমিকা।

BanglaBook.org

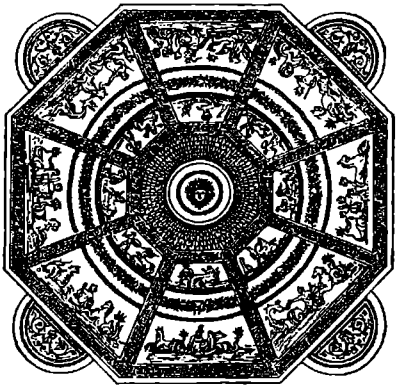

২. অগাস্টাসের বংশ

উত্তরাধিকারী

অগাস্টাসের বয়স তখন সত্তর। তিনি স্বাভাবিকভাবেই তখন নিজের পরে ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। প্রশ্ন ছিল তার পরে কে তার আদর্শের জায়গাটিতে অধিষ্ঠিত হবেন। তিনি যদি একজন সাধারণ রাজা হতেন তাহলে নিয়ম অনুযায়ী পরিবারের সবচেয়ে কাছের সদস্য তার উত্তরাধিকারী হতো। কিন্তু তিনি কেবল একজন রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার ধারার প্রথম প্রবর্তক। তাই প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে এমন কোনো উদাহরণ তার সামনে ছিল না যে সে অনুযায়ী বিষয়টি মীমাংসা হবে।

অগাস্টাস বুঝতে পারছিলেন যে তিনি উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করার আগে মৃত্যুবরণ করলে ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হবে। তার মৃত্যুর পরে ক্ষমতার লোভে সেনাপ্রধানদের মধ্যে অনেকে সম্রাট হতে চাইতে পারে। তারা হয়তো নিজেদের বাহিনী নিয়ে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলতে পারে। তাই দেশে আবার গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অগাস্টাস জানতেন যে মৃত্যুর আগে তার উচিত একজন উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে অধিষ্ঠিত করা। তার মাধ্যমে ব্যাপারটি মিটে গেলে মানুষ নতুন উত্তরাধিকারীকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে। উত্তরাধিকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত করার জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার নিজের পরিবার থেকেই কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন।

অগাস্টাসের নিজের কোনো পুত্র সন্তান থাকলে এক্ষেত্রে খুব অবশ্যম্ভাবী উত্তরাধিকারী তিনি হতেন। কিন্তু নিজের কোনো ছেলে না থাকায় অগাস্টাসের জন্য বিষয়টি জটিল হয়েছিল। অগাস্টাসের ছিল একটি মাত্র কন্যা সন্তান, জুলিয়া। স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের কারণে অগাস্টাস জুলিয়ার উপরে খুব বিরক্ত ছিলেন তখন।

BanglaBook.org

জুলিয়া নিজের খেয়াল খুশিমতো রোমানদের জীবনকে ঢেলে সাজানোর এক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। অগাস্টাস সে কথা জানতে পেরে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন।

জুলিয়ার প্রথম স্বামী মার্কাস ভিপস্যানিয়াস অ্যাগ্রিপা ছিলেন অগাস্টাসের স্কুল জীবনের বন্ধু আর পরবর্তীকালে তার উপদেষ্টা। অগাস্টাস আর অ্যাগ্রিপা একসাথেই পড়াশোনা করেছিলেন। শুরুর দিকে অগাস্টাসের যখন যুদ্ধজয়ের আর বাহিনী সংগঠনের তেমন কোনো কৌশল জানা ছিল না, অথচ রোমের সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছে ছিল ষোলআনা, তখন অ্যাগ্রিপাই তার হয়ে প্রাণপণ লড়াই করে তাকে যুদ্ধে জিতিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধজয়ের পরে যখন শান্তি এসেছিল সেখানে রোমকে নতুন করে গড়ার ক্ষেত্রে অ্যাগ্রিপা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোমের সবচেয়ে সুদৃশ্য উপাসনালয় (তাবৎ ঈশ্বরের) প্যাথিয়ন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অ্যাগ্রিপা। এছাড়াও তিনি অনেকগুলো কূপ খনন করে শহরে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ১২ সালে অ্যাগ্রিপার মৃত্যুর আগে তার ঔরসে অগাস্টাসের কন্যা জুলিয়ার গর্ভে পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়। তাই এটা সত্য যে অগাস্টাসের নিজের ছেলে না থাকলেও তার মেয়ের পাঁচজন সন্তান ছিল যাদের মধ্যে তিনজন পুত্র সন্তান। আর তারা সবাই ছিল অগাস্টাসেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাগ্রিপার সন্তান।

বড় দুই পুত্র সন্তান গেইয়াস সিজার আর লুকিয়াস সিজার ছিল দায়িত্বের ব্যাপারে একনিষ্ঠ। ২ খ্রিস্টাব্দে লুকিয়াস ম্যাসিলিয়ায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তরুণ যোদ্ধা হিসেবে গেইয়াসকে এশিয়া মাইনরে সেনাবাহিনীর তৎপরতা সচক্ষে দেখার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে তিনি ভয়াবহভাবে আহত হন। ৪ খ্রিস্টাব্দে বাড়িতে ফেরার পথে তিনি মারা যান। জুলিয়ার সবচেয়ে ছোট ছেলে জন্মায় অ্যাগ্রিপার মৃত্যুর পরে। তিনি সুস্থ মস্তিষ্কের ছিলেন না। তাকে সবসময় পাহারা দিয়ে একাকি কোনো এক জায়গায় রাখা হতো।

অগাস্টাসের দুই নাতনির মধ্যে একজন ছিল জুলিয়া। তিনি যেমন তার মায়ের নাম গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি তার স্বভাবও ছিল তার মা জুলিয়ার মতো। আমোদ প্রমোদেই তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। প্রাচীনপন্থী অগাস্টাস তাই তাকেও শাস্তি দিতে বাধ্য হন। অগাস্টাস নিজের মেয়ে জুলিয়ার মতো নাতনি জুলিয়াকেও নির্বাসনে পাঠান। নাতনি জুলিয়া জীবনের বিশ বছর কাটান নির্বাসনে। এর মধ্যে একবারও তিনি রোমে ফেরার অনুমতি পাননি। বাকি ছিল কেবল অগাস্টাসের আরেক নাতনি অ্যাগ্রিপিনা; তার গল্প পরে বলা যাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে এরকম পোড় খাওয়া অগাস্টাস শেষপর্যন্ত উত্তরাধিকারীর খোঁজে সৎ ছেলে টিবারিয়াসের দিকে ফিরে তাকান। টিবারিয়াসের সাথে অগাস্টাসের কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। অগাস্টাস তাকে দত্তক নিয়েছিলেন (সে সময়ে রোমে দত্তক পুত্রকে নিজের সন্তানের মতোই সম্মান দেয়া হতো)। টিবারিয়াস

BanglaBook.org

অবশ্য অগাস্টাসের প্রিয় স্ত্রীর নিজের ছেলে ছিল। ওদিকে টিবারিয়াস তার নিজের বাবার দিক থেকে অভিজাত ক্লডিয়ান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার অগাস্টাসের দিক দিয়ে তিনি একই রকম অভিজাত জুলিয়ান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে দুইটি অভিজাত বংশ এক হয়ে যাওয়াতে তার বংশকে ইতিহাসে 'জুলিও ক্লডিও বংশ' বলে উল্লেখ করা হয়।

টিবারিয়াসের জন্য আরও একটি ইতিবাচক দিক ছিল, অগাস্টাসের জীবন শেষের সময়টিতে তিনি ছিলেন একেবারে পরিণত বয়সের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তার বয়স তখন পঞ্চাশের ঘরে। তিনি ছিলেন সৎ, জ্ঞানী আর ভীষণ দায়িত্বপরায়ণ। তিনি যে অগাস্টাসের যোগ্য উত্তরসূরী হবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ছিলেন জেদি, একরোখা আর হতাশ চরিত্রের মানুষ (বিশেষ করে তার প্রিয় স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদের ব্যাপারে যখন অগাস্টাস তাকে বাধ্য করে)। তাই তাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে অনেকেই পছন্দ করত না।

পরবর্তীকালে কিছু ঐতিহাসিক টিবারিয়াসকে ধূর্ত পরিকল্পনাকারী হিসেবেও বর্ণনা করেন। তাদের বর্ণনায় টিবারিয়াস তার মা লিভিয়ার সাথে মিলে কূট চালের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। সে সব প্রাচীন কাহিনীতে বিস্তারিত জানা যায় যে, টিবারিয়াস তার মা লিভিয়ার সাথে মিলে অগাস্টাসের নাতিদেরকে বিষ খাইয়েছিলেন আর কৌশলে অগাস্টাসের মৃত্যুও ত্বরান্বিত করার চেষ্টায় ছিলেন। এভাবে নানান কাহিনীর মাধ্যমে তার চরিত্র জঘন্য হিসেবে তুলে ধরা হয় আর তাকে ফুটিয়ে তোলা হয় রোমের একজন নিষ্ঠুর দৈত্য হিসেবে।

আসলে এসব কাহিনীর কোনোটাই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা যেতে পারে। যাদের বর্ণনা থেকে আমরা এসব জানতে পারি তারা বেশিরভাগই হয়তো বহুবছর পরে রোমের শাসকদের কোনো সভাকে স্মরণ করে কিছু লিখেছেন। তারা হয়তো কেবল স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যেই লিখেছেন সেসব গল্প। তারা সম্রাট আর সম্রাটের আশেপাশের মানুষদের নিয়ে লিখতে ভালোবাসতেন। তাদের জড়িয়ে বিভিন্ন বদনাম আর গুজবের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এইসব ঐতিহাসিকদের লেখায় ভরসা করা প্রকৃতপক্ষে ট্যাবলয়েড পত্রিকার সুযোগসন্ধানী সাংবাদিকদের কথা বিশ্বাস করার মতো, যারা দিনরাত বিখ্যাত মানুষদের স্খলন নিয়ে নানান মতবাদ দিয়ে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত ১৪ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৭৬৭ সালে) অগাস্টাস মৃত্যুর দিকে ধেয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন সাতাত্তর বছর বয়সী আর তিতাল্লিশ বছর ধরে রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। তার চারপাশে তখন যারা ছিল, তাকে তার শেষ বাক্য বলতে শুনেছে, "তোমরা কি মনে কর না যে আমি আমার জীবনটা চরমভাবে কাজে লাগিয়েছি? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আমাকে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাও।"

অবশ্যই তার এক জীবনে যা যা করার ছিল সব তিনি সুচারুভাবে করে গেছেন। অগাস্টাসের হাত ধরে সাম্রাজ্যটি চমৎকারভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের

BanglaBook.org

পঞ্চাশ লক্ষ নাগরিক আর প্রায় দশ কোটি অনাগরিক মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছিল। প্রাচীন কালের যাবতীয় সংগ্রাম, শত বছরের যুদ্ধের পর সবকিছু যেন একটি চরম বিন্দুতে পৌঁছেছিল তখন। সমাপ্তিতে যেন শান্তি আর আলোয় ছেয়ে গিয়েছিল বিশ্ব।

সেই শান্তি তারপরেও বহুদিন যাবৎ টিকেছিল।

টিবারিয়াস

অগাস্টাসের মৃত্যুর সাথে সাথে লিভিয়া (যে কিনা অগাস্টাসের মৃত্যুর পরে আরও পনেরো বছর বেঁচে ছিলেন। মারা যান ২৯ খ্রিস্টাব্দে ছিয়াশি বছর বয়সে। সেই সময়ের বাঁচার গড় বয়স হিসেবে বিস্ময়কর বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচেন তিনি।) টিবারিয়াসের কাছে খবর পাঠান। টিবারিয়াস সে সময়ে ইলিরিয়ার পথে রাজ্য বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই টিবারিয়াস সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে রোমের দিকে রওনা দেন। চলে আসেন সোজা সম্রাটের কার্যালয়ে।

অগাস্টাস একসময় যা করেছিলেন ঠিক সেভাবেই তিনি সিনেটের হাতে সব ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এটা ছিল আসলে সিনেটের মাধ্যমে নতুন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কৌশল। এমন হলেই একমাত্র তার অবস্থানটা দৃঢ় হয় আর সিনেট এবং অগাস্টাসের আইনের মাধ্যমে তা মনোনীত হয়। সিনেটের সদস্যরা টিবারিয়াসের কৌশল বুঝতে পারছিলেন আর পাশাপাশি এছাড়া অন্য রাস্তায় গেলে যে অরাজকতা হতে পারে সেটাও অনুধাবন করেছিল।

তাই সিনেটের সদস্যরা তাড়াহুড়ো করে টিবারিয়াসকে ভোটের মাধ্যমে সমর্থন জানালেন।

এই সুবাদে টিবারিয়াসকে রাইন আর দানিয়ুবের তীরে বিদ্রোহী সেনার বিশাল দলের মুখোমুখি হতে হলো। দানিয়ুবের তীরের বিদ্রোহী বাহিনীর দায়িত্ব নেয়ার জন্য তিনি তার পুত্র ড্রুসাস সিজারকে পাঠালেন (ড্রুসাস সিজার টিবারিয়াসের ভাই ড্রুসাসের সাথে যেন গুলিয়ে না যায় তাই তাকে 'ছোট ড্রুসাস' বলে ডাকা হতো।) ছোট ড্রুসাস বিদ্রোহী সেনাদের শায়েস্তা করে সোজা রাস্তায় নিয়ে আসে।

রাইনের তীরবর্তী এলাকার অবস্থা বেশি খারাপ ছিল। রাইনের তীরে ভ্যারাস যখন পরাজিত হলো তখন সেখানে প্রকৃতপক্ষে ভয়াবহ দুর্যোগ চলছিল। সেখানে রোমান রাজ্যের নাম টিকিয়ে রাখতে হলে প্রচণ্ড ক্ষমতা আর ত্রাসের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেখানকার রোমান সেনারা বড় ড্রুসাসকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। ১৫ খ্রিস্টাব্দে ড্রুসাসের এক পুত্র সন্তান জন্মায় যার নাম ছিল জার্মানিকাস সিজার। বাবার জার্মান বিজয়ের স্মারক হিসেবে তার নামকরণ করা হয়। ছেলেটি তার বাবার

মৃত্যুর সময়ে মাত্র ছয় বছর বয়সের ছিল। কিন্তু আর্মিনিয়াসের হাতে ভ্যারাসের মৃত্যুর সময়ে জার্মানিকাস সিজারের বয়স ছিল ২৪। তিনি তখন টগবগে যুবক এবং আদর্শ রোমান তরুণ। তার উপরে তিনি বিয়ে করেছিলেন অ্যাগ্রিপিনাকে। অ্যাগ্রিপিনা ছিলেন অগাস্টাসের নাতনি।

অগাস্টাস জার্মানিকাসের উপরে এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে ভ্যারাসের পরাজয় আর মৃত্যুর পরে তিনি টিবারিয়াসের সাথে তাকে রাইনের তীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পাঠান। তারা সেখানে একসাথে কাজ করে রোমের জন্য সুফল বয়ে এনেছিলেন। তাই অগাস্টাস যখন টিবারিয়াসকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবছিলেন তখন অভিজ্ঞ সম্রাট টিবারিয়াসকে পরামর্শ দেন জার্মানিকাসকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতে। তাতে করে টিবারিয়াসের নিজের ছেলের উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। টিবারিয়াস অগাস্টাসের কথা অনুযায়ী সেটাই করেছিলেন।

১৪ সালে জার্মানিকাসকে দ্বিতীয়বারের মতো রাইনের তীরে পাঠানো হলো। সেবারে তাকে যেতে হয়েছিল একা। কারণ টিবারিয়াস তখন ইলিরিয়ায় শাসনকাজে ব্যস্ত ছিলেন। যখন অগাস্টাসের মৃত্যুর পরপর টিবারিয়াস সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ছুটে আসছিলেন তখন জার্মানিকাস ছিলেন তার যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে আকস্মিক সেনাবিদ্রোহ দমনের চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

সেখানকার সেনারা আরও বেশি ভাতার জন্য দাবি করছিল। কাজের সময় কমানোর দাবিতেও তারা বিদ্রোহ করছিল। জার্মানিকাসের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের জোরে সেই সেনা বিদ্রোহ দমন করা গিয়েছিল। কৌশলে তিনি সেনাদের ভাতা বাড়ানোর আশ্বাস দিয়ে সেনাবিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

তাদের ব্যস্ত রাখতে আর উত্তেজিত করতে তিনি আবার তাদের নিয়ে জার্মানি আক্রমণের কথা ভাবেন। তিনি জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাটো যুদ্ধে জয়ী হন। তিনি জার্মানদের দেখাতে সক্ষম হন যে ভ্যারাসকে হারিয়ে দেয়াই শেষ কথা নয়। আর চাইলেই রোমের জন্য সেই পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি করা যায় না। তিনি তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে হতে টিউটোবার্গার ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, যেখানে এসে ভ্যারাসের পরাজিত সেনাবাহিনীর ফ্যাকাশে সাদা হয়ে যাওয়া হাড়গোড়ের স্তূপ খুঁজে পেলেন। কঙ্কালগুলোকে সসম্মানে মাটির নিচে চাপা দিয়ে তারা আবার এগিয়ে গেল। জার্মানিকাস যেন আর্মিনিয়াসকে পরাজিত করার শক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। সেবারে জার্মানিতে অনুপ্রবেশ করে তিনি তার বাহিনীসহ জার্মানির এত বিপুল ক্ষতি করলেন যে ভ্যারাসের পরাজয়ের গ্লানি অনেকটা প্রশমিত হলো।

টিবারিয়াসও মনে করল যে রোমের জন্য অনেকটা জার্মানি জয়ের মতোই ঘটনা হয়েছে। এবারে জার্মান অধিবাসীরা নিশ্চয়ই তাদের উচিত শিক্ষা পেয়েছে। আর কোনোদিন রোমের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু অগাস্টাসের মতোই কিছুদিন পরে টিবারিয়াসেরও বোধোদয় হলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে এভাবে এলবি ধরে এগিয়ে রোম থেকে আরও দূরে গিয়ে কোনো লাভ নেই।

BanglaBook.org

এক্ষেত্রে যতটা অর্থ আর মানুষের জোগান লাগছে সেটা রোমের উপরে খুবই ভয়ানক চাপ। টিবারিয়াস একথা বুঝতে পারার পরপরই, ১৬ খ্রিস্টাব্দে রাইনের তীরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জার্মানিকাসকে রোমে ডেকে আনেন।

পরে অবশ্য সেই ঘটনা নিয়ে সিনেটে নানারকমের সমালোচনা হয়। সবাই মনে করেন যে টিবারিয়াস জার্মানিকাসকে হিংসা করেন বলে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। টিবারিয়াস চান না যে জার্মানিকাস তার নিজের চেয়ে তেজি আর বীর প্রমাণিত হোক। মনে করা হয়েছিল, জার্মানিকাস তার পরে এই সিংহাসনে বসবেন তাই নিজের জনপ্রিয়তা জার্মানিকাসের জন্য একটুও কমাতে রাজি নন টিবারিয়াস। কিন্তু এসব আলোচনার আসলে দৃঢ় কোনো ভিত্তি ছিল না। বাস্তবে টিবারিয়াসের দূরদৃষ্টি সঠিক ছিল। জার্মানদের আসলেই শিক্ষা হয়েছিল আর তার পরের দুইশ' বছরেও রাইনের তীরের অবস্থা একই ছিল। একেবারে শান্ত। আর অন্যদিকে জার্মানিকাস অনেক সেনা জার্মানদের হাতে হারিয়েছিল। জয়ের জন্য তাকে যে দাম দিতে হয়েছিল তা রোমের জন্য নেহায়েত কম ছিল না। তিনি যদি লড়তেই থাকতেন তবে হয়তো একসময় জার্মানরা তাদের সবাইকে মেরে জয়ী হয়ে যেত। আর দ্বিতীয়বার জয়ী হলে গাউলে জার্মানদের অনুপ্রবেশ রোমের কারও পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হতো না। তাই তাদের আর না ক্ষেপিয়ে জার্মানিকাসকে রোমে ডেকে এনেছিলেন টিবারিয়াস। তাতে করে পরের অনেকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছিল রোম।

টিবারিয়াস যে আসলে জার্মানিকাসকে হিংসা করতেন না সেটা প্রমাণিত হলো। কারণ রোমে ফেরত এনে তাকে রাজ্যের পূর্বদিকের অংশের সর্বেসর্বা করে বসিয়ে দিলেন টিবারিয়াস। পূর্বদিকের ওই অংশে তার প্রধান কাজ ছিল আর্মেনিয়ার সাথে সমঝোতায় আসা। পার্থিয়াও সেদিকে হামলার নানান পায়তারা করছিল। পরে আসলেও সেই হামলাগুলো রোমের জন্য বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে জার্মানিকাস এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কিছুই করতে পারেননি। ১৯ খ্রিস্টাব্দে, মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। এতে সাংঘাতিকভাবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজকাল আধুনিক যুগে নানান রোগজীবাণুর হাত থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু এখন যেসব জীবাণু আমরা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করছি সেসব সেই যুগে মারাত্মক জীবন বিনাশকারী ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে এখনকার চেয়ে তাদের গড় আয়ু অনেক কম ছিল। যদিও তখনও কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেছে। অগাস্টাস আর লিভিয়া তাদের বার্ধক্যে বহুদিন বেঁচে ছিলেন কিন্তু সাধারণ একজন রোমান খুব কমই চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচত।

তবু যদি কোনো বিখ্যাত মানুষ হঠাৎ করেই মৃত্যুবরণ করত তবে তাকে সাধারণ মৃত্যু বলে কেউ মেনে নিতে পারত না। বিশেষ করে সেই মানুষটির যদি কিনা পরবর্তীকালে সিংহাসনে বসার সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকত। তখনই মানুষের মুখে মুখে ফিরত নানান গুজব আর নিন্দা। সেবারে এমন গুজব শোনা গেল যে

BanglaBook.org

টিবারিয়াস জার্মানিকাসকে মেরে ফেলতে বিষ খাইয়েছেন। জার্মানিকাসের স্ত্রী অ্যাগ্রিপিনা এই গুজবকে সত্য বলে ধরে নিলেন।

কিন্তু অগাস্টাসের মতো টিবারিয়াসের তো উত্তরাধিকার হিসেবে জার্মানিকাস ছাড়া আর কেউ ছিল না। টিবারিয়াস যদি তার নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর জন্য জার্মানিকাসকে মেরে ফেলতে চান, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ তার নিজের ছেলে ছোট ড্রুসাস ২৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

টিবারিয়াস আসলে কোনো ঝুঁকিতে না পড়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অগাস্টাসের উপদেশ মেনে চলতেন, শান্তিতেও তেমনই। যুদ্ধের ক্ষেত্রে অগাস্টাস যতটুকু ব্যয় করতে চেয়েছেন তার থেকে বেশি ব্যয় টিবারিয়াস কখনও করেননি। শুধু যুদ্ধের খাতিরে যুদ্ধ চালিয়ে যাননি তিনি কখনও। শাসনকাজ চালানোর সময়ে অগাস্টাসের যে সততা আর কর্মদক্ষতা ছিল, টিবারিয়াস তাকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন সবসময়। কখনও অগাস্টাসের ইচ্ছেকে তিনি অবহেলা করতেন না। তিনি রোম থেকে দূরে দখলকৃত কোনো রাজ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। আর অগাস্টাসের মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য নিয়ে সিদ্ধান্তে আরও সাবধানে পা ফেলেছেন। ১৭ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপাডোকিয়ার রাজার মৃত্যু হলে টিবারিয়াস সে রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন।

টিবারিয়াস যখন সম্রাটের আসনে বসলেন ততদিনে তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তখন তার বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছিল পয়ষট্টি। সাম্রাজ্য নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব তিনি নবীন আর তরুণ সেনাদের উপরে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন। অন্য কথায় বলতে গেলে তিনি আসলে একজন যোগ্য তরুণ প্রধান মন্ত্রী খুঁজছিলেন।

তিনি এই দায়িত্ব লুকিয়াস এইলিয়াস সেজানাসকে দিতে আগ্রহী হন। সেজানাস ছিল অগাস্টাসের অধীনে প্রিতোরিয়ান বাহিনীর প্রধান। বাহিনীটি দলে দলে বিভক্ত হয়ে পুরো ইতালিতে ছড়িয়ে ছিল। সেজানাস টিবারিয়াসকে বুঝিয়ে তাদের সবাইকে একত্র করে রোমের কাছে একটি জায়গায় আনার অনুমতি গ্রহণ করেন। এভাবে সেজানাসের ক্ষমতা বেড়ে যায়। কারণ হাতের কাছে পুরো সেনাবাহিনী একসাথে থাকায় যে কোনো জরুরি অবস্থায় তাদের ব্যবহার করার সুযোগ নিশ্চিত থাকে। (এটা যে রোম রাজ্যকে আরও হুমকির মুখে ফেলেছিল, তা পরের বছরগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে।)

পরের কয়েক বছরে মানুষের মুখে মুখে শোনা গেছে সেজানাসের অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর দানব হয়ে ওঠার গল্প। প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনের লোভে তিনিই ড্রুসাসকে বিষ খাইয়েছিলেন। মনে করা হয় সিনেটের উপরে টিবারিয়াসের সর্বময় ক্ষমতাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই সেজানাস এ কাজ করেছিলেন।

অগাস্টাসের মতো সকল মানুষের মন জয় করার ক্ষমতা টিবারিয়াসের ছিল না। অগাস্টাস যেখানে রাস্তাঘাটে ইচ্ছেমতো একাই ঘোরাফেরা করতে পারতেন,

BanglaBook.org

সেখানে টিবারিয়াসকে সবসময় নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে চলাফেরা করতে হতো। রাজ্যটি যতই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল ততই আবার তার সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতবাদও বেড়ে গিয়েছিল। বেশিরভাগ সিনেটরই মনে করতেন যে অগাস্টাসের শাসন আমলটা তখনকার চেয়ে বেশি শান্তির ছিল। সেই ধরনের সমালোচক সিনেটরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সেজানাস টিবারিয়াসকে বাধ্য করে। পরবর্তীকালে সিনেটের কাহিনী নিয়ে যেসব ঐতিহাসিক লিখেছেন তারা সেজানাস আর টিবারিয়াসকে ঘৃণার যোগ্য করেই তুলে ধরেছেন।

কেবল সিনেটই যে তাদের প্রতি বৈরী ছিল তা নয়। জার্মানিকাসের বিধবা স্ত্রী অ্যাগ্রিপিনাও টিবারিয়াসের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। তিনি মনে করতেন তার স্বামীকে বিষ খাওয়ানোর পেছনে টিবারিয়াসেরই হাত আছে। তিনি টিবারিয়াসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজের কোনো সন্তানকে সেখানে অধিষ্ঠিত করার আশায় দিন গুনছিলেন। সেজানাস টিবারিয়াসকে বুঝিয়ে তিরিশ বছর বয়সে তাকে নির্বাসনে পাঠান। আর নির্বাসনে থাকাকালীন তার তিন বছর পরে টিবারিয়াস মারা যান।

২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে টিবারিয়াস ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ভালোভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। সেজানাসের দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কেও এর মধ্যে তার ধারণা হয়েছে। নিজের সন্তানের মৃত্যুর ব্যথা আর ক্ষমতার ভার দুটো থেকেই তিনি মুক্ত হতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাই সবকিছু সেজানাসের উপরে ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। ন্যাপলিসের তীরে ক্যাপরি নামের একটি দ্বীপে তিনি অবসরে থাকার মতো একটি বাড়িতে চলে যান।

টিবারিয়াসের ব্যাপারে খুব প্রচলিত একটি গুজব ছিল যে, অবসর গ্রহণের পরে তিনি ওই নিঃসঙ্গ দ্বীপে লাগামহীন আনন্দোৎসব আর নানা রকমের নিষ্ঠুর কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু যুক্তি দিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যে এরকম ভিত্তিহীন গুজবের কোনো অর্থ হয় না। প্রথমত টিবারিয়াস সবসময় ভীষণ সাধারণ এক জীবন কাটাতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই আকস্মিক তার জীবনযাপন প্রণালী পুরোপুরি বদলে যাবে এটা আশা করা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত দ্বীপে চলে যাওয়ার সময়ে তার বয়স ছিল আটষট্টি। এরকম বয়সে চাইলেও আর কতই কামুক তিনি হতে পারতেন!

তার অবর্তমানে এদিকে সেজানাস ভীষণভাবে চরমভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক সমালোচনার বিরুদ্ধে আইন তখন এত কড়াকড়ি হলো যে টিবারিয়াস কিংবা তার শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করে বলা যে কোনো মানুষের যে কোনো একটি বাক্যও সহ্য করা হতো না। কেউ এসবের বিরুদ্ধে কোথাও কিছু বলেছে বলে জানালে তাকে পুরস্কৃত করা হতো। এই ধরনের নালিশগুলো বেশিরভাগ সময়েই হতো মিথ্যে, বানোয়াট। পেশাদার সাংবাদিকরা সেই সময়ে সবচেয়ে ভয়ংকর ত্রাস হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল।

BanglaBook.org

সেজানাস নিজেই সে সময় চাইতেন যে সাম্রাজ্যটি সবার কাছে একটি ত্রাস হিসেবে পরিচিতি পাক। সিনেটের যদি এতে আপত্তি থাকে তবে সিনেট ভেঙে তিনি আবার নতুন করে গড়বেন, এরকম ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন।

এ অবস্থা যখন চলতে থাকল তখন টিবারিয়াস সেজানাসের ব্যাপারে হতাশা আর দ্বিধায় পড়লেন। প্রধানমন্ত্রী তখন চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন কী করে টিবারিয়াসের নাতনিকে বিয়ে করা যায়। উত্তরাধিকারের বিষয়টি নিশ্চয়ই তার মাথায় ছিল। কিন্তু টিবারিয়াস এই প্রস্তাব পছন্দ করেননি। পরে আরও নানান বিষয় মিলে সম্রাট টিবারিয়াস ৩১ খ্রিস্টাব্দে সেজানাসের প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্যাপ্রির কাছে চিঠি লেখেন। তার চিঠির সূত্র ধরে সেজানাসসহ অন্য অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

ক্যালিগুলা

৩৭ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৭৯০ সালে) টিবারিয়াসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি টানা তেইশ বছর রোম শাসন করেছিলেন। তার মৃত্যুর পরে যথারীতি আবার উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা শুরু হয়।

টিবারিয়াসের নিজের কোনো সন্তান ছিল না। আর একমাত্র ভাগ্নে জার্মানিকাস যে কিনা স্ত্রী লিভিয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিল। অবশ্য জার্মানিকাসের নিজের কয়েকজন সন্তান ছিল। কেউ কেউ ততদিনে মরে গেছে তবে একজন পুত্র সন্তান তখনও বেঁচে ছিল। তার নাম গেইয়াস সিজার। সম্পর্কে তিনি টিবারিয়াসের নাতি, অগাস্টাসের প্রপৌত্র।

গেইয়াস সিজার জন্মেছিলেন ১২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি জন্মেছিলেন জার্মানির যুদ্ধক্ষেত্রের ক্যাম্পে। তার বাবা জার্মানিকাস আর মা অ্যাগ্রিপিনা তখন সেখানে ছিলেন। তিনি তার জীবনের প্রথম কয়েক বছর সেনাদের সাথে কাটান। কঠোর সংকল্পবদ্ধ গম্ভীর সেনারা একসময় তাদের নেতার শিশুর সাথে হেসে খেলে দিন কাটাতে লাগল। সেনাদের সংকল্প আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে জার্মানিকাস তার ছোট্ট ছেলেকে দিয়ে নানান উৎসাহব্যঞ্জক কাজ করাতেন। গেইসার সিজারকে সেনাদের মতো কাপড় পরাতেন, এমনকি সেনাদের মতো ছোট্ট একজোড়া জুতোও পরাতেন তাকে। সেনারা তাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠত। আদর করে তাকে ক্যালিগুলা (ছোট্ট জুতো) বলে ডাকত। তখন থেকে সেটাই তার ডাকনাম হয়ে গেল। আর একমাত্র সে অদ্ভুত নামেই তিনি পরবর্তীকালে ইতিহাসে পরিচিত হলেন।

ক্যালিগুলা একেবারেই অগাস্টাস আর টিবারিয়াসের মতো ছিলেন না। রোমের প্রাচীন ঐতিহ্যের ব্যাপারে তার কোনো মায়া মমতা তৈরি হয়নি। তাকে সারাক্ষণ

BanglaBook.org

চোখে চোখে রেখে এমন করে মানুষ করা হয়েছিল যেখানে তিনি কেবল নিজেকে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে বুঝতে শিখেছিলেন। যতরকম সম্ভব সবরকম আরাম আয়েশের ব্যবস্থা তার জন্য করা হয়েছিল। আরও একটা জিনিস তিনি জেনেছিলেন তখন, তা হলো তার জীবন সবসময় একরকম হুমকির মুখে আছে। এভাবে থাকতে থাকতে তিনি শিখেছিলেন কেবল ভয় পাওয়া আর মানুষকে সন্দেহ করা। তারপর আস্তে আস্তে রোম রাজ্যের পূর্বদিকের দূরবর্তী প্রদেশগুলোর রাজপুত্রদের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। রাজপুত্রেরা রোমে কোনো না কোনো কাজে আসা-যাওয়া করত। তাদের মধ্যে একজন হলেন হেরোড অ্যাগ্রিপা। জুডিয়ার প্রথম হেরোড রাজার নাতি। এইসব বন্ধুদের কাছ থেকে গল্প শুনে শুনে ক্যালিগুলা পূর্বের রাজতন্ত্রের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করতেন।

ক্যালিগুলার শাসনামল শুরু হলো খুব নীরবে। চারদিকের পরিস্থিতি ছিল শান্তিপূর্ণ। সবাই তাকে বিপুল আনন্দের মধ্যে দিয়ে বরণ করে নিল। বিচারকাজ অগাস্টাস কিংবা টিবারিয়াসের সময়ে যেমন ঘটনাবিহীন আর নীরস ছিল তেমন আর রইল না। ম্লান হয়ে যাওয়া সব জায়গা ঝকমক করতে লাগল। সবাই বুঝতে পারল, এই সম্রাট খুব স্বাধীনচেতা আর প্রাণবন্ত। কিন্তু তিনি এতই স্বাধীনচেতা ছিলেন যে আনন্দে কাটাতে গিয়ে, অগাস্টাস আর টিবারিয়াস সত্তর বছর হিসেব হয়ে রাজ্যশাসন করে রাজকোষে যে ধনদৌলত জমা করেছিলেন, ধোঁয়া উড়াতে তার বড়জোর এক বছর লাগল।

৩৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিগুলার মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলো। তারপরে তিনি যখন সুস্থ হলেন ততদিনে সবকিছু বদলে গেছে। দীর্ঘ অসুস্থতা তার মানসিক অবস্থা বদলে দিয়েছিল আর এটাও সত্য যে তার আগের কয়েক বছরও তিনি ভালো অবস্থায় ছিলেন না। সিনেটের ঐতিহাসিকরা তার এই মানসিক অসুস্থতার কথা খুব বাড়িয়ে লিখেছেন। নির্দ্বিধায় তারা লিখেছেন যে ক্যালিগুলা আসলে এক খারাপ শক্তি ছিল পুরো পরিবারটির জন্য আর রাজ্যের জন্যও। তারা যতই বাড়িয়ে লেখেন না কেন, সত্য আসলে ছিল অন্যরকম।

৩৮ সালের পরে ক্যালিগুলার খরচের বাতিক মারাত্মকভাবে বেড়ে গেল। তিনি যেভাবে পারেন অর্থের জোগাড় করতে মরিয়া হয়ে উঠলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য অর্থ প্রাপ্তির আশায় তিনি নানারকম নিপীড়ন আর জুলুম শুরু করলেন। তখন এমন ব্যবস্থা ছিল যে কোনো ধনী লোকের বিরুদ্ধে কোনোরকমে রাজনৈতিক প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারলেই তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সম্রাটের কোষাগারে চলে আসত। অভিযোগ অমূলক হলেও কোনো হেরফের হতো না। যেমন একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ক্যালিগুলা মৌরিতানিয়ার রাজা টলেমির সমস্ত সম্পত্তি হরণ করেছিলেন। নিরপরাধ রাজা টলেমিসহ তার উত্তরাধিকারী মার্ক অ্যান্টনিকে রোমে ডেকে এনে হত্যা করেন। আর তারপর মৌরিতানিয়ার কোষাগার পুরোপুরি চলে আসে ক্যালিগুলার হাতে।

BanglaBook.org

ক্যালিগুলা অগাস্টাসের আইন-কানুন বদলানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তিনি পূর্বের দেশগুলোর রাজতন্ত্রের অনুকরণে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নতুন একটা চেহারা দিতে চাইতেন। এজন্য তিনি চাইতেন প্রজারা তাকে স্বর্গীয় দেবতার মতো আরাধনা করুক।

প্রকৃতপক্ষে তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী এরকম উপাসনা কেবল মৃত মানুষদেরই করা হতো। খুব প্রাচীন কিছু সভ্যতায় জীবিতদের জন্যে সে ধরনের আয়োজন দেখা যেত। (ইহুদিরা এই ধরনের বিপক্ষে ছিল বরাবর।) রোমান সম্রাটদের মৃত্যুর পরে তাদের দেবতার মতো পূজা করা হতো। নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আর সম্মান প্রদর্শন করা হতো। কিন্তু বহু ঈশ্বরবাদী সমাজে এসবের কোনো অর্থ হয় না। সিনেটের সদস্যরা অবশ্য এ ব্যাপারে স্বস্তি বোধ করছিলেন যে জীবিত সম্রাটকে সেরকম দেবতার মর্যাদা দেয়া হবে কি না, এই সিদ্ধান্ত তাদের ভোটাভুটির উপরে নির্ভর করবে। তখনকার দিনে সিনেটের জন্য একজন অত্যাচারী, জুলুমকারী সম্রাটকে শায়েস্তা করার মতো একটিই পদ্ধতি ছিল; তা হলো তাকে জানিয়ে দেয়া যে মৃত্যুর পরে তাকে তার যোগ্য সম্মান দেয়া হবে না। এরকম করলে মৃত সম্রাটের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না কিন্তু সিনেটের সদস্যরা অবশ্যই শান্তি পায়।

ক্যালিগুলা নিজের এই অতি সম্মানিত বা অতি আদরণীয় হওয়ার ধাতিকের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন। জীবিত অবস্থায়ই তিনি মৃতের মতো আরাধনা দাবি করছিলেন। এই দাবি রোমান সংস্কৃতি অনুযায়ী অবান্তর হলেও অন্য অনেক সংস্কৃতিতে বহাল ছিল। যেমন মিশরের ফারাও রাজারা জীবিত অবস্থায় বিধাতার মতো সম্মান পেতেন। তাদেরকে চলমান, জীবন্ত বিধাতা হিসেবে দেখা হতো। এই চিন্তাধারা তখনকার মিশরিয়দের কাছে একবারেই অস্বাভাবিক ছিল না। একজন মানুষ এটা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিকভাবে নেবে সেটা আসলে নির্ভর করে, বিধাতাকে সে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে, তার ওপরে। আধুনিক রাষ্ট্র তার পত্তনকারী বা প্রধান নাগরিকদের যতই নিরাপত্তা আর সুযোগসুবিধা দিক না কেন, মানুষ তাদের বিধাতা মনে করে না। প্রাচীন সভ্যতায় যখন তাদের কাছে বিধাতার সংখ্যা ছিল অশেষ আবার কখনও কখনও বিধাতার মধ্যে মানুষের মতো দুর্বল গুণাবলিও থাকত, তখনকার দিনে এভাবে ভাবা হয়তো স্বাভাবিক ছিল।

রোমানদের কাছে সত্যিকার অর্থে একজন তরুণ সম্রাটকে তাদের দেবরাজ জুপিটারের মতো পোশাক পরতে দেখা আর জুপিটারের মন্দিরে মূর্তি সরিয়ে দিয়ে নিজের মূর্তি স্থাপন করার আদেশ খুবই অদ্ভুত ঠেকছিল। তারা সবাই ছিল সম্রাটের উপরে যারপরনাই বিরক্ত।

অগাস্টাস আর টিবারিয়াসকে সাধারণভাবে কেবল "প্রথম শ্রেণির নাগরিক" বলা হতো। তাদের উপাধি ছিল প্রিন্সেপ। তাদের হাতে ক্ষমতা যা-ই থাকুক, নিজেদের তারা কেবলই রোমান নাগরিক মনে করতেন। সাধারণ মানুষেরাও তাদের রোমান নাগরিক হিসেবেই দেখত। যদিও এসব একেবারেই অবাস্তব আর যুক্তির কথা। ক্যালিগুলা যদি

বিধাতাতুল্য সম্রাট হয়ে যান তবে তিনি আর সাধারণ কোনো নাগরিক থাকেন না। তিনি হয়ে ওঠেন আর সব নাগরিকদের থেকে উচ্চমানের, অসাধারণ। তখন রোমান নাগরিক আর অনাগরিকদের কাছে তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান আর প্রজারা সব হয়ে যায় তার দাস। রোমান নাগরিকদের যেসব অধিকার ছিল, তা আর চর্চা হতে পারে না। রাতারাতি তারা সবাই অনাগরিকের মতো হয়ে যায়।

ক্যালিগুলার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু হলো। এর মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফল হলো। ৪১ খ্রিস্টাব্দে (৭৯৪ রোমান সালে) ক্যালিগুলা তার স্ত্রী আর কন্যাসহ খুন হলেন। একদল বিদ্রোহী প্রিতোরিয়ান পাহারাদারের হাতে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হলো। তখন তার বয়স তিরিশও হয়নি।

ক্লডিয়াস

এভাবে প্রথমবারের মতো একজন সম্রাটকে হত্যার ঘটনা ঘটায় সিনেটের সদস্যরা যা খুশি তাই করার ক্ষমতা পেয়ে গেল। একজন অপ্রকৃতিস্থ সম্রাট তাদের ততদিনে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে সম্রাটের পক্ষে কতদূর কী করা সম্ভব। সত্তর বছর ধরে যে পদটির আবেদন মানুষের কাছে ভয়ানক উঁচু ছিল সেই পদ একদিনেই যেন তাদের চোখে নিচে নেমে গেল। সত্তর বছর ধরে কঠোর আইনের প্রয়োগের মধ্যে থাকা মানুষগুলো যেন সুযোগ পেয়ে রাজ্যের যেখানে সেখানে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতে লাগল। তাই সম্রাটের হত্যার পরে সিনেট প্রথমেই মনে করল যে আইনের প্রয়োগ আবার কঠোর হওয়া উচিত।

কিন্তু পরে দেখা গেল সিনেট কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না। কারণ যে সেনার দল সম্রাট ক্যালিগুলাকে হত্যা করেছিল তারাই সব কর্তৃত্ব নিতে চাইছে। তারা নিজেরাই যা করার করে নতুন একজন সম্রাটকে অধিষ্ঠিত করার স্বঘোষিত দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে।

দুর্ঘটনা ঘটার সময়ে ক্যালিগুলার চাচা তার সাথে ছিলেন। এই চাচার নাম ক্লডিয়াস (টিবারিয়াস ক্লডিয়াস ড্রুসাস নিরো জার্মানিকাস)। তিনি ছিলেন রোমের পূর্ববর্তী বড় দুই নায়ক, জার্মানিকাসের ছোট ভাই আর বড় ড্রুসাসের ছেলে।

ক্লডিয়াস অবশ্য তার ভাই বা বাবার মতো শক্তিশালী ছিলেন না। বরং বেশ দুর্বল আর দেখতে শুনতে একেবারেই আকর্ষণীয় ছিলেন না। তাই কেউ তাকে তেমন পাত্তা তো দিতই না, বরং বেশ অবহেলার চোখে দেখত। তাই তিনি সবসময় মানুষের আড়ালে থাকতেই পছন্দ করতেন। তিনি কারও আগেপিছে থাকতেন না। কারও কোনো ব্যাপারে নাক গলাতেন না। তার এই স্বভাবই তাকে ক্যালিগুলাকে হত্যার সময়ে সাহায্য করেছিল। তাকে কেউ নিজেদের জন্যে হুমকি মনে করেনি।

BanglaBook.org

কিন্তু ক্লডিয়াস সেরকম আত্মভোলা ছিলেন না। ভেতরে ভেতরে তিনি বেশ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি অনেক ঐতিহাসিক গবেষণাও করেছিলেন। এট্রুসকানস আর কার্থাজিনিয়ান্সের সাথে পাল্লা দিয়ে তিনি ইতিহাসের কিছু বইও লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে রোমান রাজবংশ তাকে অভিজাত আর বুদ্ধিমান হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ক্যালিগুলা তার এই নির্দোষ চাচাকে খুব পছন্দ করতেন। অথবা তিনি তাকে কেবল রাজসভার ভাঁড় বলে মনে করতেন। ক্যালিগুলার শাসনামলের প্রথম দিকে তিনি সম্রাটের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। ক্যালিগুলাকে আক্রমণ আর হত্যার সময়ে তিনি সেখানেই উপস্থিত ছিলেন।

ভয়ার্ত ক্লডিয়াস আক্রমণের সাথে সাথেই একটা কোনো আসবাবের পেছনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আক্রমণকারী সেনারা যখন পাগলের মতো কেবল আঘাত করে চলছিল তখন সামনে কে আছে না আছে খেয়াল করেনি। তারপর যখন তাদের উত্তেজনা কমে আসে তখন তারা ক্লডিয়াসকে খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে লুকানোর জায়গায় তারা তাকে পেয়েও যায় আর টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনে। বোকার মতো তিনি কেবল তাদের কাছে নিজের প্রাণভিক্ষা চেয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আসলে তাকে হত্যা করার তেমন কোনো ইচ্ছেই সেনাদের ছিল না। সম্রাটকে মেরে ফেলার পরে সেনারা সাথে সাথেই সম্রাটের শূন্য সিংহাসনের কথা ভেবেছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণের তাগিদ অনুভব করেছিল। তারা জানত যে ক্লডিয়াস রাজকীয় পরিবারের বংশধর। তাই কোথায় ক্লডিয়াস তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে, তার আগে তারাই ক্লডিয়াসের পায়ে পড়ে তাকে সম্রাট হওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগল।

ক্লডিয়াস হয়তো অনুরোধটা ততটা পছন্দ করেননি। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারী সেনাদের সাথে তর্ক করবেন এতটা বোকাও তিনি ছিলেন না। তিনি শুধু রাজিই হলেন, তা নয়; এই আক্রমণ আর বিদ্রোহের জন্য তাদের পুরস্কারও দেবেন ঠিক করলেন। সেনাদের জন্য এটা খুব খারাপ একটা উদাহরণ হয়ে গিয়েছিল। তারা শিখে গেল যে এভাবে সিংহাসন ছিনিয়ে নেয়া যায় আর তার জন্য তিরস্কারের বদলে পুরস্কার প্রাপ্য। তিনি যত দিতে চেয়েছিলেন, সেনারা তার চেয়েও বেশি দাবি করছিল। তারপর তাদের দাবি বাড়তেই থাকল।

আবার আগের মতো রাজ্য ফিরিয়ে আনার যে স্বপ্ন সিনেটের সদস্যরা দেখছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ক্লডিয়াস হলো সম্রাট আর বিদ্রোহী সেনাদের দাবি মেটাতে মেটাতে তারা কাহিল হয়ে গেল।

ক্লডিয়াসের বয়স তখন পঞ্চাশ বছর। তিনি তার জীবন ব্যয় করেছিলেন জ্ঞানার্জনের জন্য। রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ তার জন্য ছিল খুবই কঠিন কাজ। কোনো সিদ্ধান্তই তিনি নিতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন খুবই শান্ত আর দুর্বল মনের মানুষ। যাই হোক, তিনি একজন ভালো সম্রাট হওয়ার জন্য সব ধরনের

BanglaBook.org

চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রোমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে লাগলেন। প্রধান সড়কের দৈর্ঘ আরও বাড়ালেন যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলো। লেকের পানি সেচ করে চাষাবাদের সুবিধা করে দিলেন। সিনেটের প্রতি দায়িত্ব প্রদর্শন করে তিনি সম্রাট হিসেবে স্বর্গীয় দেবতার সম্মান দাবি না করে অগাস্টাসের মতো কেবল একজন প্রথম শ্রেণির নাগরিক থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক্লডিয়াস সম্রাট হিসেবে খুব শান্তশিষ্ট হলেও তার সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন কিছু না কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্লডিয়াস এক দিক দিয়ে অবশ্য টিবারিয়াসের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তা হলো সাম্রাজ্যের দূরের বিচ্ছিন্ন সব অংশে, যেসব জায়গায় শান্তি বজায় ছিল, সেগুলো পুরোপুরি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেললেন। ক্যালিগুলা টলেমিকে হত্যা করার পর থেকে মৌরিতানিয়ায় কোনো শাসক ছিল না। তবে ক্যালিগুলার এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে মৌরিতানিয়ার মানুষেরা প্রতিবাদ করেছিল। ৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্লডিয়াস সেই বিদ্রোহ দমন করে মৌরিতানিয়াকে রোমের একটি প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে।

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণপশ্চিমে লিসিয়াও ৪৩ খ্রিস্টাব্দে রোমের আরেকটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত হয়। আর ৪৬ খ্রিস্টাব্দে এগান সাগরের উত্তর দিকে থ্রেইসও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাম্রাজ্যে দু'একটি দূরবর্তী কোণ কেবল স্বাধীন ছিল। যেমন এশিয়া মাইনরের পূর্বদিকে কমাজিন নামে একটি রাজ্য ছিল যেটি কোনো কারণে ক্যালিগুলা একটু অবহেলা করেই রোমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন করেই রেখেছিলেন। বহু প্রজন্ম ধরে এখানে রাজ্যের নিজস্ব রাজা ছিল।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে ক্লডিয়াসের সময়ে রোমান রাজ্য গাউল থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছে যায়।

বৃটেন দ্বীপটি (ইংল্যান্ড, ওয়েলস আর স্কটল্যান্ড নিয়ে, এখন যেটিকে গ্রেট বৃটেন বলা হয়) গাউলের অপর দিকে সমুদ্রের সরু একটা অংশ দিয়ে বিচ্ছিন্ন। এই অংশটিকে বর্তমানে বলা হয় ইংলিশ চ্যানেল। প্রাচীন কালে, জুলিয়াস সিজারের আমলের আগে এই জায়গাগুলোর কোনো নির্দিষ্ট নাম ছিল না। ফোনেশিয়া আর কার্থাগিনিয়ানরা নিশ্চয়ই টিনের খোঁজে বৃটেনের উদ্দেশে জাহাজ পাঠিয়েছিল। টিন এমন এক ধাতু যা ব্রোঞ্জ তৈরিতে লাগে। তারা তাদের টিনের উৎসের খবর অন্য সবার কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিল।

সিজার যখন গাউল জয় করেছিলেন, তখন তিনি বৃটেনের ব্যাপারে জানতেন। সেখানকার সেলটিক জাতি গাউলের ভাষা আর সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল। তাই যখন রোমানদের বৃটেনে আক্রমণ করার সম্ভাবনা দেখা দিলো তখন তারা গাউলের সাহায্য প্রার্থনা করল।

এই অবস্থা বন্ধ করার জন্য সিজার ৫৫ আর ৫৪ খ্রিস্টাব্দে বৃটেনে দুবার হামলা চালালেন। তিনি সেখানে কিছুটা সফল হয়েছিলেন। রোমান বাহিনী টেমস নদী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। সেই দূরবর্তী দ্বীপে রাজ্য স্থাপনের কোনো ইচ্ছা সেই সময়

BanglaBook.org

তার ছিল না। তাই সেখানে এত কষ্ট করে না গিয়ে রাজ্যের অন্যান্য জরুরি কাজে মনোনিবেশ করেন।

বৃটেনের লোকেরা প্রায় একশ বছর ধরে স্বাধীন ছিল। তারা চুপচাপ গাউলে রোমান আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা দেখছিল। আর গাউল ধীরে ধীরে রোমান সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। তবে বৃটেনের লোকেরা ভেতরে ভেতরে বেশ ভয়ে ছিল রোমান আগ্রাসন নিয়ে। গাউলে নানান সমস্যা তৈরির ব্যাপারে ভূমিকা রাখাকে তারা রোমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের একরকম প্রতিবাদ হিসেবে মনে করত।

ক্লডিয়াসের সময় গাউল ভালোভাবে রোমের পক্ষে আসে। অবশ্য বলাবাহুল্য তারা বৃটেনের প্রতি ততটা সদয় ছিল না। অগাস্টাস আর টিবারিয়াসের সময়কার নাগরিকত্ব নিয়ে আইনকানুনের জটিলতা ক্লডিয়াসের সময় অনেক কমে আসে। গাউলের লোকদের রোমান নাগরিকত্ব দেয়া হয়। এই দূরদর্শী পদক্ষেপ গাউলের জনগণকে পরবর্তীকালে অন্য কোনো ক্ষমতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে। (৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অগাস্টাসের মৃত্যুর পরে এক প্রজন্ম অতিক্রান্ত হলে সেখানে রোমের নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ষাট লাখ।)

দেখতে দেখতে বৃটেনের ভেতরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এমনভাবে বদলে গেল যা তখনকার সময়ের জন্য খুব প্রয়োজন ছিল। বৃটেনে একজন রোম সমর্থক শাসক কিউনোবেলিন (শেক্সপিয়ারের নাটকের "সিমবেলিন" চরিত্রটি এসেছে তার থেকে) মৃত্যুবরণ করেছিলেন আর মৃত্যুর সময়ে রেখে গিয়েছিলেন রোমান সাম্রাজ্যবিরোধী কয়েকজন পুত্র সন্তান। রোম সমর্থক একজন বৃটিশ নেতা বৃটেনে আইনকানুন আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে রোমের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। রোম তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। রোমান সেনাবহিনী ৪৩ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৭৯৬ সালে) ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পূর্বদিকে ঘাঁটি গাড়ে যেখানে রোমের সাথে ব্যবসাবাণিজ্য শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। জায়গাটি এমনিতেও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ক্লডিয়াস নিজেও সেনাবাহিনীর সাথে সেখানে গিয়েছিলেন আর তার ছোট ছেলে, যে এক বছর আগে জন্মেছিল, তার নাম রাখা হয়েছিল বৃটানিকাস।

বৃটেনের লোকেরা জোর যুদ্ধ শুরু করল। বিশেষ করে বৃটেনের উত্তর আর পশ্চিমের পাহাড়ী অঞ্চলে। বৃটিশ নেতা কারাকটাকাস ৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। তারপরে ৬১ খ্রিস্টাব্দে বউডিকার (সাধারণত ভুল করে boadicea বানান করা হয়) একটা অংশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। টেমসের উত্তর দিকের রাজ্য ইংল্যান্ডের রানী রোমান রাজ্যের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসতে রোমের সব আইন বদলে দেয়া শুরু করলেন। আজকের ইংল্যান্ড বা ওয়েলসের যে চেহারা আমরা দেখি, রোমের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে তা তৈরি করতে মোটামুটি তিরিশ বছর লেগেছিল।

পরিবারের ভেতরে ক্লডিয়াস ছিলেন নারীপরিবেষ্টিত। সম্রাট হওয়ার পরপর তিনি যাকে বিয়ে করেছিলেন তার নাম ছিল ভ্যালেরিয়া মেসালিনা। তিনি তার তৃতীয় স্ত্রী। তিনি ছিলেন ব্রিটানিকাসের মা। পরবর্তীকালে সিনেটের ঐতিহাসিকরা

ভ্যালেরিয়া মেসালিনার জীবন এমন কুৎসিতভাবে বর্ণনা করে যে "মেসালিনা" শব্দটি এখন কেবল একজন অত্যাচারী নারীর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। শেষ পর্যন্ত ক্লডিয়াস নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে মেসালিনা আসলে তাকে হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। তিনি ভাবতেন তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে মেসালিনা হয়তো তার একজন প্রেমিককে সেখানে বসাতে চায়। তাই ৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেসালিনার ফাঁসির আদেশ দেন।

তারপর তিনি বিয়ে করেন অ্যাগ্রিপিনাকে। অ্যাগ্রিপিনা ছিল ক্যালিগুলার বোন আর তার নিজের ভাগ্নি। অ্যাগ্রিপিনা ক্লডিয়াসকে বিয়ে করার আগেই তার একটি পুত্র সন্তান ছিল। নাম ছিল ডমিশিয়াস। বিয়ের পরে ক্লডিয়াসের পারিবারিক নাম সে গ্রহণ করে। মা সম্রাজ্ঞী হয়ে গেলে রাজপরিবারের সাথে মিলিয়ে তার নাম হয় নিরো ক্লডিয়াস সিজার ড্রুসাস জার্মানিকাস। ইতিহাসে তিনি নিরো নামেই পরিচিত। নিরো ছিল জার্মানিকাসের পৌত্র আর অগাস্টাসের প্রপৌত্র।

অ্যাগ্রিপিনার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল নিরোকে সম্রাটের সিংহাসনে বসতে দেখা। তাই তিনি নিরোকে দত্তক গ্রহণের জন্য ক্লডিয়াসকে বুঝিয়ে রাজি করান। নিরোকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে পরবর্তী সম্রাট তার হওয়ার কথা কারণ ক্লডিয়াসের নিজের ছেলে বৃটানিকাস নিরোর চেয়ে বয়সে ছিল ছোট। ৫৩ খ্রিস্টাব্দে নিরো ক্লডিয়াসের কন্যা অক্টাভিয়াসকে বিয়ে করে তার সম্রাট হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলেন। সে সময়ে নিরোর বয়স ছিল পনেরো আর অক্টাভিয়াসের এগারো।

এই সমস্ত করা হলে ক্লডিয়াসকে অ্যাগ্রিপিনার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে সিনেটের ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় দেখা যায় যে, ৫৪ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৮০৭ সালে) অ্যাগ্রিপিনা ক্লডিয়াসকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। আগে থেকেই প্রিতোরিয়ান গার্ডদের বলা ছিল যে ক্লডিয়াস মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে নিরোকে যেন চিহ্নিত করা হয়। এজন্য অ্যাগ্রিপিনা তাদের মোটা অঙ্কের বখশিশ দেয়ার কথা ঘোষণা করে রেখেছিলেন। সেনারা যখন এই বিষয়ে মত প্রদান করে তখন সিনেটের আর দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ থাকে না। এভাবে নিরো রোমের পঞ্চম সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আসীন হন।

নিরো

সিংহাসনে আসীন হওয়ার সময়ে নিরোর বয়স ছিল মাত্র ষোল। তিনিও ক্যালিগুলার মতো অনেক সম্ভাবনা নিয়ে রাজ্য পরিচালনা শুরু করলেন। যে বয়সে একটি মানুষ অন্য কারও কাছে আব্দার করে কাটায় সে বয়সে নিজেকে গুছিয়ে একটা পুরো রাজ্য পরিচালনার ভার হাতে তুলে নিতে হয়েছিল তাকে।

BanglaBook.org

খুব তাড়াতাড়ি নিরো নিজের ইচ্ছের বাস্তবায়ন ঘটাতে শিখে ফেললেন। তার শখ পূরণের পথে যত বাধা বিপত্তি আসছিল সব তিনি মাড়িয়ে যেতে লাগলেন। তিনি বৃটানিকাসকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তারপর নিজের তরুণী স্ত্রীকে বিচ্ছেদের মাধ্যমে দূরে সরিয়ে দেন। বস্তুত রাজ পরিবারের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে সাধারণ জীবনযাপন করতে বাধ্য করেন। ৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি এত ভয়ানক স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন যে নিজের মাকেও ফাঁসিতে ঝোলাতে পিছপা হন না। তার মায়ের দোষ ছিল তিনি ক্লডিয়াসের উপরে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার উপরেও তেমনই ছড়ি ঘোরাতে চাচ্ছিলেন।

আরও একটা ভয়ংকর ব্যাপার ছিল যে নিরো কখনোই সরকারি কাজকর্ম করতে পছন্দ করতেন না। তিনি আসলে মঞ্চাভিনেতা হতে চাইতেন। আজকের দিনে, দিনরাত মঞ্চে পড়ে থাকা বলতে আমরা যা বোঝাই, তিনি আসলে ছিলেন ঠিক তেমন। তিনি কবিতা লিখতেন, ছবি আঁকতেন, গ্রিসের তৈরি বীণের মতো এক বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, সংগীত সাধনা আর আবৃত্তি করতেন। দর্শকের সামনে একটা কিছু করে দেখিয়ে প্রচুর তালি আর অভিনন্দন পেতে তার ভালো লাগত। তবে এখন এটা বিবেচনা করার কোনো উপায় নেই যে তার সেসব পরিবেশনা কতটুকু শিল্পসম্মত ছিল। কারণ তার কোনো নমুনা আজ আর কোথাও নেই। শোনা গেছে তিনি সবসময়ই এসব পরিবেশনার জন্য প্রচুর অভিনন্দন পেতেন। অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু সেসব কি তিনি পেয়েছিলেন তার মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার জন্য নাকি সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য, সেটা একটা প্রশ্ন। প্রায় সকলেই মনে করেন পরের কারণটিই সঠিক। পরে সিনেটের ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় জানা গেছে, তাকে যতটা গুণী শিল্পী হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল, তিনি ততটা যোগ্য ছিলেন না।

হয়তো নিরো একজন শিল্পী না হলে সম্রাটের দায়িত্বটা ভালোভাবে পালন করতেন, তাহলে তার জীবনও যেমন সুন্দর হতো, ইতিহাসও তাকে সম্মানের সাথে স্মরণ করত। ইতিহাসে তিনি সম্মানিত একজন ব্যক্তি যেমন হতে পারতেন, পারতেন নিজস্ব জীবনেও হয়তো একজন ভালো মানুষ হতে। যাই হোক, সম্রাট হিসেবে তার অবস্থানকে রোমান ইতিহাস একজন ভিলেনের অবস্থান হিসেবেই দেখতে পছন্দ করে।

কিন্তু নিরো যতই অবহেলা আর অরাজকতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন না কেন, রাজ্য তার নিজস্ব গতিতে ঠিকই এগিয়ে গিয়েছিল।

তখন রাজ্যের পূর্বদিকে আবার সমস্যা শুরু হলো। আর সমস্যা সেই আগের মতোই রোম আর পারথিয়ার মধ্যে কথায় কথায় যুদ্ধ লেগে রইল। তাদের দুই দেশেরই আকর্ষণ ছিল মধ্যখানের উৎপাদনশীল রাষ্ট্র আর্মেনিয়ার দিকে। ক্লডিয়াসের মৃত্যুর পরপরই রোমান সাম্রাজ্যের বসানো শাসককে সীমান্তবর্তী উপজাতির লোকেরা হত্যা করল। আর পারথিয়ার রাজা সেই সুযোগে আর্মেনিয়ায় ঢুকে পড়ল। সেখানে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে তার ভাই টিরিডাসকে সেখানকার রাজা বানিয়ে দিলো।

নিরো নিয়াস ডমিশিয়াস করবুলোকে আর্মেনিয়ায় পাঠালেন সেখানে নতুন করে আধিপত্য বিস্তারের আশায়। করবুলো ক্লডিয়াসের অধীনে জার্মানিতে দক্ষতা নিয়ে শাসনকাজ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই উপযুক্ত একজন সেনাপ্রধান। তাই সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে প্রস্তুত করতে টানা তিন বছর সময় নিলেন। ৫৮ সালে তারা আর্মেনিয়ায় অভিযান চালায়। তারপর যুদ্ধের মাধ্যমে এক বছর পরে আর্মেনিয়া দখল করে নেয়। পারথিয়া দখল করে সেখানে রোম রাজ্যের মনমতো একজন শাসককে বসিয়ে দেয়।

করবুলোর অধীনে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকলে তিনি হয়তো পারথিয়াও দখল করে নিতেন। কিন্তু কোনো সেনাপ্রধান যেন এত বেশি সফল প্রমাণিত না হয় তাই নিরো দ্রুত করবুলোকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে সেখানে অভিজ্ঞতায় অপেক্ষাকৃত কম, এমন একজনকে বসিয়ে দেন। ৬২ খ্রিস্টাব্দে নতুন সেনাপ্রধান ভয়াবহভাবে পরাজয় বরণ করে। করবুলোকে তখন আবার সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি নতুন করে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত আর উৎসাহিত করতে থাকেন। আর্মেনিয়ায় তখনও রাজা ছিলেন টিরিডেটস। কিন্তু ৬৩ সালে তিনি রোমে এসে নিরোর হাত থেকে রাজার মুকুট গ্রহণ করেন। এভাবেই শেষ পর্যন্ত আর্মেনিয়া রোমের প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এর মধ্যে জুডিয়ায় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ইহুদিরা হেরোডসের আর তার পরিষদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্রোহ করে যাচ্ছিল। তার শাসনে অনাস্থা পোষণ করছিল। একজন মাসিহার জন্য তাদের আজীবনের অপেক্ষা খুব সাংঘাতিক পর্যায়ে উপনীত হলো। কিন্তু এর জন্য নিজেদের ধর্মের সাথে কোনো সমঝোতা করতেও তারা ছিল নারাজ। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের ম্যাকাবিস আর তার ভয়ংকর শক্তিশালী বিদ্রোহী সাথীদের তাদের ধর্মের প্রতি সহৃদয়তা আর অ্যান্টিকাস ৪ এর বিরুদ্ধে মতবাদ তাদের হৃদয়ে তখনও জ্বলজ্বল করছিল।

সম্রাটের প্রতি যে কোনো ধরনের সম্মান প্রদর্শন যা কিনা ইহুদিদের দৃষ্টিতে সম্রাটকে বা তার কোনো চিহ্নকে পূজা করা হচ্ছে মনে হলেই তারা ক্রমাগত সেই আচরণ প্রদর্শন করতে অস্বীকৃতি জানাত। পন্টিয়াস পাইলেট যখন যথোপযুক্ত সাজসজ্জা করে জেরুজালেমে প্রবেশ করেন তখন তার বাহনের উপরে সম্রাট টিবারিয়াসের একটি ছবি আঁকা ছিল। সেই ছবিকে তারা এক ধরনের উপাসনার বস্তু বলে মনে করে। তাই পন্টিয়াস শহরে ঢোকার সাথে সাথেই সেখানে দারুণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। পন্টিয়াস পাইলেটের যুদ্ধ পতাকার মধ্যে সম্রাট টিবারিয়াসের ছবি ছিল। সেই সময়ে টিবারিয়াস কোনো ধরনের উটকো ঝামেলা এড়াতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তখনই সবকিছু থেকে তার ছবি অপসারণের আদেশ দেন।

ইহুদিরা মনে করত তাদের বিধাতাই এক এবং অদ্বিতীয়। তাদের বিধাতা ছাড়া বাকি সব উপাসনার জিনিস তাদের কাছে ছিল বিরক্তিকর আর পরিত্যাজ্য। বিধাতার প্রশ্নে এরকম আপোষহীন ব্যবহারের কারণে ইহুদিদের প্রতি রাজ্যের মানুষের সমর্থন

BanglaBook.org

দিন দিন কমে যেতে লাগল। কারণ পুরো রাজ্যে একমাত্র ইহুদিরা ছাড়া বাকি সবার একের অধিক উপাসনার বিষয়বস্তু ছিল। আর তারা অন্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতিও সহনশীল ছিল। গ্রিকদের কাছে ইহুদিরা বেশি অপছন্দের হয়ে উঠল কারণ তারা একাধিক বিধাতার উপাসনা করত আর তাদের জীবনাচরণও ছিল ভিন্ন। ইহুদিরা তাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে অন্য কোনো মানুষের সংস্কৃতি বা আচরণের প্রতি এতটুকু আগ্রহী ছিল না। অন্যদের আরাধনার বস্তু সম্পর্কে জানতেও তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না।

আলেক্সান্দ্রিয়া সে সময়ে মিশরের রাজধানী। শহরটিতে তখন ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গ্রিক মানুষের বাস আর সেদিক দিয়ে রোম ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু আলেক্সান্দ্রিয়ার ভেতরে ইহুদিদের একটি বড় কলোনি ছিল যেটিকে মনে হতো শহরের ভেতরেই আরেকটি অন্য রকমের শহর। অগাস্টাস তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছিলেন। (কারণ অগাস্টাসের শেষ যুদ্ধে তারা তাকে সমর্থন দিয়েছিল ও সাহায্য করেছিল।) সুবিধাগুলোর মধ্যে ছিল, দেশের নানারকম আচার ব্যবহারে অংশগ্রহণের থেকে তাদের অব্যহতি দেয়া, সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি ইত্যাদি। এদিকে এই দুই কারণে গ্রিকরা রুষ্ট হয়েছিল।

আলেক্সান্দ্রিয়ায় গ্রিকরা তাদের থেকে পৃথক ইহুদি জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। তাই ইহুদিরা ক্যালিগুলার কাছে সুবিচারের আশায় আবেদন পাঠিয়েছিল। গ্রিকরা এ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল যে বোধহীন সম্রাট ইহুদিদের কোন কথায় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বসেন তার কোনো ঠিক নেই। তাই গ্রিকরা তাড়াহুড়ো করে সম্রাটের কাছে ইহুদিদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি আবেদন পাঠাল। তারা সম্রাটকে জানাল যে ইহুদিরা সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সভায় ইচ্ছে করে উপস্থিত হয়নি তাই তারা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহী।

ক্যালিগুলা চাইতেন সম্রাট হিসেবে রাজ্যের সব জায়গায় তার খুব আরাধনা হোক। তাই তিনি রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে তার মূর্তি স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন। রাজ্যের অনেক জায়গায় তার আদেশ সাথে সাথে পালন করা হলো। মন্দিরে অনেক মূর্তির সাথে আরেকটি পাথরের টুকরো স্থাপন করার মধ্যে নতুন কী? এখন তারপর যেটা হলো, ক্যালিগুলা তার মূর্তি জেরুজালেমের মন্দিরে স্থাপনের আদেশ দিলেন। সম্রাটের ধারণা ছিল, একেশ্বরবাদী ইহুদিরা একটিমাত্র মানুষের মূর্তি মন্দিরে দেখলে খুশি হবে। কিন্তু আসলে এ রকম একটি ব্যাপার ইহুদিদের জন্য এতটাই অপছন্দের ছিল যে তারা এটি মেনে নেয়ার আগে মৃত্যুবরণ করতেও রাজি ছিল। সিরিয়ার গভর্নর ক্যালিগুলাকে চিঠি লিখে জানালেন ইহুদিদের প্রতিক্রিয়ার কথা। আর সম্রাটের আদেশটি মানতে শুধু শুধুই দেরি করতে থাকলেন। ক্যালিগুলা এই খবর জানার পরে ইহুদিদের রাজ্যে হামলা করাটাই ছিল খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক তখনই তিনি নিজেই নিহত হন। যাই হোক ইহুদিদের অভ্যুত্থান না ঘটানোর জন্য

BanglaBook.org

ক্যালিগুলার মৃত্যু যথা সময়ে হয়েছিল বলে তার পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত ইহুদিদের উপরে হামলা ঠেকিয়ে রাখা গেল।

ক্লডিয়াস সম্রাটের আসনে আসীন হওয়ার পর ক্যালিগুলার পুরনো বন্ধু হেরোড অ্যাগ্রিপাকে ইহুদিদের রাজা বানিয়ে জুডিয়ায় বসালেন। এভাবে জুডিয়া আবারও তাত্ত্বিকভাবে রোমের অধীনে চলে এলো। হেরোড অ্যাগ্রিপা ইহুদিদের মন জয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। আর সত্যিই ইহুদিদের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সফল এবং জনপ্রিয় একজন শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। (এরকম গল্প শোনা যায় যে একবার এক সভায় তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন যে, তার দুর্ভাগ্য যে তিনি একজন ইহুদি নন। এটাই ছিল তার প্রতি ইহুদিদের ভালোবাসার মূল কারণ। সেই সভায় তিনি আরও বলেছিলেন যে " আমি ইহুদি না হলেও, তোমরা ইহুদি আর তোমরা আমার ভাই।")

দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার রাজত্ব ছিল খুব অল্প দিনের। মাত্র তিন বছর পরেই তা ফুরিয়ে যায় তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। ৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র হেরোড অ্যাগ্রিপা ২ কিছুদিনের জন্য জুডিয়ার কিছু অংশে শাসনকাজ চালান। তারপর জুডিয়াকে আবারও একটি প্রদেশ হিসেবে রোমের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন।

সেই কর্তৃপক্ষের সদস্যরা ছিল নেহায়েত লোভী। তাদের একজনকে সম্রাট নিরো ইহুদিদের মন্দিরের কোষাগার লুট করতে পরামর্শ দিলো। তখন ইহুদিদের মধ্যে রোমের বিপক্ষের মৌলবাদী শক্তির (যাদের বলা হয় জেলটস) প্রভাব খুব বেড়ে যাচ্ছিল। ফলে রায়ট শুরু হয়ে গেল। হেরোড অ্যাগ্রিপা ২ সে সময়ে জেরুজালেমেই ছিলেন। সবাইকে তিনি শান্ত হতে বলছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনেনি। ৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে (৮১৯ রোমান সাল) ইহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে ভয়ংকর শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল।

রোমান নাগরিকরা কিছুদিনের মধ্যেই ইহুদিদের বিদ্রোহের ভয়ানক শক্তি আঁচ করে বিস্মিত হলো। জুডিয়ায় উপস্থিত সেনাবাহিনীরা অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিল না। নিরো তাই তিনটি বড় সেনাবাহিনীর দলকে সেখানে পাঠালেন। সেনাবাহিনী ভেসপাসিয়ানের (টাইটাস ফ্লেভিয়াস সাবিনাস ভেসপাসিয়ানাস) নেতৃত্বে পূর্বদিকে রওনা দিলো। ক্লডিয়াসের অধীনে তিনি জার্মানিতে কাজ করেছিলেন আর দক্ষিণ বৃটেনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে তিনি সেনাবাহিনীকে অগ্রসর করিয়ে উইট দ্বীপ দখল করেছিলেন। ৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কনসল হিসেবে আর তারপর আফ্রিকা প্রদেশের গভর্নর হিসেবে কাজ করেন। তাকে যে নতুন দায়িত্ব দেয়া হলো তা তিনি খুব দক্ষতার সাথেই পরিচালনা করছিলেন। কাজ ঠিকঠাক মতো এগোচ্ছিল তবে ইহুদিরা মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যাবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

৬৯ খ্রিস্টাব্দে ভেসপাসিয়ান জুডিয়া থেকে রোমে ফিরে যান। কিন্তু তার পুত্র টাইটাস (টাইটাস ফ্লেভিয়াস সাবিনাস ভেসপাসিয়ানাস) তার বাবার মতোই ছিলেন।

তিনি তার বাবার অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি জেরুজালেমের দখল নিয়ে নিলে মন্দিরটি দ্বিতীয়বারের মতো ভাঙা হয়। (প্রথমবার ব্যাবিলনীয়রা ভেঙেছিল প্রায় পাঁচশ বছর আগে।) টাইটাস পরের বছর রোমে গিয়ে এই বিজয় উদ্‌যাপন করেন। টাইটাসের সেই বিজয় স্মরণে বানানো তোরণ এখনও রোমের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও লোকে বিজয়ের প্রতীক হিসেবে টাইটাসকে স্মরণ করে।

যেসব ইহুদিরা তখনও বেঁচে ছিল আর সেখানেই ছিল, তারা ভীষণ হতাশ হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে দেখল জুডিয়ায় তারা পড়ে রয়েছে অসীম ধ্বংসের মুখে। তাদের প্রাণপ্রিয় মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে, থামিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের ধর্মীয় উপাসনার পদ্ধতি। আর তাদের চোখের সামনে জেরুজালেমে রোমান সেনাবাহিনীকে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

আদর্শ এবং ধর্মীয় প্রথা

সেই থেকে রোমান আর ইহুদি সংস্কৃতির মধ্যে লড়াই চলতেই থাকল। লড়াই এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে চলতেই থাকল। এই লড়াই যেন চলতেই থাকবে, কেবল স্থান-কাল-পাত্র বদলে যাবে।

রোমানদের ধর্ম বেশিরভাগ এট্রুসকানসের কাছে ধার করা। শুরুর থেকে বলতে গেলে মূলত কৃষিভিত্তিক। তাদের অসংখ্য দেবদেবীর আত্মা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই বিভিন্ন শক্তির বাহক। তাদের বেশিরভাগ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে, আর চাষের জন্য বৃষ্টির প্রার্থনায় নিবেদিত। সাধারণত সব ধর্মীয় আচার শেষ পর্যন্ত কৃষিকে আরও উন্নত করার উদ্দেশে ছিল নিবেদিত। যে সমাজে কৃষিকাজে উন্নতিসাধন না করলে মানুষকে না খেয়ে থাকতে হতো সেখানে ধর্মীয় আচার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কৃষির উন্নতি করার চেষ্টা অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানান নিয়ম রীতির জন্যও অনেক দেবতা ছিল। সেই দেবদেবীদের আদর্শ অনুযায়ী তাদের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনায়াসে কেটে যেত। ধর্মীয় শেষকৃত্যানুষ্ঠান ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই সাধারণ। সে রকম একটা ব্যাপারের জন্য একজন ব্যস্ত আর ক্লান্ত কৃষক যতটুকু সময় ব্যয় করতে পারে ঠিক ততটুকুই করত।

এই প্রাচীন ধর্মে রাজ্যের হস্তক্ষেপে একটিই মাত্র নতুন নিয়ম সংযোজিত হয়েছিল, তা হলো রাজকীয়ভাবে সম্রাটের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এই সম্মান প্রদর্শনের অনুষ্ঠানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীকে তাদের মৃত্যু পরবর্তীকালের জন্য একরকম ধরাবাঁধা আন্তরিকতাবিহীন শ্রদ্ধার প্রতিশ্রুতি দেয়া

BanglaBook.org

হতো। একই অনুষ্ঠানে মৃত সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীকে স্বর্গীয় দেবতা হিসেবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো।

রোমের উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা যখন গ্রিক সংস্কৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করল, গ্রিসের প্রথাগত ধর্ম তখন যেন রোমের ধর্মের মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করল। রোমের ধর্মীয় দেবতা জুপিটার আর গ্রিসের জিউস একই দেবতা। আবার রোমানদের মিনার্ভা আর গ্রিসের এথিনা একই দেবী।

যাই হোক, কাগজে কলমে গ্রিস আর রোম, দুই রাজ্যেরই ধর্মের কঠোর অনুশাসন আসলে ততদিনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রোমের উচ্চশ্রেণির মানুষেরা ধর্মীয় অনুশাসনগুলো কেবল যন্ত্রের মতো, কিছুটা উদাসীনভাবে পালন করে আসছিল।

প্রাচীন কোনো ধ্যান ধারণা এ ধরনের কোনো সমাজের জন্য উপযুক্ত নয় যেখানে কেবল সংস্কৃতিবর্জিত কৃষিজীবীরাই বাস করে না, যেখানে বাস করে অভিজাত, শিক্ষিত, শহুরে যারা পৃথিবীতে এসেছে তাদের সভ্য মন নিয়ে, সুরুচিসম্পন্ন কিছু করার জন্য।

সেই শ্রেণির আগ্রহ কেবল একটি ভালো ফলনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার থেকে অনেক বড় কিছুতে। তাদের ভাবনায় ছিল একটি সুখী জীবনের স্বপ্ন; চমৎকারভাবে অবসর কাটানোর, তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটানো আর জাগতিক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর স্বপ্ন। গ্রিকরা এই আদর্শের একটি জীবনাচরণের মাধ্যমে সুখ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল আর রোমানরাও তাদের সাথে অলিখিতভাবে যোগ দেয়।

এক ধরনের অদ্ভুত আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন এপিকারাস। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ সালে গ্রিসের সামোস দ্বীপে বাস করতেন তিনি। খ্রিস্টপূর্ব ৩০৬ সালে তিনি এথিনায় একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেই স্কুল খ্রিস্টপূর্ব ২৭০ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। এপিকারাস তার আগের কিছু গ্রিক দার্শনিকের দর্শন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী কতকগুলো ছোট ছোট পরমাণু দিয়ে তৈরি। এই পরমাণু বা একগুচ্ছ পরমাণুর পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের উপরেই পৃথিবীর যাবতীয় পরিবর্তন নির্ভর করে। এপিকিউরিয়ান আদর্শের এই জায়গায় পৃথিবীর যাবতীয় পরিবর্তন আর মানুষের বেড়ে ওঠার রহস্য নির্ভর করে দেবদেবীর ইচ্ছার উপরে, এই ধরনের বিশ্বাসের জন্য তেমন কোনো স্থান ছিল না। এই আদর্শটি যদিও এক ধরনের নাস্তিকতা কিন্তু এ নিয়ে তাদের কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তারা নিজেদের খামাখা ঝামেলায় ফেলার চেয়ে প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসনগুলো বেশ আনন্দ নিয়েই পালন করত।

এরকম একটি মহাজাগতিক অবস্থায়, যেখানে পরমাণুগুলো সবসময় এদিক সেদিকে ছোটাছুটি করছে, সেখানে মানুষ দুটো জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে: আনন্দ এবং বেদনা। এই আবিষ্কারের কারণ ছিল মানুষকে বোঝানো যে মানুষ যেন আনন্দের পুরোটা উপভোগ করে আর বেদনায় যতটা পারে কম মুষড়ে

পড়ে। তাই এপিকারাসের মতে, কোনো কিছুর সামান্য অংশ যদি কাউকে ব্যাপক আনন্দ দিতে পারে তবে সেই একই জিনিসের প্রচুর লভ্যতা যে আরও বেশি আনন্দ দেবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। না খেতে পেয়ে উপোস থাকা যেমন কষ্টকর তেমনি অতিরিক্ত খেয়ে হজমের গণ্ডগোল করে ফেলাও একই রকমের বেদনাদায়ক। পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মধ্যেই খাবার খাওয়ার আনন্দ লুকিয়ে আছে। একইভাবে জীবনের আর সব আনন্দের উপকরণের ক্ষেত্রেও তাই। অন্যদিকে মানুষের নিজের মনের শান্তি মেটানোর কথা ভুললেও চলবে না। শেখার ও জানার আনন্দ, বন্ধুত্বের আবেগ, ভালোবাসার প্রশান্তি, এসবের মধ্যেই মানুষের মানসিক মুক্তি লুকিয়ে আছে। এপিকারাসের মতে শুধু শরীরের আনন্দ-উত্তেজনার চেয়ে এই সব জাগতিক আনন্দের মধ্যে ঢের বেশি লাভ।

পরবর্তী প্রজন্মের তার মতাদর্শী সব মানুষ এপিকারাসের মতোই জ্ঞানী আর ধৈর্যশীল ছিল না। কারণ শরীরের চাওয়া-পাওয়াকে প্রধান্য দেয়া ছিল খুব সহজ আর সেসবের উপরে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা ছিল খুব কঠিন। যে যাই বলুক, আজ যে আরাম আয়েশ হাতের কাছে বিদ্যমান তাকে অবহেলা করার কোনো যুক্তি আছে? পরের জন্য অপেক্ষা করে থাকলে হয়তো খুব দেরি হয়ে যেতে পারে। তাই এই "এপিকিউরান" শব্দটি পরবর্তীকালে ভাষায় সংযোজিত হয় "আভিজাত্যে অবগাহন" করার অর্থ নিয়ে।

আলেক্সান্ডারের আমলের পরের শতাব্দীতে এই এপিকিউরিয়ান মনোভাব ইহুদি আর গ্রিকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে গেল। যেসব ইহুদিরা গ্রিক সংস্কৃতিকে ভালোবেসে নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল তাদের বলা হতো "এপিকিউরিয়ান"। আর আজকের দিনে কোনো অন্য ধর্মের মানুষ ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে বলে "এপিকরস"।

রোমানরা এপিকিউরিয়ান ধারায় বিশ্বাসী হয়ে গেল। রোম গ্রিসের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদশালী ও শক্তিশালী ছিল। রোমের যে কোনো শহর গ্রিসের যে কোনো শহরের চেয়ে বেশি অভিজাত সাজসজ্জায় সজ্জিত ছিল। দেখতে দেখতে রোমের এপিকিউরিয়ানিজম খোদ গ্রিসের তুলনায় বিশাল হয়ে দেখা দিল। রাজ্যের ভেতরে সব জায়গায় নিজেকে যে কোনো রকম আরাম আয়েশে ডুবিয়ে দেয়ার সময়ে এপিকিউরিয়ানিজমের দোহাই দেয়া হতো।

রোমান এপিকিউরিয়ানের জলন্ত উদাহরণ হতে পারেন হেইয়াস পেট্রোনিয়াস। তিনি রোমে কনসল হিসেবে কাজ করেছিলেন। আবার এশিয়া মাইনরে বিথিনিয়ায় তিনি গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি তার সারা জীবনই আভিজাত্য আর আরাম আয়েশে কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু এভাবে জীবন কাটানোর পরেও তিনি সেই জীবনযাপন পদ্ধতিকে নানান কটাক্ষ করতেন। তার লেখা "স্যাটিরিকন" বইয়ে তিনি তার বিশ্বাসের কথা লিখে গেছেন। এই বইয়ে তিনি আভিজাত্যে জীবন কাটানোকে এক ধরনের ভুল বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি

BanglaBook.org

বলেছেন কৃষিকাজের উপরে নির্ভরশীল লোকেদের চেয়ে যাদের হাতে বেশি টাকা আছে, তারা আরাম আয়েশের পেছনে যে ধন দৌলত খরচ করে তা কেবলই অপচয়।

যাই হোক, তার এই নতুন তত্ত্ব এতই প্রশংসিত হলো যে এই বিষয় নিয়ে কথা উঠলে তিনি নিরোর সহচর হয়ে গেলেন। নিরো তার উপরে এই ব্যাপারে যে কোনো মতবাদ দেয়ার জন্য নির্ভর করতেন। তার সাহায্যে নিরো আরও নিত্যনতুন সময় কাটানোর খেলা আর মজার কাজকর্ম আবিষ্কার করতে লাগলেন। তাকে ডাকা হতো "আর্বিটার এলেগ্যানটিয়ারাম" (রুচি আর স্বকীয়তার প্রতীক)। কখনও আবার তার নামের সাথে মিলিয়ে তাকে "পেট্রোনিয়াস আর্বিটার"ও বলা হতো। নিরোর অনেক বন্ধু আর অধস্তনদের মতো পেট্রোনিয়াসের শেষটাও হলো বেশ খারাপ। নিরো যখন-তখন যার-তার ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠতেন। পেট্রোনিয়াসকেও সন্দেহ করা শুরু করলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে পেট্রোনিয়াস অন্যের হাতে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে নিজেই নিজেকে শেষ করে দেয়ার প্রস্তুতি নিলেন। ৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন।

গ্রিক দর্শনের দ্বিতীয় বিখ্যাত স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন জিনো। (ধরে নেয়া হয় যে তিনি ফোনেশিয়ান পরিবারের।) তিনি জন্মেছিলেন আধা গ্রিক আর আধা ফোনেশিয়ান হয়ে। প্রায় এপিকিউরাসের জন্মের সময়ের কাছাকাছি সাইপ্রাস দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

জিনো, এপিকিউরাসের মতোই অ্যাথিনায় একটি স্কুল তৈরি করেন। বাজারের মাঝখানে এক জায়গায় তিনি তার স্কুল স্থাপন করেন। তার স্কুলের বারান্দা আর করিডোর ট্রোজান যুদ্ধের নানান দৃশ্যের আঁকা ছবি দিয়ে ভরা ছিল। একে বলা হতো "স্টোয়া পইকিল" (ছবি আঁকা বারান্দা)। আর সেখানে জিনোর পড়ানোর পদ্ধতিকে বলা হতো "স্টয়সিজম"।

স্টয়সিজমেও একজন মাত্র দেবতার কথা বলা হয়। একেও তাই একরকমের একেশ্বরবাদ বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু আরও কিছু ছোটখাটো দেবদেবীর উপরেও যে স্বর্গীয় কিছু কিছু ক্ষমতার জন্য নির্ভরতা ছিল সেটা অবশ্য দেখা গেছে। কোনো কোনো মানুষকেও আবার দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করার কাহিনী শোনা যায়। এভাবেই হয়তো তারা তাদের কট্টরপন্থী ধর্মীয় আচার আচরণ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক হতে চেয়েছিলেন।

স্টয়সিজম মানুষকে দুঃখবেদনায় অহেতুক ডুবে থাকতে নিরুৎসাহিত করত। তবে বিষাদ থেকে উতরানোর জন্য ফুর্তি করে সময় কাটাতে কখনও বলেনি। কারণ মানুষ তার জন্য সঠিক আনন্দ খুঁজে পায় না; যদিও বা পায়, সেই আনন্দ কেবল মানুষের জন্য আরেকরকম ব্যথার সৃষ্টি করে। মানুষের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ফুরিয়ে গেলে সেই স্মৃতি নিয়ে সে কেবল হা-হুতাশ করে। ধনসম্পদ একসময় খরচ হয়ে যায়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয় আর ভালোবাসা মরে যায়। তাই স্টয়সিজমে উদ্বুদ্ধ স্টয়িকরা

BanglaBook.org

নিজেদেরকে আনন্দ ও বেদনার উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করত। নিজেদের এভাবেই তারা তৈরি করত যেন সুখ বা দুঃখের দাস না হয়ে পড়ে। সুখ-দুঃখের মোহ আর যন্ত্রণা থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। কেউ যদি কিছু আশা না করে তবে তার আশাহত হওয়ারও কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা থাকে না। একজন মানুষের সব ধরনের পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক সে নিজে। তাই তারা মনে করত মানুষ যদি নিজের প্রভু হয় তাহলে আর অন্য কারও দাস তাকে হতে হবে না। কেউ যদি এরকম আদর্শ একটি জীবনযাপন করে তবে দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আজকের দিনে ইংরেজি ভাষায় "স্টইক" শব্দটি "আনন্দ-বেদনার প্রতি নির্লিপ্ত" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

স্বাভাবিকভাবে এরকম একটি আদর্শ এপিকিউরিয়ানের মতো অত বেশি জনপ্রিয় হলো না। কিন্তু কিছু কিছু রোমানের কাছে মনে হলো এটা রোমের প্রাচীন ধর্ম অনুযায়ী পরিশ্রমের প্রতি সৎ হওয়া, ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে যাওয়া, এসবের মতোই। তারা স্টয়সিজমের আইনকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে শুরু করল। সেই ভয়ংকর বিলাসে গা ভাসানোর দিনেও রোমের কিছু কিছু মানুষ স্টয়সিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল।

সে সময়ের রোমান স্টয়িকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন সেনিকা (লিউসিয়াস অ্যানাউয়াস সেনিকা)। তিনি জন্মেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৪ সালে স্পেনের করডুবা (বর্তমানে করডোভা) অঞ্চলে। তার বাবা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী আর তরুণ সেনিকাও আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি রোমে একটি স্টয়িক স্কুলে পড়েন আর একজন সুবক্তা হিসেবে এতই পরিচিত হন যে ক্যালিগুলার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ক্যালিগুলার মৃত্যুর পরে সেনিকার সাথে ক্লডিয়াসের স্ত্রী মেসালিনার কিছু কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সম্রাট ক্লডিয়াস ৪১ খ্রিস্টাব্দে তাকে রোম থেকে বহিষ্কার করেন। অবশ্য মেসালিনাকেও পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ক্লডিয়াসের পরের স্ত্রী অ্যাগ্রিপিনা সেনিকাকে আবার সাম্রাজ্যে ডেকে নিয়ে আসেন তার ছোট ছেলে নিরোকে পড়ানোর জন্য। সেনিকা নিরোকে স্টয়িক মতে পরিচালনা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু হায়, সেই শিক্ষা নিরোর জীবনে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি।

সেনিকা স্টয়িক দর্শনের উপরে প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন। গ্রিক দার্শনিক ইউরিপিডিসের অনুকরণে তিনি গ্রিসের প্রাচীন কাহিনীগুলো বহুবার লিখেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি স্টয়িক চিন্তাভাবনার না হয়ে সেগুলো এত বেশি আবেগে পরিপূর্ণ আর ভালোবাসায় সিক্ত ছিল যে সেগুলোকে স্টয়িক লেখা হিসেবে পরেও তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু সত্যি বলতে কী, সেসবই একমাত্র রোমান বিয়োগান্তক কাহিনী যা আজ এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষ আগ্রহ নিয়ে পড়ছে।

তার নিজের সময়েও তিনি এত বেশি জনপ্রিয় ছিলেন যে সহজেই নিরোর বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। নিরো তার নিজের কাজ নিয়ে খুব গর্বিত ছিলেন।

BanglaBook.org

রোমানরা অনেকে যেমন মনে করত যে নিরোর বেশিরভাগ লেখা আসলে সেনিকা লিখে দেন, এই ভাবনাটা নিরোকে খুব বিরক্ত করে রাখত সারাক্ষণ। কিন্তু সত্যিই তিনি নিরোর নামে কিছু লেখা লিখেছিলেন। সেনিকাকে গৃহবন্দী হতে হয়েছিল। ৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে তাকে নিজের বাড়িতেই নির্বাসিত করা হয়। তারপর তাকে সে অবস্থায়ই আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়।

রোমের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা এপিকিউরিয়ানিজম অথবা স্টয়সিজম, কোনো মতবাদের সাথেই নিজেদের একাত্ম করতে পারেনি বা করবে এমন আশা করা যায়নি। তাদের সম্পদের এবং অবসরের এতই অভাব ছিল যে তারা প্রকৃত এপিকিউরিয়ানস বা স্টয়িক কী করে হয়ে উঠবে তা ভাবার সুযোগ পায়নি। এছাড়া তাদের আর করারই বা কী ছিল। কারণ তাদেরকে সুখকে অবজ্ঞা করতে বলা হতো। নিতান্তই হাস্যকর। যাদের জীবনে ন্যূনতম আমোদপ্রমোদ অনুপস্থিত তাদেরকে সেটা অবজ্ঞা করতে বলার কোনো মানে হয় না।

তাদের জন্য সামান্য সান্তনাই ছিল যথেষ্ট। একজন দ্ররিদ্র মানুষ যতটুকু পর্যন্ত কল্পনা করতে পারে। তাদের জন্য এমন কোনো পথের কল্পনাই যথেষ্ট ছিল যে পৃথিবীর এই দুর্বিষহ জীবনের পরে, মৃত্যুপরবর্তীকালে কেবলই শান্তি অপেক্ষা করছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্রিসের দুর্বোধ্য ধর্মে, যেখানে শেষকৃত্যানুষ্ঠানও সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না, কেবল আয়োজকরাই সেখানে অংশ নিতে পারত; এমনকি যারা সেখানে অংশগ্রহণ করত তারাও ফিরে এসে সেখানে কী হলো না-হলো, সেসব কিছুই কাউকে বলতে পারত না। তাদেরকে একরকমের বোবা হয়ে যেতে হতো। এখান থেকেই তাদের ধর্মের ব্যাখ্যায় "মিসটিক রিলিজিয়ন" বা "আধ্যাত্মিক ধর্ম" কথাটি প্রচলিত হয়েছে। এখনও ইংরেজিতে এই অতীন্দ্রিয়তাকে গোপন, ব্যাখ্যার অতীত বা ব্যাখ্যার অযোগ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

এই ধরনের গোপন শেষকৃত্যানুষ্ঠান, তখন যেমনই হোক, খুব আবেগ আর গাম্ভীর্যের সাথে পালিত হতো। উপস্থিত সবাই একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতো। তারা আয়োজকদের সাথে এক হয়ে মৃত্যুপরবর্তী নতুন জীবনে প্রবেশের শপথ নিত। এই কৃত্যানুষ্ঠান থেকে তারা তাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হতো। তারা অনুভব করত যে এখানে, এই পৃথিবীতেই তাদেরকে এক হতে হবে। এক হয়ে তারা শপথ গ্রহণ করত যে মৃত্যু তাদের পৃথক করতে পারবে না। তারা নিজেদের ভেতরে বিশ্বাস আনত যে এই পৃথিবী তাদের জন্য শেষ গন্তব্য নয়, এটি একটি রাস্তা মাত্র। তাদের জন্য মৃত্যুর পরে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করছে।

গ্রিক আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বা অতীন্দ্রিয় ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুজনীয় ছিল এলিউসিনিয়ান ধর্ম। এই ধর্মের কেন্দ্রে ছিল এলিউসিস। এর উৎপত্তি হয়েছিল এথিনা শহর থেকে কয়েক মাইল উত্তরপশ্চিমে। গ্রিক প্রাচীন কাহিনী ডিমিটার ও

BanglaBook.org

পার্সিফোনের উপর নির্ভর করে এই ধর্ম গড়ে উঠেছিল। পার্সিফোন হেউডের লুক্কায়িত রাজ্যের আড়ালে ছিল বহুদিন। আবার তাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হলো। এই ধর্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করত শরতের শস্যভরা ক্ষেতে কোনো মানুষ মারা গেলে আবার বসন্তের কোনো দিনে ফিরে আসবে। মূল কথা হলো এই ধর্ম ভীষণ সম্মানজনক পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। এই ধর্মেরই আবার আরেকটি বিভাগ ছিল "অর্ফিক মিস্ট্রিস"। এই ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন অর্ফিউস, যিনি হেইডের একজন উত্তরাধিকারী। এই ধর্মের মাধমেই তিনি পরিচিত হন।

গ্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার পতনের পরেও তাদের এই প্রাচীন ধর্মগুলো একই রকম গুরুত্ব নিয়ে পালন করা হতো। এলিউসিনিয়ান ধর্মের জনপ্রিয়তা এতই প্রবল ছিল যে খোদ সম্রাট নিরো ৬৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিসে সফরে এলে তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু নিরোর সেই ইচ্ছাকে গ্রহণ করা হয় না। কারণ নিরোকে তার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হতো। এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ তাকে চিরদিনের জন্য সেই ধর্মবিশ্বাসের মানুষদের অংশ হতে বাধা প্রদান করেছিল।

এভাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ধর্মের প্রতি মানুষ তার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল। বিষয়টি ছিল, যারা এই ধর্মের নিয়মকানুন সৃষ্টি করেছে তারা কখনও কারও জন্য এই নিয়মের কাছে হার মানবে না। সে সম্রাট নিরোই হোক আর যে-ই হোক না কেন। অবশ্য অন্য সবকিছুতেও নিরোকে নিয়ে গ্রিসের মানুষেরা হাসাহাসি করত। কবিতা আবৃত্তি, সংগীত আর নাট্যাভিনয়ের বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তারা সবসময় করত সম্রাট নিরোর জন্য। আর সবসময় খেয়াল রাখত যে নিরো যেন সেসব প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানের প্রাইজ পেতে পারে। ধর্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে এগুলো ছিল নিরোর জন্য আরও বেশি সম্মান প্রদর্শন। কারণ নিরো, যে কিনা নিজেকে কখনও ব্যর্থ দেখতে সহ্য করতে পারে না, ধর্মে অংশগ্রহণের আবেদন খারিজ করাতে তার মনে ভয়ানক কোনো কষ্ট যেন না আসে।

গ্রিসের এসব আধ্যাত্মিক ধর্মই সেখানকার প্রাচীনতা আর উন্নতির চিহ্ন বহন করত। রোম সাম্রাজ্য তারপর পূর্বদিকে বর্ধিত হতে থাকে। এভাবে বাড়তে বাড়তে রোম একসময় পূর্বের আবেগী আর বেশ উৎসবের আমেজপূর্ণ ধর্মগুলোর সান্নিধ্যে আসে। সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতে আবার সেই জন্ম-মৃত্যু আর পুনর্জন্মের বিশ্বাস আছে। দেখলে মনে হতো গ্রিসের আধ্যাত্মিক ধর্মের সেই এক ঋতুতে মৃত্যুবরণ করে আরেক ঋতুতে জেগে ওঠার বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত।

এশিয়া মাইনরের দিকে সাইবেল নামে দেবতার আরাধনা তখন খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। একে অনেকাংশে গ্রিক ডেমিটারের মতো লাগত। সাইবেলের আরাধনার আধিপত্য একসময় গ্রিস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০৪ সালে রোমানরা যখন ক্যাথাজিনিয়ান সেনাপ্রধান হানিবেলের বিপক্ষে তাদের দীর্ঘ যুদ্ধ লড়ছে, তখন তারাও সাইবেলের কাছে প্রার্থনা করত। স্বর্গ থেকে সাইবেলের হাত

দিয়ে পৃথিবীতে গড়িয়ে পড়া একটি পবিত্র পাথর এশিয়া মাইনর থেকে রোমে বিশেষ উৎসবের মধ্যে দিয়ে বয়ে আনা হয়। প্রথম দিকে এই কথিত পবিত্র পাথর, তার সাথে উপস্থিত একগাদা ধর্মযাজক আর তাদের জড়িয়ে নানান উৎসবে রোমানরা একটু বিব্রত বোধ করে। কিন্তু শুরুর দিকের বছরগুলোতে সাইবেলের পূজা বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল।

মিশরীয় দেবত্ববাদও একসময় রোমে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গ্রিস সভ্যতার সময়ে মিশরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেব আর দেবী ছিল অসিরিস আর আইসিস। অসিরিস দেবতা একবার মৃত্যুবরণ করে আবার পুনর্জন্ম লাভ করেন। তিনি নিজের আকৃতি পরিবর্তন করে একটি পবিত্র ষাঁড় এপিসের মাধ্যমে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রিকদের কাছে অসিরিস-এপিস দেবতার নাম হলো "সেরাপিস"। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে গ্রিসে সেরাপিসের পূজা খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়। এক শতাব্দী পরে এই পূজার নিয়ম রোমে প্রবেশ করা শুরু করল। অগাস্টাস প্রাচীনপন্থী ছিলেন বলে এই পূজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু পরে ক্যালিগুলা একে উৎসাহ দান করেন।

ডিমিটার, সাইবেল আর আইসিসের মতো দেবীরা বিশেষ করে মহিলাদের কাছে ছাড়াও বাকি সকলের কাছেও বেশ সমাদৃত ছিল, যারা ভালোবাসা আর সহমর্মিতার প্রতি দুর্বল। দেবতারা বেশিরভাগই ছিল যুদ্ধ আর রোষের। আর তাই যুদ্ধরত সেনারা করত দেবতার আরাধনা।

রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব দিক থেকে, পারথিয়া অথবা পার্সিয়া (পারস্য) থেকে মিথরাস নামে এক স্বর্গীয় দেবতার আবির্ভাব হলো। মিথরাস সূর্যের দেবতা ছিল। তার ছবিতে সবসময় দেখা যেত যে তিনি একটি ষাঁড়কে ছুরিবিদ্ধ করছেন। ছবিতে তিনি ছিলেন পূর্ণ তরুণ। আর তাই তার অনুসারীরা ষাঁড় বধ করে তার পূজার ব্যবস্থা করত। মহিলারা এই পূজায় অংশগ্রহণ করত না। কারণ মিথরাস ছিল শক্তি আর বীর্যের প্রতীক। মিথরাসের পূজা বেশিরভাগ করত সেনারা। টিবারিয়াসের শাসনামলে প্রথম রোমে মিথরাসের আগমন ঘটে।

খ্রিস্টধর্ম

সেই যে ইহুদি রাজ্যে যে নতুন ধর্মটির প্রবর্তন হয়েছিল তার কথা এখনও বলা হয়নি। প্রথম ধর্মটি ছিল ইহুদি ধর্ম যেটি ইহুদি রাজ্য জুডিয়া থেকে ইহুদিদের মাধ্যমেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহুদিরা রাজ্যের বিভিন্ন দিকে, বিশেষ করে পূর্বদিকে গিয়ে থাকা শুরু করল। রোমের ভেতরেও তাদের বিশাল এক কলোনি গড়ে তুলেছিল।

BanglaBook.org

একসময় এমন হলো যে জুডিয়ার বাইরে অবস্থানরত ইহুদিদের সংখ্যাই জুডিয়ার চেয়ে বেড়ে গেল। তারা একসময় হিব্রু ভাষা ভুলে গিয়ে গ্রিক শেখা শুরু করল, কিন্তু তাই বলে তাদের ধর্ম ভুলে গেল না। তাদের পবিত্র বই বাইবেল গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল যেন তারা তা পড়তে পারে। কারণ খ্রিস্টপূর্ব ২৭০ সালে এমন অনেক ইহুদি ছিল যারা তখন আর প্রাচীন হিব্রু ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারত না।

সে সময়ে এমনও ইহুদি ছিল যারা গ্রিক ভাষায় নিজেদের শিক্ষিত করে তুলেছিল কারণ যেন নিজেদের ধর্ম নিয়ে গ্রিকে তর্ক করতে পারে। তখন রোম অথবা গ্রিসে গ্রিকে কথা বলাই ছিল স্বাভাবিক। গ্রিক ভাষায় শিক্ষিত ইহুদিদের মধ্যে অসাধারণ ছিলেন ফিলো জুডাইয়াস (ফিলো দ্য জিউ)। ফিলো জন্মগ্রহণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ২০ সালে আলেক্সান্দ্রিয়ায়। পূর্ণবয়সে তিনি রোমে আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ক্যালিগুলার সাথে ইহুদিদের সমস্যা সমাধানই ছিল সেই আবেদনের উদ্দেশ্য।

স্বাধীন রাষ্ট্র থাকার শেষের দিকে আর সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যাওয়ার প্রথম দিকে রোমের অনেক অধিবাসীদের মধ্যেও ইহুদি ধর্ম কিছু পরিবর্তন এনেছিল। এমনকি সমাজের উঁচু অবস্থানে আছেন এমন অনেকেও ইহুদি ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ইহুদি ধর্ম যদি তাদের গোঁড়া মনোভাব থেকে কিছুটা ছাড় দিত তবে তা আরও দ্রুত ছড়িয়ে যেত। অন্যান্য ধর্মেও নানান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছিলো কিন্তু তাদের অনুসারীদের কখনও সম্রাটের ধর্মীয় বন্দনায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়নি। ইহুদিরা তাদের অনুসারীদের নিশ্চিত করত যে তারা সমাজের অন্যান্য ধর্মের সবচেয়ে নির্দোষ কোনো অনুষ্ঠানেও যেন যোগদান না করে। সুতরাং রোমানদের মধ্যে কেউ যদি ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে চাইত তবে তাকে রাষ্ট্রের মূল ধর্ম প্রত্যাহার করতে হতো। তারা বস্তুত সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হতো আর অনেক সময় ভয়াবহ রাজনৈতিক প্রতারণা করার দায়ে শাস্তি পেত।

এত কিছুর পরে ইহুদিদের ধর্মপালন এতই কঠিন ছিল যে যদি কেউ ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তার ভেতরে থেকে শিক্ষা নিতে থাকে তো তার পক্ষেই কেবল তা সঠিক ভাবে পালন করা সম্ভব। গ্রিক সভ্যতায় লালিত হয়ে এই ধর্মের কিছু অংশ পালন করা কারও জন্য খুব অযৌক্তিক আর বিব্রতকর হতে পারে। তারপর আবার কেউ যদি ইহুদি হতে চাইত তো তাকে খৎনা করার ব্যথাটা সহ্য করতে হতো। শেষ পর্যন্ত ইহুদিদের প্রধান ধর্মীয় কার্যালয় হিসেবে জুডিয়াই টিকে রইল। বিষয়টি এমন ছিল যে জেরুজালেমের মন্দিরই সেই কেন্দ্র যেখানে তাদের বিধাতাকে পাওয়া যাবে।

জুডিয়ায় ভয়াবহ বিদ্রোহ হওয়াতে ইহুদিরা, যারা ধর্মান্তরিত হতে চেয়েছিল তা আর হতে পারল না। ইহুদিরা তখন রোমের বড় শত্রু হয়ে উঠল। পুরো রাজ্যের মধ্যে তারা তাদের জনপ্রিয়তা হারাল।

BanglaBook.org

যাই হোক ইহুদি ধর্ম ততদিনে আর একটি মাত্র অভিন্ন ধর্ম নেই। সেখানে নানান দলাদলি হয়ে গেছে। কিছু কিছু দল আবার রোমেরই অন্যান্য ধর্মের মতো কাজকর্ম করতে শুরু করে দিয়েছে।

এদের মধ্যে একটি দল যিশুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গেল। যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরে মনে হয়েছিল যে তার অনুসারীরা তখনই যিশুর আদর্শ থেকে বেরিয়ে আসবে। অন্তত তার মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের কাছে এটুকু প্রমাণিত হবে যে তিনি কোনো মাসিহা জাতীয় কিছু ছিলেন না। সে জন্যেই এত সহজে মৃত্যুবরণ করেছেন। যাই হোক, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার তিন দিন পরে তাকে আবার দেখা গেছে বলে একটি গল্প চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। ধরে নেয়া হয়েছিল যে তিনি মৃত্যুর পরে আবার ফিরে এসেছেন। তিনি আসলে কোনো সাধারণ মানব মাসিহা ছিলেন না, তিনি স্বয়ং রাজা যিনি ইহুদি রাজ্যে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। তিনি ছিলেন একজন স্বর্গীয় মাসিহা, ঈশ্বরের পুত্র। তার রাজ্য ছিল স্বর্গে আর তিনি শিগগির সেখানেই আবার ফেরত যাবেন (যদিও কেউ জানতনা কবে)। তিনি সেখানে ফিরে যাবেন মানুষের পার্থিব জীবনের হিসাবনিকাশ করতে আর বিধাতার রাজ্যে নিজেকে আবার অধিষ্ঠিত করতে।

খ্রিস্টানরা (এভাবেই যিশুর আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ আর অনুসারীদের ডাকা হতো) প্রাথমিকভাবে ইহুদি ধর্মে আর আচার আচরণেই বিশ্বাসী থাকল তারপর ধীরে ধীরে তারা সেখান থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলো।

এদের মধ্যে অনেক ইহুদি ছিল যারা জুডিয়ার জাতীয়তাবাদে তীব্রভাবে বিশ্বাসী ছিল। যে মাসিহা তার অনুসারীদের কষ্টভোগের জন্য রেখে গিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করেন এমন কোনো নেতা তারা চায়নি। তারা চেয়েছিল সাহসী, বীর কোনো মাসিহা যিনি কিনা রোমের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। সুতরাং এটাও রোমের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে জেগে ওঠার পেছনে এক ধরনের অনুপ্রেরণা ছিল।

এই বিদ্রোহের ঘটনায় খ্রিস্টানরা অংশগ্রহণ করেনি। তারা তাদের মনমতো মাসিহা ততদিনে পেয়ে গেছে। তারা মনে করত, রোম রাজ্য আর কতদিন টিকবে? আর ইহজাগতিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রবর্তনের ব্যাপারে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনার গল্প তারা শুনেছে তা ততদিনে মিথ্যে হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। খ্রিস্টানদের ধর্ম ছিল আক্রমণ বর্জিত। শত্রুকেও ভালোবাসতে শেখানো হতো। কেউ এক গালে আঘাত করলে তাকে আরেকটা গাল পেতে দেয়াই ছিল তাদের শিক্ষা। তাই সিজারের বিরুদ্ধে বা সিজারের অধীন কোনো মানুষের বিরুদ্ধে লড়ার কোনো তাগিদ তারা বোধ করেনি। এই ধরনের মনোভাব তাদের ইহুদি বিদ্রোহে অংশগ্রহণে বাধা দেয়।

ইহুদি রাজ্যে বসবাস করে, নিজেদের স্বার্থে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ না করার দায়ে তাদেরকে সবাই আলাদা চোখে দেখে। বিদ্রোহের পরে বেঁচে থাকা ইহুদিদের মাঝে তারা ব্যাপক হারে তাদের জনপ্রিয়তা হারায়। তাই সব ইহুদিদের

মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম আর ছড়িয়ে যেতে পারে না। সর্বোচ্চ সম্ভব চাপ দেয়া সত্ত্বেও, ইহুদিদের মধ্যে একজনও আজ পর্যন্ত যিশুকে তাদের মাসিহা হিসেবে মেনে নেয়নি।

কিন্তু ইহুদিদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার হচ্ছে না বলে যে আর কোথাও হয়নি, তা নয়। ধর্মের এই প্রসারের জন্য খ্রিস্টানরা একজন প্রগতিশীল ইহুদির কাছেই ঋণী, যার নাম সাওল। ইহুদি রাজ্য ছাড়া বাইরে তিনি সাওল নামেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রোমান উচ্চারণে তাকে বলা হতো পল।

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ সমুদ্রতীর ঘেঁষে টারসাস নামের এক শহরে পল জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন রোমান নাগরিক। তাই জন্মসূত্রে তিনিও রোমান নাগরিক হয়ে যান। তিনি জেরুজালেমে ইহুদি শিক্ষায় শিক্ষিত হন। আর তাই তিনি হয়ে ওঠেন গোঁড়া ইহুদি। তিনি এতটাই গোঁড়া ছিলেন যে প্রথম প্রথম যখন খ্রিস্টানরা জেরুজালেমে তাদের ধর্ম প্রচার শুরু করেছিল তিনি তাদের "নাস্তিক" আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উঠতি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি ছিলেন প্রগতিশীলদের নেতা। খ্রিস্টানবিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি দামাস্কাসে আন্দোলনের কার্যকলাপে অংশ নিতে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, দামাস্কাসের পথে যিশুর ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তিনি সবকিছু যিশুর চোখ দিয়ে দেখা শুরু করেন। আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে তিনি হয়ে যান একজন অতি ভক্ত খ্রিস্টান।

ইহুদি ধর্মের বাইরে অন্যান্য মানুষকে পল প্রাণপণে খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষা দিয়ে যেতে থাকেন। শিক্ষা দান করতে করতে তিনি অনুভব করেন যে ইহুদি ধর্মের অন্তর্নিহিত জটিল নিয়মকানুনগুলো ধার্মিক থাকার জন্য জরুরি নয়। বরং অনেক বাড়তি নিয়মনীতি মানতে গিয়ে মানুষ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে ধর্মের মূল বিষয়টি থেকে সরে যায়। (বাইবেলের ভাষায় "ফর দ্য লেটার কিলেথ বাট দ্য স্পিরিট গিভেথ লাইফ"।)

খ্রিস্টান হতে চাইলে একজন অন্য ধর্মের মানুষকে নতুন করে খৎনা করতে হতো না। আবার ইহুদিদের ধর্মের কঠোর অনুশাসন অনুযায়ী নানান নিয়মের আওতায়ও আসতে হতো না। এমনকি নিজের স্বকীয়তা ইহুদি রাজ্যের জাতীয়তাবাদের কাছে বিকিয়ে দিতে হতো না। এমনকি জেরুজালেমের মন্দিরের কাছে দায়বদ্ধ হওয়ার মতোও কোনো ব্যাপার ছিল না।

প্রায় হঠাৎ করেই খ্রিস্টান ধর্ম এশিয়া মাইনর আর গ্রিসের সব শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। এমনকি খোদ ইতালিতেও এই ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। যিশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া আর পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে আসা, এই পুরো বিষয়টি জড়িয়ে যাবতীয় কাহিনী আধ্যাত্মিক ধর্মটিকে বারবার আরও বেশি স্মৃতিবহ এবং ঈঙ্গিতপূর্ণ করে তুলেছে। যিশুর মা মেরির মোলায়েম মুখ এই ধর্মকে দিয়েছে আরও কোমলতা। ভেতরের নির্দিষ্ট ভাবধারাটি অনেকটা স্টয়িক আদর্শের

BanglaBook.org

সাথে মিলে যায়। মানুষের মনে হলো, এই ধর্ম এমন, যে তৈরি হয়েছে সবাইকে একটু শান্তি দেবার জন্য।

এটা তো সত্যি যে, ইহুদি ধর্মে নিয়মকানুন নিয়ে যত কড়াকড়ি, খ্রিস্টান ধর্মে তা কখনোই ছিল না। খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদিদের সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষদের মধ্যেই বেশি করে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা বেশিরভাগ পৃথিবীর জনপ্রিয় ধর্মগুলোর কোনোটাই অনুসরণ করত না (পাইগান কাস্টমস)। গ্রিক সভ্যতায় অভ্যস্ত অনেক মানুষও এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

যেমন ধরা যাক মিথরেইজম ছিল খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী ধর্ম। কয়েকশ' বছরব্যাপী তারা ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পালন করছিল। মিথরেইজম এক ধরনের সূর্য উপাসনাকারী ধর্ম। আর ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে সূর্য নিরক্ষরেখার থেকে দূরবর্তী অবস্থানে চলে যায় বলে সেই দক্ষিণায়নের সময়ে তারা তাদের উৎসব পালন করত। দুপুর বেলা সূর্য নামতে নামতে দক্ষিণের শেষ প্রান্তে চলে যায় আর তারপর ধীরে ধীরে আবার উত্তর দিকে হেলতে থাকে। একেই মনে করা হতো সূর্যের পুনর্জন্ম। এটাই যেন তাদের নিশ্চয়তা দিত যে এই প্রবল শীত মিলিয়ে যাবে আর সূর্য আবার নতুন বসন্তের দিন সাথে নিয়ে আসবে। সেই বসন্ত তাদের কাছে হবে নতুন জীবনের পরিচায়ক। বছরের এই সময়টা অন্য অনেক ধর্মের লোকেরাও পালন করত। প্রাচীন রোমের মানুষেরা এই সময় কৃষির দেবতাকে স্মরণ করত। দেবতার নাম ছিল স্যাটার্ন আর উৎসবটির নাম হলো স্যাটার্নালিয়া। স্যাটার্নালিয়া ছিল পুরুষদের (এমনকি দাসেরাও সেই সময়ে সাময়িকভাবে একই আসনে বসার সুযোগ পেত) মনোবলের প্রতীক। এই উৎসবে তারা ভোজন আর উপহার বিতরণে ব্যস্ত থাকত।

খ্রিস্টানরা ঋতুর উপরে নির্ভর করে সূর্যের এই পুনর্জন্মকে অবজ্ঞা করতে পারল না। এর বিরুদ্ধে কোনো উচ্চারণ না করে তারা একে গ্রহণ করল। এই নতুন উৎসবের কাছে তারা আবেগী হার মানল। বাইবেলে যেহেতু নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, তাই তারা এমনিতেও জানত না যে যিশু কোন দিন জন্মেছিল। তারা ধরে নিলো যে ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্ম হয়েছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তারা বড়দিন হিসেবে তা পালন করছে। আর তাই তখন থেকেই খ্রিস্টমাস পালনের আচারের মধ্যে একটা স্যাটার্নাল প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

রোমানদের কাছে অন্তত যিশুর জন্মের অর্ধ শতাব্দী পরেও খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদি ধর্মের একটি শাখামাত্র বলে মনে হতো। আসলে তারা এই বিশেষ শাখাটির উপরে একটু বিরক্তই ছিল যেহেতু এই ধর্মে প্রবেশ করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

যেহেতু খ্রিস্টানরা রোমের প্রকৃত দেবতাদের আরাধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিত না তাই তাদেরকে নাস্তিক মনে করা হতো। যেহেতু রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণ করছে না তাই তাদেরকে মনে করা হতো রোমানদের জন্য

BanglaBook.org

বিপজ্জনক আর পরিত্যাজ্য। তখনকার দিনে রোমানদের মনোভাব খ্রিস্টানদের প্রতি এমন উগ্র ছিল ঠিক যেমন আমেরিকানদের কমিউনিস্টদের প্রতি।

৬৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই রেষারেষি এমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যে রোমে ভয়ানক গণ্ডগোল লেগে গেল। ছয়দিনব্যাপী চলতে থাকা সেই হানাহানিতে রোম শহর প্রায় ধ্বংস হতে বসল। এরকম একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার সূত্রপাত যে কী করে হলো তা আর কারও বুঝতে বাকি রইল না। রোমের দরিদ্র মানুষেরা দুর্বল কতকগুলো ভাঙাচোরা কাঠের তৈরি পাঁচিল বানিয়ে নিজেদের নিরাপদে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু তখনকার দিনে আজকের মতো আগুন প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, আবিষ্কারও হয়নি। তখন শহরের এক জায়গায় আগুন লাগলে দেখতে দেখতে পুরো শহর অনায়াসে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। নিরো ক্ষমতায় আসার আগে আর পরে শহরে বেশ কয়েকবার আগুন লেগেছিল। কিন্তু সেবারের ৬৪ খ্রিস্টাব্দের এই আগুনের ক্ষয়ক্ষতি ছিল ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য।

শহরে যখন আগুন লাগল, সম্রাট নিরো তখন ছিলেন রোমের দক্ষিণে তিরিশ মাইল দূরে অ্যান্টিয়াম সমুদ্র বন্দরে (বর্তমানে অ্যানজিও)। রোমে আগুন লাগার খবর যখন নিরোর কাছে পৌঁছল তখন তিনি আগুন প্রতিহত করার জন্য যতরকম ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব তা করতে লাগলেন। যারা ততক্ষণে গৃহহীন হয়ে পড়েছে তাদেরকে সাময়িকভাবে নতুন জায়গায় ঠাঁই দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে লোকদেখানো চাকচিক্য প্রদর্শন করার নেশা একসময় তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন। হতবুদ্ধি হয়ে দিগন্ত রেখায় আগুনের হলকার দিকে তিনি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। চারদিকে আগুনের আগ্রাসন দেখে তার পুড়তে থাকা ট্রয়ের কথা মনে পড়েছিল। তিনি তার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র (লাইর) হাতে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। ট্রয়ের আগুনের সামনে সেই গান গাওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত করতে পারেননি। এই দৃশ্য আজও মানুষ কথায় কথায় মনে করে যে রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বেহালা (যদিও তার পরের কয়েক শতাব্দীতেও বেহালা আবিষ্কার হয়নি) বাজাচ্ছিলেন।

যে কারণে আগুন লেগেছিল, তাকে প্রতিহত করতে কিছু ব্যবস্থা নেয়া হলো। ধ্বংসের প্রাথমিক ভয়াবহতা কাটিয়ে ওঠা গেলে, বাসস্থানগুলো নতুন করে তৈরি করা শুরু হলো। এবারে ইমারতগুলোর উচ্চতা আরও বাড়িয়ে নেয়া হলো আর নিচের তলাগুলোতে আগুন যেন না ধরে সেরকম অদাহ্য পদার্থের ব্যবহার শুরু হলো। এটা রোমকে নতুন করে একটি আধুনিক নগরী হিসেবে ঢেলে সাজানোর একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু মালিকেরা আগের মতো করে যার যা ছিল তেমনই আবার বানাতে লাগলেন। সুতরাং রোম আবারও সেই আগের মতোই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠল।

শুধু সম্রাট নিরো নিজের জন্য একটি নতুন ইটে মোড়ানো কংক্রিটের তৈরি চাকচিক্যময় প্রাসাদ বানানোর সুযোগ লুফে নিলেন। আগুন প্রতিরোধকারী পদার্থের

BanglaBook.org

তৈরি শক্তপোক্ত প্রাসাদটি পরবর্তীকালে যারা অনুকরণ করতে সমর্থ ছিল তাদের জন্য একটি আদর্শ ইমারত হয়ে উঠেছিল।

রোমের মানুষেরা মনে করেছিল যে নিরো নিজেই শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো শহরে তার শত্রু বেড়ে যাওয়ার খবর শুনে দিশেহারা হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নিরো বুদ্ধি খাটিয়ে তখন এই দোষটা খ্রিস্টানদের উপরে চাপিয়ে দিলো। মানুষের রোষ আগে থেকে এমনিতেই তাদের দিকে ছিল। তাই এভাবেই প্রথম তাদের আনুষ্ঠানিক বিচার আচার শুরু হলো।

তাদের একে একে হত্যা করা হলো। তাদের কাউকে কাউকে নিরস্ত্র অবস্থায় সিংহের খাঁচায় ঠেলে দেয়া হলো। অন্যদের জন্যও নানান ভয়ংকর মৃত্যু নিশ্চিত করা হলো। খ্রিস্টানদের নিয়ম অনুযায়ী তাদের নেতা পল তখন রোমেই ছিলেন। আরেক নেতা পিটারও ছিলেন। অনুসারীরাও প্রায় সবাই সেখানে ছিলেন। (পিটারকে রোমের প্রথম বিশপ হিসেবে নির্বাচন করা হয় তাই তিনিই রোমের প্রথম পোপ ঘোষিত হন।) পল এবং পিটার দুজনকেই ধর্মের কারণে ভয়ানক মৃত্যুবরণ করতে হয়।

তাদের দুজনের জন্য বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা এত কঠোর হয়েছিল যে এমনকি খ্রিস্টান নয় এমন মানুষও তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল। রোমের সাধারণ মানুষদের পক্ষ থেকে তাদের শাস্তি মওকুফের আবেদন উচ্চারিত হয়েছিল। এই ধরনের ভয়াবহ পরিণতি পরবর্তীকালে খ্রিস্টান ধর্মের জন্য কুফলের বদলে সুফল বয়ে আনে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপক প্রসার অরম্ভ হয়।

নিরোর সমাপ্তি

পূর্বের সব সম্রাটের মতোই নিরোও রোমের অভিজাত শ্রেণিকে সন্দেহ করতেন আর ভয়ও পেতেন। তিনি সবসময়ই ভয় পেতেন যে সিনেটররা রোমের আগের সমৃদ্ধ দিনগুলোর সাথে তুলনা করে তার আমলের সমালোচনা করবে। তাই তিনি সবসময় তাদের প্রতি কড়া নজর রাখতেন আর তাদের গতিবিধি সতর্কভাবে অনুসরণ করতেন। নিরোর শত্রুতামূলক আচরণই সিনেটের সদস্যদের বারবার বর্তমানের বিশ্রী সময়ের চাপে অতীতের গৌরবময় সময়ের স্মৃতিচারণে বাধ্য করত। এক পর্যায়ে তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করতে বাধ্য হলো।

৬৫ খ্রিস্টাব্দে সত্যি সত্যি নিরোর বিরুদ্ধে একটি গোপন ষড়যন্ত্র দাঁড়িয়ে গেল। সিনেটের সদস্যরা নিরোকে সরিয়ে দিয়ে সে জায়গায় সিনেটর গেইয়াস ক্যালপুর্নিয়াস পিসোকে বসানোর জন্য পায়তারা শুরু করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ষড়যন্ত্রকারীরা কাজের সুফল দেখতে পেল না। ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হওয়ার আগেই

BanglaBook.org

একজনের মাধ্যমে সংবাদটি নিরোর কানে পৌঁছে গেল। সেনিকা এবং পেট্রোনিয়াসকে সে সময় ষড়যন্ত্রের দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হলো। তার কিছুদিন পরে পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে জয়লাভকারী সেনাপ্রধান করবুলুকেও আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনাবসান করতে হলো।

করবুলুর হত্যাকাণ্ড হয়তোবা সেনাবাহিনী কিংবা সেনাপ্রধানদের মধ্যে তেমন কোনো ছাপ ফেলত না। দু-চারজন সিনেটর আর অভিজাত লোকের মৃত্যুও হয়তো তেমন কোনো বড় বিষয় হতো না। কিন্তু যখন একে একে অনেক সেনাপ্রধান আর সিনেটর মারা পড়তে লাগল তখন বিষয়টি খুব জটিল হয়ে পড়ল।

অন্যদিকে তখন জুডিয়ায় ইহুদিদের বিদ্রোহ রোমের আবহাওয়া আরও ভারী করে তুলেছিল। কয়েকজন দুর্গত ইহুদি কৃষক রোমান সেনাবাহিনীর মূল অংশকে অকার্যকর করতে সমর্থ হয়েছিল। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল এসব অরাজকতার জন্য তখন সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়াই সবচেয়ে সহজ। এটা আরও সহজ হয়েছিল যখন একদিকে সেনারা ক্রমাগত মৃত্যুবরণ করছে আর আরেকদিকে নিরো সেসব উপেক্ষা করে গ্রিসে গেছেন সম্রাট হিসেবে নিজের বন্দনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। (তখনই যেন সেই "রোম পুড়ছে আর নিরো বেহালা বাজাচ্ছে" কথার যথার্থ প্রয়োগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল।) সেই সময় গ্রিসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় নিরোর পরাজয়ও ছিল খুব লজ্জাজনক। যারা তখনও মনে করতেন যে রোমের সম্রাটকে হতে হবে একজন বিজয়ী যোদ্ধা, কোনোমতেই কেবল একজন অভিনেতা বা শিল্পী নয়, তারা খুব হতাশ হয়েছিল।

বিভিন্ন জায়গায় কার্যরত বড় বড় সেনাবাহিনীরা বিদ্রোহ শুরু করল। তারা তাদের নিজ নিজ সেনাপ্রধানকে সম্রাটের আসনে বসাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ৬৮ সালে (রোমান ৮২১ সাল) নিরো তাড়াহুড়ো করে ইতালিতে ফিরে আসেন। কিন্তু ততদিনে অবস্থার ভয়াবহ অবনতি হয়েছে। স্পেনে অবস্থানকারী সেনাবাহিনী তাদের সেনাপ্রধান সার্ভিয়াস গালবাকে সম্রাট বানাতে বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছিল। প্রিতোরিয়ান গার্ডেরা তাকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিলো আর নিরোকে দেশের শত্রু ঘোষণা দিয়ে দিলো।

নিরোর সামনে তখন বিচারের সম্মুখীন হওয়া আর নিজেকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার পরে নিরো শেষপর্যন্ত নিজেকে ধারালো তলোয়ারে বিদ্ধ করেন। তলোয়ারের ফলা শরীরে প্রবেশের পরপর নিরো চিৎকার করে বলছিলেন (প্রচলিত কাহিনী অনুসারে), "তোমরা দেখ, আমার ভেতরে কী ভীষণ এক শিল্পীর মৃত্যু হলো!" মৃত্যুর সময়ে তার বয়স ছিল মাত্র একত্রিশ।

নিরোই ছিলেন শেষ সম্রাট যিনি অগাস্টাসের বংশধর। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ সাল থেকে যদি আমরা ধরি, তাহলে দেখা যায়, জুলিয়াস সিজার যখন পম্পিকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন তারপর থেকে ওই জুলিও ক্লডিয়ান পরিবার রোমকে এক শতাব্দীরও

BanglaBook.org

বেশি সময় ধরে শাসন করেছিল। এই বংশটি একজন স্বৈরশাসকসহ পাঁচ পাঁচজন সম্রাট দিতে পেরেছিল রোমকে।

নিরোর মৃত্যু জুলিও ক্লডিয়ান পরিবারের আধিপত্য পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারেনি। তার পরে প্রায় ডজনখানেক সম্রাট এসেছিলেন যাদের শরীরে এক বিন্দুও সিজার বা অগাস্টাসের পারিবারিক রক্ত ছিল না কিন্তু তারা প্রত্যেকে সজ্ঞানে জুলিও ক্লডিয়ান পরিবারের পারিবারিক নাম গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে "সিজার" শব্দটি "সম্রাট" শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। আধুনিক যুগে জার্মানি, অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির সম্রাটদের "কেইসার" বলে ডাকা হতো। এটা আসলে জার্মান ভাষায় (আর সঠিক উচ্চারণে) ল্যাটিন "সিজার"। রুশ শব্দ "টিজার" (Tsar) আর "সিজার"(Czar), দুটোই এসেছে ল্যাটিন "সিজার" থেকে। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে বুলগেরিয়ার শাসক ছিলেন টিজার সেমিওন-২ আর ১৯৪৭ সালে ইন্ডিয়ায় একজন বৃটিশ সম্রাট ছিলেন যার নামের উপাধি ছিল "কেইসার-ই-হিন্দ" (Keisar-e-Hind)। সুতরাং জুলিয়াস সিজারকে বন্দী করে হত্যা করার পরে আরও দুই হাজার বছরব্যাপী পৃথিবীতে শাসকশ্রেণির মধ্যে তার নাম সম্মানের সাথে টিকেছিল।

BanglaBook.org

৩. ভেস্পাসিয়ানের বংশ

ভেস্পাসিয়ান

নিরোর ক্ষমতার সমাপ্তি রোমের ইতিহাসে একটি ভয়ানক অধ্যায়। এই পতন রোমের সাধারণ মানুষের সামনে এটাই প্রমাণ করে যে রোমের শাসন শুধু একটি "অভিজাত পরিবারের" হাতে বন্দী নয়। এই ক্ষমতা অন্য মানুষের হাতেও চলে যেতে পারে। যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি অথবা বিশেষ করে সেনাপ্রধানদের হাতে চলে যেতে পারে। সেনাবাহিনীরা এই শিক্ষা শিরোধার্য হিসেবে গ্রহণ করল।

কিন্তু গ্যালবার বিষয়ে একটা সমস্যা ছিল যে তিনি ছিলেন একজন সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধ। সেনাপ্রধানকে সরকারপ্রধান বানানোর প্রথম পছন্দ হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল। বয়সের ভারে তিনি কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন আর মাঝে মধ্যে তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হতো। তার ওপরে তিনি আবার কিছুটা কৃচ্ছতা সাধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হিসেবী হয়ে যাওয়া হয়তো কখনও কখনও ভালোই কিন্তু একজন নতুন অভিষিক্ত সম্রাটের কাছে সেনাদের কিছু আব্দার থাকে। তারা আশা করে রেখেছিল যে সম্রাট হয়ে তিনি তাদের বোনাস বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তার আগেই এর ঠিক উল্টো সিদ্ধান্ত নেয়াটা গ্যালবার জন্য আত্মহত্যার মতোই একটি পদক্ষেপ হয়েছিল।

অন্য সেনাবাহিনীরাও তাদের নিজ নিজ প্রধানকে সরকার প্রধান হিসেবে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মার্কাস সালভিয়াস অথো ছিলেন গ্যালবার অধীনে একজন সেনা। তিনি সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে একটি বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নেন। কারণ গ্যালবা নিজের উত্তরসূরী হিসেবে তাকে ছাড়া অন্য আরেকজনের কথা ভাবছিল। প্রিতোরিয়ান গার্ডদেরও সমর্থন পান অথো। কারণ আশাপ্রদ বোনাস

BanglaBook.org

কেটে নেয়ার জন্য তারা এমনিতেই গ্যালবার উপরে ক্ষেপে ছিল। মাত্র সাত মাস রাজত্ব করার পরে গ্যালবা নিহত হন।

অথোকে সিনেটের সদস্যরা (যাদের অন্য কিছু করার ছিলও না) মেনে নিলো। যদিও সিনেট তাকে সমর্থন করল কিন্তু সেনাবহিনীর একটি অংশ তাকে কিছুতেই মেনে নিলো না। তাই মাত্র তিন মাসের মাথায় তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো।

জার্মানির সেনাপ্রধান আউলুস ভিটেলিয়াস ছিলেন সেই মানুষ যিনি গ্যালবার জায়গায় সেনাপ্রধান হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সেই সেনাবহিনীর কাছে যখন গ্যালবার মৃত্যুর খবর এসে পৌছাল তখন সাথে সাথে সেনারা অথোকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। তারা ভিটেলিয়াসকে সম্রাট হিসেবে দেখতে চাইল। তারা ইতালির দিকে যাত্রা শুরু করল। যুদ্ধে তারা অথোর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করল। অথো আত্মহত্যায় বাধ্য হলে তারা ভিটেলিয়াসকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করল। তখন সিনেটের মত না পাওয়ার আর কোনো কারণ ছিল না।

এরই মধ্যে ভেস্পাসিয়ান, যে সেনাপ্রধান কিনা ধীরে ধীরে ইহুদিদের বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়েছিলেন, নিজেও সম্রাটের আসনে বসার স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি মিশর দখল করেছিলেন যেটা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের শস্যক্ষেত্র। এই দখল তাকে রোমে খাদ্য সরবরাহের উপরে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। তিনি ইতালিতে প্রবেশ করে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ভিটেলিয়াসের বাহিনীকে পরাজিত করেন। মাত্র আধা বছর শাসন করার পরে ভিটেলিয়াসকে হত্যা করা হয়। ৬৯ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৮২২ সালে) ভেস্পাসিয়ান সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

যে বছর ভেস্পাসিয়ান সম্রাটের আসনে বসেছিলেন তখন এক বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ে রোম পরপর চার জন সম্রাটকে পেয়েছিল। ৬৮ থেকে ৬৯ সালের ওই সময়টিকে তাই বলা হয় "চার সম্রাটের বছর"। নিজস্ব জাতির মধ্যে ভেস্পাসিয়ানের নাম ছিল ফ্লেভিয়াস। তাই রোমান সম্রাটদের মধ্যে তিনি ফ্লেভিয়াস বংশের প্রবক্তা।

ভেস্পাসিয়ানও গ্যালবার মতো অনেক বেশি বয়সে সম্রাট হয়েছিলেন। ক্ষমতায় বসার সময়ে তার বয়স ছিল ৬১। কিন্তু গ্যালবার মতো অসুস্থ নয়, বরং তিনি ছিলেন মানসিক এবং শারীরিকভাবে বেশ শক্ত সমর্থ। তিনি সেনাবাহিনীর উপরে একছত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলেন যেন তাদেরকে সবসময় তার সমর্থনে পাওয়া যায়। যাই হোক, তিনি নিজেকে অগাস্টাসের অনুসারী বলেই ভাবতেন। তাই রোমের সেই আগের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রোমে বসে দূরবর্তী রিপাবলিক দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, তিনি অব্যহত রাখলেন।

তবে তার প্রথম কাজ ছিল নতুন কিছু নিয়মের প্রবর্তন করা। নিরো আর ক্যালিগুলার মতো বিলাসী দুজন সম্রাটের হস্তক্ষেপে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন ভয়াবহ হুমকির মুখে ছিল। ভেস্পাসিয়ান তাই তখন দেশের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছিলেন। এটা করতে গিয়ে তিনি করের ক্ষেত্রে কিছু

পবিবর্তন আনলেন। দেশের অর্থনীতি কঠোর একটা অবস্থানে এলো তখন। ভেস্পাসিয়ান নিজে ছিলেন একজন সাধারণ, নিরাভরণ মানুষ। তাই রাষ্ট্রকেও সাধারণভাবে সাজাতে চাচ্ছিলেন। তিনি যে খুবই সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন, এ নিয়ে তার কোনো দুঃখবোধ বা লজ্জা ছিল না। (তিনিই ছিলেন রোমের প্রথম সম্রাট যিনি অভিজাত কোনো পরিবার থেকে আসেননি।) তবে সিনেটের যেসব ঐতিহাসিকরা নিরোকে বিলাসী আখ্যা দিয়েছিলেন তারাই ভেস্পাসিয়ানকে কৃপণ বলতে ছাড়েননি। কিন্তু ভেস্পাসিয়ানের এই হিসেবী স্বভাব রোমের জন্য সুদিন বয়ে এনেছিল। কারণ সেই সময়টা বিবেচনা করলে দেখা যায়, ভেস্পাসিয়ানের তদারকিতে রোমের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হয়েছিল।

ভেস্পাসিয়ান সেনাবাহিনীকেই একটি নতুন চেহারা দেয়ার চেষ্টা করতেন। তার সিংহাসনে বসার আগে যেসব সেনাবাহিনী কিছুটা বিশৃঙ্খল ছিল তাদের তিনি নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসেন।

সেনাবাহিনীকে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সে সময়ে জরুরি প্রয়োজন ছিল। কারণ অগাস্টাসের আমলের পর থেকেই সেনাবাহিনী একটু একটু করে নিয়মনীতি থেকে সরে যাচ্ছিল। ভেস্পাসিয়ানের সময়ের আগে আগে তাদের ইতালিয় জাতীয়তাবাদ থেকে সরে যেতে দেখা গেছে। এর কারণ অবশ্য একটু মাথা ঘামালেই বোঝা যায়। তিনি রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাচ্ছিলেন। তারা যেসব অংশে কার্যকলাপ চালাচ্ছিলেন সেখানে তাদের কী করে আরও বেশি সংগঠিত হতে হবে, এ বিষয়ে ভেস্পাসিয়ান নতুন নীতিমালা তৈরি করলেন। গাউলস, প্যানোনিয়াস আর থ্রেসিয়ানস সেনাদের মধ্যে পালাক্রমে কাজ করার নিয়ম তৈরি করাতে তারা স্বস্তি পেয়েছিল। সুনাগরিক হিসেবে মাঝে মধ্যে তাদের পুরস্কৃতও করা হতো।

সুতরাং এইসব নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনেক সুফল পাওয়া গিয়েছিল। রাজ্যের দূরবর্তী অংশগুলোর সাথে কেন্দ্রের সংযোগটি দৃঢ় হলো। এর ফলে রোমান সংস্কৃতি আরও দ্রুত বিস্তার লাভ করল। ল্যাটিন ভাষা আর গ্রিক-রোমান সংস্কৃতির মিশ্রণ ইউরোপের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

কিন্তু এভাবে প্রতিটি অঞ্চলের সেনাবাহিনীকে সেই অঞ্চলের উপযুক্ত করে তোলায় কিছু বিপত্তিও দেখা দিলো। গাউলের একজন মানুষ হয়তো ল্যাটিন বলতে শিখতে পারে, রোমান দেশি কাপড়, তোগা পরতে পারে, আবার গ্রিক বা ল্যাটিন সভ্যতার সাহিত্যও পড়তে পারে কিন্তু কিছুতেই রোমের ইতিহাস বা ঐতিহ্যের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারে না। যার নিজের পূর্বপুরুষ বলতে রোমে কেউ নেই কিংবা প্রকৃতপক্ষে নিজের পূর্বপুরুষকে সে নিজেই হত্যা করে তাদের জায়গা জমি সব খুইয়েছে, এরকম একজনের পক্ষে রোমের আদি বাসিন্দাদের সাথে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। সে যদি কেবল একজন সেনা হয় তবে সে বড়জোর তার সেনাপ্রধানের কাছে বিশ্বাসী হওয়ার চেষ্টা করে। নিজের জায়গা থেকে একটা দূরবর্তী শহরে থেকে

BanglaBook.org

তার আর কী করার আছে! সে সিনেটের লোকজনকেও ঠিকমতো চেনে না। তার কমান্ডার যদি তাকে নিজের শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দেন তবে সে তা-ই করতে বাধ্য থাকে।

এরকম অদ্ভুত ব্যাপার একবার প্রমাণিত হলো। ৬৯ সালে যখন স্পেন, গাউল আর সিরিয়া থেকে সেনাবাহিনী রোমের দিকে একযোগে আসতে লাগল, সবাই তাদের নিজ নিজ সেনাপ্রধানের জন্য লড়তে আসছিল। এছাড়া তাদের অন্য কোনো জাতীয়তাবোধ ছিল না।

ভেস্পাসিয়ানও এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারেননি। সেনাবাহিনীগুলো ইতালির লোকদের দিয়ে ভরে দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। আর তাছাড়া হাজার হাজার সেনার বাহিনীতে কেবল ইতালিয়দের নিয়ে গঠন করার মতো কোনো ঘটনা ঘটতই না। কারণ তত বেশি ইতালিয় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি ছিল না। তাই বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক লোকজনকে দিয়ে যুদ্ধ চালানোই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। প্রিতোরিয়ান গার্ডেরা ছিল কেবল ইতালিকেন্দ্রিক। তারা ছিল কেবল রোমের স্থানীয় গুরুতর সমস্যা সামলানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। এই দলটির প্রতিটি সদস্য ইতালিয় হতে বাধ্য ছিল। ভেস্পাসিয়ান তার নিজের ছেলে টাইটাসকে এই দলের প্রধান করে দিয়েছিলেন। তাদের নিজেদের দায়িত্বের প্রতি আরও সচেতন করতেই ভেস্পাসিয়ান এটা করেছিলেন।

ভেস্পাসিয়ান সিনেটেও কিছু রদবদল করেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় কিছু সদস্যকে ছেঁটে ফেলে নতুন দক্ষ মানুষকে যোগ দিতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তারপর তাদেরকে সতর্কতার সাথে সরকারি সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। খরচের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি শহরের সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। শহরের উন্নতি সাধনে জায়গায় জায়গায় তিনি স্থানীয় রোমানদের কাজ দিয়েছিলেন। এতে তাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান হয়েছিল আর পুরো শহরটির চেহারা গিয়েছিল বদলে।

তার সুযোগ্য নেতৃত্বে সম্রাটের প্রতি রোমের মানুষের আস্থা ফিরে এলো। নিরোর হঠকারিতা আর আত্মমগ্নতার কারণে তারা এই পদটির উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। গাউলে কিছু ছোটখাটো বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল সে সময়ে। আর টাইটাস জুডিয়ায় ঝটিকা হামলা চালিয়ে জেরুজালেম দখল করে ফেলেছিলেন। ভেস্পাসিয়ান পূর্বদিকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যতটুকু সম্ভব দখল করেছিলেন। সেদিকের এশিয়া মাইনরের স্বাধীন অঞ্চলগুলো দখল করে রোমের বিভাগ হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সিরিয়ার বিভাগ পূর্বদিকে বাড়তে বাড়তে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র পালমিরাকে পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। সেদিকে রোমের জন্য ছিল ব্যাপক সম্ভাবনা। আর তাই পার্থিয়ানরা তাদের শক্তিকে খাটো করে দেখার সাহস পায়নি। এ কারণেই তাদের আর কখনোই জুডিয়া দখল করার জন্য বিদ্রোহ করতে দেখা যায়নি। ৬৮ সালে যে অরাজকতা শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে একটা যুদ্ধ লেগে

BanglaBook.org

যেতে পারত। কিন্তু পার্থিয়া তখন রোমের ভয়ংকর শক্তির আন্দাজ পেয়েছিল বলে একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিল।

টাইটাস রোমে ফেরত এসেছিলেন ৭১ সালে। টাইটান জুডিয়ার বিদ্রোহ দমন করে সেখানকার দখল নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এই বিজয় ছিল রোমান সাম্রাজ্যের জন্য বিশাল ঘটনা। এই বিজয়ের কৃতিত্ব ছিল তাদের পিতা-পুত্রের। তখন থেকেই এই নতুন বংশের শাসন কাজের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে।

নিরোর আমলে বৃটেনে হামলার সময়ে রোমে যে আগুন লেগেছিল সে ক্ষয়ক্ষতি ৭৭ খ্রিস্টাব্দে পুরোপুরি পুষিয়ে নতুন করে গড়ার কাজ শেষ হয়। নেইয়াস জুরিয়াস অ্যাগ্রিকোলা নামে একজন কাজপাগল জেনারেলের তত্ত্বাবধানে ওয়েলসে হামলা চালিয়ে দখল করে নেয়া হয়। তারপর ৮৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিকে আরও অগ্রসর হয়ে আধুনিক অ্যাবার্ডিন পর্যন্ত তারা দখল করে নেয়। রোমের একটি যুদ্ধজাহাজের বহর স্কটল্যান্ডের উত্তর তীর ঘেঁষে মহড়া দিতে থাকে আর আয়ারল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা করে। অ্যাগ্রিকোলার বিশেষ চেষ্টায় বৃটেনের দখলকৃত অংশে দ্রুত রোমান সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু বৃটেনের পুরোটা রোম সাম্রাজ্যের দখলে আসতে না আসতেই ভেস্পাসিয়ানের সময় ফুরিয়ে আসে। তিনি জানতেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন। মৃত সম্রাটের প্রতি দেবতার সম্মান প্রদর্শনের রোমান আইনের দিকে কটাক্ষ করে তিনি হতাশ হয়ে বলেন,"আমি বুঝতে পারছি যে আমি একজন দেবতায় পরিণত হতে যাচ্ছি।" জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে তিনি আশেপাশের লোকজনকে ডেকে বলেছিলেন তাকে ধরে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে। বলেছিলেন, "দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একজন সম্রাটের মৃত্যু হওয়া উচিত।"

৭৯ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৮৩২ সালে) যখন তিনি মারা যান, তখন তিনি সত্যি সত্যিই রোমের শাসন ব্যবস্থা আর সাম্রাজ্যের অবস্থা তুঙ্গে তুলে ধরে তারপর মৃত্যুবরণ করেন। নিরোর সময়ে রোমের যে ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল, ভেস্পাসিয়ান তার দশ বছরের শাসনামলে তা পুষিয়ে এনেছিলেন।

টাইটাস

কোনোরকম বাড়তি ঝামেলা ছাড়াই টাইটাস তার বাবার আসনে অধিষ্ঠিত হন। ভেস্পাসিয়ান প্রথম থেকেই উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাই নিজের ছেলেকে নিয়ে সরকার পরিচালনার কাজ করতেন। সম্রাটের আপন ছেলে উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে এটাই ছিল রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম উদাহরণ।

BanglaBook.org

টাইটাস এমনিতেই চমৎকার জীবনযাপন করতেন। আর সিংহাসনে আসীন হবার পরে তিনি আরও বেশি অমায়িক আর প্রজাকাতরতা দেখিয়ে মানুষের মন জয় করে নিলেন। সিংহাসনে বসে তিনি আরও কঠোর পরিশ্রমী হয়ে গেলেন। রোমের অধিবাসীরা সম্রাট হিসেবে তার একটিমাত্র দোষের কথা উল্লেখ করতে পারে। তা হলো তিনি ইহুদি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। জুডিয়ায় যুদ্ধ চলাকালিন টাইটাস হেরোড অ্যাগ্রিপা ২-এর বোন বেরেনিসের সংস্পর্শে আসেন। তারা দুজন দুজনের প্রতি আসক্ত হন। যুদ্ধ জয়ের পরে টাইটাস যখন রোমে ফিরে আসছিলেন তখন সিদ্ধান্ত নেন যে বেরেনিসকে সাথে নিয়ে যাবেন আর তাকে বিয়ে করবেন। রোমের অধিবাসীরা এই অসম বিবাহ কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হয়নি। তাদের অবিবেচকের মতো মতের কারণে টাইটাস তাকে সাথে নিয়ে এলেও আবার জুডিয়ায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন।

টাইটাসের শাসনামল বৃটেনে রোমের প্রচারণা চালানো ছাড়া মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। তার বিরুদ্ধে কোনো পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ না এনে বলা যায় যে তিনি ছিলেন একবারে আদর্শ একজন সম্রাট। কিন্তু দুভার্গজনকভাবে তিনি ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র দুই বছর। ৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৪০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব রোমের ইতিহাসে একটি আকস্মিক বিপর্যয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। নেপলিসের কাছাকাছি একটি পর্বত আছে যার নাম ভিসুভিয়াস। জ্ঞানী ব্যক্তিরা একে আগ্নেয়গিরি বলে মনে করতেন। কিন্তু তখন বিদ্যমান মানুষের স্মৃতিতে কেউ কখনও এত লাভা উদ্‌গিরণ করতে দেখেনি। এর কোল ঘেঁষে দুটো ছিমছাম শহর পম্পেই আর হারকিউলেনিয়াম। এই শহর দুটোর ঢালে ছিল ছোট ছোট খামার। পম্পেই ছিল অভিজাত রোমানদের ছুটি কাটানোর জায়গা। রোমান সুবক্তা সিসেরো ছিলেন সেই অভিজাতদের মধ্যে একজন যিনি সেখানে এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে একটি বিশাল বাড়ির মালিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

৬৩ খ্রিস্টাব্দে, নিরোর শাসনামলে, সেই পুরো অঞ্চলটাতে একটি ভূমিকম্প হয়ে যায়। ভূমিকম্পে পম্পেই আর নিয়াপোলিসের অনেক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর সেখানে ক্ষতিপূরণের কাজও হয়ে যায়। যাই হোক ৭৯ সালের নভেম্বর মাসে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি ভয়ানকভাবে লাভা উদ্‌গিরণ শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই পম্পেই আর হারকিউলেনিয়াম শহর লাভার নিচে তলিয়ে যায়।

এই দুঃখজনক বিপর্যয় আধুনিক ইতিহাসবিদদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আঠারশ' শতকের শুরুর দিকে পম্পেই শহরে ধীরে ধীরে খনন কাজ শুরু হলো। পাওয়া গেল একটি সম্পূর্ণ শহর যা কিনা ফসিল হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে সেই রোমান সময় থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত। মন্দির, থিয়েটার, ব্যায়ামাগার, বাসাবাড়ি, দোকানপাট, সবকিছু পাওয়া গেল। সে শহরের চিত্রকলা, সাহিত্য এমনকি সামান্য টানাহেঁচড়ার দাগ পর্যন্ত পাওয়া

গেল। মানুষের জীবন ধ্বংস না হতে হলে ইতিহাসবিদেরা এরকম দুর্ঘটনা বারবার ঘটুক, এমনটাই চান।

যেখানে লাভা উদ্গিরণ হচ্ছিল, টাইটাস দ্রুত সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন উদ্ধার অভিযান জোরদার করে বেঁচে যাওয়া মানুষদের দ্রুত সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে। তিনি যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন রোমে তিন দিনের জন্য আগুন লেগে যায়। তিনি আবার সেখানেও ছুটে এসেছিলেন।

সবচেয়ে সুখের কথা হলো টাইটাস রোমে বিশাল এবং নতুন হাম্মামখানা স্থাপন করেছিলেন যেই কাজ শুরু করেছিলেন তার বাবা ভেস্পাসিয়ান। তার সময়ে রোমে প্রথম এবং বিরাট অ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরি হয়। ভেস্পাসিয়ান এই থিয়েটারের কাজ শুরু করেছিলেন নিরোর প্রাসাদে। তিনি প্রাসাদের তোরণ খুলে দেন যেন জনগণ ভেতরে গিয়ে দেখতে পারে। অ্যাম্ফিথিয়েটারটি ছিল পাঁচ হাজার মানুষ একসাথে বসে দেখার মতো বড়। পাথরের তৈরি থিয়েটারটি সে যুগে এবং এই আধুনিক যুগেও একটি বিশাল স্থাপনা। এটা ছিল রোমানদের জন্য রথের প্রতিযোগিতা, গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই আর পশুর লড়াই দেখার যথার্থ জায়গা।

ওই অ্যাম্ফিথিয়েটারকে ফ্লেভিয়ান অ্যাম্ফিথিয়েটার নামকরণ করলেই ভালো হতো। কিন্তু সেটির অবস্থান ছিল নিরোর একটি বিশাল মূর্তির পাশে। সাধারণ আকৃতির চেয়ে বড় সেই মূর্তিকে রোমের লোকেরা বলত "কলোসি" (এখান থেকেই কলোসাল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল)। আর এভাবেই সেই অ্যাম্ফিথিয়েটারের নাম হয়ে গিয়েছিল "কলোসিয়াম"।এখন পর্যন্ত এটি কলোসিয়াম নামেই পরিচিত। যদিও অনেকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু এখনও রোমের আদি ঐতিহ্য বলতে এই অ্যাম্ফিথিয়েটারের কথাই প্রথমে মনে আসে।

BanglaBook.org

ডমিশিয়ান

টাইটাসের মৃত্যুর পরে তার ছোট ভাই ডমিশিয়ান (টাইটাস ফ্লেভিয়াস ডমিশিয়ানাস) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। এটা ছিল এমন যে ইতিহাস যেন আবার ফিরে ফিরে আসছে। ভেস্পাসিয়ানের পরে টাইটাস আর তারপরে আবার ডমিশিয়ান, দেখে মনে হচ্ছিল অগাস্টাসের সময় যেন আবার ফিরে এসেছে। এই বংশের সকলে ছিলেন ভালো ভালো আইনের প্রবক্তা সুতরাং তারা সিনেটের পক্ষ থেকে সম্মানও পেয়েছিলেন প্রচুর। সিনেটের সদস্যরা সবসময় তাদের সুনাম করত আর পরবর্তীকালে সিনেটের ঐতিহাসিকেরা তাদের সম্পর্কে অনেক ভালো কথা লিখে গেছেন। ডমিশিয়ান ক্ষমতায় আসার পরে মনে হয়েছিল যেন অগাস্টাসের পরে টিবারিয়াস ক্ষমতায় আসার সেই ঘটনারই পূনরাবৃত্তি হলো।

কারণ টিবারিয়াসের মতো ডমিশিয়ানও ছিলেন খুব চুপচাপ, শান্ত আর জনপ্রিয়তার জন্য মোটেও কাঙাল নয়। তিনি খামাখা সিনেটের সদস্যদের অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের রীতি বন্ধ করেন। এসব নিয়ে বেশি মাতামাতি তার পছন্দ ছিল না। তিনি সিনেটের সদস্য এবং অন্য সবার কাছেও কঠিন নিয়মনীতি অনুসারী একজন সম্রাট ছিলেন। তিনি রোমের প্রাচীন সংস্কৃতি ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করতেন। পারিবারিক জীবনে শান্তির প্রয়োজনীয়তা মানুষকে বোঝাতেন। ৮০ খ্রিস্টাব্দে আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির তিনি আবার নতুন করে তৈরি করেছিলেন। বড় ভাই সম্রাট টাইটাসের স্মরণে তিনি তোরণ নির্মাণ করেন। তিনি জনগণের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরি স্থাপন করেন আর তাদের বিনোদনের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের নিয়মিত আয়োজন করতে থাকেন। দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে আইনকানুনে কড়াকড়ি আনেন তিনি। আবার রোমের ভেতরেও রাজকীয় সেনাদের সংগঠিত করেন।

রাইন আর দনিয়ুবের তীর ধরে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানায় দুই নদীর উৎসের মুখে নিরাপত্তা বেশ শিথিল ছিল। যে জায়গাটির কথা বলছি সেটি বর্তমানে জার্মানির দক্ষিণপশ্চিমে ব্যাডেন আর উরটেমবার্গ শহর। নদীদুটির উৎসের কাছে তারা আরও বেশি দক্ষিণপশ্চিমে সরে গিয়েছিল। জার্মানির উপজাতি মানুষেরা সেখানে চেষ্টা করলেই ইতালি আর গাউলের মাঝখানের জায়গাটা বিচ্ছিন্ন করে রোমানদের জন্য ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারত।

ডমিশিয়ানের সময়ে এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে খুব গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছিল। সেই উপকূলের জার্মান চাট্টি উপজাতি সেই অগাস্টাসের সময় থেকেই রোমানদের সাথে থেমে থেমে যুদ্ধ করেই আসছিল। তাই ডমিশিয়ান চিন্তা করলেন যে এই সমস্যার একটা সমাপ্তি প্রয়োজন। ৮৩ সালে একটি সেনাদলের প্রধান হয়ে তিনি রাইন পেরিয়ে গেলেন। তিনি বাহিনীর সহায়তায় চাট্টিদের পরাজিত করলেন আর সে জায়গা রোম সাম্রাজ্যের দখলে চলে এলো।

টিবারিয়াসের মতো তিনিও খরচ বাঁচানোর জন্য রোম থেকে অনেক দূরের কোনো স্থান দখলের পরিকল্পনা হাতে নেননি। চাট্টিদের তাড়িয়ে জার্মানির জায়গাটা দখলের পরে তিনি অবশ্য প্রশান্তি পেয়েছিলেন। তবে আর বেশিদূর এগোবেন না বলে সীমানা হিসেবে জার্মানির দক্ষিণপশ্চিম দিক ঘেঁষে দুর্গের একটি সারি তৈরি করেছিলেন। সেদিকের সীমানায় পুরোটা ঘেরা দেয়া হয়ে গেলে আর কোনো আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না।

এছাড়া তিনি বৃটেন থেকে অ্যাগ্রিকোলাকে ডেকে আনিয়েছিলেন। সিনেটে ডমিশিয়ানের শত্রুরা বলেছিল যে তিনি একাজ করেছেন কেবল হিংসার বশে। কিন্তু এটা ছিল কেবলই অ্যাগ্রিকোলার প্রতি তার স্বাভাবিক ব্যবহার। কারণ দীর্ঘদিন ধরে রোমের বাইরে অবস্থানরত অ্যাগ্রিকোলাকে তিনি মুক্তি দিতে চাচ্ছিলেন। স্কটল্যান্ডের উত্তর দিকের পাহাড়ী অঞ্চল আর আয়ারল্যান্ডের অসভ্য আইরিশ মুর জাতিকে দখল

BanglaBook.org

করতে তখন অনেক বেশি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বহু রক্ত আর গচ্ছিত সোনার অপচয়ের দিকেও ডমিশিয়ান ফিরে তাকাননি। কারণ রোমের এত কাছের অঞ্চলে যে করেই হোক, ক্ষমতার বিস্তৃতি তার মতে খুব জরুরি ছিল।

ডমিশিয়ানের অন্তর্মুখী স্বভাব তাকে বারবার একাকিত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। একই ঘটনা অর্ধশতাব্দী আগে টিবারিয়াসের সাথেও ঘটেছিল। যেহেতু তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না তাই কারও সাথে সহজ, স্বাভাবিক হতে পারতেন না। আর তাই তিনি যতই নিজের ভেতরে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন, কোর্টের সদস্যরা, সেনাবাহিনীর প্রধানেরা তার প্রতি ততই সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠত। তারা সবসময়ই ডমিশিয়ান কী ভাবছেন, এই নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ভুগত। প্রায়ই তারা একে-ওকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে, এ ধরনের গুজবে কান দিয়ে আশঙ্কায় ভুগতেন।

ডমিশিয়ানের এ ধরনের ব্যক্তিগত সমস্যা তাকে জেনারেলদের কাছে জনপ্রিয় হতে বাধা দিয়েছিল। তাই জেনারেলরা একসাথে হয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সিদ্ধান্ত নিলো। জার্মান সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান অ্যান্টোনিয়াস স্যাটার্নিয়াস তার বাহিনীসহ ৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করল। স্যাটার্নিয়াস জার্মানির কিছু অসভ্য উপজাতির কাছে সাহায্য চাইলেন। সেই অসভ্য জাতিগুলোর উপর নির্ভর করলে তাকে রোমান সেনাদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হতো। সুসংগঠিত রোমান বাহিনীর হাতে মারা পড়ে সাম্রাজ্যের আনাচেকানাচে তাদের মৃত শরীরগুলো পড়ে থাকতে দেখা যেত।

অসভ্য জাতিরা সামনে এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। ডমিশিয়ান প্রাথমিক অবস্থায়ই বিদ্রোহ দমন করে ফেললেন। ডমিশিয়ানের সন্দেহপ্রবণ মন এই ঘটনার পর থেকে আরও বেশি সতর্ক হয়ে গেল। তিনি এই বিদ্রোহে কলকাঠি নাড়ার ক্ষেত্রে যাদের হাত আছে বলে মনে করলেন সবার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার শান্ত স্বভাব এই ঘটনার পরে একেবারে বদলে গেল। তিনি হয়ে উঠলেন প্রতিশোধপরায়ণ।

তিনি রোমের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিককে ফাঁসিতে ঝোলালেন। তিনি মনে করেছিলেন, যেহেতু তারা একটি আদর্শ মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেন, সুতরাং তারা সব সম্রাটের বিপক্ষের শক্তি। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসরত ইহুদিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিলেন কারণ তার মনে হয়েছিল তারা ইহুদি হওয়াতে কখনোই কোনো ফ্লেভিয়ানের পক্ষের হতে পারেন না। খ্রিস্টানদের উপরেও নানান অত্যাচারের কথা শোনা গেছে কারণ রোমানরা তখনও তাদেরকে ইহুদিদেরই একটি অংশ বলে মনে করত।

এর পরে আর কখনও যেন কোনো সেনাবিদ্রোহ না ঘটে সেজন্য ডমিশিয়ানস বড় বড় সেনাবাহিনীকে চারটি অংশে বিভক্ত করে চার স্থানে রাখার হুকুম দিলেন। পৃথকভাবে থাকলে তারা আর এক হয়ে বিদ্রোহ সংঘটন করতে পারবে না বলেই তিনি মনে করতেন। এভাবে বড় বাহিনী কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ছিল। রোমের

BanglaBook.org

বিশাল সেনাশক্তি এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে তাদের মিলিত ক্ষমতা হারিয়েছিল। সে অবস্থায় যুদ্ধে অন্য কাউকে পরাজিত করা অথবা কেবল সামান্য কোনো অসভ্য জাতিকে পরাজিত করাও তাদের জন্য বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো।

যেমন ধরা যাক, ডমিশিয়ানের সময়ে ডেসিয়ানদের সাথে বেশ যুদ্ধ বেঁধে গেল। ডেসিয়ান উপজাতিরা থাকত দানিয়ুবের নিচে, উত্তর দিকে। ওই জাতিই পরবর্তীকালে স্বাধীন রাষ্ট্র রোমানিয়া তৈরি করেছিল। ৮০ খ্রিস্টাব্দে ডেসিয়ান জাতি, তাদের নেতা ডেসিবালাসের নেতৃত্বে যুদ্ধংদেহী হয়ে শীতকালের বরফ জমা দানিয়ুব পাড়ি দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের দক্ষিণে মোয়েশিয়ার দখল নেয়ার জন্য আক্রমণ করল।

ডমিশিয়ান বাধ্য হয়ে তাদের তাড়া করেন। তিনি বাহিনীসহ তাদের মোয়েশিয়া থেকে তাড়িয়ে দেন আর ডেসিয়ার দখলও নিয়ে নেন। তার পরের কয়েক বছর রোমানরা সেখানে বেশ গর্বের সাথে রাজত্ব করেছে। যাই হোক, স্যাটার্নিনাসের বিদ্রোহ ডমিশিয়ানকে কিছুটা মনোবলহীন করে দেয়। রোমান সেনাবাহিনী ডেসিয়ায় বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। জার্মানির উপজাতিরা তাদের এমনভাবে হারিয়ে দেয় যে ডমিশিয়ান বুঝতে পারেন, এরপরে আরও হামলা চালানোর শক্তি তাদের নেই।

যদিও এটা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য কিন্তু তবু ডমিশিয়ান ডেসিবালুর ইচ্ছা মেনে নেন। ডেসিবালু স্বাধীন দেশের নেতা ছিলেন অথচ ডমিশিয়ানের হাতে মুকুট পরতে চাচ্ছিলেন। ৯০ খ্রিস্টাব্দে ডমিশিয়ান ডেসিবালুর দাবির মুখে তাকে ডেসিয়ায় শান্তি বজায় রাখার পরিবর্তে বাৎসরিক হারে টাকা দিতেও রাজি হন। এটা করা ডমিশিয়ানের জন্য যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত করার চেয়ে সহজ ছিল। কিন্তু সিনেটের সদস্যরা একে রোমান ইতিহাসে প্রথম অসম্মানজনক আঁতাত হিসেবে চিহ্নিত করে।

শেষ পর্যন্ত ৯৬ খ্রিস্টাব্দে (৮৪৯ রোমান সালে) ডমিশিয়ানের শেষ বছরগুলো, যেগুলোকে ঐতিহাসিকেরা সন্ত্রাসের রাজত্ব বলে বর্ণনা করেছেন, তার সমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেল। প্রাসাদে ষড়যন্ত্র শুরু হলো। আশেপাশের কিছু মানুষ আর সম্রাজ্ঞী নিজেও এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করলেন। ডমিনিয়াসকে বন্দী করে হত্যা করা হলো।

এভাবেই ভেস্পাসিয়ানের বংশের শাসন শেষ হলো। তারা রোমের বুকে সাতাশ বছরব্যাপী শাসন চালিয়েছিল। এই বংশের কাছে রোম পরপর তিনজন শাসক পেয়েছিল।

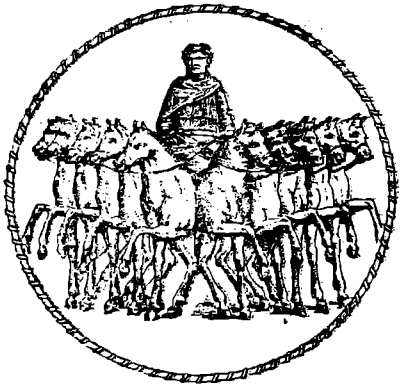

৪. নার্ভার বংশ

নার্ভা

ষড়যন্ত্রকারীরা, যারা ডমিশিয়ানকে হত্যা করেছিল তারা এক প্রজন্ম আগে নিরোর হত্যাকারীদের কাছেই বিষয়টি শিখেছিল নিশ্চয়। তারা নিজেদের মধ্যে তর্কে ব্যস্ত জেনারেলদের মাঝখানের ফাঁকটুকু নিয়ে একটুও সময় নষ্ট করেনি। তাদের কাছে তাদের প্রার্থী তৈরি ছিল। তারা যেহেতু সেনাবাহিনীর লোক নন তাই তারা কোনো জেনারেলকে পছন্দ করেননি (তারা তাদের পেছনে প্রিতোরিয়ান গার্ডদের সমর্থনও আশা করেছিলেন।) তারা নির্বাচন করেছিলেন একজন সিনেটরকে।

তাদের পছন্দ ছিল প্রচণ্ড সম্মানিত একজন সিনেটর নার্ভা (মার্কাস কক্সেসিয়াস নার্ভা)। নার্ভার বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত আইনজীবী আর সম্রাট টিবারিয়াসের বন্ধু। নার্ভা নিজেও ভেস্পাসিয়ান আর টাইটাসের অধীনে ট্রাস্টে কাজ করেছিলেন। ৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডমিশিয়ানের সাথে রোমান সাম্রাজ্যের দুজন প্রধান প্রশাসকের মধ্যে একজন হিসেবে কাজও করেছিলেন। পরে অবশ্য ডমিশিয়ানের সুনজর থেকে তিনি বঞ্চিত হন আর সম্রাট তাকে দক্ষিণ ইতালিতে নির্বাসনে পাঠান।

ডমিশিয়ানের মৃত্যুর সময়ে নার্ভার বয়স ছিল ষাটের ঘরে। আর তাকে দেখে মনে হতো না যে তিনি অনেকদিন বাঁচবেন। কোনো সন্দেহ নেই যে যারা তাকে সমর্থন দিয়েছিল তারা সেই আশাতেই ছিল যে তার শাসনামল হবে খুব ছোট আর ওইটুকু সময়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে পারবে।

নার্ভা সিনেট আর সম্রাটের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বৈরী সম্পর্ক তা শেষ করার কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন। কাগজে কলমে লিখিত নিয়মটাকে তিনি বাস্তবে রূপ দিতে চাইতেন। তিনি দেখাতে চাইতেন যে রাজ্য চলে সিনেটের কথায় আর সম্রাট

BanglaBook.org

আসলে সিনেটের নিয়োগকৃত একজন সরকারি কর্মচারি মাত্র। কোনোদিন কোনো সিনেটরকে ফাঁসিতে ঝোলাবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তিনি রক্ষা করেছিলেন। তিনি কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সবাইকে অভ্যস্ত করান। রাজনৈতিক অপরাধে মানুষকে শাস্তি দেন তিনি। সাম্রাজ্যের অধীনে একটি ডাকবিভাগ চালু করেন। রাজ্যের শিশুদের জন্য তিনি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি নিজের মানবীয় গুণাবলি আর সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য প্রচুর পদক্ষেপ নেন।

যদিও মানুষের জীবনে আরাম আয়েশ এনে দেবার এই প্রচেষ্টা নার্ভার সরকারের একটি প্রশংসার যোগ্য পদক্ষেপ কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরকম প্রাচীনপন্থী একটি সমাজে সেটাকে অলক্ষুনে একটা ব্যাপার বলেই ধরে নেয়া হতো। তার ওপরে স্থানীয় সরাকারও অসহযোগিতা শুরু করেছিল। তার চেয়েও বড় কথা যে তারা সম্রাটের মুখাপেক্ষী হয়েই অপেক্ষা করছিল। রোমের মহান সম্রাট সবার জন্য সহৃদয় হবেন এমনটাই সবাই প্রত্যাশা করত। তিনি ছিলেনও তাই। কিন্তু এমন একটা সময় এলো যখন কেন্দ্রীয় সরকার হয়ে পড়ল দুর্নীতিগ্রস্ত আর অযোগ্য। তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য ভালো কিছু করতে পারছিল না, সে জায়গায় স্থানীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করবে কী করে?

কিন্তু তখনকার জন্য শুধু প্রিতোরিয়ান গার্ডরাই ছিল ভীষণ অসন্তুষ্ট। ডমিশিয়ান তাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন কারণ তিনি কোনো একসময় তাদের সাহায্য করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে ক্ষমতায় থাকতে হলে প্রিতোরিয়ান গার্ডদের হাতে রাখতে হবে। পাশাপাশি তিনি তাদের ভাতাও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন আর এছাড়াও নানারকম স্বাধীনতা ভোগ করতে দিতেন। নার্ভার কঠোর অর্থনীতি আর সিনেটের প্রতি নির্ভরতা প্রিতোরিয়ান গার্ডদের বিরক্তি বাড়িয়ে তুললেও, হতাশার সাথেই তারা ডমিশিয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা আর তাদের নিজস্ব প্রধান যে কিনা সেই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন, দুজনেরই ফাঁসি চাইল। নার্ভা দেখলেন যে তিনিও গ্যালবার মতো একই পরিণতির দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু সাহস নিয়ে তিনি প্রিতোরিয়ান গার্ডদের মুখোমুখি হয়ে তাদের দাবি নিয়ে কাজ করতে চাইলেন। নার্ভা নিজের জীবন হারাননি তবে তাদের কাছে একরকম অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে তার কাছে সুবিচার না পেয়ে তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যা করেছে। আর এজন্য তারা সিনেটের মাধ্যমে "ধন্যবাদ" ছিনিয়ে নিতে নার্ভাকে বাধ্য করেছিল।

নার্ভা বুঝতে পারছিলেন যে তিনি প্রিতোরিয়ান গার্ডদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। তার মৃত্যুর মাধ্যমে পুরো সাম্রাজ্যে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসতে পারে, এরকম তিনি সন্দেহ করছিলেন। তার কোনো সন্তান ছিল না যার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন যেমন ভেস্পাসিয়ান করেছিলেন টাইটাসের উপরে। অগত্যা তিনি কিছু ভালো জেনারেলের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলেন যাদের কাউকে তিনি দত্তক

BanglaBook.org

নিতে পারেন আর পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীর মর্যাদা দিতে পারেন। টাইটাসের মতো ভক্ত পুত্র সন্তান না হলেও অন্তত টিবারিয়াসের মতো পুত্র তো তিনি পেতে পারেন।

অনেক হিসাবনিকাশ করে শেষে তিনি পছন্দ করলেন ট্র্যাজানকে (মার্কাস উল্পিয়াস ট্র্যাজানাস)। ৫৩ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাজান আধুনিক শহর সেভিলের কাছে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম সম্রাট যিনি ইতালির বাইরে জন্মেছিলেন (অবশ্য তিনি ইতালিয়ান সংস্কৃতিতে শিক্ষিত ছিলেন)। তিনি নিজেও একজন সেনা ছিলেন আর একজন সেনার পুত্র ছিলেন। সুতরাং সারাজীবন দক্ষতা আর যোগ্যতার বলেই রাজ্যের সেবা করে গেছেন।

তাকে দত্তক নেয়ার তিন মাসের মাথায় নার্ভা মৃত্যুবরণ করেন। নার্ভা প্রায় দেড় বছর সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। এর পর ট্র্যাজান শান্তিপূর্ণভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

ট্র্যাজানকে নার্ভার সব আদর্শ মেনে চলতে হয়েছিল। তাকেও প্রতিজ্ঞা রাখতে হয়েছিল যে কখনও কোনো সিনেটরকে ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে না আর সিংহাসনের জন্য সবচেয়ে যোগ্য কাউকে বেছে নিয়ে তাকে দত্তক নিতে হবে যাতে পরবর্তীকালে সে সিংহাসনে বসতে পারে। আর সত্যি হয়েছিলও তাই। তারপর থেকে বেশ কয়েকজন সম্রাট একজন আরেকজনকে দত্তক নিয়ে উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলেন আর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কোনো কোনো সময় তাদের পারিবারিক উপাধির পরে "অ্যান্টনিজ" যোগ করে তাদের ডাকা হয়।

BanglaBook.org

রৌপ্যযুগ

নার্ভার মাধমে রোমান রাজ্যে যে শান্তি, নিরাপত্তা উন্নতির ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল, তাতে রোমের অভিজাত শ্রেণি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। রোমান ঐতিহাসিকেরাও নার্ভার পরের সব সম্রাটদের বর্ণনা করতে গিয়ে আগের সব সম্রাটের আমলকে অন্ধকার যুগ বলে বর্ণনা করেছেন। সিনেটের প্রতি সহনশীলতা দেখানোই এর মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়েছে।

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা হয়তো সেভাবে নজর দেননি। সে যুগে প্রতিশোধপরায়ণতা ছিল অনেক প্রকট। ঐতিহাসিকদের লেখা যে কয়েকটি বই বেঁচে গেল, তাতে দেখা গেল যে আগের সমস্ত সম্রাটেরা সবাই ছিলেন অন্ধকার যুগের প্রবক্তা। কিন্তু তখনকার এক একজন সম্রাট যতই খারাপ হোন না কেন, সিনেটের ঐতিহাসিকদের লেখায় তাদের যত খারাপ বর্ণনা করা হয়েছে, বাস্তবে তারা আদৌ সেরকম ছিলেন কি না সন্দেহ।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন কর্নেলিয়াস টেসিটাস। ফ্লেভিয়ানদের সময় থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল আর ডমিশিয়ানের সময় পর্যন্ত বেশ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যাগ্রিকোলার মেয়ের স্বামী। বৃটেনে রোমান সংস্কৃতি প্রচারের ব্যাপারে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি অগাস্টাসের মৃত্যুর সময় থেকে শুরু করে ডমিশিয়ানের সময় পর্যন্ত সম্রাটদের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সিনেটের প্রতি প্রজাতন্ত্রীয় মতবাদে বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ইতিহাসগুলো লিখেছিলেন। তাই ওই সময়টাতে কোনো সম্রাটের মধ্যেই তিনি ভালো কিছু দেখতে পাননি। বিশেষ করে তিনি সাংঘাতিকভাবে টিবারিয়াসের নিন্দা করেছিলেন। হয়তো টিবারিয়াসের চরিত্রের সাথে ডমিশিয়ানের মিল পাওয়া যায়, সেজন্য।

টেসিটাস অ্যাগ্রিকোলার একটি জীবনী গ্রন্থ লিখেছিলেন। বৃটেনের ইতিহাসের উপরে আলোকপাত করেছে বলে বইটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ৮৯ থেকে ৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টেসিটাস রোমে ছিলেন না। সেই সময়টায় মাঝে মাঝে তিনি জার্মানিতে থাকতেন। জার্মানির ইতিহাস নিয়ে তখন তিনি একটি বই লিখেছিলেন। জার্মানির সেই শুরুর দিনগুলোর বিষয়ে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে বলা যেতে পারে তার বইটি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বইটি পড়লে অবাক হতে হয় যে প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা কত নিখুঁত। টেসিটাস প্রতিটি ঘটনার বর্ণনায় পারতপক্ষে নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া তিনি ওই বইয়ে জার্মানির লোকদের সাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত জীবনাচরণের সাথে রোমের মানুষদের আকণ্ঠ বিলাসিতায় ডুবে থাকা জীবনের তুলনা করেছেন। তবে নিজের মতামত জাহির করার জন্য তিনি হয়তো একটি পরিস্থিতিকে অনেক বেশি উপরে তুলে আরেকটিতে অনেক বেশি নিচে নামিয়ে এনেছেন।

BanglaBook.org

আফ্রিকার সমুদ্রতীরে ৭০ খ্রিস্টাব্দে আরেকজন তরুণ ইতিহাসবিদের আবির্ভাব হয়েছিল। তার নাম গেইয়াস স্যুটোনিয়াস ট্র্যাঙ্কুইলাস। তার বিখ্যাত বইয়ের নাম "বারোজন সম্রাটের জীবন"। এই বইটি জুলিয়াস সিজারসহ ডমিশিয়ান পর্যন্ত তার পরের এগারো জন সম্রাটের জীবনের গল্প। স্যুটোনিয়াস গুজবে রটা গল্প মজা করে লিখতে পছন্দ করতেন। সাধারণ ঐতিহাসিকেরা যেসব ঘটনা এড়িয়ে গেছেন, তিনি সেগুলো রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, সেসব মজাদার গুজবের বর্ণনার কারণে তার বইটি তখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল আর আজও একই আগ্রহ নিয়ে পঠিত হচ্ছে।

তখনকার যুগে রোমান নন কিন্তু জনপ্রিয় এমন একজন ইতিহাসবিদ হলেন ইহুদি জোসেফ। তিনি নিজের নামের রোমানিয় রূপ দিয়েছিলেন ফ্লেভিয়াস জোসেফাস। তিনি ৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেবল ইহুদি শিক্ষায়ই শিক্ষিত নন, রোমান শিক্ষাও গ্রহণ করেন জোসেফাস। তাই দুই সংস্কৃতিতেই সমানভাবে বিচরণ করতেন তিনি। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে যান রোমান

সংস্কৃতি আরও ভালো করে শিখতে। আবার জুডিয়ায় ফিরে এসে সেখানকার সংস্কৃতির সাথেও তাল মেলান। দুই জায়গার জাতীয়তাবাদের উন্নতিকল্পে তিনি সমানভাবে কাজ করে যান।

তবে তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ইহুদিদের মধ্যে যখন বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল তখন রোমের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল নিয়ে তিনিও রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। তিনি অনেকটা সময় ধরে শক্তিশালী বিপক্ষের বিরুদ্ধে সফলতার সাথে লড়ে গিয়েছিলেন। যখন শেষ সময়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তখন অন্য আর সব পরাজিত কাপুরুষ নেতার মতো তিনি আত্মহত্যা করেননি। বরং সে জায়গায় তিনি ভদ্রভাবে মাথা নত করে ভেস্পাসিয়ান আর টাইটাসের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই সে শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি রোমান নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে রোমে বসবাস করে কাটিয়েছেন। তিনি ৯৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

নিজের জাতিকে ত্যাগ করার বিষয়টি নিয়ে তিনি মর্মাহত হননি, তা নয়। ইহুদি বিদ্রোহের স্মৃতিচারণ করে তাই বই লিখেছিলেন। নাম ছিল "ইহুদিদের যুদ্ধ"। ভেস্পাসিয়ানের শাসনামলের শেষের দিকে বইটি ছাপা হয়। ইহুদি বিদ্রোহী হিসেবে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, আত্মজীবনী গ্রন্থে সেসব যুক্তি খণ্ডন করেছেন। আরেকটি বইয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন কেন এবং কীভাবে ইহুদিরা বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে গেছে। কতটা অত্যাচারিত হয়ে, কী বিপর্যয়ের মুখে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে। তার বিখ্যাত বই হলো "ইহুদিদের স্বর্ণযুগ" (দ্য জুইশ অ্যান্টিকুইটিস) যাতে ইহুদিদের প্রাচীন ইতিহাস (বাইবেলকে নতুন করে বর্ণনা করাসহ) থেকে শুরু করে তাদের বিদ্রোহের সূচনা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

বইটিতে একটি প্যারাগ্রাফে নাজারেথের যিশুর কথা বলা হয়েছে। এটাই বাইবেলের দ্বিতীয় পর্বের বাইরে অন্য কোথাও যিশুর সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্যসমৃদ্ধ বই। অবশ্য বেশিরভাগ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা মনে করেন যে বাইবেলের বাইরে যিশুর সম্পর্কে এসব বর্ণনা পুরোপুরি সত্য নয়। পরে টিবারিয়াসের সময়ে আবার কিছু খ্রিস্টানের সহায়তায় জোসেফাসের বর্ণনা যে ভিত্তিহীন আর যথেষ্ট নয়, এ নিয়ে জুডিয়ায় আলোচনাও হয়েছে।

ফ্লেভিয়ানদের রাজত্বের সময়টায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য সমালোচকরা এইসব সাহিত্যকে অগাস্টাসের সময়কার সাহিত্যের সাথে তুলনা করে খুব উচ্চমানের বলে মনে করেন না। তারা ফ্লেভিয়ানের সময়কে সাহিত্যের "রৌপ্যযুগ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এই রৌপ্যযুগে জনপ্রিয় ছিলেন তিনজন অসাধারণ রম্যলেখক। রম্যলেখকরা সব খারাপ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসিঠাট্টা মিলিয়ে গল্প লিখতেন। ঠাট্টার মাধ্যমে খোঁচা দিয়ে তারা মানুষকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন। রম্যলেখক তিনজন হলেন পার্সিয়াস (আউলাস পার্সিয়াস ফ্ল্যাকাস), মার্শাল (মার্কাস ভ্যালেরিয়াস মার্শালিস) আর জুভেনাল (ডেসিমাস জুনিয়াস জুভেনালিস)।

পার্সিয়াস ছিলেন প্রথম আর প্রকৃতপক্ষে এসেছিলেন ক্লেভিয়ান আমলেরও আগে। সে কারণে তিনি ক্লডিয়াস আর নিরোকে নিয়েও রম্যরচনা লিখেছিলেন। জেনারেলরা কেউ যখন তাদের আদর্শ থেকে এতটুকু নেমে গেছেন তখনই পার্সিয়াস সেই ঘটনা নিয়ে রম্য লিখেছেন। প্রতিদিন এরকম লিখতে লিখতে এই বিষয়ে তিনি দক্ষ হয়ে উঠলেন। তিনি মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মারা যান। এত অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ না করে তিনি যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তবে তার রম্য সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হতো আর তার আরও বেশি নামডাক হতো।

৪৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে জন্মেছিলেন মার্শাল। নিরোর আমলে তিনি রোমে আসেন আর সেখানেই ১০৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার রম্যকবিতা, ছড়া, বিশেষ করে খুবই ছোট আকৃতির দুই থেকে চার লাইনের অনুকাব্যের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ওই ধরনের ১৫০০ ছড়া লিখেছিলেন যেগুলো চৌদ্দটি বইয়ে ছাপানো হয়েছিল। তার চোখের সামনে যতরকম অসঙ্গতি তিনি দেখতে পেতেন, তাই নিয়েই লিখে যেতেন। তারপরে ছাপা হওয়ার সাথে সাথেই তার অনুকাব্য সকলের মুখে মুখে ফিরত। হয়তো যাদের নিয়ে সেসব লেখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার রম্যের খোঁচা বছরের পর বছর ধরে খেয়ে এসেছেন।

মার্শাল তার সময়ে ছিলেন ভীষণ জনপ্রিয়। টাইটাস আর ডমিশিয়ান দুজনেই তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এটা কিছুটা হতো এই কারণে যে তার রচনা ছিল খুবই মজার আর কিছুটা এই কারণে যে তিনি তার রম্য রচনায় কিছু অসামাজিক বা অসভ্য বিষয়ের অবতারণা করতেন। তাই তার রম্য কৌতুক বেশিরভাগই ছিল কিছুটা আদি রসাত্মক।

একটি স্বাভাবিক রসবোধপূর্ণ কৌতুক-কবিতার উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare;
Hoc tantum possum dicere, non amo te.

এর অর্থ হলো, "তোমাকে ভালোবাসতে পারি না, সাবিডিয়াস, বলতেও পারি না কেন; শুধু এটুকু জানো, পারি না ভালোবাসতে।"

এই অনুকাব্যটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল থমাস ব্রাউনের আধুনিক সংস্করণে। ১৭৮০ সালে থমাস ব্রাউন যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন তার ডিন ডক্টর ফেলকে নিয়ে এই ছড়াটির প্যারোডি করে লিখেছিলেন:

ডক্টর ফেল, ভালোবাসি না তোমায়।
কারণ শুধায়ো না আমায়;
এ শুধু আছে আমার জানায়,
ডক্টর ফেল, ভালোবাসি না তোমায়।

BanglaBook.org

জুভেনাল ছিলেন রম্যলেখকদের মধ্যে হয়তোবা সবচেয়ে বড় কিন্তু কিছুটা রসহীনও। মাঝে মাঝে সমাজের মধ্যে ঘটা দুর্বিষহ ঘটনায় তিনি এতটা বিমর্ষ হয়ে পড়তেন যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। তখন তিনি তার লেখায় হাস্যরসবোধের পরিবর্তে কঠোর কঠিন ভাষার প্রয়োগ করতেন। তিনি রোমের লোকদের অযথা বিলাসিতা আর লোক দেখানোর স্বভাবকে ঘৃণা করতেন। তার লেখার মাধ্যমে স্বৈরাচারী কোনো মানুষ বা একদল স্বেচ্ছাচারী লোককে একইরকমের প্রবল আক্রোশ নিয়ে আক্রমণ করতেন। তিনি রোমের মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে নানা কটাক্ষ করতেন। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে তারা কেবল খাওয়া আর খেলার প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এটাই প্রমাণ করে না যে সম্রাটদের আমলে রোম পৃথিবীর আর সব সভ্য দেশের চেয়ে জঘন্য কোনো জায়গা ছিল। সন্দেহ নেই যে আজ যদি জুভেনাল বেঁচে থাকতেন তবে এখনও তিনি একইরকমের রম্য কবিতা লিখে যেতেন, কঠিন হলেও সত্যি যে লিখতেন নিউইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডন কিংবা মস্কোকে নিয়ে। এটা মনে রাখা দরকার যে খারাপ একটা পরিস্থিতিতে মানুষ অনেক পাপকাজে লিপ্ত হতে পারে কিন্তু আড়ালে আবডালে যে অনেক ভালো ও দয়ালু মানুষ কিংবা ভদ্রলোকেরা থাকেন তারা তাদের মতো কাজ করেই যান। সেসব খবর কখনও পত্রিকার প্রথম পাতায় আসেও না আর কেউ জানতেও পারে না।

একটু প্রাচীন ধরনের কবিতা লিখতেন কুব লুকান (মার্কাস অ্যানাইয়াস লুকানাস)। তিনি ৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের করডোবাতে জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ নিরোর শিক্ষক সেনিকার ভাগ্নে ছিলেন তিনি। তার সবচেয়ে আলোচিত কাজ হলো জুলিয়াস সিজার আর পম্পেইয়ের মধ্যেকার যুদ্ধ নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ। তার কাজের মধ্যে বলতে গেলে এটাই পুরোপুরি অক্ষত আছে।

তিনি নিরোর বন্ধু ছিলেন। তবে এই বন্ধুত্ব যেমন তার জন্য তেমনই তার মামা সেনিকার জন্য গুরুতর হয়ে দেখা দেয়। নিরো লুকানের কবিতার ব্যাপারে খুব হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন আর তাকে জনসমক্ষে আবৃত্তি করতে বাধা দেন। একজন কবির জন্য এটা ছিল চরমতম শাস্তি। তার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি নিরোর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। ধরা পড়লে লুকান আদালতের পক্ষের রাজসাক্ষী হয়ে যান আর তার সাথে ষড়যন্ত্রকারী বাকিদের পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তার পরেও লুকানকে ধরে নিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। এরপরে রোমে আরও একটি স্প্যানিশ স্কুল গড়ে ওঠে। রৌপ্যযুগের দার্শনিকদের আদর্শ অনুযায়ী সেনিকা, মার্শাল আর লুকানের কথা মাথায় রেখে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন কুইন্টিলিয়ান। মার্কাস ফেবিয়াস কুইন্টিলিয়ান ৩৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে জন্মান। তিনি গ্যালবার সাথে কাজ করেছিলেন আর রোমে এসেছিলেন গ্যালবা যখন সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি রোমেই থাকা শুরু করেন। ছাত্রদের ভাষা ও বক্তৃতা দেয়ার কায়দা শেখান। তিনিই প্রথম শিক্ষক যিনি সম্রাটের অনুমোদন

BanglaBook.org

অনুযায়ী শিক্ষাদান করার সুযোগ পান। ভেস্পাসিয়ানের তরফ থেকে তাকে এজন্য সাহায্য করা হয়। কুইন্টিলিয়ান সিসেরোর ঘোর সমর্থক ছিলেন। তিনি গ্রিক ভাষার ব্যবহার ফিরিয়ে আনতে আর গ্রিসের ধরন অনুযায়ী রচনায় বেশি বর্ণনা আর অতি কাব্যিক বিষয়গুলো পরিহার করার চেষ্টা করেন।

রোম কখনোই বিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল না। সেটি ছিল গ্রিকের লোকদের জন্য প্রথম প্রশংসার বিষয়। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীতে রোমানরা গ্রিসে বিজ্ঞানের প্রতি যে অবদান রেখেছিল তা পৃথিবীর যে কোনো বিজ্ঞানের ইতিহাস বইয়ে বর্ণনা করা হয়।

সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন প্লিনি (গেইয়াস প্লিনিয়াস সেকানডাস)। তিনি ২৩ খ্রিস্টাব্দে ইতালির উত্তর দিকে নোবাম কোমাম শহরে (আধুনিক কোমো শহর) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্লডিয়াসের সময়ে সেনাবাহিনীর দল নিয়ে জার্মানির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা ছিল ভেস্পাসিয়ান সাম্রাজ্য হারাবার পরের ঘটনা। তিনি ভেস্পাসিয়ানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সে সময় তিনি গাউলের কিছু অংশে আর স্পেনে গভর্নর হিসেবে কাজ করেন।

তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, পৃথিবীর সব বিষয়ে যার ছিল অপার আগ্রহ আর অনুসন্ধিৎসা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন জ্ঞানার্জনে। তার প্রধান রচনা "প্রাকৃতিক ইতিহাস" ৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাইত্রিশ খণ্ডে লিখিত আর টাইটাসকে উৎসর্গীকৃত। এটা কোনো মৌলিক রচনা ছিল না। দুই হাজারেরও বেশি প্রাচীন বই থেকে সংগ্রহ করে 'পাঁচশ' লেখকের লেখাকে একত্র করে তিনি এই বিশাল রচনাটির আয়োজন করেছিলেন। রচনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই নিরপেক্ষ আর রসবোধসম্পন্ন।

বইটি মহাকাশ বিজ্ঞান এবং ভূগোল নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছে। তবে এর মূল বিষয় ছিল জীববিজ্ঞান। এখানে তিনি অসংখ্য পরিব্রাজকের রচনা থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া, মৎস্য কন্যা, এক শিংওয়ালা ঘোড়া, মস্তকবিহীন মানুষ, দীর্ঘ পা-বিশিষ্ট অবাস্তব মানুষ আরও অনেক কিছুর মজাদার বর্ণনা আছে। বইটি ছিল মনোমুগ্ধকর আর এত বেশি কপি ছাপানো হয়েছিল যে বহুদিন পর্যন্ত সব জায়গায় পাওয়া যেত। বাস্তবধর্মী সমস্যা নিয়ে লেখা বই কখনও এত বেশি বিক্রি হতে দেখা যায়নি। প্লিনির রচনার খ্যাতি মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের প্রথম দিকে পর্যন্ত সমানভাবে জনপ্রিয় এবং একটি আশ্চর্যজনক সৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত ছিল। একে সবসময়ে একটি পৃথক ঐতিহ্যবাহী কাজ হিসেবেই দেখা হতো।

প্লিনি জীবনের শেষে একটি ভয়াবহ নাটকীয় পরিণতির দিকে যান। টাইটাসের অধীনে তিনি নেপলসে একটি যুদ্ধজাহাজ বহরের দায়িত্বে ছিলেন। তার জায়গায় বসেই তিনি ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাত হতে দেখছিলেন। অগ্নুৎপাত কাছে থেকে দেখে লেখার মধ্যে নিখুঁতভাবে ঘটনাটি ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি সেটির কাছে গেলেন।

BanglaBook.org

কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করার কারণে লাভার ছাই আর ধোঁয়ার মধ্যে বন্দী হয়ে যান তিনি। পরে সেখানেই তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

অন্য জনপ্রিয় লেখকদের, যাদের লেখা অনেকদিন বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে একজন হলেন আউলাস কর্নেলিয়াস সেলসাস। টিবারিয়াসের সময়ে তিনি যেখানে যা পেয়েছেন তাই দিয়ে মানুষকে গ্রিক শেখানোর চেষ্টা করেছেন। গ্রিক ঔষধের উপরে লেখা তার যে বইটা তিনি লিখেছিলেন সেটি আধুনিক যুগের প্রারম্ভে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তখন সেলসাসকে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। সেটি ছিল তাকে দেয়া চরম সম্মান।

ক্যালিগুলার আমলে পম্পোনিয়াস মেলা (সে সময়কার আরেকজন স্প্যানিশ জ্ঞানী ব্যক্তি) গ্রিক মহাকাশ বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে একটি জনপ্রিয় ছোট ভূগোল বই লিখেছিলেন। তিনি সতর্কতার সাথে সেটি থেকে জটিল গাণিতিক বিষয়গুলো বাদ দিয়েছিলেন যেন মানুষের জন্য পড়তে সহজ হয়। সে সময়ে তার এই মহাকাশবিজ্ঞানের বই খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এটি মধ্যযুগেও খুব সমাদৃত ছিল। মানুষের প্রাচীন ভূগোলের জ্ঞান বলতে যা বোঝায়, তা বইটিতে ছিল।

প্রকৌশল বিদ্যা, যাতে রোমানরা সবসময় এগিয়ে ছিল, সেই ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় কাজ হয় সে সময়ে। অগাস্টাসের আমলে ভিট্রুভিয়াস (মার্কাস ভিট্রুভিয়াস পোলিও) একটি বিশাল আকৃতির স্থাপত্যবিদ্যার বই লেখেন আর সম্রাটকে উৎসর্গ করেন। বহু বছর তার বইটিই ওই বিষয়ে একটি আদর্শ লেখা হিসেবে গণ্য হতো।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অবদান রাখার জন্য স্মরণ করা যেতে পারে সেক্সটাস জুলিয়াস ফ্রন্টিনাসকে। তিনি ৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভেস্পাসিয়ানের অধীনে তিনি বৃটেনে গভর্নরের কাজ করেন। তিনি সেনাবিজ্ঞান আর ভূমিজরিপের উপরে বই লেখেন। কিন্তু দুঃখজনক হলো, তার বইগুলো অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়নি। ৯৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট নার্ভা তাকে রোমের পানি সরবরাহের কাজ দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। এর ফলে তিনি রোমের পানি সরবরাহের বিভিন্ন দিক নিয়ে দুই ভলিউমে লেখা বইয়ের কাজ শেষ করেন। এটিই সম্ভবত মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন প্রকৌশল বিদ্যার বই। তিনি রোমান প্রকৌশলীদের কাজ নিয়ে খুব গর্বিত ছিলেন। কিন্তু মিশরিয় আর গ্রিক প্রকৌশলীদের সাথে তুলনা করলে সেটা তেমন কোনো কৃতিত্বই নয়।

গ্রিসের বিজ্ঞানচর্চার আলো কমে এলেও তা সাম্রাজ্যের প্রাচীন পথপ্রদর্শক ছিল। নিরোর অধীনে সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন গ্রিক ডাক্তার ডিওসকরিডেস। তিনি গাছগাছড়া থেকে ঔষধ তৈরি করতে পছন্দ করতেন। এই সুবাদে গাছপালা ব্যবহার করে ঔষধ তৈরির পদ্ধতি বিষয়ে তিনি পাঁচটি বই লেখেন। এটিই হয়তো ঔষধ তৈরির পদ্ধতি বিষয়ে সবচেয়ে প্রাচীন বই যা মধ্যযুগ পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

বলতে গেলে একই সময়ে, অ্যালেক্সান্দ্রিয়ার আমলে একজন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তার নাম ছিল হিরো অথবা হিরোন। তিনিই ছিলেন প্রাচীন যুগের

সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রকৌশলী আর আবিষ্কারক। তিনি একটি শূন্য গোলাকার ফাঁপা বস্তু তৈরি করেছিলেন যার একটি বাঁকানো হাতল ছিল। তাতে পানি ফোটানো যেত। হাতলের ভেতর দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে এসে গোলাকার অংশটিকে ঘোরাত (আজকাল মাঠে পানি দেয়ার জন্য এই সূত্রের ব্যবহার হয়)। এটিকে খুব প্রাচীন একটি স্টিম ইঞ্জিন বলা যেতে পারে। তখন যদি সমাজটা ততটা এগিয়ে থাকত যে তার এই আবিষ্কারের কদর জানত তবে সেখানে একটি শিল্প বিপ্লব ঘটে যেত। কিন্তু সমাজের শিক্ষাদীক্ষা সেই পর্যায়ে ছিল না আর তাই সেই সূত্র কাজে কর্মে লাগাতে আরও সাতটি শতাব্দী লেগে গেছে। হিরো বলবিদ্যা নিয়েও গবেষণা করতেন। তিনি বাতাসের গতিবিধি আর আচরণ নিয়ে গবেষণার পরে ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই কাজটি ছিল তার সময়ের জন্য অত্যন্ত আধুনিক।

ক্যালিগুলা, নিরো আর ডমিশিয়ানের সময়ে অস্থির অবস্থার মধ্যেই সাহিত্য আর বিজ্ঞানচর্চা অস্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছিল। সে সময়ে দপ করে যে আলো জ্বলে উঠেছিল, কেন যেন নার্ভা বা তার পরের যে সকল সম্রাট নার্ভার অনুসারী ছিলেন তাদের শাসনামলের শান্ত সময়ে আর সেভাবে জ্বলে ওঠেনি। বরং যেন সুস্থ সুন্দর নিয়মের আড়ালে সৃষ্টিশীলতায় ভাটা পড়েছিল।

ট্র্যাজান

সত্যি কথা বলতে কী, ট্র্যাজানের মতো রোমান নন এমন একজন প্রাদেশিক মানুষের পক্ষে সম্রাট হওয়া আর জনপ্রিয় হওয়া অসম্ভব হয়নি। এটাই প্রমাণ করে যে ইতালিতে জন্মানো মানুষের শাসনের ব্যাপারে রোমের যে অগ্রাধিকার ছিল তা তখন শিথিল হয়ে এসেছিল। অগাস্টাস এই ইতালিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। একটির পরে একটি ঘটনার চাপে জুলিয়াস সিজারের পরিকল্পনার রোম যেন ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসছিল। রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশের মানুষেরা শাসনকাজে অংশগ্রহণ করবে আর সবার মিলিত প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্য পরিচালিত হবে এমন স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

নার্ভার মৃত্যুর সময়ে ট্র্যাজান রাইন আর দানিয়ুবের তীরবর্তী অঞ্চল সামলাচ্ছিলেন। ডমিশিয়ান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তিনি সেখানেই ছিলেন। একমাত্র যখন সেই এলাকায় রোমান আধিপত্য পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তিনি রোমে ফেরত এসেছিলেন। তার অবর্তমানেও সেখানে তেমন কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। এটাই প্রমাণ করে যে নার্ভার আমলে ইতালিতে একটি অনাবিল প্রশান্তি বিরাজ করছিল যাতে একজন প্রাদেশিক প্রধানের অবর্তমানেও কোথাও কোনো আঁচ লাগেনি। সব জায়গায়ই প্রশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

৯৯ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাজান বিপুল পরাক্রমে রোমে প্রবেশ করেন। তার ব্যক্তিত্ব আর বীরত্ব এক পলকে রোমের প্রিতোরিয়ান গার্ডদের মন জয় করে ফেলে।

ট্র্যাজান রোমের বাইরে রোমান সংস্কৃতির বিস্তৃতির জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। নব্বই বছর আগে জার্মানিতে ভ্যারাসের হত্যার পর থেকে রোমের নিয়ম কানুন প্রতিরক্ষামূলক ছিল। নতুন এলাকা দখলের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আয়ের উপরে নির্ভরশীল ছিল তারা। কখনও বৃটেন বা রাইন-দানিয়ুবের তীর থেকে আসা অর্থও ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তাতেও বিপক্ষ শক্তিগুলোর সাথে যে আর কোনো ধরনের ঝামেলা হবে না, তা নিশ্চিত করা যায়নি।

ট্র্যাজানের চরিত্র এরকম ছিল না। তার চোখে, যথাযথ শত্রুর অভাবে রোম যেন একেবারে মিইয়ে পড়েছিল। ডমিশিয়ানের সময় ঝিমিয়ে পড়া যেন চরমে পৌঁছেছিল। ডমিশিয়ান ভালোমানুষি দেখানোর পরিবর্তে ডেসিয়ানদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে শান্তি কায়েম করলেন। ট্র্যাজান এই অবস্থা বদলাতে চাইলেন। তিনি রোমের সেনাবাহিনীকে নতুন করে তৈরি করলেন। তাদের মনোবল দৃঢ় করার কাজে মনোযোগ দিলেন। তিনি রোমে ভালো করে গেঁড়ে বসতে না বসতেই ডেসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

প্রথমত তিনি তার সংবর্ধনায় অংশ নিলেন। ১০১ খ্রিস্টাব্দে ডেসিবালুস (তখনও সেখানে একজন ডেসিয়ান রাজা ছিলেন) থেকে যখন হামলার হুমকি দেয়া হলো, তখন দানিয়ুবের তীর ধরে ট্র্যাজান তার বাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। দানিয়ুবের তীর বেয়ে আরও উত্তরদিকে এগিয়ে যেতে যেতে রোমান সেনারা ভয়ংকর হয়ে উঠল। একসময় ডেসিয়ানের ভেতরে প্রবেশ করে ফেলল। দুই বছরের মধ্যে ডেসিবালুকে পুরোপুরি পরাস্ত করল তারা। তারপর তাকে শান্তিচুক্তিতে বাধ্য করল। চুক্তির ফলে সেখানে রোমান রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প খোলা হলো।

ডেসিবালুর কাছে এর পরে রাজ্য পরিচালনা করা খুব অসম্মানজনক ছিল। ঠিক যেমন ডমিশিয়ানের শান্তিচুক্তি ছিল রোমের জন্য অসম্মানজনক। সুতরাং রোমানদের সবাই খুশিই হলো। ডেসিবালুর অপমানিত মুখ তাদের কারও মধ্যে কোনো বেদনার উদ্রেক করেনি। ১০৫ খ্রিস্টাব্দে ডেসিবালু আবার রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবারে ডেসিয়ানরা আগের চেয়েও ভয়াবহ পরাজয় বরণ করে। ডেসিবালু হতবুদ্ধি হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

এবারে ট্র্যাজান আর কোনো সুযোগ নেননি, কাজটি আধাখেঁচড়া রাখেননি। ১০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেসিয়ার পুরোটা দখল করে নেন আর সেটিকে রোমান প্রদেশ বানিয়ে ফেলেন। তারপরে তিনি সেখানে রোমান বাড়িঘর, শহর বানানোর কাজে হাত দেন যেন শহরটি দ্রুত রোমান সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীর ঘেঁষে ডেসিয়ার অংশটি প্রকৃতপক্ষে রোমের মতো করে সাজানো যায়নি। এটি বহুদিন ধরে গ্রিসের মতোই ছিল। গ্রিক

ভাষাভাষীদের বসবাস ছিল সেখানে। তখন রোমের অধীনে চলে গেল। সেইদিকের সমুদ্রতীরবর্তী প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা তখন একটি মাত্র সরকারের অধীনে চলে গেল। রোমান সাম্রাজ্য উত্থানের আগে এরকমটা মানব সভ্যতার অন্য কোনো ইতিহাসে দেখা যায়নি।

ডেসিয়া কখনোই বিপদমুক্ত প্রদেশ ছিল না। এছাড়াও উত্তর আর পূর্বদিকে ছিল দলে দলে অসভ্য উপজাতির মানুষ। ডেসিয়া বলতে গেলে কোনো দিক থেকেই সুরক্ষিত ছিল না। তাই সেখানে বারোমাসই হামলা, আক্রমণ লেগে থাকত। দেড়শ শতাব্দী ধরে রোমের অধীনে রাখার জন্য রোমকে ডেসিয়ার পেছনে এত বেশি অর্থ বিসর্জন দিতে হয় যে জায়গাটির কথা ভাবলে তা যেন হয়ে দাঁড়ায় খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। অবশ্য দানিয়ুবের দক্ষিণে ধনী প্রদেশগুলোতে কিছু সরবরাহের ব্যাপারে ডেসিয়া সাহায্য করেছিল।

একসময় দেখা গেল বহুবছর যাবৎ রোমের অধীনে থাকা দক্ষিণের ধনী প্রদেশগুলোর তুলনায় ডেসিয়াই বেশি রোমান হয়ে উঠেছে। তখনকার ডেসিয়া পরবর্তীকালে রুমানিয়া নাম পেয়েছে। বর্তমানে আমরা যাকে রোমানিয়া বলে জানি। নিজের নামের ভেতর দিয়েও দেশটি যেন রোমের স্মৃতি বহন করে চলেছে। আর সেখানকার বর্তমান অধিবাসীরাও নিজেদের ট্র্যাজানের সময়কার সেই রোমান উপনিবেশিকদের বংশধর বলেই মনে করে। বিষয়টি আরও নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় কারণ রোমানিয়ার যে নিজস্ব ভাষাটি আছে তা প্রায় ল্যাটিনের মতো। এটাকে এক ধরনের রোমান ভাষাই বলা যেতে পারে। (যদিও কিছু ফ্রেঞ্চ ইতালিয়ান, স্প্যানিশ আর পর্তুগিজ শব্দ ভাষাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।) তার পরের শত শত বছরে ভাষাটি হাজার হাজার দাসের মুখের সমুদ্রপ্রমাণ ভাষার সাথে মিলে গিয়ে, একবার উত্তরের প্রভাব, আরেকবার দক্ষিণের প্রভাব নিয়ে আজও টিকে আছে।

ডেসিয়া জয়ের চিহ্নস্বরূপ ট্র্যাজানকে রোমে চিরকাল দাঁড় করিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল। ১১০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভের মধ্যে তার মূর্তি স্থাপন করে জয়ের মহিমা ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই স্তম্ভের মধ্যে ডেসিয়া জয়ের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে খোদাইকৃত ২৫০০ মানুষের আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। খোদাই কাজের এই বিশাল পরিসরে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বন্দীদের হত্যা আর জয়ী হয়ে রোমে ফিরে আসা পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে ট্র্যাজান নার্ভার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তার ভেতরে এক দয়াশীল পিতা বাস করত। সরকারিভাবে দরিদ্র শিশুদের জন্য সাহায্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এটা যে কেবল মানবিক ব্যবহারের জায়গা থেকে করেছিলেন, তা নয়। সাম্রাজ্যে শিশু জন্মহার দিনদিন কমে যাচ্ছিল। তাই ভবিষ্যতে সেনার অভাব হতে পারে, এই বিষয়টি তাকে চিন্তায় ফেলেছিল। তিনি জানতেন, দরিদ্র পরিবারগুলোকে যদি সহায়তা দেয়া যায় তবে সেটাই ভবিষ্যতে প্রচুর সেনা তৈরি নিশ্চিত করবে।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, দুঃখজনক হলেও সত্যি, সে সময়ের রোমে মানুষের মৃত্যুর হার ছিল আজকের দিনের মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি। আজকের বিজ্ঞানে আর চিকিৎসায় উন্নত দেশগুলোর চেয়ে সেদিনের রোম অনেক পিছিয়ে ছিল। তাই মানুষের জীবনকালও ছিল কম। তাই জন্মহারে সামান্য উন্নতি সেদিনের রোমে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজ সমস্ত পৃথিবীর কোথাও তার তত গুরুত্ব নেই। রোমের মতো জন্মহার যদি ততটা কমে যেত তবে আজকের দিনে একটি পুরো জাতি হয়তো নিঃশেষ হয়ে যেত।

কিন্তু রোমে ট্র্যাজানের দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতি, যদিও সে সময়ে রোমের জন্য তিনি সুনামই বয়ে এনেছিলেন কিন্তু তবু রোমের জন্য সময়টা ততটা সুখকর ছিল না। তার অবর্তমানে সরকারের বিভিন্ন স্তরে অরাজকতা আর দুর্নীতি শুরু হয়েছিল। শহরগুলো, বিশেষ করে পূর্বদিকের অঞ্চলগুলো এত বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেল যে তাদের অর্থনীতি প্রায় ভেঙেই পড়ল। কেবল অর্থনৈতিক বিষয়েই নয়, রাস্তাঘাট বানানোসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল।

১১১ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাজান ছোট প্লিনিকে (গেইয়াস প্লিনিয়াস সিসিলিয়াস সেকুনডাস) বিথিনিয়াসের গভর্নর করে সেখানকার দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য পাঠান। ছোট প্লিনি ছিলেন প্লিনির ভাগ্নে যিনি ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতের সময় মারা যান আর তাকে একসময় বড় প্লিনি বলে ডাকা হতো।)

ছোট প্লিনি সেই সময়কার সাহিত্যের কিছু মহারথীর বন্ধু ছিলেন। বিশেষ করে তিনি মার্শাল আর ট্যাকিটাস ছিল তার ঘনিষ্ঠ। তিনি নিজেও কখনও কখনও লেখালেখি করতেন। তিনি তার চিঠির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সেই একচোখা চিঠিগুলো ছাপিয়ে ছিলেন যেন মানুষ তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারে।

সেগুলোর মধ্যে একটি চিঠি আজও মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিটি তিনি বিথিনিয়া থেকে ট্র্যাজানকে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি পড়লে মনে হয়, খ্রিস্টানরা যেন কেবল খ্রিস্টান হওয়ার অপরাধেই শাস্তি পেয়ে যাচ্ছিল। এমনকি প্লিনি অনুভব করেছিলেন যে কোনো খ্রিস্টান যদি স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয় তবে যেন তার সাত খুন মাফ হয়ে যাবে। সে আগে ধার্মিক খ্রিস্টান থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই, তাকে মাফ করে দেয়া হবে। এছাড়াও প্লিনি মানুষকে যত্রতত্র বিনাদোষে শাস্তি দেবার ব্যাপারটি নিয়েও খুব হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। নানান ঘটনা দেখে শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে খ্রিস্টানদের জীবনযাপন মোটেও অপরাধীর জীবনযাপন নয়। বরং তারা খুব শান্তিপূর্ণ কাজেকর্মে অভ্যস্ত। তাদের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চমানের। আর তখন প্লিনি তার এই অনুভূতিকে চিঠির মাধমে জনসমক্ষে উপস্থিত করেন। সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে খ্রিস্টান ধর্ম একটি শান্তির ধর্ম বলেই এত দ্রুত প্রচার পাচ্ছে। নমনীয় না হয়ে এটি যদি মানুষে মানুষে হানাহানি আর মারামারি বাড়িয়ে দিত তাহলে বিস্তৃতির ক্ষেত্রে এর পথ রুদ্ধ হতোই।

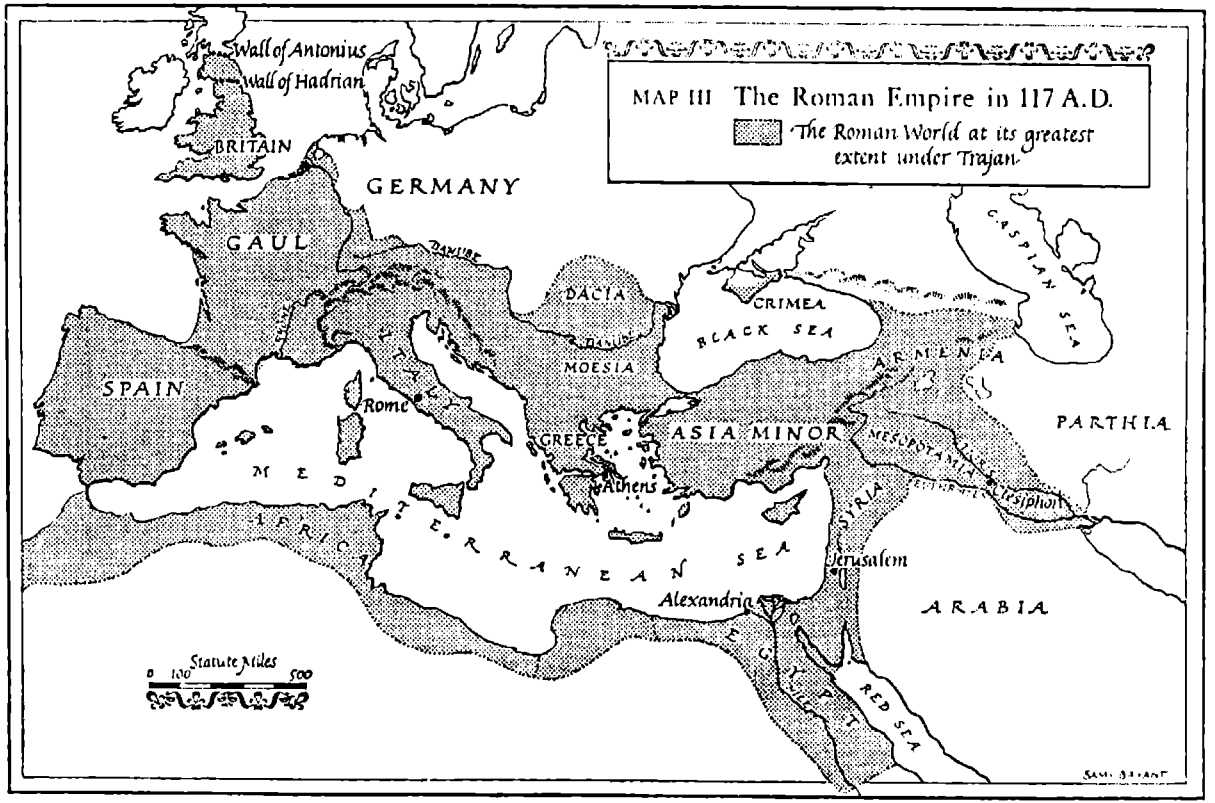
MAP III The Roman Empire in 117 A.D.
The Roman World at its greatest extent under Trajan
Wall of Antonius
Wall of Hadrian
BRITAIN
GERMANY
GAUL
DANUBE
RHINE
DACIA
MOESIA
CRIMEA
BLACK SEA
CASPIAN SEA
ARMENIA
SPAIN
ITALY
Rome
GREECE
Athens
ASIA MINOR
MESOPOTAMIA
Ctesiphon
PARTHIA
SYRIA
Jerusalem
ARABIA
Alexandria
EGYPT
NILE
RED SEA
MEDITERRANEAN SEA
AFRICA
Statute Miles
0 100 500

ট্র্যাজান প্লিনির আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। খ্রিস্টানদের যেন অপরাধী হিসেবে বেছে বেছে ধরে আনা না হয় আর তাদের ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য না করা হয়, এ ব্যাপারে তিনি আদেশ দেন। ট্র্যাজান বলেন, একমাত্র তারা যদি সত্যি কোনো অপরাধ করে থাকে আর আইনত তাদের শাস্তিবিধান হয় তবেই যেন তাদের শাস্তি দেয়া হয়। (প্রশ্নাতীতভাবে প্লিনি আর ট্র্যাজানকে আধুনিক যুগে "খ্রিস্টানদের প্রতি দয়ালু" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

ছোট প্লিনি চিঠিগুলো লেখার পরে খুব বেশিদিন বাঁচেননি। হয়তো তিনি বিথিনিয়ার গভর্নর থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

ডেসিয়া দখলের পরে সেখানে স্বাধীনতা খুব বেশি দিন বজায় থাকেনি। কারণ পূর্বদিক থেকে ক্রমাগত হামলা হচ্ছিল। ডেসিয়ানরা রোমের পুরনো শত্রু পারথিয়ার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, ট্র্যাজান সেটা ভোলেননি। তার উপরে এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশাল উর্বর জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর্মেনিয়া। সেই নিরোর আমলে রোমের সাথে একবার যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর থেকে আর্মেনিয়ার সাথে বেশ বুঝেশুনেই চলছিল তারা।

১১৩ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য পারথিয়ার রাজা চোসরইস আর্মেনিয়ায় একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন আর পঞ্চাশ বছরের সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভঙ্গ করলেন। পারথিয়ার জন্য এরকম একটি কাজ করা ছিল সে সময়ে নিতান্তই বোকামি। কারণ কয়েক যুগ ধরেই তারা মোটামুটি বিপর্যয়ের মুখে ছিল। তাদের সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ির সাধারণ গণ্ডগোলে নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল আর রোম তখন ছিল পুরোপুরি শক্তিশালী আর সংগঠিত। সত্যি কথা বলতে কী, তার আগের বিশ বছরব্যাপী রোমান সেনাবাহিনী পূর্বদিকে এগোতে এগোতে আরবের সীমানা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বাণিজ্যিক শহর পেত্রা, জুডিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ আর তার সাথে জুডিয়া আর মিশরের মাঝখানের সিনাই পেনিনসুলা রোম আগেই দখল করে ফেলেছিল এবং ১০৫ খ্রিস্টাব্দের ভেতরেই আরবীয় প্রদেশে পরিণত করেছিল। এটা প্রমাণ করে, পূর্বদিকে রোমের অবস্থান এতটাই পাকাপোক্ত ছিল যে পারথিয়াকে হারিয়ে দেয়া তাদের জন্য তখন কোনো বড় ব্যাপার নয়।

রাজা চোসরইস হয়তো সাথে সাথেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই দ্রুত ট্র্যাজানকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি খুব দেরি করে ফেলেছিলেন। ট্র্যাজান সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি। তিনি বাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে হাঁটা শুরু করেন আর বলতে গেলে একেবারে লড়াইবিহীনভাবে আর্মেনিয়া দখল করে নেন। এটিকে রোমের দূরবর্তী একটি প্রদেশে পরিণত হতে হয়। তার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল আরও দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হওয়া। আরও এগিয়ে তারা পারথিয়ার রাজধানী টেসিফোনে পৌঁছে গেলেন। সে শহর দখল করে মেসোপটেমিয়ার কাছাকাছি পার্সিয়ান সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হন ট্র্যাজান।

এটাই ছিল পূর্বদিকে রোমান সেনাবহরের দূরতম সফর। ষাট বছর বয়সী ট্র্যাজান সমুদ্রের তীরে পার্সিয়া আর ইন্ডিয়ার দিকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকিয়ে

ছিলেন। ঠিক ওইখানে সাড়ে চারশ' বছর আগে অ্যালেক্সান্ডার বিশাল জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হতাশায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, "ইস্ আজ যদি আমার বয়স আরও কম থাকত!"

সেই সময়ে রোমান সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি পেয়েছিল। ১১৬ খ্রিস্টাব্দে (৮৬৯ রোমান সালে) ট্র্যাজান আসিরিয়া আর মেসোপটেমিয়াকেও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। দুটোই রোমের প্রদেশ হয়ে যায় আর টিগরিস নদী সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের সীমানা হয়ে দাঁড়ায়।

সে সময়ে রোমান সাম্রাজ্যে একদিকে ১৮০,০০০ মাইল, অন্যদিকে ৩,৫০০,০০০ মাইল রাস্তা দিয়ে ঘেরা ছিল। বলতে গেলে বর্তমান আমেরিকার আয়তনের সমান। তখন জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০০,০০০,০০০ এর কিছু বেশি। কেবল রোমেই ছিল ১,০০০,০০০ মানুষ। এখনকার হিসেবেও এটি ছিল একটি বিশাল সাম্রাজ্য। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এ পর্যন্ত যত সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে (তুলনামূলকভাবে ক্ষণস্থায়ী পারস্য সাম্রাজ্য ছাড়া) তার মধ্যে এটি ছিল বিস্ময়কর। কোনো সন্দেহ নেই, এই সাম্রাজ্য অগাস্টাসের পরবর্তী শতাব্দীর মানুষের মনে এমন ছাপ ফেলেছিল যে সাম্রাজ্যটি স্থাপনের পথে যত মৃত্যু আর হাহাকার ছিল তার সবটা এর বিশালতার কাছে উবে গেছে।

কিন্তু পার্থিয়ানদের হার মানিয়ে রাখা রোমান সাম্রাজ্যের কাছে সহজ ছিল। একবার প্রায় তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিল। ট্র্যাজান সে সময়ে রোমের ভেতরে কোথাও অরাজকতার খবর পেয়ে সেখানে মনোনিবেশ করেন। পার্থিয়ার দিকে বহুদূর এগিয়েও আবার ফিরে আসেন। ১১৭ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাজান দক্ষিণ এশিয়া মাইনর থেকে রোমে ফেরার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

BanglaBook.org

হ্যাড্রিয়ান

সম্ভবত ১০৬ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাজান তার উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। উত্তরাধিকারী ছিলেন হ্যার্ডিয়ান (পাবলিয়াস এইরিয়াস হ্যাড্রিয়ানাস)। তিনি ট্র্যাজানের ভাগ্নে ছিলেন। হ্যাড্রিয়ান ডেসিয়ান যুদ্ধের সময়ে প্রবলভাবে লড়াই করেছিলেন। তারপর ট্র্যাজানের এক নাতনিকে বিয়ে করেন। ট্র্যাজানের মৃত্যুর পরে কোনো দ্বিমত ছাড়াই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। শুরুতেই সেনাদের বাড়তি বোনাস দিয়ে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেন। তিনশ' বছর ধরে চলে আসা রোমান সাম্রাজ্যে দাড়ি-গোঁফ চেচে ফেলার নিয়ম উড়িয়ে দেন তিনি। তিনিই ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যে প্রথম সম্রাট যার মুখভরা দাঁড়ি-গোঁফ ছিল।

যে সাম্রাজ্যে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন সেটি যত শান্তিময় আর বিশাল মনে হয়েছিল, আদতে ঠিক ততটা ছিল না। ট্র্যাজানের একের পর এক আক্রমণের নেশা, যদিও সেগুলো রোমান দেশপ্রেমিক আর ঐতিহ্যপ্রেমি মানুষদের জন্য ছিল খুবই প্রিয় উদ্যোগ, কিন্তু এই উদ্যোগগুলো সাম্রাজ্যের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। জায়গায় জায়গায় অর্থ নিয়ে এত টানাটানি পড়ে গিয়েছিল যেন আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না। যেখানে যত সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে যুদ্ধে কিংবা পাহারায় লিপ্ত ছিল, তাদের যদি সেখানেই রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তবে তাদের খাবার আর অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করার জন্য যত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, তা দেশের কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যবস্থাকে দুর্বলতর করে ফেলবে, কোনো সন্দেহ ছিল না।

হ্যাড্রিয়ান সেই ঝুঁকি নেয়ার সাহস পেলেন না। ট্র্যাজান যেমন জুলিয়াস সিজারের নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, হ্যাড্রিয়ান তেমনি অগাস্টাসের আদর্শ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নিয়োজিত হলেন। তিনি রোমকে একটি নতুন লক্ষ্য দিতে চাইলেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে চাইলেন যেন সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করার পরে এমনভাবে তাকে রক্ষা করেন যে ভেতরে কোনোরকমের উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় আর বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকে।

এই বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি ট্র্যাজানের পূর্বদিকে দখলের লড়াই বন্ধ ঘোষণা করলেন। আর সিদ্ধান্ত নেয়ার দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য যতটুকু পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল সেই আয়তন নিয়েই পরবর্তী তেরোটি শতাব্দীব্যাপী দাঁড়িয়ে রইল। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ শহরটি বেদখল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের আর পরিবর্তন হয়নি।

পুরো মেসোপটেমিয়ান অঞ্চল পর্থিয়ার হাতে চলে গেল। ইউফ্রেটিসের উপরের দিকটা রক্ষা করা ততটা কঠিন ছিল না। তাই টিগরিস আবার রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা হয়ে রইল। পার্থিয়ার সাথে আর কোনো যুদ্ধের কোনো ইচ্ছে ছিল না। পার্থিয়া নিজেই খুব ভেঙে পড়েছিল। অবশ্য হ্যাড্রিয়ান নিজেই আর্মেনিয়াকে রোমের প্রদেশ করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। আর বিনা চেষ্টাতে এটি রোমের একটি প্রদেশ হয়ে বহুকাল টিকেছিল। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে রোম থেকে পাঁচশ' মাইল দূরেও তাদের রাজত্ব বহাল ছিল। কাস্পিয়ান সাগর আর পার্সিয়ান সাগরের তীরে বিপুল গর্ব নিয়ে রোম দাঁড়িয়ে ছিল।

হ্যাড্রিয়ান ডেসিয়ায় অসভ্য কিছু জাতির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধের দায়িত্ব তিনি কোনোরকমে পালন করেন। যদিও তিনি মনে মনে বেশ অস্থিরতার মধ্যে থাকতেন যে ট্র্যাজানের মতো পরাক্রম দেখাতে পারছেন কি না। ডেসিয়া ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে রোমানরা দলে দলে বারবার এসেছে। যতবার তারা এর দখল নিয়েছে তার চেয়ে এটাকে অসভ্য উপজাতিদের মধ্যে ছেড়ে দিলেই ভালো হতো।

BanglaBook.org

নার্ভা আর ট্র্যাজানের মানুষকে খুশি করা আর আনন্দে রাখার প্রচেষ্টাগুলো হ্যাড্রিয়ান চালু রেখেছিলেন। তিনি রোমে অবস্থানকারী দাসদের অল্প খরচে চিকিৎসা ব্যবস্থা দেয়ার জন্য আইনও করেছিলেন। সে সময়ে শুধু রোমেই ৪০০,০০০ দাস ছিল। অবশ্য তাদের সংখ্যা দিনদিন কমছিল। হ্যাড্রিয়ান দরিদ্র শিশুদের পড়াশোনার জন্য স্কুল বানিয়েছিল। তিনি এই ধরনের পদক্ষেপগুলো সিনেটে আলোচনার মাধ্যমে নিতেন। এসব কাজ করার জন্য তিনি অনেক সমালোচনার মুখে পড়েন। প্রিতোরিয়ান গার্ডদের মধ্যে একজন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তাকে হত্যা করা হয়। করের কিছু নিয়মকানুন পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যের কর আদায় বৃদ্ধি করেন। যদিও তিনি অতিরিক্ত কোনো কর আরোপ করেননি বরং কমিয়েছিলেন। তিনি সকল দেবতাদের মন্দিরের (প্যান্থিয়ন) নতুন করে সংস্কার করেন। রোমে আগুন লাগার সময়ে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তখনও রোমান অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ খারাপই ছিল। বিশেষ করে কৃষিকাজে। অগাস্টাস যখন রোমের আইনকানুন তৈরি করেন, শত শত বছরের দেশ দখলের নেশা তখন কিছুটা কমে আসে। দখলকৃত দেশগুলো থেকে হাজার হাজার দাসের আগমনও তখন বন্ধ হতে থাকে। বন্দী দাসদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো। তারা যেহেতু স্থির কোনো সম্পত্তি ছিল না, বহনযোগ্য উপাদান ছিল, তাই যেখানে যখন কাজ পাওয়া যেত, তাদের সেখানেই নিয়ে যাওয়া হতো। শহরে সেনা আর সাধারণ বসবাসকারীর সংখ্যা (যারা খাদ্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে না) বেড়ে যাচ্ছিল কিন্তু জনসংখ্যা ক্রমাগত কমছিল। তাই খামারে কাজ করার জন্য মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। আর তাদের কাজের বিনিময়ে নিলাম ডাকা দাম খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই মূল্য এতই বেড়ে যাচ্ছিল যে আইন করে দাসদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় থাকতে বাধ্য করা হলো। এটাই ছিল মধ্যযুগে প্রচলিত ভূমিদাসপ্রথার মোটামুটি প্রারম্ভ।

এমনকি হ্যাড্রিয়ানও সিনেটকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সিনেট নিজেই ধীরে ধীরে নিজের সম্মান খুইয়েছে। ততদিনে সিনেট যে আইন প্রণয়নে কোনো ভূমিকা রাখে এমন চিহ্নই ছিল না। কেবল সম্রাটের ইচ্ছাতেই আইন হয়ে যেত। অবশ্য হ্যাড্রিয়ান মনে করতেন, একজন সজাগ সম্রাট যেমনতেমনভাবে অধ্যাদেশ জারি করতে পারে না। কারও সাথে সাধারণ আলোচনার ভিত্তিতেও কোনো আইন পাশ হওয়া উচিত নয়। কিছু আইনজীবী নিয়ে একটি কমিটি করে তাদের সাথে পরামর্শ করে যা ভালো মনে হতো, তিনি তাই করতেন।

হ্যাড্রিয়ান ছিলেন বুদ্ধিমান এবং প্রাচীনপন্থী। তিনি কেবল রোমের ব্যাপারে নয়, বরং সমগ্র সাম্রাজ্যের বিষয়ে একইরকম চিন্তিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তার একুশ বছরের শাসনামলের বেশিরভাগ বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকতেই কেটে গেছে। তিনি প্রজাদের দেখতে আর নিজেকে প্রজাদের কাছে তুলে ধরতে দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতেন।

১২১ সালে তিনি রাজ্যের পশ্চিম আর উত্তর দিকে সফরের উদ্দেশ্যে গাউল আর জার্মানিতে যান। সেখান থেকে তিনি বৃটেনে প্রবেশ করেন। বৃটেন ততদিনে পুরোপুরি রোমান হয়ে গিয়েছিল। কম করে হলেও, বৃটেন তখন রোমের হাতে চলে আসার আশি বছর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উত্তর দিকের দ্বীপগুলো তখনও রোমের অধীন হয়নি। সেখানে কিছু বন্য জাতির বসবাস ছিল যারা তখনও রোমের হস্তগত হয়নি। হ্যাড্রিয়ান সেখানে গিয়ে ভীষণভাবে সেনাবাহিনী নিয়ে নতুন কিছু করার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি সেখানে তাদের দিয়ে একটি দেয়াল (হ্যাড্রিয়ানের দেয়াল) নির্মাণ করলেন। সেই দেয়ালটিই বর্তমানে ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডকে পৃথক করেছে। দেয়ালের দক্ষিণদিকে রোমানরা অবস্থান নিয়েছিল। অসংগঠিত কিছু উপজাতীয় দলের লোকজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। রোমের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত বৃটেন তারপর থেকে শান্তিতেই দিন কাটাতে লাগল। তার পরের তিনশ' বছরে সেখানে কেবল উন্নতি ছাড়া কোনো অবনতি হয়নি।

হ্যাড্রিয়ান তারপরে স্পেন আর আফ্রিকা সফর করেন। তারপর আরও পূর্বদিকে যেতে থাকলেন। পার্থিয়ার সাথে সমস্যা আবারও ঘনীভূত হয়ে আসছিল দেখে হ্যাড্রিয়ান সেখানকার রাজার সাথে একটি বৈঠক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেখানে তাদের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করে তিনি তাদের সাথে সকল ঝুলতে থাকা সমস্যার সমাধান করেন।

শেষ পর্যন্ত তার ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল যেখানে যাওয়ার, সেই গ্রিসে তিনি পৌঁছান।

হ্যাড্রিয়ানের সময় পর্যন্ত গ্রিসের সভ্যতার বয়স তখন সাড়ে পাঁচশ' বছর। এথেন্স তখন তার কাছে এতটাই পুরনো যেমন আমাদের কাছে পুরনো রেনেসাঁর জাগরণ। জ্ঞানী লোকেরা তখন জেনে গেছে যে গ্রিসের সেই সময়টাই ছিল তার স্বর্ণযুগ। সেটি পৃথিবীর আদি সভ্যতার ইতিহাসেও ছিল এক বিশাল এবং অন্যরকমের ঘটনা। হ্যাড্রিয়ান, যিনি কিনা গ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন, এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

১২৫ খ্রিস্টাব্দে (৮৭৮ রোমান সাল) হ্যাড্রিয়ান যখন গ্রিস সফর করেন তখন সেখানে তার পক্ষে এমন কিছুই করার ছিল না যা গ্রিসকে আরও উন্নত করতে পারে। তিনি তাই সেখানে অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক কিছু পরিবর্তন আনেন। পুরনো কিছু ইমারতের ক্ষয় ঠিকঠাক করান আর নতুন কিছু ইমারত তৈরি করান। তিনি এল্যুসিনিয়ান ধর্মের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণের অনুমতি পান যেখানে কিনা নিরোকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

তিনি নতুন করে শহর তৈরি করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর যেটি তার হাত ধরে দাঁড়ায় তা হলো থ্যারাস, যাকে তার সম্মানে হ্যাড্রিয়ানোপলিস (হ্যাড্রিয়ানের শহর) বলা হয়ে থাকে। এই নামটিই ইংরেজিতে অ্যাড্রিয়ানোপোল হয়ে যায়। এখন শহরটি টার্কির একটি অংশ যাকে এডির্ন নামে ডাকা হয়।

BanglaBook.org

১২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এথেন্সে আবার এসেছিলেন আরও লম্বা সফরের পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি সেবারে আরেকবার মিশর আর পূর্বদিকটা ঘুরে যান।

কেবল জুডিয়ায় গিয়ে তিনি একটি মহাভুল করে বসেন। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুজালেম নতুন করে রোমের মতো করে বানানোর আদেশ দেন। আবার ইহুদিদের মন্দিরের জায়গায় জুপিটারের একটি মন্দিরও নির্মাণের নির্দেশ দেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ইহুদিদের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ঘটনার কারণে হতাশ হয়ে ইহুদিদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিদের কাছে তার পবিত্রতা একই রকম ছিল। তাই তাদের প্রিয় শহরের পরিবর্তনের পরিকল্পনায় তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে ইহুদিরা বহুবছর ধরে খুব অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তবে ট্র্যাজান কিংবা নার্ভা যে তাদের প্রতি কোনো অবিচার করেছে, তা নয়। তাদের একজন নেতার অপেক্ষা আর ক্রমাগত নিজেদের মন্দিরের উপরে হামলা এর কারণ হতে পারে। ট্র্যাজান যখন পূর্বদিকে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, ইহুদিরা তখন মিশরের পশ্চিম দিকে সাইরেন শহরে বিদ্রোহ শুরু করে। ট্র্যাজানের পূর্বদিকে আর বেশি অগ্রসর না হওয়ার জন্য এটি একটি মূল কারণ। সাইরেনের বিদ্রোহ দমন করা হয় ঠিকই কিন্তু হ্যাড্রিয়ানের আদেশ নির্দেশ যে তারা খুব একটা মানত তা প্রমাণ হয় না।

জুডিয়ার ইহুদি বিদ্রোহের নেতা, বার-কোচাবা (সূর্যের পুত্র) ছিলেন অসম্ভব সাহসী। তিনি সেই সময়ের নামকরা ইহুদি শিক্ষক রাব্বি আকিবাহ্‌র কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনিই বার-কোচাবাকে একজন মাসিহা হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টাই ছিল বৃথা। আকিবাহকে বন্দী করে অত্যাচার করে মারা হয়। তার পরের তিন বছর ধরে যেখানে যখন একজন ইহুদি বিদ্রোহী নেতা জেগে উঠেছিল, অনেক সাহস আর সংকল্প থাকা সত্ত্বেও তাকেই বন্দী করা হয়েছে। এভাবে ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৮৮৮ সালে) বার-কোচাবাকেও বন্দী করে হত্যা করা হয়।

জুডিয়া থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। জেরুজালেমের মন্দিরের আশেপাশে তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রায় দুই হাজার বছর তারা জাতি হিসেবে ইতিহাসে কোনো ছাপ রাখতে পারেনি। এই সময়টা ছিল তাদের জন্য একটা দুঃস্বপ্নের মতো। বহু শতাব্দীব্যাপী পৃথিবীর সব জায়গায় তাদের সংখ্যালঘু হিসেবে দেখা হয়েছে। সবখানে তারা পেয়েছে কেবল দুর্ব্যবহার আর ঘৃণা। তারা প্রায়শই শিকার হয়েছে আক্রমণ আর হত্যার। এত সব কিছু হওয়ার পরেও তাদের নিজস্ব বিধাতার প্রতি বিশ্বাস ছিল অটুট। সেই বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে কোনোরকমে পৃথিবীর আনাচেকানাচে তারা ঠিকই বেঁচে ছিল।

হ্যাড্রিয়ান সাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। স্যুতোনিয়াস তার ব্যক্তিগত সহকারি হিসেবে অনেকদিন কাজ করেছিলেন। বিখ্যাত গ্রিক সাহিত্যিক প্লুটার্চও

BanglaBook.org

একসময় সম্রাট হ্যাড্রিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। সম্রাট তাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গ্রিসের প্রতিনিধি বানিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য এভাবে হ্যাড্রিয়ান গ্রিসকেও বশ করে রেখেছিলেন যে সেখানে একজন দেশি গভর্নর নিয়োজিত আছেন।

গ্রিসের সভ্যতা বিকাশের উষালগ্নে প্লুতার্চ ছিলেন একজন মূল বাস্তব রূপদানকারী। সাম্রাজ্যের দখলে থাকা অবস্থায় গ্রিসকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। গ্রিসের নিজের শহরগুলোর উপরেও চলেছে তাণ্ডব। ম্যাসিডোনিয়ান আর রোমান হামলার ধকল তো গ্রিসকে নিতেই হয়েছে তাছাড়া রোমান সাম্রাজ্যের ভেতরের অস্থিরতারও অনেক চিহ্ন আছে শহরটিতে। গ্রিসের জনসংখ্যা কমে এসেছিল। আর প্রতাপও এসেছিল কমে। কিন্তু দেশটির প্রভাব প্রতিপত্তি কমে এলেও, গ্রিস স্থাপত্য, কৃষি আর শিল্পে যে অবদান রেখেছিল তার স্মৃতিচিহ্ন সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে যে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে তা গ্রিসের জন্য ছিল গর্বের আর সৌভাগ্যের বিষয়।

প্লুতার্চের রচনার মধ্যে এই গর্বের কথা স্পষ্ট উঠে এসেছিল। তার লেখার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'সমান্তরাল জীবন'। এই লেখায় একজন গ্রিক ও একজন রোমানের জীবনযাপন নিয়ে তুলনা করা হয়েছে। জোড়াটি এমনভাবে বেছে নেয়া হয়েছিল যেন এদের জীবনাচরণের মধ্যে মিল খুঁজে বের করাই ছিল উদ্দেশ্য। কোরিওলানাস আর অ্যালসিবিয়াডিস (প্রথমজন রোমের আর দ্বিতীয়জন এথেন্সের বিশ্বাসঘাতক) ছিল ওই সাহিত্যে দুটি চরিত্র। রচনাটি এতই উপভোগ্য আর চরিত্রগুলোর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা এতই বাস্তবসম্মত ছিল যে এটি তখন খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এখনও মানুষ তার রচনা পড়ছে।

হ্যাড্রিয়ানের সময়ে আরেকজন গ্রিক লেখকের খুব নামডাক হয়েছিল, তিনি হলেন আরিয়ান। তিনি তার রোমান নাম প্লেভিয়াস আরিয়ানাস নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিথিনিয়ায় ৯৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হ্যাড্রিয়ান তাকে ১৩১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপাডোসিয়ার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি আর্মেনিয়ায় অনুপ্রবেশকারী আলানি উপজাতিকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালান। এটাই ছিল একজন গ্রিকের রোমান বাহিনী নিয়ে প্রথম আক্রমণ।

অনেক বই রচনা করেছিলেন তিনি। তার কাজের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের জীবনী। ধরে নেয়া হয়, এটি লেখা হয়েছিল সমসাময়িক বিভিন্ন লেখাকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। অ্যালেক্সান্ডারের বন্ধু জেনারেল টলেমি, যিনি অ্যালেক্সান্ডারের মৃত্যুর পরে মিশরের রাজার সিংহাসনে বসেছিলেন, তিনি তাকে নিয়ে একটি জীবনীগ্রন্থ লেখেন। সেই জীবনী থেকে আরিয়ান তার বিখ্যাত লেখায় অনেক তথ্য ব্যবহার করেন।

হ্যাড্রিয়ান নিজেও লেখার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি নিজের সৃষ্টিকে অভিজ্ঞদের সৃষ্টির সাথে তুলনা করতে পছন্দ করতেন। নিরোর মতো নিজের রচনার

ব্যাপারে একচোখা ছিলেন না। মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে তিনি নিজের আত্মার উদ্দেশ্যে একটি কীর্তন কবিতা লিখেছিলেন। এই ধরনের মহিমা কীর্তন অনেক রকমের কবিতার জগতে একটি পৃথক জায়গা করে নিয়েছে। তার সেই শেষ লেখাটিকে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে ধরে নেয়া হয়।

ল্যাটিন ভাষায় এটি,

Animula, vagula, blandula,
Hospes conesque corporis,
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, frigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis joka.

এর অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

"ধীর হও প্রিয় আত্মা, নশ্বর এ শরীরের অতিথি, সঙ্গী আমার,
এবারে কোথায় যাও ছুটে?
দুর্বল, শীতল আর নগ্ন তুমি,
শান্তি বিলানোই কি তোমার লক্ষ্য নয়?"

অ্যান্টোনিনাস পায়াস

হ্যাড্রিয়ানেরও নার্ভা আর ট্র্যাজানের মতো কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর আগেই একজন উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তিনি। তার প্রথম পছন্দ ততটা যৌক্তিক ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত হ্যাড্রিয়ান মারা যাবার আগেই উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হয়। আর তখন হ্যাড্রিয়ানকে আরেকজন উত্তরাধিকারীর খোঁজ করতে হয়।

দ্বিতীয়বারে হ্যাড্রিয়ানের ভাগ্য ভালো ছিল। হ্যাড্রিয়ান অ্যান্টোনিনাসকে (টাইটাস অরেলিয়াস ফালভাস ইওনাস আরিয়াস অ্যান্টোনিনাস) উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থির করলেন। ১২০ খ্রিস্টাব্দে কনসল হিসেবে কাজ করাসহ তিনি বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এশিয়ায় প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবেও বেশ উল্লেখযোগ্য সময় কাজ করেছেন। হ্যাড্রিয়ান যখন তাকে নির্বাচন করেছিলেন ততদিনে অ্যান্টোনিনাসের বয়স বাহান্নো বছর হয়ে গেছে। তাই অ্যান্টোনিনাসকেও নিজের উত্তরাধিকারী খোঁজার কাজ শুরু করতে হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকারী

BanglaBook.org

হিসেবে দুইজন মানুষকে ঠিক করা হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন অ্যান্টোনিনাসের স্ত্রীর ভাগ্নে। সেই তরুণটি ছিলেন সাহসী আর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

১৩৮ খ্রিস্টাব্দে (৮৯১ সালে) হ্যাড্রিয়ান মৃত্যুবরণ করেন। তারপরে অ্যান্টোনিনাস কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হয়তোবা সমস্ত রোমান সম্রাটের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র আর মানবিক। পিতৃঋণ শোধ করার মতো আগের সব সম্রাটের তৈরি ভালো ভালো নিয়মকানুন তার অধীনে চমৎকারভাবে চলতে লাগল। তিনি খ্রিস্টানদের প্রতি নমনীয় ভাব প্রদর্শনের জন্য আইন করেন। ততদিনে ইহুদি আর খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সম্পর্কটি অন্য ধর্মাবলম্বী রোমানদের কাছে কিছুটা পরিস্কার হয়েছে। একই বৃন্ত থেকে জন্মগ্রহণকারী দুইটি ধর্মকে তখন মানুষ শত্রু মনে করত। যেহেতু হ্যাড্রিয়ানের সময় পর্যন্ত ইহুদিরা জুডিয়ায় বিদ্রোহ জারি রেখেছিল, তাই খ্রিস্টানরা স্বাভাবিকভাবেই রোমের বন্ধু হয়ে গেল। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতো, "শত্রুর শত্রু তো আমার বন্ধুই হবে।"

মানুষকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান করে ফেলা ইহুদি বানানোর চেয়ে সহজ ছিল। আর সেটা সফলভাবে করাও গেছে। তাই খ্রিস্টান ধর্ম খুব দ্রুত মহিলা, দাস আর দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এই মানুষেরা তাদের নিজের জীবনের জটিলতা নিয়েই ব্যস্ত থাকত যদিও দেশে শান্তি বিরাজ করছে অথবা দেশে একটি সুস্থ সরকার ব্যবস্থা আছে। খ্রিস্টানদের পরকালে বিশ্বাস, যার কারণে তারা মনে করত যে এই নশ্বর পৃথিবী প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় জন্মের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার জায়গা, এখানকার কাজের ভিত্তিতে কেবল মানুষকে বিচার করা হবে যে সে পরকালে কতটা সুখী হওয়ার যোগ্যতা রাখে, এই শ্রেণির মানুষের জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য।

তবু বহুদিন যাবৎ খ্রিস্টান ধর্ম কেবল শহুরে ধর্মই থেকে গেল। খামারে কাজ করা মানুষেরা এই নতুন ধ্যান ধারণার বাইরে রয়ে গেল। তারা তাদের জীবনে নতুন কিছু গ্রহণ করতে ভরসা পেত না। নিজেদেরকে প্রাচীন পদ্ধতির আওতায় রাখতেই বেশি শান্তি পেত। তাই তারা তাদের প্রাচীন ধর্মগুলো নিয়েই বসে থাকল। সেই সময় "পাগান" শব্দটি সেরকম মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো, যারা না ইহুদি আর না খ্রিস্টান। কিন্তু তারা তাদের দেশীয় প্রাচীন কোনো ধর্মে বিশ্বাসী। পাগান শব্দটি ল্যাটিন শব্দ "পিজ্যান্ট" অথবা কৃষক থেকে এসেছে। আর "পাগাস" শব্দের অর্থ, যারা গ্রামে বাস করে। একইভাবে "হিথেন" শব্দের অর্থ যে হিথে বসবাস করে। হিথ মানে হলো দূরবর্তী কোনো অঞ্চল।

কিন্তু তবু খ্রিস্টান ধর্মকে শহুরে পুঁজিবাদীদের নিজস্ব ধর্ম মনে করার কোনো কারণ ছিল না। শিক্ষিতদের মধ্যেও এই ধর্ম একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। এমনকি কিছু দার্শনিক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জাস্টিনের কথা (যাকে সাধারণত তার মৃত্যুর ধরন অনুযায়ী জাস্টিন মার্টির বলা হয়ে থাকে)। তিনি ১০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জুডিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

BanglaBook.org

যদিও রোমে তার "পাগান" ধর্মাবলম্বী পিতামাতা ছিলেন তার আর শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন গ্রিক ভাষায়, কিন্তু যিশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে ইহুদিদের জ্ঞানগর্ভ রচনাগুলো এড়াতে পারেননি। তিনি নিজের আদর্শ বিসর্জন না দিয়েই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তিনি তার দার্শনিক চিন্তাভাবনার বলে খ্রিস্টান ধর্মের গোড়ার কথা আলোচনা করতেন। তাই তিনি হয়ে ওঠেন একজন বিখ্যাত খ্রিস্টান "অ্যাপোলজিস্ট"। (অ্যাপোলজিস্ট হলো যে একটি শর্তের সপক্ষে রক্ষণশীল যুক্তি প্রদর্শন করে।)

জাস্টিন মার্টির ইহুদিদের সাথে আনুষ্ঠানিক বিতর্ক করতেন। রোমে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান করা হতো। তার রচনা হ্যাড্রিয়ান আর অ্যান্টোনিনাস পর্যন্ত পৌঁছানো উচিত ছিল যারা কিনা খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি অতি উদার মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন। অবশ্য ইহুদিদের বিদ্রোহ সত্ত্বেও অ্যান্টোনিনাস তাদের প্রতি সদয় ছিলেন।

অ্যান্টোনিনাস তার মধ্যবয়সে সিংহাসনে আরোহণের সময়ও সুস্থ ছিলেন। তার পর থেকে পচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তেইশ বছরব্যাপী রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকাল ছিল রোমে একটি শান্তির শাসনামল।

অ্যান্টোনিনাস হ্যাড্রিয়ানের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোর ঝুঁকি গ্রহণ করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিভিন্ন প্রদেশে হ্যাড্রিয়ান নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির আশায় যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাতে করে সেই অঞ্চলের প্রাদেশিক কোষাগারের জমা করা অর্থই শুধু খরচ হয়েছে। তাছাড়া এভাবে বেরিয়ে পড়লে খোদ রোমেই দীর্ঘদিনের জন্য সম্রাটের অভাব হয়। এভাবে বারবার রাজকার্যে বাধা পড়ে। আর তাতে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি যা হয় তা হলো, পুরো সাম্রাজ্যের উপরে ইতালির প্রভাবটা কমে আসে। এত কিছুর পরেও হ্যাড্রিয়ানের মৃত্যুর সময়ে সিনেট যুক্তিহীনভাবে ইতালি কেন্দ্রিক লোকদেখানো আচার অনুষ্ঠান করছিল। মৃত সম্রাটকে স্বর্গীয় দেবতার সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছিল। অ্যান্টোনিনাসকে তারপরেও সিনেটকে খুশি করার জন্য ব্যক্তিগত চেষ্টা করতে হয়েছে। অ্যান্টোনিনাসকে এজন্য ভীষণ ধার্মিক আর মৃত পিতার প্রতি নিজ সন্তানসুলভ আচরণ দেখাতে হয়েছে। এরকম অতিরিক্ত ধার্মিক আচরণ প্রদর্শনের জন্য তার নাম হয়ে গিয়েছিল অ্যান্টোনিয়াস পায়াস। ইতিহাসে এই নামেই তিনি সুপরিচিত।

তার রাজত্বের সময়ে কেবল একটি মাত্র সীমানায় সমস্যা হচ্ছিল, সেটি হলো বৃটেন। হ্যাড্রিয়ান দেয়ালের উত্তর দিকে চরমভাবাপন্ন উপজাতিরা আক্রমণ করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু রোমান সরকার তাদের বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল। তাদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য বাঁচানোর জন্য তিনি সীমানা ঘেঁষে আরেকটি দেয়াল নির্মাণ করেন। এই দেয়ালটি পড়েছে বর্তমানের স্কটল্যান্ডে। স্কটল্যান্ডের নদীর মোহনা থেকে শুরু করে আরও সামনে যতদূর চোখ যায়। এই দেয়ালটির নাম "অ্যান্টোনাইনের দেয়াল"। দুর্দমনীয় উপজাতিদের জন্য এটি ছিল দ্বিতীয় বাধা।

BanglaBook.org

জীবিত অবস্থায় যেমন শান্তি বিলিয়েছেন, শেষ সময়েও তেমনই শান্তিতে অ্যান্টোনিনাস মৃত্যুবরণ করেন ১৬১ খ্রিস্টাব্দে (৯১৬ রোমান সাল)। তার জীবনের শেষ দিনটিতে যখন রাজপুরির দারোয়ান এসে তার কাছ থেকে সেদিনের পাসওয়ার্ড জানতে চান, তিনি কেবল "প্রশান্তি" ("ইকোয়ানিমিটি") বলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

মার্কাস অরেলিয়াস

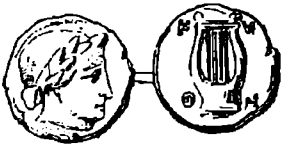

হ্যাড্রিয়ানের নির্দেশে অ্যান্টোনিনাস যে দুজন ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করেছিলেন, হ্যাড্রিয়ানের মৃত্যুর সামান্য আগে তাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করা হয়। তিনি ছিলেন মার্কাস অরেলিয়াস (মার্কাস এইলিয়াস অরেলিয়াস অ্যান্টোনিনাস)। তিনি ছিলেন অ্যান্টোনিনাসের মেয়ের স্বামী। অপরজন ছিলেন লুসিয়াস অরেলিয়াস ভ্যারাস, যাকে অ্যান্টোনিনাস সিংহাসনের উপযুক্ত বলে মনে করেননি।

যাই হোক, মার্কাস অরেলিয়াস ভাবতেন যে লুসিয়াস ভ্যারাসেরও সিংহাসনে বসার যথেষ্ট অধিকার আছে। আর তাই তিনি তার সাথে এমন ব্যবহার করতেন যেন সিংহাসনটি তিনি তার সাথে একসাথে ভোগ করতে চান। তিনি দেখাতে চাইতেন যে ক্ষমতার প্রতি লুসিয়াসেরও তার মতোই অধিকার আর কর্তব্য আছে। এভাবেই সেবারে ইতিহাসে প্রথম দুজন সম্রাট একসাথে শাসনকাজ পরিচালনা করছিলেন। এই ঘটনা ভবিষ্যতের জন্য একটি অনুরূপ উদাহরণ হয়ে রইল।

আরও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, লুসিয়াস ভ্যারাস আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি কেবল সম্রাট হওয়ার সুযোগসুবিধাগুলো ভোগ করতে পছন্দ করতেন। তাই যাবতীয় সুখ সাচ্ছন্দে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। মার্কাস অরেলিয়াস একাই সাম্রাজ্যের সকল সমস্যা সমাধান করতেন। আর তাই তাদের সেই দ্বৈত শাসনামলের মধ্যে মার্কাস অরেলিয়াসকেই সকলে মনে রেখেছে। লুসিয়াস ভ্যারাস বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন।

মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন তাকে দত্তক গ্রহণকারী পিতার পরে একজন আদর্শ শাসক। পাঁচশ' বছর আগে প্লেটো বলেছিলেন যে পৃথিবী কখনও ঠিকঠাকমতো চলবে না যতক্ষণ না রাজপুত্রেরা সব দার্শনিক হয়ে যাবে কিংবা দার্শনিক রাজপুত্র জন্মাবে। মার্কাস অরেলিয়াসের ক্ষেত্রে প্লেটোর এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। মার্কাস একাধারে ছিলেন একজন শক্তিশালী শাসক আর সম্মানিত দার্শনিক। তার রচনা আজও সমানভাবে জনপ্রিয়।

প্রকৃতপক্ষে মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন জোনোর আদর্শে বিশ্বাসী একজন স্টয়িক (জীবনের যাবতীয় অর্জন আর ব্যর্থতার প্রতি উদাসীন)। এমনিতে অ্যান্টোনিনাসের

সময়েও স্টয়সিজম কিছুটা প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সেই সময়টিতে এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এপিকটেটাসের মাধ্যমে। তিনি একজন গ্রিক যিনি জন্ম (৬০ খ্রিস্টাব্দে) থেকেই দাস ছিলেন। তার স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল আর একটি পা ছিল খোঁড়া (সম্ভবত কোনো নিষ্ঠুর মনিবের রাগের শিকার হয়েছিলেন তিনি)। তাকে খুব অল্পবয়সে রোমে আনা হয়। সেখানে তিনি স্টয়িক মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকদের বক্তৃতা শোনার সুযোগ পান। তিনি তাদের আদর্শে ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার পরে তিনি একজন শিক্ষক হয়ে যান। নিজের মতাদর্শ শিক্ষা দিতে থাকেন। ডমিশিয়ানের সময় যখন দার্শনিকদের রোম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তখন এপিকটেটাসকেও রোম ছাড়তে হয়। এটা ছিল ৮৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। তিনি অবসর গ্রহণ করে নিকোপেলিসে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। নিকোপেলিস হলো অগাস্টাসের পত্তন করা শহর, অ্যাক্টিয়ামের কাছে মার্ক অ্যান্থনির সাথে শেষ যুদ্ধ জয়ের পরে অগাস্টাস এই শহরটি বানিয়েছিলেন। নিকোপোলিসে এপিকটেটাস জীবনের শেষ দিনগুলোতে শিক্ষা দান করে কাটান।

এপিকটেটাস তার নিজহাতে কিছু না লিখলেও, তার শিক্ষা গ্রহণকারী অনেকের মধ্যেই তার আদর্শ লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে। তার সবচেয়ে নামকরা ছাত্র ছিলেন আরিয়ান (অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের জীবনী লেখক)। তিনি এপিকটেটাসের আদর্শ দুইটি খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছিলেন যার কিছু অংশ উদ্ধার করা গেছে। এপিকটেটাসের দর্শন ছিল দয়ার আর মানবিকতার। যেমন তিনি বলতেন, "বাঁচ আর বাঁচতে দাও" এবং "সহ্য কর আর সংযম কর"।

মার্কাস অরেলিয়াস যখন তরুণ ছিলেন তখনই স্টয়িক মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর পরবর্তীকালে সম্রাট হওয়ার কারণে স্টয়সিজমের শিক্ষা দান করতে করতে একজন বিশিষ্ট স্টয়িক হিসেবে পরিচিতও হয়েছিলেন। মার্কাস অরেলিয়াস সুখ ভোগে বিশ্বাস করতেন না, বরং তার বিশ্বাস ছিল উত্তেজনাবিহীন প্রশান্তিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন জ্ঞান, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা আর সংযমে। নিজের জীবনের পথে কোনো কষ্টকর দায়িত্ব পালন থেকে তিনি পিছ পা হননি। তার জীবন যেমন যুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে গেছে, তার মধ্যে নিজের সব চিন্তা ভাবনাকে একটি নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন তিনি। উদ্ধারকৃত ছোট্ট এ বইটির নাম তিনি দিয়েছিলেন "ধ্যান" ("মেডিটেশন")। এই গ্রন্থটি আজও ব্যাপক জনপ্রিয় এজন্য যে, তার মতো বিলাসবহুল জীবনে আর সম্মানিত অবস্থানে একজন মানুষ কী করে এত জ্ঞানপিপাসু আর ধৈর্যশীল হতে পারে।

কিন্তু মার্কাস অরেলিয়াস জীবনে ততটা শান্তি পাননি যতটা তিনি পেতে পারতেন। অ্যান্টোনিনাসের শান্তিপূর্ণ রাজত্ব যেন তার মৃত্যুর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছিল। তার পর থেকেই রোমের বিভিন্ন দিক থেকে নানারকম সমস্যার উদ্ভব হয়। রোমের বিরুদ্ধে কিছু শত্রু রাতারাতি তৈরি হয়ে যায়।

BanglaBook.org

পূর্বদিকে রোমের পুরনো শত্রু পার্থিয়ানরা হঠাৎ করে জেগে ওঠে। তারা আকস্মিক আর্মেনিয়া দখলের জন্য মরিয়া হয়ে যায়। তারা সিরিয়ায় প্রবেশ করে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রোমান সেনাবাহিনী যুগ্ম সম্রাট লুসিয়াস ভ্যারাসের নেতৃত্বে পূর্বদিকে ছুটে যায়।

পার্থিয়ানরা পরাজিত হয়। রোমানরা উল্টো মেসোপটেমিয়ায় গেঁড়ে বসে আর তাদের রাজধানী টেসিফোনে আগুন লাগিয়ে দেয়। ১৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পুনরায় রোমে শান্তি স্থাপিত হয় আর তার তিন বছরের মাথায় লুসিয়ান ভ্যারাসের মৃত্যু হয়। মার্কাস অরেলিয়াস তখন রোমের একক সম্রাট হয়ে যান।

পার্থিয়ানরা হয়তো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল রোম দখলের জন্য কিন্তু হেরে গেলে কী হবে সেটা ভেবে দেখেনি।

পূর্বদিকে ইন্ডিয়া আর চীনের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা আজীবনই কলেরা আর প্লেগের মতো ভয়াবহ অসুখের প্রকোপে নাজেহাল ছিল। ওইসব দেশের মানুষ এই অসুখগুলোর সাথেই ওঠাবসা করত, মানে সেখানে সবসময়েই কোনো না কোনো এলাকায় এগুলো লেগে থাকত। এক একবার এক একটি অসুখের প্রকোপ বেড়ে যেত, মহামারী আকারে একটি বিশেষ জীবাণুর নাম শোনা যেত। তারপর সেই মহামারী ভ্রমণকারী, সেনা বা ভয়ার্ত রিফিউজিদের শরীরে বাহিত হয়ে বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। অন্য সববারের মতোই সেবার প্লেগ অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। অসুখটি ইউরোপে প্রবেশ করল।

এটি এতই ভয়াবহ ছিল যে এথেন্সকে ঘায়েল করে ফেলল। এই ঘটনাটি মার্কাস অরেলিয়াসের ক্ষমতায় আসার ছয়শ বছর আগের। গ্রিসের সাথে স্পার্থার যখন লম্বা যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তখনকার ঘটনা এটি। রোগটি গ্রিসের মানুষকে এমনভাবে অসুস্থ করে ফেলে যেন মনে হয় এথেন্স যুদ্ধে হেরেই যাবে। এই প্লেগ অনেকটা এথেন্সের প্রতাপ কমিয়ে গ্রিসের ধ্বংস শুরুর জন্য দায়ী। মার্কাস অরেলিয়াসের শাসনামলের বারো শতাব্দী পরে আরেকরকমের প্লেগ (বিখ্যাত কালাজ্বর) ইউরোপকে সাবাড় করে দিয়েছিল। সেবারে এই কালাজ্বর ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়।

এই দুই ভয়াবহ প্লেগের মাঝখানে একটি এসেছিল, মার্কাস অরেলিয়াসের সময়ে, সেটির গুরুত্বও কম নয়। এটা গুটি বসন্তের মহামারী হতে পারে। পার্থিয়ায় যেসব সেনা যুদ্ধে রত ছিল তারা অনেকে গুটি বসন্তে আক্রান্ত হলো। এই মহামারী তাদের ক্রমশ দুর্বল করে দিলো। সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারা শরীরে জীবাণু বয়ে রোমে আর অন্যান্য প্রদেশে নিয়ে এলো।

পুরো সাম্রাজ্যের মানুষের মধ্যে ভয়াবহভাবে জীবাণুটি ছড়িয়ে পড়ল। যোদ্ধা আর কৃষকের সাম্রাজ্যে এমন ছাপ ফেলে গেল যে চিরকালের জন্য সেটি দুর্বল হয়ে গেল। গুটি বসন্তের প্রকোপে রোম শহরের জনসংখ্যা সেই যে কমে গেল, বিংশ শতাব্দীর আগে সেই সংখ্যা আর অগাস্টাস কিংবা ট্র্যাজানের সময়ের সমান হয়নি।

BanglaBook.org

এভাবে জনসংখ্যা কমে যাওয়াটা সাম্রাজ্যের জন্য একরকম ভয়ংকর ইঙ্গিত দিচ্ছিল। তাই মার্কাস অরেলিয়াস উত্তর দিক থেকে অসভ্য কিছু জাতিকে সেখানে এসে থাকার আহ্বান জানালেন। এটাই ছিল রোমান পেন্ডুলামের সর্বপ্রথম জার্মানির দিকে ঝুঁকে যাওয়া।

ইতালির ভয়ার্ত জনগোষ্ঠী ওই মহামারীর জন্য কাউকে না কাউকে দোষ দিতে উদ্যত হলো। তারা একাধারে খ্রিস্টানদের উপরে এর দোষ চাপিয়ে দিলো। আর তখনই আরম্ভ হলো ধর্মের কারণে মানুষের উপরে অত্যাচার। সেই সময়ে ডাইনি খুঁজে বের করার ঘটনায় যারা মারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন হলেন জাস্টিন মার্টির। কোনো সন্দেহ নেই যে মার্কাস অরেলিয়াস তার আদর্শ অনুযায়ী এ ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন মানুষকে বিরত করতে। কিন্তু গুজবে কান দেয়া মানুষের উদভ্রান্ত আক্রোশ সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এটা নিশ্চিত ছিল যে মার্কাস অরেলিয়াস সাম্রাজ্যের আদর্শ এবং লক্ষ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাজ্যের ধর্ম আর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আর সবার থেকে চিন্তায় আর চেতনায় অন্যরকম ছিলেন। তার কাছে নিশ্চয়ই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা তখন হয়ে উঠেছিল দেশের শান্তি হরণকারী এক জাতি। তার শাসনামলের সেই সময়টাতে রোমে অশান্তি আর হানাহানি এতই বেড়ে গেল যে তার আগের কয়েক সম্রাটের আমলে এমনটা দেখা যায়নি। তিনি বুঝতে পারলেন যে দেশে বিদ্রোহের আশঙ্কা বাড়ছে আর তার পক্ষে সেটা সামাল দেয়া দুঃসাধ্য হবে। তাই খ্রিস্টানদের উপরে অত্যাচার যেটা তিনি অন্যায় হিসেবেই জানতেন, তা বন্ধ করার আইনানুগ উদ্যোগ নিলেন।

রোমের বাইরে রোমের জন্য সবচেয়ে বড় ভয় ছিল মার্কোম্যানির নেতৃত্বে জার্মানির উপজাতি দল। তারা এখনকার উত্তর বেভারিয়ায় বাস করত। দানিয়ুবের উত্তর দিকে আরও কিছু উপজাতির সাথে যুক্ত হয়েছিল তারা। পার্থিয়ার সাথে রোমের পুরনো শত্রুতার সুযোগ নিয়ে তারা উত্তর দিক থেকে রোমে আক্রমণ করল। প্রায় পনেরো বছরব্যাপী মার্কাস অরেলিয়াস এই ম্যার্কোম্যানিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গেলেন। নিজের জায়গা থেকে যাত্রা করে তাদের হটিয়ে দেয়ার জন্য অনেকদূর পর্যন্ত যাত্রা করলেন। জার্মানিকে বারবার পরাজিত করার পরেও তারা ক্রমাগত জেগে উঠছিল।

মোটের উপরে রোমের সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আগের কয়েকশ' বছরে রোমকে আশেপাশের উপজাতিদের সাথে এত যুদ্ধ করতে হয়েছে আর তাদের এত জায়গা রোম দখল করেছে যে তখন ওই যুদ্ধে জিত ছাড়া কিছুতেই হার মানা যেত না। কিন্তু রোমের অবস্থা অটুট রাখার জন্য যেটুকু সংযমের দরকার ছিল তা কখনও পালন করা হয়নি। সেভাবে চলতে চলতে যা হওয়ার তাই হলো, পরের শতাব্দীর মানুষদের কপালে যে ক্ষয়প্রাপ্ত রোমের চেহারা অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাই দেখল তারা।

BanglaBook.org

মার্কাস অরেলিয়াস ১৮০ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৩ রোমান সালে) মারা যান। তার রাজত্বকাল ছিল উনিশ বছর। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। আর সত্যি বলতে কী, তিনি তখনও জার্মানির বিরুদ্ধেই লড়ছিলেন। তার মৃত্যুর স্থানটি আধুনিক ভিয়েনার কাছে একটি জায়গা।

অ্যান্টোনাইনদের আমল

৯৬ খ্রিস্টাব্দে নার্ভার মৃত্যু থেকে শুরু করে ১৮০ খ্রিস্টাব্দে মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যু পর্যন্ত চুরাশি বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যে মানুষ মূলত শান্তিতেই ছিল। ওই বছরগুলোতে সরকার ব্যবস্থাকে ভদ্র আর ন্যায়পরায়ণ খেতাবই দেয়া চলে। সেই সময়ে পার্থিয়া, ডেসিয়া আর বৃটেনের সাথে যুদ্ধ লেগেছিল বটে, তবে সেসব রোম থেকে অনেক দূরে। সেসব যুদ্ধ হয়েছিল সাম্রাজ্যের বাইরের মাটিতে। আর তাই রোমান প্রদেশগুলোতে তেমন প্রলয়ঙ্করী কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। বিদ্রোহীও কম ছিল না সে সময়টাতে। যেমন হ্যাড্রিয়ানের সময়ে ছিল ইহুদি বিদ্রোহীরা। এসেছিল হঠাৎ করে জেগে ওঠা একজন জেনারেলের বাহিনী। সিরিয়ার যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। ঘটনাটি ছিল ১৭৫ সালে আর তারা বিদ্রোহ সংগঠনের আশায় গুজব রটিয়েছিল যে জেনারেল মার্কোম্যানির হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যু হয়েছে। এই সমস্ত বিদ্রোহীদের দমন করা হয়েছিল অত্যন্ত নিপুণভাবে। এসব দুর্ঘটনা সেই সময়ের বিরাজমান শান্তির ক্ষেত্রে খুবই ছোট ছোট উপদ্রব।

বলে রাখা ভালো যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন তার বিখ্যাত বাণীতে বলেছেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে যত জাতির যত কালের যত রাজত্বের ইতিহাস আছে, তার মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের অ্যান্টোনাইনদের সময়ের মতো এরকম সময় আর কখনও আসেনি। একই সাথে অসংখ্য মানুষ সে আমলে আশাতীত দীর্ঘ সময়ের জন্য শান্তিতে ছিল।

একভাবে চিন্তা করলে তিনি ঠিকই বলেছিলেন। কারণ আমরা যদি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে ভাবি, তাহলে অ্যান্টোনাইনরা ছিল সবচেয়ে সফল শাসক। অন্যান্য শতাব্দীতে যখন রাজ্যে রাজ্যে লাগাতার যুদ্ধ লেগে ছিল, তার চেয়ে সে সময়টা অনেক ভালো ছিল। এমনকি তাদের শাসনামলের পরের কয়েকটি বছর, যখন কিনা নানারকম অসভ্য জাতির উৎপাত লেগে ছিল, সে সময়টার চেয়েও অ্যান্টোনাইনদের সময়টা ভালো ছিল। আর তখন যখন অসংখ্য ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত সরকারের সৃষ্টি হয়েছিল, তার চেয়ে তো সে সময়টা ভালো ছিলই। যে কেউ বলতে পারে যে আজকের এই উত্তপ্ত পৃথিবীটা (রোমসহ বাকি পুরো পৃথিবী) যে অ্যাটম বোমার ভয়ংকর ছায়ায় ছেয়ে আছে, তার চেয়ে বরং সে সময়টা অনেক অনেক ভালো ছিল।

BanglaBook.org

এটা সত্য যে অ্যান্টোনাইনের সময়টা যদি শান্তি আর স্থিরতার হয়ে থাকে তবে তা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের জন্য অস্বাভাবিক ধকলের পরে এক টুকরো শান্তি আর স্থিরতা। কারণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল গ্রিক আর রোমানদের উপর্যুপরি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। একটি সাম্রাজ্য যখন এত বিশাল আর এত ভয়ংকর শক্তিশালী হয়, তখন তাকে অনেক ধাক্কা আর দুর্যোগ সহ্য করেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রোমান সাম্রাজ্য একটি বীরের মতো তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োজিত করে দাঁড়িয়ে ছিল। এটা যেন এক অতিমানব যোদ্ধার মতো নিজের অস্তিত্ব জাহির করা। কিন্তু তারপরেও এর অবস্থা এতই আশঙ্কাজনক ছিল যে জয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

১৬৬ খ্রিস্টাব্দের মহামারী হয়তোবা সাম্রাজ্যের মানুষের মধ্যে যেটুকু সাহস আর ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল তাও কেড়ে নিয়েছিল।

একের পর এক সম্রাটের রোমকে দেখার মতো আকর্ষণীয় একটি স্থানে পরিণত করতে চাওয়ার উদ্যোগ সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থাকে আরও ধসিয়ে দিয়েছে। অ্যান্টোনাইনদের সময়ে শতশত, হাজার হাজার রোমান নাগরিককে বিনা খরচে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। তখন প্রতি তিন দিনের মধ্যে একদিন থাকত ছুটি। আর সেই ছুটির দিনটিতে তাদের বিনোদনের জন্য রথের প্রতিযোগিতা, গ্ল্যাডিয়েটরের যুদ্ধ আর নানারকমের পশুপাখির খেলার ব্যবস্থা থাকত। এগুলোর সবই ছিল মারাত্মক ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া অল্পদিনের জন্য মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য অর্থনীতিকে দীর্ঘদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করে এসব বিনোদনের ব্যবস্থা করাটা ছিল খুবই অবিবেচকের মতো কাজ। (প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে যেসব রোমান ওই ধরনের বিনোদনে আগ্রহী ছিল, তারা খুব উপভোগ করত। নিজেদের উত্তরাধিকারীদের কথা তেমন একটা ভাবেনি তারা। তাদের জন্য কোনো কিছুই রেখে যেতে চায়নি। এখন আমাদের এই প্রজন্ম যারা যথেচ্ছা পৃথিবীকে দূষিত করছে আর পৃথিবীর সীমিত সম্পদ ধ্বংস করছে তারাও একই ধরনের অপরাধে অপরাধী। তাই কেবল সেই যুগের রোমান নাগরিকদের দিকে আঙুল তোলার কোনো অধিকার অন্তত আমাদের নেই।)

অ্যান্টোনাইনদের আমলের অতিরিক্ত বিনোদনে ভোগা জাতির একঘেয়ে জীবনে সাহিত্যের ভাণ্ডার দিনদিন কমে আসছিল। অ্যান্টোনাইনদের সময়ের শেষের দিকের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হলেন লুসিয়াস অ্যাপোলেইয়াস, যিনি জন্মেছিলেন ১২৪ খ্রিস্টাব্দে নিউমিডিয়ায়। তিনি এথেন্সে শিক্ষা গ্রহণ করেন আর রোমে কিছুদিনের জন্য বসবাস করেন। কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটান কার্থেজে।

"সোনার গাধা" (দ্য গোল্ডেন অ্যাস) বইয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন তিনি। রচনাটিতে একজন মানুষের কল্পনার জগৎ দেখানো হয়। একজন মানুষ হঠাৎ গাধায় পরিণত হয়ে যায় এবং তারপরে তার পশুজীবনে নানান মজাদার ঘটনা ঘটতে

BanglaBook.org

থাকে। "কিউপিড অ্যান্ড সাইক" নামে বিখ্যাত গল্পটি ওই বইয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রাচীন গল্প বলার ঢঙে লেখা অদ্ভুত এবং অসাধারণ একটি রচনা।

বিজ্ঞানচর্চা কমে আসছিল সে সময়ে। অ্যান্টোনাইনদের শাসনামলে বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে কেবল দুটো নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গ্রিক (অথবা মিশরিয়ও হতে পারেন) মহাকাশ বিজ্ঞানী। তিনি হ্যাড্রিয়ান আর অ্যান্টোনিনাসের আমলে মিশরে বাস করতেন। তিনি হলেন ক্লডিয়াস পলেমিয়াস। ইংরেজি ভাষায় তিনি কেবল টলেমি নামে পরিচিত। তিনি সমস্ত গ্রিক মহাকাশবিজ্ঞানীর কাজকে একত্র করে একটি এনসাইক্লোপেডিয়ার মতো সংকলন তৈরি করেছিলেন। সেই বইটি মধ্যযুগেও ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। তিনি যদি ওই সংকলনটি না করতেন তবে প্রাচীন যুগের সমস্ত বিজ্ঞানীদের গবেষণার ইতিহাস একরকম হারিয়েই যেত। এটি যেন তার আগের পরে শত বছরের মহকাশ গবেষণার ইতিহাস। যেহেতু টলেমির আঁকা মহাবিশ্বের ছবিতে পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখা হয়েছে, সেহেতু এই ধরনের মডেলে কেন্দ্রে পৃথিবী সম্পন্ন ছবিটিকে বলা হয় "টলেমির সিস্টেম"।

টলেমির চেয়ে বয়সে কিছুটা ছোট ছিলেন গ্যালেন। তিনি ছিলেন একজন গ্রিক চিকিৎসক যিনি এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন ১৩০ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে বসবাস করা শুরু করেন এবং মার্কাস অরেলিয়াসের চিকিৎসক হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। তিনি ঔষধের উপরে গবেষণা গ্রন্থ লেখেন। তার বইগুলো মধ্যযুগেও মানুষ পড়েছে। এমনকি আধুনিক যুগ পর্যন্ত সেসব ঔষধের প্রয়োগ দেখা গেছে।

সে সময়ে সাম্রাজ্যের বোঝা বাড়ছিল আর স্বেচ্ছায় সেসব বোঝা বহনের মানুষের সংখ্যা দিনদিন কমছিল। মনে হচ্ছিল এভাবেই যেন বোঝার ভারে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে। আর হয়েছিলও তাই।

যদিও এসব একঘেয়েমি আর ক্লান্তি সব ধরনের প্রচেষ্টাকে ঘায়েল করতে পারে না। তারপর একসময় পৃথিবীকে অটুট রাখার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা মানুষের মনে নাড়া দেয়। মানুষ নিজের সাথে বসবাসরত এই গ্রহটির সম্পর্ক গভীরভাবে বুঝতে শেখে। অবশ্য সে সময়ে বিজ্ঞান, শিল্পচর্চা আর সাহিত্যের যে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি এর সপক্ষে একটি যুক্তি দেয়া যায় যে বুদ্ধিমান মানুষেরা তখন একটি নতুন প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তা হলো ধর্মতত্ত্ব (থিওলজি)।

শুধু যে ইহুদি আর খ্রিস্টানরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে তর্কে লিপ্ত ছিল তাই নয়। আবার তারা একসাথে হয়ে যে রোমের প্রাচীন ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে লড়ছিল তা-ও নয়। কেবল খ্রিস্টানদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের অনেক দল হয়ে গেল। (একটি দল প্রাচীন মতে বিশ্বাসী হলে তাদের বলা হলো "গোঁড়া" (অর্থোডক্স)। গ্রিক ভাষায় অর্থোডক্সের অর্থ হলো "সরল বিশ্বাসী"। আরেকটি দল প্রাচীন ধর্মকে খারিজ করে দিয়ে নতুন নিয়মকানুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল বলে তাদের বলা হলো

BanglaBook.org

"নব্যতান্ত্রিক" (হেরেসিস)। গ্রিক ভাষায় হেরেসিস শব্দের অর্থ হলো "নিজের জন্য বেছে নেয়া"।

খ্রিস্টান ধর্মের প্রথম দিকের দশ বছর ধরে একদল খ্রিস্টান তাদের নিজস্ব এক ধরনের মতামত আঁকড়ে নিয়ে বসে ছিল। তাদের আদর্শকে বলা হয় "নস্টিসিজম"। এটা প্রাথমিক হেরেসিস দলের শুরু বলা যেতে পারে। নস্টিসিজম একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ হলো জ্ঞান। নস্টিসিজম দাবি করত যে জ্ঞানই মুক্তি যা একমাত্র পৃথিবীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। এখানে জ্ঞান বলতে আমরা পরিবর্তন আর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যা অর্জন করি তাকে বোঝায়।

প্রকৃতপক্ষে নস্টিসিজমের আবির্ভাব হয়েছিল খ্রিস্টান ধর্মেরও আগে। সেই মতাদর্শের মধ্যে পার্সিয়ান ধর্মের কিছু ছায়া ছিল। মূলত পার্সিয়ান ধর্মের আদর্শে ভালোমন্দের বিচার আরেকটি অশুভ শক্তির বর্ণনা একইরকমের ছিল। ভালো আর খারাপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার বিষয়গুলোও ছিল একইরকম। খ্রিস্টান ধর্ম আসতে আসতে বেশ কিছু নস্টিসিজম অনুসারী খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়টি গ্রহণ করে নিলো।

কিছু কিছু খ্রিস্টান নস্টিসিজম অনুসারী বিধাতাকে সব শুভ শক্তির আধার বলে স্বীকার করত। কিন্তু মনে করত যে বিধাতার সাথে মানুষের যে দূরত্ব তা মানুষ কখনোই অতিক্রম করতে পারবে না। আসলে একটি অশুভ শক্তির প্ররোচনায় এই পৃথিবীর সৃষ্টি আর বাইবেলের প্রাচীন পর্যায় হিসেবে তার নাম হলো জিহোভা। যিশু হলেন বিধাতার সন্তান যিনি জিহোভার হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে এখানে নেমে এসেছেন। সাধারণভাবে নস্টিসিজমের অনুসারীরা ছিলেন কিছুটা উগ্র।

অন্যদিকে বাইবেলের পুরনো পর্যায়ের স্বর্গীয় বিচার অনুযায়ী আজকে যাদের আমরা অর্থোডক্স মনে করি, সেই একই বর্ণনার জায়গা থেকে জিহোভাকে মনে করা হয় বিধাতা। জিহোভাকে অশুভ শক্তি মনে করা মানে তাদেরকে ভয়ানক দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়া। এটাই প্রথম এমন ঘটনা যা খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানকে খেপিয়ে তুলল। আর এই ঘটনার ভয়াবহতা এতই প্রকট হয়ে উঠল যে এই মতপার্থক্য খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মের মানুষদের বিদ্বেষের চেয়ে খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানের বিদ্বেষই বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠল।

খিষ্টান ধর্মের শিক্ষকেরাও তাদের নিজস্ব জ্ঞান আর মতবাদ জাহির করতে লাগলেন। তবে তারা অনুতপ্ত মানুষদের শিক্ষা আর সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন যার নাম মন্ট্যানাস, তিনি অ্যান্টোনিনাস পাইয়াসের সময় নিজেকে বিধাতার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত বিশেষ একজন দূত হিসেবে দাবি করেন। তিনি মানুষকে ধর্মশিক্ষা দিতে থাকেন আর যিশুর দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন।

এটাও বিশেষ মাসিহার জন্য এক ধরনের অপেক্ষা। ইহুদিরাও এরকম একজন মাসিহার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অপেক্ষা করে ছিল। কিছু ইহুদি শিক্ষকেরা

তাদের বুঝিয়েছিলেন যে একজন বিশেষ মাসিহার আগমন অবশ্যম্ভাবী। তাদের বক্তব্য যারা শুনেছিল, সবাই বিশ্বাস করেছিল। যিশুর আবির্ভাবের পর যখন কিছু ইহুদি আর বেশিরভাগ অন্য ধর্মের মানুষেরা তাকে মাসিহা হিসেবে ধরে নিলো, তার অন্তর্ধানের পরে আরেকজন মাসিহার আগমনের প্রতীক্ষায় প্রজন্মের পরে প্রজন্ম বসে রইল। অনেক প্রজন্ম পরেও তাদের মধ্যে হতাশা দেখা যায়নি। তারা একজন আরেকজনকে খবর পৌঁছে দিয়েছে যে আরেকজন মাসিহা আসবেন, আর এভাবেই প্রতি প্রজন্মে বিশ্বাসটি প্রবাহিত হয়েছে। ("জিহোভার সাক্ষী" রচনাটির প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী দলটি আসলে তারাই যারা বিশ্বাস করে যে পুনরায় আরেকজন মাসিহার আগমন ঘটবেই ঘটবে।)

মন্ট্যানাস একটি বিশেষ ধর্মীয় দলের সৃষ্টি করেন যারা বিশ্বাস করে যে যিশু আবার আবির্ভূত হওয়ার আগপর্যন্ত মানুষকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। মানুষকে পার্থিব সবকিছু বর্জন করে, পাপ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে একটি রক্ষণশীল জীবনযাপন করতে হবে। তিনি সেই ধর্মোপদেশই দিয়েছিলেন যাকে আজকের জগতে আমরা বলি "কঠোর নীতির অনুসারী" ("পিউরিট্যানিক্যাল")।

আর এভাবেই বেশিরভাগ মানুষ এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে নিজেদের সমস্ত শক্তি আর ক্ষমতা অন্য আরেকটি উন্নত পৃথিবীর আশায় নিয়োজিত করল। তারা এই পৃথিবীর উন্নয়নসাধন করতে ভুলে গেল। আর ধীরে ধীরে বিদ্যমান পৃথিবীকে হয় মূল্যহীন না-হয় শয়তানের আখড়া ভেবে নিলো।

কমোডুস

কিন্তু সবকিছু এতটা খারাপের দিকে যেত না যদি কিনা মার্কাস অরেলিয়াস তার আগের চারজন সম্রাটের আদর্শ মেনে চলতেন। তিনি যদি তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, যিনি যুদ্ধ আর সেনা দায়িত্বে সমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন, এমন কাউকে খুঁজে বের করতেন। তিনি সেরকম কিছু করেননি। আর তাই এই অদূরদর্শিতা সাম্রাজ্যের জন্য এতটাই ভয়াবহ ছিল যে সেখানে আগের সমস্ত সম্রাটেরা ভালো যা কিছু করেছেন, সব ভেস্তে গিয়েছিল।

মার্কাস অরেলিয়াস কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে ফেলেছিলেন। ১৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাকে (তার পুত্রের বয়স তখন মাত্র ষোল) যুগ্ম সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে বসিয়ে দেন।

সে সময়ে যেটি খুব চিন্তার বিষয় ছিল তা হলো, যে ছেলেটি সিংহাসনের উপরেই জন্মেছে, তার অতি আদরে বখে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সিংহাসনে বসতে না বসতেই ছেলেটি অতিরিক্ত প্রশংসা পেয়ে গেল। অতিরিক্ত ক্ষমতারও অধিকারী

BanglaBook.org

হয়ে গেল। যেমনটি হয়েছিল ক্যালিগুলা আর নিরোর সাথে, একই ঘটনা আবার ঘটতে লাগল।

যুবক সম্রাটের নাম ছিল কমোডুস (মার্কাস লুসিয়াস এলিয়াস অরেলিয়াস কমোডুস অ্যাটোনিনাস)। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে সম্রাটের আসনে বসলেন।

কমোডুস কোনো যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি জার্মানির মার্কোম্যানির সাথে তাড়াহুড়ো করে একটি শান্তিচুক্তি করে ফেললেন আর নিজেকে বিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। তিনি সরকারি কাজের বোঝা সব চাপিয়ে দিলেন সরকারি কর্মচারিদের উপরে। এটা ছিল একরকমের বিপজ্জনক। মানুষ সহজে সম্রাটকে দোষও দিতে পারছিল না কারণ তাদের সবসময় শেখানো হয়েছিল সম্রাটকে পবিত্র একটি অস্তিত্ব হিসেবে কেবল শ্রদ্ধা করতে। বরং কোনো সরকারি আমলাকে কোনো সমস্যার জন্য দায়ী করা তার চেয়ে অনেক সহজ। নিজের অধীনে থাকা সরকারি কর্মচারিদের যুক্তি দিয়ে পরাজিত করার ক্ষমতাও কমোডুসের ছিল না। তাই কারো কাজ যখন কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করত, সম্রাট তাকে জনগণের রায়ের উপরে ছেড়ে দিতেন। এভাবেই তিনি নিজে যে কোনো ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যেতেন।

বেশিরভাগ সময়ে দুর্বল শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তেমন সম্রাট সিনেটের হাতে বন্দী কিংবা মৃত্যুবরণ করতে ভয় পেতেন। তিনি মনে করতেন সাম্রাজ্যে সিনেটই তার একমাত্র প্রতিপক্ষ। এতে করে এমনই মনে হচ্ছিল যে সাম্রাজ্যে সিনেটের সাথে একযোগে সম্রাটের শাসনের যে প্রচলনটি ছিল, সেটি যেন একটি সমাপ্তির দিকে চলে এলো। সেই আগের মতো আবার রাজ্যে সন্ত্রাস আর ষড়যন্ত্রের অমানিশা ঘিরে এলো।

সিনেট অবশ্যই সেই আগের মতো আর ছিল না। বিশেষ করে অগাস্টাসের সময়ে যেমন ছিল তেমনও নয় যে একাই তিনি পুরো সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। এটি আর সেই প্রাচীন রোমান ঐতিহ্যের ধারক হয়ে থাকতে পারছিল না। রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে করতে যত যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল, তাতেও তার ঐতিহ্য কমে গিয়েছিল কিছুটা। যা বাকি ছিল তা-ও যেন ক্যালিগুলা, নিরো আর ডমিশিয়ান নষ্ট করে দিলো। অ্যান্টোনাইনদের মধ্যে সিনেটে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এটাও সিনেটের সম্মান কমিয়ে দেয়ার আরেকটি কারণ।

নিরোর মতো কমোডুসও ছিলেন সাম্রাজ্যের জন্য দানবের মতো। শেষ সময় পর্যন্ত নিজের বিলাসী জীবন কাটিয়ে গেছেন তিনি। নিরো অন্তত তার সঙ্গীত চর্চা কিংবা অভিনয়, গান এসবের মধ্যে দিয়ে কিছু নামডাক কামিয়েছিলেন। কমোডুসের সম্রাট শরীরের মধ্যে ছিল কেবল একজন গ্ল্যাডিয়েটরের হৃদয়। তার জন্য বিনোদন ছিল অ্যাম্ফিথিয়েটারে কোনো জন্তুকে নিরাপদ অবস্থান থেকে হত্যা করা। আর তিনি প্রকৃত গ্ল্যাডিয়েটরের প্রতিযোগিতাও করতে চাইতেন। যদিও রোমানরা অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই করতে করতে, রক্তাক্ত হয়ে শেষে

BanglaBook.org

নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখতে পছন্দ করত কিন্তু এমনিতে সমাজে গ্ল্যাডিয়েটরদের তেমন কোনো কদর ছিল না। তাই একজন সম্রাট যখন গ্ল্যাডিয়েটরের মতো আচরণ করছে, তখন তা খুবই অসম্মানজনক।

এভাবে আবারও সম্রাটের অতিরিক্ত ব্যয়ের স্বভাবের কারণে রাজ্যের কোষাগার শূন্য হতে লাগল। ফলে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট সাম্রাজ্যকে ছেয়ে ফেলল।

এই নবরূপী নিরোর সমাপ্তিটাও আগের নিরোর মতোই হলো। তার সবচেয়ে কাছের যারা ছিল তারা সম্রাটের অতি আবেগী চরিত্রকে ভয় পেত। তাই একরকম নিজেদের বাঁচানোর জন্যই সম্রাটকে সেসব আবেগ প্রবণতা থেকে দূরে রাখতেন। ১৯২ খ্রিস্টাব্দে (৯৪৫ রোমান সাল) সম্রাটের রক্ষিতা মার্সিয়া আর বিশেষ কিছু সরকারি কর্মচারি মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে একজন পেশাদার মুষ্ঠিযোদ্ধার সাথে প্রতিযোগিতায় নামান। সেখানে লড়াই করতে করতে তিনি গ্ল্যাডিয়েটরের মৃত্যুবরণ করেন। নিরোর মতোই মৃত্যুর সময়ে তার বয়স ছিল মাত্র তিরিশ বছর।

কমোডুস ছিলেন নার্ভা বংশের (দত্তক গ্রহণ এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারীসহ) শেষ সম্রাট। এই বংশ রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ঠিক একশ বছর রাজত্ব করে। যুগ্ম সম্রাট লুসিয়াস ভ্যারাসসহ এই বংশ রোমকে সাতজন সম্রাট উপহার দিয়েছে।

BanglaBook.org

৫. সেভিরাসের বংশ

সেপ্টিমিয়াস সেভিরাস

এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাম্রাজ্য, অথচ দুই দুইবার ভাঙনের মুখে পড়ল। একবার নিরোর হাতে, আরেকবার ডমিশিয়ানের হাতে। প্রথমবার অপ্রস্তুত সিনেটকে একটি গৃহযুদ্ধও সামলাতে হলো। যাই হোক যুদ্ধের সমাপ্তিটা ভালোই হয়েছিল। দ্বিতীয়বারে সিনেট প্রস্তুত ছিল আর প্রথম থেকেই সবরকম প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হলো।

সিনেট আইনের দ্বিতীয় সংশোধনীর উপরে আস্থা রাখত। ডমিশিয়ানকে যেমন বয়স্ক আর সম্মানিত নার্ভাকে অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তেমনি কমোডুসকে অনুসরণ করতে হয়েছিল পার্টিন্যাক্সকে (পাবলিয়াস হেলভিয়াস পার্টিনাক্স)।

হ্যাড্রিয়ানের আমলে ১২৬ খ্রিস্টাব্দে বেশ শান্তিপূর্ণ একটি অবস্থার সময়ে পার্টিন্যাক্সের জন্ম। কমোডুসের মৃত্যু পর্যন্ত পার্টিন্যাক্স কষ্ট করে সরকারি চাকরিতে একটু একটু করে বেড়ে উঠছিলেন। সে সময়ে তিনি ছিলেন আজকের দিনের রোমের মেয়রের মতো একটি অবস্থানে।

নার্ভার মতো পার্টিন্যাক্সও সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নেয়ার পক্ষে ছিলেন খুবই বয়স্ক। সাম্রাজ্য নিয়ে কঠিনভাবে নাড়াচাড়া করার শক্তিও ছিল না তার। অবশ্য প্রিতোরিয়ান গার্ডরা তাদের নেতার (কমোডুসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের একজন) প্রভাবে পার্টিন্যাক্সকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। পার্টিন্যাক্স তাদের সব শর্ত দুঃখিত চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন।

প্রিতোরিয়ান গার্ডরা কমোডুসের পতনের পর যখন নতুন করে সরকার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাইল তখন খুব দ্রুত আবার মত বদলেও ফেলেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক গ্যালবা নিরোর মৃত্যুর পরে যা করেছিলেন, সেরকম ইতিহাসই আবার ফিরে আসছে। প্রিতোরিয়ান গার্ডরা হঠাৎ খুব ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করে বসল।

পার্টিন্যাক্স তাদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে মিলিত হতে চাইলেন। পার্টিন্যাক্স দেখা করতে গেলে প্রিতোরিয়ান গার্ডরা তাকে হত্যা করল। তিনি কেবল মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন।

এরপর এমন সব দৃশ্যের অবতারণা হতে লাগল যেগুলোর ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে রোম কত তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যাচ্ছে। আরও বোঝা যাচ্ছিল কী করে সাম্রাজ্যটি পুরোপুরি সেনাদের হাতে চলে গেল আর তারা প্রত্যেকে এই রাজ্যের ব্যাপারে কতটা উদাসীন।

প্রিতোরিয়ান গার্ডেরা এমন অবস্থা করল যেন সাম্রাজ্যটি তারা দাম হেঁকে বিক্রি করে দেবে। পার্টিন্যাক্স যেমন এক ধাক্কায় তাদের অতিরিক্ত দাবি নাকচ করে দিয়েছিলেন, তাই তারা সতর্ক ছিল যেন পরের সম্রাট এসে সেরকম কিছু করতে না পারে। তারা খোলাখুলি জানিয়ে দিলো, যিনি তাদের চাওয়া অনুযায়ী সব দাবি মেটাতে পারবেন তিনিই হবেন পরবর্তী সম্রাট।

একজন ধনী সিনেটর, মার্কাস ডিডিয়াস জুলিয়ানাস এটা জানতে পেরে দাবি মেটানোর সেই নিলামে (প্রথম প্রথম বেশ কৌতুকপূর্ণই মনে হয়েছিল বটে) যোগ দিলেন। তিনি নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম পরিশোধ করার প্রস্তাব দিলে তাকেই সম্রাট ঘোষণা করা হয়। এখনকার* হিসেবে এক একজন প্রিতোরিয়ান গার্ডকে ১২৫০ ডলার দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি।

এর আগেও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা দামের বিনীময়ে কেনা-বেচা করেছেন নিজেদের, কিন্তু এত আকাশচুম্বী মূল্য পরিশোধ করতে দেখা যায়নি কাউকে।

যাই হোক ডিডিয়াস জুলিয়ানাস প্রকৃতপক্ষে খুব চড়া দামে নিজের মৃত্যু কিনেছিলেন। নিরোকে বন্দী করে হত্যা করার পরে যেমন রোমের দিকে সমস্ত সেনাবাহিনী ধেয়ে আসছিল, নিজনিজ প্রধানকে সিংহাসনে বসানোর পাঁয়তারা করছিল, এখনও ঠিক তেমনটাই হতে লাগল। বৃটেনের সেনাবাহিনী সিরিয়ার দানিয়ুবের তীরে সেই আশায় জটলা বাধতে লাগল।

দানিয়ুবের তীরের সেই জেনারেল সবচেয়ে দ্রুত কাজটি করে ফেলল। তিনি ছিলেন লুসিয়াস সেপটিমিয়াস সেভিরাস। ট্র্যাজানের মতো তিনিও ছিলেন একজন রাজকর্মচারি। তিনি ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকায় জন্মেছিলেন। তিনি কখনোই ভদ্র ইতালিয়ানদের সমকক্ষ হতে পারেননি। জীবনে বেশ দেরি করে ল্যাটিন শিখেছিলেন আর বলতেন এক ধরনের আফ্রিকার কথা বলার ধরণে।

তিনি বাহিনী নিয়ে রোমের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ইতালিতে প্রবেশ করেন ১০৩ খ্রিস্টাব্দে আর সাথে সাথেই প্রিতোরিয়ান গার্ডেরা তাকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে দেয় (সে যাই হোক, তার পেছনে যে এক বিশাল সেনাবাহিনী

---

* যখন এই বইটি ছাপা হয়েছে, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে –অনুবাদক

BanglaBook.org

আছে প্রিতোরিয়ান গার্ডেরা তা অগ্রাহ্য করতে পারেনি)। সিনেটও আগবাড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে। হতভাগ্য জুলিয়ানাস দুই মাস রাজত্ব করার পরেই তাদের হাতে মারা পড়েন। তিনি হত্যার শিকার হওয়ার আগপর্যন্ত চিৎকার করে বলছিলেন, "আমি কার কী ক্ষতি করেছি?" "কিন্তু আমি কার কী ক্ষতি করেছি?" অবশ্যই কারোরই তিনি কোনো ক্ষতি করেননি। কিন্তু জীবনে যখন কেউ ওপরে ওঠার জন্য সবচেয়ে বেশি দাম দেয় তখন কষ্টও তাকে ভোগ করতে হয় সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ।

সম্রাট হিসেবে সেভিরাস তখন সম্রাটের সিংহাসনের জন্য আগত অন্যান্য প্রতিযোগী জেনারেলদের সাথে লড়াই করতে শুরু করেন। একবার যদি কোনো জেনারেলকে সিংহাসনের প্রস্তাব দেয়া হয় আর তিনি সেটি গ্রহণ করে ফেলেন, তবে তারপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় না। একজন সফল প্রতিযোগী কখনোই চাইত না যে ব্যর্থ প্রতিযোগীরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাক। একবার যদি কেউ সিংহাসনের ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যায় তবে সেই মানুষকে আর বিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকে না। ব্যর্থ প্রতিযোগীরা তার প্রতি ভরসা রাখা যাবে না জেনেই তার সাথে লড়তে থাকে। এর ফলে সেভিরাসের সিংহাসনে বসার পরে যে গৃহযুদ্ধটি হয়েছিল সেটি রোমের দুইশ' বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ।

নিরোর মৃত্যুর পরে গৃহযুদ্ধটি কেবল এক বছর স্থায়ী হয়েছিল আর লড়াইটিও ছিল সাধারণ। কিন্তু কমোডুসের মৃত্যুর পরে সেবারের গৃহযুদ্ধ চার বছরব্যাপী চলেছিল। এর মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ আছে।

সেভিরাস সবচেয়ে আগে পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সিরিয়ার সেনাবাহিনীর নেতা নিগারের (গেইয়াস পিসিনিয়াস নিগার জাস্টাস) সাথে তলোয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হতে তিনি যাত্রা করেছিলেন। নিগার ছিলেন স্যাভিরাসের পুরনো রাজকর্মচারী। দুজনে মিলে একসাথে একসময় রাজকাজ পরিচালনা করেছেন। যাই হোক, তখন প্রতিযোগী জেনারেলদের মধ্যে নিগার ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। পূর্বদিকের প্রদেশগুলোতে তার আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশি। তার অবস্থানের কারণেই তার পক্ষে মিশর দখল করে রোমে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। সেভিয়ার সেই সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পুরনো বন্ধুত্ব সে ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখেনি।

নিগারের জনপ্রিয়তা ছিল না-চাইতেই পাওয়ার মতো। পূর্বদিকের প্রদেশগুলোতে সাধারণ মানুষ তার পক্ষে রায় দিয়েছিল। তাই চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া তার আর অন্য কিছু করার তাড়াও ছিল না। তিনি সিরিয়ায় সাজানো নিরাপত্তার মধ্যে বসে সেভিরাসের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। সেভিরাস এসেছিলেন। এশিয়া মাইনরে কিছু ছোটখাটো যুদ্ধে তার জয় হয়েছিল। নিগার ১৯৪ খ্রিস্টাব্দে বন্দী হলেন। পার্থিয়ায় পালিয়ে যাবার সময়ে তাকে বন্দী করে সেখানেই হত্যা করা হয়। এরপর

BanglaBook.org

বাকি ছিল বৃটেনের সেনাপ্রধান অ্যালবিনাস (ডেসিমাস ক্লডিয়াস সেপটিমাস অ্যালবিনাস)। যেখানে "নিগার" শব্দের অর্থ "কৃষ্ণাঙ্গ" আর অ্যালবিনাসের মানে "শেতাঙ্গ," তাই বলা যায় সেভিরাসকে কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গ দুই ধরনের প্রতিযোগীর মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

সেভিরাস অ্যালবিনাসকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে প্রথমত নিজের নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন। এটা তাকে নিগারের ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য খানিকটা সময় দিয়েছিল। অ্যালবিনাস চেষ্টা করছিলেন দুজন শত্রুর মধ্যে একটা অদ্ভুত চাল দেবেন যেন দুজনই কুপোকাত হয়। কিন্তু তখন সেভিরাস তার দিকে ধেয়ে আসাতে ভাবলেন তাকে আক্রমণ করার আগেই সেভিরাসকে তার আক্রমণ করতে হবে। তিনি সেভিরাসকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৭ খ্রিস্টাব্দে (৯৫০ রোমান সালে) তিনি নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করে দক্ষিণ দিকে গাউলে যাত্রা করলেন।

স্যাভিরাসের নেতৃত্বে ভয়াবহ শক্তিশালী বাহিনীটি উত্তর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগল প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্য। লুগডুনামে (আধুনিক লিয়নস শহর), সে সময়ের গাউলের সবচেয়ে বড় শহর, বাহিনীটি তাদেরকে পেয়ে গেল। সেই জায়গায় রোমের বাহিনীর বিরুদ্ধে রোমেরই বাহিনীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধ দেড়শ বছর আগের ফিলিপির যুদ্ধের পরে নিজেদের ভেতরে ঘটা সবচেয়ে বড় লড়াই। সেখানে স্যাভিরাসের সেনাবাহিনীর বিপুল জয় হলো। লুগডুনাম শহরের এতই ক্ষতি হলো যে সেই পুরো প্রাচীন যুগ জুড়ে এটি আর কখনোই মেরামত করা সম্ভব হয়নি। সেই শহর ধ্বংসের পরিবর্তে ১৯৭ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৯৫০ সালে) সেভিরাস রোমের একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে গেলেন।

এবারে রোমান সাম্রাজ্য স্যাভিরাসের হস্তক্ষেপে আরেকবার যেন থিতু হলো; সোয়া একশ' বছর আগে একবার যেমন হয়েছিল ভেস্পাসিয়ানের শাসনে। এবারে রোম ছিল আগের চেয়েও দুর্বল। কারণ এই সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে তখন মহামারীর ঝড় বয়ে গেছে আর এর জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে। এমনকি রোম বাহ্যিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ভয়াবহ দুটি গৃহযুদ্ধের কবলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সেভিরাস সাম্রাজ্যের জন্য কিছুই করতে পারছিলেন না। তাই হয়তো নিরুপায় হয়ে তিনি ভেস্পাসিয়ানের মতোই অগাস্টাসের আইনের বাস্তবায়ন করতে আরম্ভ করলেন। সেভিরাস ঠিক তেমনটা হয়তো চাননি। অর্থাৎ এটা যে ইচ্ছে করে করা হয়েছিল, তা বলা যাবে না। হয়তো তিনি সেভাবেই তৈরি করেছিলেন নিজেকে যে রোমের সেনাবাহিনীর মন জয় করতে পারলে তিনি রোমের প্রভু হয়ে থাকতে পারবেন। সিনেট বা সাধারণ মানুষ, কারোই বলার কিছু থাকবে না।

BanglaBook.org

সেভিরাস তাই তখন সেনাবাহিনীতে অতিরিক্ত আদর যত্ন করা আরম্ভ করল। তিনি সেনাবাহিনীর বেতন বাড়িয়ে দিলেন আর তাদের দিলেন নানারকমের সুযোগ সুবিধা। তিনি সেনাদের কর্মরত অবস্থায় বিয়ে করার স্বাধীনতা দিলেন এবং অবসর গ্রহণের সময়ে তাদের অন্তত মধ্যবর্তী একটা উপাধি দেয়া হবে, এ আশ্বাস দিলেন। তিনি পুরো সেনাবাহিনীকে নিজের অধীনে নিয়ে চলে এলেন। তিনি তেত্রিশটি সেনাবাহিনী গঠন করলেন যেখানে কিনা অগাস্টাসের মৃত্যুর সময়ে সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল পঁচিশটি। সাহায্যকারী অন্যান্য দলের সংখ্যাও ২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে ফেললেন তিনি। তখন অস্ত্রধারী রোমানের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষে পৌঁছাল।

এছাড়া সেভিরাস আরও যে কাজটি করলেন তা হলো, প্রিতোরিয়ান গার্ড, যারা সাম্রাজ্যটিকে নিলামে উঠিয়ে ফেলেছিল আর দানিয়ুবের তীরের এক সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলেন। বাস্তবিক অর্থে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দিলেন তিনি। আর তাই একদল সেনাসদস্যকে প্রিতোরিয়ান গার্ড হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। আর এবারে তাদের মাধ্যে কেবল ইতালির লোক নয়, তার বাইরের সেনারাও অন্তর্ভুক্ত হলো। একটি মাত্র বড় সেনাবাহিনীকে ইতালিতে অবস্থান দিয়ে তিনি অন্যান্য প্রদেশের সাথে ইতালির প্রতি মনোযোগে যে বিস্তর পার্থক্য ছিল, অগাস্টাসের আদর্শে সেই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। সেই সময় থেকে বলতে গেলে ইতালির সাথে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে বস্তুত কোনো পার্থক্য ছিল না। সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশ সেনাবাহিনীর আয়তন আর তাদের নেতাদের ক্ষমতা অনুযায়ী একই রকমের ছিল।

স্যাভিরাসের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যের শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। তিনি প্রদেশগুলোকে ছোট ছোট গুচ্ছে ভাগ করেন আর সেই অনুযায়ী প্রত্যেক ভাগে গভর্নর নিয়োগ করেন। তাদের কিছুটা কম ক্ষমতা প্রদান করেন। সর্বময় ক্ষমতাটি ইতালিতে নিজের হাতে রেখে দেন।

মোটের উপরে এই ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের শক্তিকে আরও স্থিতিশীল করেছিল। এই নতুন ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীও আগের চেয়ে ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছিল কিন্তু পাশাপাশি রাজ্যে অরাজকতাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। স্যাভিরাসের সময়ে রোমের নিজস্ব সেনাবাহিনীই একে অন্যের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ আর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল যে সীমানার নিরাপত্তার দিকে নজর দেয়ার সময় তাদের হয়নি। তাই সীমানা হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি অরক্ষিত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত রোমের চিরশত্রু পার্থিয়া নিজেদের ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর গৃহযুদ্ধের কারণে খুব দ্রুত এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তখন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রোমের দিকে হাত বাড়াতে পারেনি। স্যাভিরাসের শাসনামলের ভয়াবহ ক্ষতির পরও তখন রোম পার্থিয়ার চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানেই ছিল।

BanglaBook.org

এভাবে একসময় বহু হিসাবনিকাশ করে আবার পার্থিয়া সামান্য হামলার সুযোগ নিচ্ছিলো, সেভিরাস প্রচণ্ড আক্রোশে পাল্টা হামলা করলেন। বিদেশী শক্তির সাথে যুদ্ধের অর্থই হলো পুরো দেশ এক হয়ে রুখে দাঁড়ানো। তাই ১৯৭ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে অ্যালবিনাস বিশাল বিজয় অর্জন করলেন। পূর্বদিকে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি পার্থিয়াকে ভয়ানক পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করলেন। ২০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন রোমে ফেরত এসেছিলেন, পার্থিয়াকে পরাজিত করার জন্য নিজের বিজয় উদ্‌যাপন করেছিলেন। সেই বিজয় উৎসবের স্মৃতিস্বরূপ রোমে তিনি একটি তোরণ নির্মাণ করেন যা এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে তার বিজয়ের কথা ঘোষণা করছে।

সে সময়ে যখন কিছুটা শান্তি বজায় ছিল, সেভিরাস দেশের হিসাবনিকাশ ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনেন। স্যাভিরাসের এই কাজে সহায়তা করেছিলেন সম্মানিত আইনজীবী প্যাপিনিয়ান (এমিলিয়াস প্যাপিনিয়ান)। প্যাপিনিয়ান ছিলেন এমন একজন মানুষ যার রোমান আইন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা ছিল। আর সত্যিই তিনি আইনের যে দৃষ্টান্তগুলো স্থাপনে সাহায্য করেছিলেন তা তার পরের তিনশ বছর পর্যন্ত বহাল ছিল।

যদিও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর একটি পরিকল্পনা সফলভাবে নেয়া হয়েছিল কিন্তু তাতে করে স্যাভিরাসের শাসনামলের ক্রমাবনতির কথা ঢাকা থাকেনি। সেভিরাস যে মুদ্রার মধ্যে রূপার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিলেন তাতেই সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল।

স্যাভিরাসের স্ত্রী, সম্রাজ্ঞী জুলিয়া ডোমনা দর্শনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিদেশী সভ্যতা থেকে বিভিন্ন কায়দাকানুন সাম্রাজ্যে প্রচলনের চেষ্টা করতেন। তিনি প্রায়শই গ্যালেন নামে একজন চিকিৎসকের সান্নিধ্যে থাকতেন। সেসব অবশ্য ছিল গ্যালেনের জীবনের শেষ দিন, কারণ তিনি ২০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তার আরেকজন সহচর ছিলেন ডিওজিনস। তাকে সাধারণত ডিওজিনস লার্টিয়াস বলে ডাকা হতো, কারণ তিনি এশিয়া মাইনরের লার্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেশ বিখ্যাত ছিলেন এজন্য যে বিভিন্ন প্রাচীন দার্শনিকদের জীবনী তিনি ছোট ছোট আকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার লেখা বই খুব বিক্রি হতো। তিনি দার্শনিকদের জীবনের নানান নাটকীয় দিক নিয়ে লিখতেন। তাদের অপ্রকাশিত মজার উক্তিগুলো তিনি জনসমক্ষে এনেছিলেন। তার বইগুলো ভদ্রলোকদের অবসরের আড্ডার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। মানুষ একজন দার্শনিকের দীর্ঘ জীবনের কাহিনী না পড়েও তাদের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো জানতে পারত, সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে পারত। কিন্তু সে সময়ের প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে তার বইগুলো ছিল একেবারেই মূল্যহীন।

BanglaBook.org

কিন্তু তার পরেও ডিওজিনস লার্টিয়াসের সেই সারাংশ গ্রন্থ সাধারণ মানুষের কাছে এত বেশি সমাদৃত হয়েছিল আর এত বেশি সংখ্যায় বিক্রি হয়েছিল যে আধুনিক যুগ পর্যন্ত রচনাগুলো বেঁচে আছে। আর সে জায়গায় বড় বড় দার্শনিকেরা, যারা লার্টিয়াসের কাজের ব্যাপক সমালোচনা করেছিলেন তাদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রচনাও তত বেশি সমাদৃত হয়নি বা বেঁচেও থাকেনি ততদিন। আজকের দিনে এটই বলা যেতে পারে যে বড় বড় দার্শনিকদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বা নিজস্ব চিন্তাভাবনার বিষয়ে যতটুকু জেনেছি, তার জন্য লার্টিয়াসের কাছে আমরা ঋণী।

স্যাভিরাসের একজন বন্ধু ছিল ডিও ক্যাসিয়াস (ডিওন ক্যাসিয়াস কোশিয়ানাস)। তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। তিনি এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তার বাবা মার্কাস অরেলিয়াসের অধীনে গভর্নর হিসেবে কাজ করতেন। ডিও ক্যাসিয়াস ১৮০ খ্রিস্টাব্দে রোমে ফেরত এলেন। কমোডুসের অধীনে তিনি একজন সিনেটর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময়ে ঘটে যাওয়া বিদ্রোহ তাকে স্পর্শ করেনি। স্যাভিরাসের আমলে তিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন রাজকর্মী ছিলেন। ডিও ক্যাসিয়াস রোমের উপরে একটি ইতিহাস বই লেখেন। তার লেখা ইতিহাসের বইগুলো অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিল। এগুলো প্রজাতন্ত্রের শেষের অর্ধশত বছর আর সাম্রাজ্যে অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে থাকে। যদিও এভাবে বইগুলো রক্ষা পাওয়াটা ছিল নিতান্তই অস্বাভাবিক। তবে সেসবের মধ্যে দিয়েই আমরা সিজার আর অগাস্টাসের সময়কার মূল চিত্রটি খুঁজে পাই।

স্যাভিরাসের শাসনামলের শেষ বছরগুলো বৃটেনের সাথে নানান রকমের মতপার্থক্যের ঘটনায় ভরা। বৃটেনের গভর্নর অ্যালবিনাসের ক্ষমতা এতই বেড়ে যাচ্ছিল যে মনে হতো তিনিই যেন রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে উঠছেন। অবস্থা বেগতিক দেখে সেভিরাস বৃটেনকে দুটো প্রদেশে ভাগ করে দিলেন। এই ব্যবস্থাটি বৃটেনকে একটি বিদ্রোহ সংগঠনের পক্ষে বেশ দুর্বল করে দিলো।

২০৮ খ্রিস্টাব্দে সেভিরাস নিজেই বৃটেনে যেতে বাধ্য হন। জংলা উত্তর দিকের কিছু পাহাড়ী উপজাতিদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি নেন। যদিও এর জন্য তাকে অনেক বেশি দাম দিতে হয়। গেরিলা আক্রমণ ঝিমিয়ে পড়ল। আর তারপরে যে আয়তনের সেনাবাহিনীর সেখানে প্রয়োজন ছিল, তা নিয়োগ করতে গেলে রোম থেকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে বাধ্য হয়ে সেভিরাসকে স্থানীয় নিয়মকানুন মেনে নিতে হয়। সেভিরাস তাড়াহুড়ো করে তেমন কিছু করতে না পেরে অ্যান্টোনাইনের দেয়ালকেই মানুষের মধ্যে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা শুরু করলেন, যেটি কিনা অর্ধ শতাব্দী আগে মধ্য স্কটল্যান্ডে তৈরি হয়েছিল। আর তারপর হ্যাড্রিয়ানের দেয়ালের সীমানার মাহাত্ম্য অধিবাসীদের কাছে নতুন করে তুলে ধরতে চাইলেন।

BanglaBook.org

কিন্তু সেভিরাস বৃটেন ছেড়ে নড়তে পারলেন না। তার বয়স ছিল ষাটের দশকে আর তিনি ভয়াবহ গাউটের ব্যথায় ভুগছিলেন। ২১১ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৯৬৪ সালে) সেই অসুখেই এবোরাকামে (আধুনিক ইয়র্ক শহর) মৃত্যুবরণ করেন।

ক্যারাকালা

রোমান সাম্রাজ্যের মানুষদের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেভিরাস নিজের সম্পর্কে মনগড়া কাহিনী ছড়িয়েছিলেন। তার প্রতি মানুষের আস্থা আনার জন্য ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মার্কাস অরেলিয়াসের সন্তান আর কমোডুসের ভাই। এই সম্পর্ক তিনি তার নিজের বড় ছেলের নামের ব্যাপারে প্রতীয়মান হতে দিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তার নাম ছিল ব্যাসিয়ানাস, কিন্তু তার পিতা যখন সম্রাটের আসনে আসীন তখন নামটি বদলে রাখা হলো মার্কাস অরেলিয়াস অ্যান্টোনিনাস।

যাই হোক, ক্যালিগুলার মতো স্যাভিরাসের বড় ছেলেও অদ্ভুতভাবে এক ধরনের পোশাকের নামে ইতিহাসে পরিচিত হন। তিনি ফরাসি দেশের অনুকরণে রোমে একটি লম্বা ঝুলওয়ালা পোশাকের প্রবর্তন করেন। পরে সেটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পোশাকটির নাম ছিল ক্যারাক্যালাস। আর সেই পোশাকের জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে স্যাভিরাসের পুত্র ক্যারাক্যালা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ক্যারাক্যালা আর তার ছোট ভাই গেটা (পাবলিয়াস সেপটিমিয়াস অ্যান্টোনিনাস গেটা), দুজনেই বৃটেনে তাদের বাবার শেষ সময়ে সাম্রাজ্যের মহিমা প্রচারণার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে দুই ভাই একসাথে সিংহাসনের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হলেন। সেই অর্ধ শতাব্দী আগের মার্কাস অরেলিয়াস আর লুসিয়াস ভ্যারাসের মতো রোমে আবার যুগ্ম সম্রাটের ব্যবস্থা হলো।

অবশ্য ক্যারাক্যালা মার্কাস অরেলিয়াসের মতো ছিলেন না। এই দুই ভাই একজন আরেকজনকে ভয়ংকর ঘৃণা করতেন। তারা তাড়াতাড়ি বৃটেনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করে একরকম নিজ নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রোমে রওনা দিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্যারাক্যালার বিজয় হলো। ২১২ খ্রিস্টাব্দে গেটাকে বন্দী করে নিজেই রোমের একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে গেলেন। নিজের শাসন নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তিনি গেটার সহযোগী হিসেবে যাদের সন্দেহ করেন সবাইকে হরেদরে ফাঁসিতে ঝোলাচ্ছিলেন। সাহায্যকারী সেনাদের পেছনে অনেক পয়সা ঢেলে তিনি তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। এর বাইরে আর কোথায় কী হতে পারে, এ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

রোমানদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা যিনি ক্যারাক্যালার অন্যায় অবিচারে ফাঁসিতে ঝুলতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি হলেন প্যাপিনিয়ান, একজন বিশিষ্ট

BanglaBook.org

আইনজীবী। তিনি স্যাভিরাসের সাথেই বৃটেনে গেছেন। সম্রাটের মৃত্যুর পরে তিনি ক্যারাক্যালা আর গেটার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাদের দুজনের বয়সই ছিল বিশের সামান্য বেশি। তাদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার যতই চেষ্টা করেন না কেন, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। একজন মধ্যস্থতাকারীর জীবনে যে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটতে পারে, তার বেলায়ও তাই হয়েছিল। তিনি উভয় পক্ষেরই শত্রু হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিলেন। তাই যদি গেটাকে জিতিয়ে দেন, সেই ভয়ে তাকে আগেভাগেই হত্যা করা হয়।

ক্যারাক্যালা, ক্যালিগুলা বা কমোডুসের মতোই সম্রাটের আশেপাশে বড় হওয়ার জন্য বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই সম্রাট হিসেবেও ছিলেন খুব নিম্নমানের। যাই হোক, টানা ছয় বছর রাজত্ব করেছিলেন।

তার শাসনামলে, ক্যালিগুলার আমলের মতোই "ক্যারাক্যালার হাম্মামখানা" তৈরি হয়েছিল। হাম্মামখানার আয়তন ছিল ৩৩ একর জায়গা। এখনও কিছুটা ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জায়গাটি উৎসুক মানুষদের জন্য একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান হয়ে আছে।

মানুষের গোসল করার অভ্যাস বলতে গেলে রোমান ইতিহাসের মধ্য দিয়েই জনপ্রিয় হয়েছে। তখনই বলতে গেলে গোসল করাটা একটা আভিজাত্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। জনসাধারণের জন্য গোসল করার জায়গাটা এমন করে সাজানো যে পাশাপাশি অনেকগুলো গোসলখানা, একজন মানুষ সেখানে ঘুরেফিরে গোসল সারতে পারে। অর্থাৎ, গরম পানি, হালকা গরম পানি এবং শীতল পানির ব্যবস্থা সেখানে থাকত। সেখানে বাষ্পে অবগাহনের জন্যও জায়গা ছিল। এছাড়া ছিল শরীরে তেল মাখানো বা শরীর চর্চা করারও জায়গা। সেখানে এমনও জায়গা ছিল যে একজন অতিথি সেখানে আরাম করতে পারে, বিশ্রাম নিতে পারে, পড়তে বা গল্পগুজব করতে পারে, এমনকি চাইলে বসে কিছুক্ষণ আবৃত্তিও উপভোগ করতে পারে। এসব সুযোগসুবিধার জন্যে যে অনেক দাম দিতে হতো, তা না, বরং রোমানদের কাছে বেশ সুলভ ছিল ব্যাপারটা।

এই হাম্মামখানার জনপ্রিয়তা কিছুদিনের মধ্যেই তুঙ্গে পৌঁছল। অন্তত মৃত্যু পর্যন্ত মারামারি করে মরতে চাওয়া গ্ল্যাডিয়েটরের যুদ্ধ আর পশুপাখির যুদ্ধ দেখার চেয়ে এর জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। অবশ্য বলা বাহুল্য যে রোমান রম্য লেখক, স্টয়িক দর্শনের অনুসারী আর বেশিরভাগ খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে এসব হাম্মামখানা ছিল খুবই বিরক্তিকর আর এড়িয়ে চলার যোগ্য। বিশেষ করে সেখানে যেরকম নিয়মকানুন দেখা যেত, যেমন ছেলে আর মেয়েরা একসাথে গোসলের জন্য হাজির হতো, এটি গোঁড়া চিন্তার লোকদের জন্য সহ্য করা কষ্টকর। তারা মনে করতেন যে সেখানে নানারকমের ব্যভিচার হতে পারে কিন্তু সম্ভবত এমনটি হওয়ার কথা কখনও শোনা যায়নি।

ক্যারাক্যালার কাজের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ২১২ খ্রিস্টাব্দে (৯৬৫ রোমান সালে) তিনি রোমে অবস্থানকারী অন্য দেশের মানুষদের জন্য রোমান নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সেভাবে ভাবতে গেলে নাগরিক আর অনাগরিকদের মধ্যে এই সাম্য তৈরি করা যে খুব লাভজনক হয়েছিল, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সাম্রাজ্যে একজন নাগরিক আর কতইবা অধিকারচর্চা করতে পারে!

আসলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাটা কী দাঁড়াবে, এ বিষয়ে ক্যারাক্যালার দূরদর্শিতা ছিল। রোমে বিশেষ কিছু ধরনের কর ছিল যা কেবল রোমান নাগরিকদের পরিশোধ করতে হতো। এভাবে নাগরিকের সংখ্যা বাড়িয়ে সম্রাট বলতে গেলে করের পরিমাণই বাড়াচ্ছিলেন।

ক্যারাক্যালা নতুন প্রদেশ দখলের ব্যাপারে তার অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। ২১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দানিয়ুবের তীর ধরে বাহিনীসহ এগিয়ে গেলেন। জার্মানির উপজাতিদের আগ্রাসন তিনি নদীর তীরেই আটকে রাখলেন। তারপর পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হয়ে তিনি তার বাবার মতোই পার্থিয়ার সাথে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কিছুটা সমাধান করলেন। সেখানে সফলভাবে তিনি বাহিনীসহ মেসোপটেমিয়ায় আসন গেঁড়ে বসলেন।

যাই হোক, ক্যারাক্যালার নিষ্ঠুরতা একসময় তার অধীনদের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সামান্য অসন্তোষের জের ধরে তিনি অ্যালেক্সান্দ্রিয়া শহর ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। সেই শহর তখন ছিল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। সেখানে অত্যাচার চালানোতে হাজারহাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এরকম একজন মানুষ যে কোনো কাল্পনিক অপরাধের চিন্তায় যে কোনো অধীনকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পিছ পা হতেন না।

অধীনরা আগে কোনো অপরাধ না করলেও পরে করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ২১৭ খ্রিস্টাব্দে (৯৭০ রোমান সাল) ক্যারাক্যালাকে বন্দী করে ফেলে। মার্কাস অপিলিয়াস ম্যাক্রিনাস ছিলেন সেই ষড়যন্ত্রকারী দলের নেতা। নিরো আর কমোডুসের মতোই ক্যারাক্যালাকেও মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে একটি ভয়ংকর আর নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে হয়।

সম্রাটকে বন্দী করে হত্যা করার পরে ম্যাক্রিনাস স্বঘোষিত সম্রাট বনে যান। তিনি ছিলেন মৌরিতানিয়ায় জন্মগ্রহণকারী, মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন মানুষ। তিনি কখনও সিনেটরও হতে পারেননি। তিনিই ছিলেন রোমের প্রথম সম্রাট যিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে সরাসরি সম্রাটের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন।

ম্যাক্রিনাসকে সম্রাট হিসেবে সাদা চোখে ভালোই মনে হয়েছিল। তিনি ক্ষমতায় বসে প্রথমে কিছু জিনিসের ওপরে করের হার কমিয়ে দিলেন। আরেকটি কাজ তিনি করলেন যেটি সবসময় ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি সেনাবাহিনীর ভাতা কমিয়ে দিলেন কিন্তু শৃঙ্খলার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিলেন খানিকটা।

BanglaBook.org

দুর্ভাগ্যবশত অনেক কিছুই ঠিকমতো চলছিল না। পার্থিয়ানরা ক্যারাক্যালার মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যে কিছুটা অরাজকতার সুযোগ পেয়ে সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করল। তারা রোমানদের মোটামুটি হারিয়েই দিলো। ম্যাক্রিনাস এমন সব শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছিলেন যা সেনাদের মধ্যে ভীষণ রোষের সৃষ্টি করল। এই অসন্তোষ যথারীতি তাদের সিংহাসনের দিকে নিজনিজ প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ে আন্দেলনের জোগাড় করতে লাগল।

অ্যালেক্সন্ডার সেভিরাস

যারা স্যাভিরাসের বংশের সাথে কোনো না কোনো সম্পর্কের মাধ্যমে যুক্ত তাদেরই যৌক্তিক ভবিষ্যৎ সম্রাট বলে মেনে নেয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল। ক্যারাক্যালার কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তবে তার আত্মীয়ের মধ্যে কন্যাসন্তান ছিল। ক্যারাক্যালার মা, যেন তার হত্যাকাণ্ডের পরপরই মৃত্যুবরণ করেন, তার জুলিয়া মেইসা নামে একজন বোন ছিল। জুলিয়া মেইসার ছিল দুই কন্যাসন্তান, জুলিয়া সোইমিস আর জুলিয়া মামিয়া। মৃত সম্রাট ক্যারাক্যালার এই দুইজন খালাতো বোনের প্রত্যেকের ছিল একটি করে পুত্রসন্তান। বড় জনের ছেলের নাম ব্যাসিনাস আর ছোট বোনের ছেলে অ্যালেক্সিয়ানাস।

ব্যাসিনাস সিরিয়ার এমিসায় নিজের মাকে নিয়ে থাকতেন। সে সময়ে তার বয়স ছিল সতের। সেখানে সূর্যমন্দিরে পূজারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। স্থানীয়ভাবে সেই সূর্যদেবতাকে এলাগাবাল বলে ডাকা হতো। পরবর্তীকালে সেই তরুণ সূর্যদেবতা পূজারীকে তার নামের রোমান সংস্করণে এলাগাবালাস বলে ডাকা হতো। (এই নামটিকে আবার কোথাও কোথাও হেলিওগ্যাবালাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ "হেলিও" বলতে গ্রিক ভাষায় সূর্যকে বোঝায়।

এরাগ্যাবালাসের নানি জুলিয়া মেইসা কিছু সেনাকে টাকার লোভ দেখিয়ে, এল্যাগাবালাসকে ক্যারাক্যালার সন্তান বলে গুজব ছড়াতে প্রতিজ্ঞা করান। এলাগ্যাবালাস পরে মার্কাস অরেলিয়াস অ্যান্টোনিনাস নাম গ্রহণ করেন এবং রোমের সম্রাটের আসনে আসীন হন। ম্যাক্রিনাস এই ঘটনাকে ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তবে ছোটখাটো একটি যুদ্ধে লড়ার পরে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরে আবার ম্যাক্রিনাস ধরাও পড়েন। এলাগ্যাবালাস ক্ষমতায় আসার বছরখানেকের মধ্যে ম্যাক্রিনাসকে বন্দী করে হত্যা করা হয়।

এলগ্যাবালাস সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরে রোমে যান এই আনন্দ উদ্‌যাপন করতে। সাথে করে তিনি জুলিয়া নামধারী তার নানি, মা এবং খালাকে নিয়ে যান। বলতে গেলে তার রাজত্বে এই জুলিয়ারাই ছিলেন মূল শাসনের

BanglaBook.org

মালিক। তার খালাতো ভাই অ্যালেক্সিয়ানাসকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করতে তাকে বাধ্য করা হয়।

এলাগ্যাবালাস রোমে সম্রাট হিসেবে একেবারেই অকার্যকর প্রমাণিত হন। রোমের সম্রাট হওয়ার পরেও তিনি সিরিয়ার রীতিনীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন, যেটা রোমের অধিবাসীদের বেশ বিস্মিত এবং বিরক্ত করত। তিনি রাজধানী রোমে সূর্যদেবতা এলাগ্যাবালের পূজার প্রচলন করার উদ্দেশ্যে দেবতার প্রতিকৃতি হিসেবে সিরিয়া থেকে একটি কালো পাথর নিয়ে আসেন। দিনে দিনে তিনিও রোমের আগের সমস্ত তরুণ সম্রাটের মতো আবেগী কাজকর্মে অভ্যস্ত হয়ে যান। ২২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রিতোরিয়ান গার্ডরা বিলাসী সম্রাটের উপরে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা সম্রাটের মা সহ তাকে হত্যা করে। এরপর সিরিয়ার সেই কালো পাথরটি আবার সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এলাগ্যাবালাসের খালাতো ভাই এবং তার উত্তরাধিকারী অ্যালেক্সিয়ানাস এরপর যথারীতি সিংহাসনে আসীন হলেন। সম্রাট হয়ে তিনি মার্কাস অরেলিয়াস অ্যালেক্সান্ডার সেভিরাস নাম গ্রহণ করলেন। এর মাধ্যমে মার্কাস অরেলিয়াস এবং সেপটিমিয়াস স্যাভিরাসের সাথে তার পারিবারিক সম্পর্কের একটি ইঙ্গিত দেয়া হলো। আর তার নামের মধ্যে অ্যালেক্সান্ডার শব্দটি আসার কারণ হলো তিনি ফোনিশিয়ায় অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটকে উৎসর্গ করা মন্দিরের কাছে জন্মেছিলেন। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি অ্যালেক্সান্ডার সেভিরাস নামে পরিচিত।

কিন্তু নামে কী আসে যায়, অ্যালেক্সান্ডার সেভিরাস অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটও ছিলেন না, আবার সেপটিমিয়াস সেভিরাসও ছিলেন না। তিনি বাস্তবে ছিলেন কেবলই একটি সতের বছর বয়সী যুবক যে কিনা তার মা এবং নানির কথায় ওঠাবসা করত। ২২৬ খ্রিস্টাব্দে তার নানি মৃত্যুবরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মৃত্যুর সময়ে তার মেয়ে জুলিয়া মামিয়াকে রোমের ক্ষমতা হস্তান্তর করে যান।

তিনি মোটামুটি সৎ এবং শান্তিপূর্ণভাবে শাসনকাজ চালিয়ে গেছেন। রোমে অ্যান্টোনাইনদের আমলে যে শান্তি বজায় ছিল, তা ফিরিয়ে আনার কিছু চেষ্টা তিনি করেছিলেন। অ্যালেক্সান্ডারের মা সিনেটর এবং আইনজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করেন যা সরকারকে সবরকম সহায়তা প্রদান করবে। এই কমিটির একজন সদস্য ছিল উলপিয়ান (ডমিশিয়াস উলপিয়ান), যিনি প্যাপিনিয়ানের সহকর্মী ছিলেন আর নিষ্ঠার সাথে সেপটিমিয়াস সেভিরাস এবং ক্যারাক্যালার অধীনে কাজ করেছিলেন। এলাগ্যাবালাসের সময় তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তখন রাজ্য পরিচালনার প্রাথমিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে আবার ডেকে আনা হয়।

যাই হোক, সময়কে তো আর পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় না। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল আর মুদ্রার মূল্যের অবনতি হলো আরেকবার। সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে আবার বিদ্রোহও ঘনীভূত হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

ক্যারাক্যালার মৃত্যুর পরে পার্থিয়ার সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ রোম সাম্রাজ্যের দিকে শেষ সেনা অভিযান হিসেবে প্রমাণিত হলো। পার্থিয়ায় তখন ভেতরের প্রদেশগুলোতে শান্তি বজায় রাখাই মূল চ্যালেঞ্জ ছিল। আর ওদিকে রোমের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে এবং একই সাথে ভেতরের নানান অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে মেটাতে পার্থিয়া নিজেই নিজেকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। তিনশ বছরব্যাপী পার্থিয়া রোমের বিরুদ্ধে ছোট বড় যুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছিল। সেই সময় মনে হয়েছিল তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

যদিও এর মানে এই নয় যে পূর্বদিকে রোমের জন্য অবারিত পৃথিবী উন্মুক্ত ছিল। ২২৬ খ্রিস্টাব্দে ফার নামক দেশের আর্দাসির নামে (পারস্য সাগরের তীরের একটি প্রদেশ, গ্রিকদের কাছে পার্সিস এবং আমাদের কাছে পারস্য বলে পরিচিত) শাসনকর্তা পার্থিয়ান রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি পার্থিয়ার সিংহাসনে আসীন হন।

এবারে পার্থিয়া সাম্রাজ্যের জায়গায় পারস্য সাম্রাজ্য জেগে উঠল। অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট সাড়ে পাঁচশ বছর আগে পার্থিয়ার সভ্যতাকে পারস্য সভ্যতা থেকে পৃথক করে চেনার জন্য যে পার্থিয়ান সভ্যতা বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন, এবারে আবার তা-ই হলো। নতুন এই সাম্রাজ্যটি নব্য পারস্য সাম্রাজ্য কিংবা আধুনিক পারস্য সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হলো। কারণ আগের সব রীতিনীতি ভুলে নতুন রাজা তাঁর অধীনদের মধ্যে থেকে সাশান নামে একজনকে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নিলেন। এই রাজপরিবার সাশানিড নামে পরিচিতি লাভ করল। রাজ্যটিকে সাশানিড সাম্রাজ্য বলে অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বদিকে সাম্রাজ্যে এই বিপুল পরিবর্তন রোমে তেমন কোনো ঢেউ আনতে পারেনি। পূর্বদিকের রাজ্যের মানুষেরা তখনও রোমের শত্রুই ছিল, কে তাদের বর্তমান রাজা অথবা তাদের নাম পার্থিয়া নাকি পারস্য, তাতে তাদের ভাবমূর্তির কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তখন শত্রুতা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। সাশানিড পরিবার নিজেদের প্রাচীন পারস্যের রাজার উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবত। এই কারণে তারা সবসময় মনে করত যে অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট তাদের সাম্রাজ্য থেকে যেটুকু ছিনিয়ে নিয়েছিলেন একসময়, তা তাদের আবার ফিরে পেতে হবে। এই হারিয়ে ফেলা অঞ্চলের মধ্যে তারা এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং মিশরকে বিশেষ করে স্মরণ করত।

২৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পারস্য জাতি সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের প্রদেশগুলোতে অনুপ্রবেশ শুরু করে। ফলে অ্যালেক্সান্ডার সেভিরাস বাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করতে বাধ্য হন। তিনি পারস্যের বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের বাহিনীকে লেলিয়ে দেন। সেই যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু অ্যালেক্সান্ডার একসময়ে রোমে ফিরে আসেন এবং পারস্যের বিরুদ্ধে বিজয় উদ্‌যাপন করেন। যতরকমের বিজয়ই তখন অর্জিত হয়ে থাকুক না কেন, তারপরেও নিশ্চিত মনে হচ্ছিল যেন সামনে আরও যুদ্ধ আছে।

BanglaBook.org

এদিকে অ্যালেক্সান্ডার রোমে ফিরে চলে আসার পরেই পশ্চিমদিকে জার্মানরা রাইন নদী অতিক্রম করে গাউলে প্রবেশ করে। এবারে অ্যালেক্সান্ডারকে পশ্চিম দিকে ছুটে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত তিনি এবং তার মা মিলে সেনাদের ভাতা থেকে বড় অংশ কেটে নিয়ে দেশের কোষাগার শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আসলে তারা সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তবু সেনারা মুখ বন্ধ করে ছিল প্রায় পুরো রাজত্বকাল জুড়েই। ২২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের আদেশে বয়স্ক আইনজীবী উলপিয়ানকেও তারা মুখ বুজে হত্যা করেছিল।

কিন্তু তখন তারা হয়তো কিছু একটা করার কথা ভাবছিল। গাউলে অ্যালেক্সান্ডার জার্মানের অনুপ্রবেশকারীদের নাকচ করে দিতে চেয়েছিল তাই সেনাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে যুদ্ধের জন্য সেখানে আত্মত্যাগের জন্য এক ধরনের কৃত্রিম দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু সেনারা জয়ের পক্ষে অ্যালেক্সান্ডারকে তার অসামর্থ্যের দোহাই দিয়ে (হয়তোবা নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করে তারা সঠিকই ভেবেছিল) ২৩৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৮৮ রোমান সালে) সম্রাট এবং তার মাকে বন্দী করে হত্যা করে।

অ্যালেক্সান্ডার স্যাভিরাসের রাজত্বকাল ছিল সাধারণ মানুষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আদর্শে গড়া শেষ শাসনকাল। এর পর থেকেই নির্লজ্জ এবং অনুতাপহীন সেনা শাসন আমল ধেয়ে এসেছিল।

এভাবেই বিয়াল্লিশ বছরব্যাপী (মাঝখানে মাত্র একটি বছর ম্যাক্রিনাস রোমে শাসন করেন) রোমকে শাসন করে স্যাভিরাসের শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে। যুগ্ম সম্রাট গেটাসহ হিসেব করলে এই বংশ রোমকে পাঁচজন সম্রাট দিতে পেরেছিল।

BanglaBook.org

খ্রিস্টান লেখকেরা

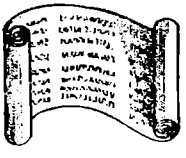

অর্ধশতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যে যখন কেবল হানাহানি বেড়েই চলেছিল, এমনকি সেই সূত্র ধরে মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যুও হলো, খ্রিস্টান ধর্ম কিন্তু ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। বিশেষ করে শহরে এবং আরও বেশি করে গ্রিক ভাষাভাষীদের শহরে ধর্মটি বেশি প্রসার পাচ্ছিল।

একইসাথে খ্রিস্টান ধর্মের উপরে লেখালেখিরও যেন উর্ধ্বস্রোত বইছিল। খ্রিস্টান ধর্মের কোনো বিশেষ দিক নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য থাকাকালে কিংবা পরে মধ্যযুগেও যারা লিখেছিলেন, তাদের বলা হয় "চার্চের ফাদার"। তারা আবার যে ভাষায় লেখালেখি চর্চা করেছিলেন তার উপর নির্ভর করে গ্রিক ফাদার এবং ল্যাটিন ফাদার নামে দুটো অংশে বিভক্ত। এখানে অবশ্য এমন কোনো মতামত দেয়া যাবে

না যে কোনো কোনো লেখক সেই ফাদারদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছিলেন। আবার এটাও বলা যায় না যে কোনো কোনো ফাদার লেখালেখি করেছিলেন। যাদের কথা এখানে আলোচিত হতে যাচ্ছে, তারা এই দুই দলের যে কোনো একটিতে ছিলেন।

পূর্বদিকে ক্লিমেন্টস অফ অ্যালেক্সান্দ্রিয়া (টাইটাস ফ্লেভিয়াস ক্লিমেনস), জাস্টিন মার্টির এর দখলেরও পরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান ধর্মের উপরে গ্রিক জ্ঞানের আলোকপাত করা। এই ধর্মযাজক ১৫০ খ্রিস্টাব্দে এথিনায় জন্মেছিলেন। তার পিতামাতা ছিল পাগান ধর্মের অনুসারী। তিনি খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করার পূর্বেই হয়তো কিছু পাগান শাস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই যেখান থেকে তার উদ্ভব, সেই অ্যালেক্সান্দ্রিয়ায় তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই থাকতেন। তার শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিটিকে তাই বলা হতো অ্যালেক্সান্দ্রিয়ান ধর্মীয় ধারা।

ক্লিমেন্ট খ্রিস্টান ধর্মকে দেখেছিলেন একটি দর্শন হিসেবে। তার মতে এটি কেবল গ্রিক ধর্মীয় পদ্ধতির পরের বিষয় ছিল না, বরং ছিল অনেক উর্ধ্বে। তিনি ইহুদি রচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে সেগুলো গ্রিক রচনার চেয়েও প্রাচীন। তিনি এটিও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে গ্রিক ধর্ম ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাচীন ইহুদি ধর্মেরই একটি অংশ মাত্র। তার মতে প্রাচীন কালের ফাদারদের মধ্যে অন্য কেউ গ্রিক দর্শনের ব্যাপারে এত বিস্তারিত পড়াশোনা করেননি।

ক্লিমেন্টের শিষ্যদের মধ্যে এখনও যার নাম উল্লেখযোগ্য মনে করা হয়, তিনি হলেন অরিজেন (অরিজিনেস)। ১৮৫ খ্রিস্টাব্দে অরিজেন অ্যালেক্সান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অরিজেন এসেছিলেন অ্যালেক্সান্দ্রিয়ার একটি খ্রিস্টান পরিবার থেকে। তার বাবা খ্রিস্টান হিসেবে শহীদ হন। ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি নিজেকে এমনভাবে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন যেন নারীর সান্নিধ্য কিংবা সংসারের মোহ তাকে মাঝপথে বিরত করতে না পারে। তার এই প্লেটোনিক দর্শন এবং তার রচনা মানুষের মধ্যে এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে তাকে আগের সব দার্শনিকসহ ধর্মযাজকদের জনপ্রিয়তার উর্ধ্বে তুলে ধরল।

সে যাই হোক, তিনি প্রচুর লিখেছিলেন আর বিশেষ করে তাকে সবসময় গ্রিক লেখক সেলসাসের বিপক্ষে সমান একটি প্রতিভা হিসেবে স্মরণ করা হয়। যিশু খিষ্টের জন্মের পরের প্রথম শতাব্দীর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য সেলসাস যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু অরিজেনের দেড় শতাব্দী পরে প্লেটোর দর্শনে বিশ্বাসী হিসেবে তার নামডাক হয়েছিল। সেলসাস খ্রিস্টান ধর্মের বিপক্ষে একটি সাধারণ এবং অগভীর বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের দর্শন তখন অল্প কিছু মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল।

এটাই ছিল পাগানদের মধ্যে একজনের লেখা প্রথম একটি বই যেখানে যেখানে খ্রিস্টান ধর্মকে খুব বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেলসাসের যুক্তিগুলো ছিল

BanglaBook.org

খুবই সাধারণ, যেসব বিষয় নিয়ে আজকের দিনে মুক্তচিন্তার যে কোনো মানুষ ভাবে। তার উত্থাপিত বিষয়গুলোর মধ্যে কুমারী তরুণীর মা হওয়া, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে আসা, আর এছাড়াও বিভিন্ন অসম্ভব ঘটনা যেসব ব্যাখ্যার অতীত। এছাড়াও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কী করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রিক ধর্মের আদর্শকে ভেঙে ভেঙে তৈরি হলো এবং পরবর্তীকালে নিজেদের প্রসারের জন্য গ্রিক ধর্মের প্রতিই হুমকি হয়ে দাঁড়াল।

বইটি ছিল প্রচণ্ড বাস্তববাদী আর ভীষণ জনপ্রিয় একটি সাহিত্য হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টিকে থাকতে পারেনি। তাই আজকাল শোনাও যায় না যে অরিজেন সেলসাসের জনপ্রিয় বইটিতে যত যুক্তি ছিল তা খণ্ডন করার জন্য "সেলসাসের বিপক্ষে" নামে আরেকটি বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ে অরিজেন সেলসাসের লেখা বইয়ের নয় দশমাংশই তুলে দিয়েছিলেন যুক্তি খণ্ডনের জন্য। তাই সেভাবে সেলসাসের বইটি বলতে গেলে টিকেই ছিল। অরিজেনের রচনাটি খ্রিস্টান ধর্মের সপক্ষে লেখা সবচেয়ে জোরালো একটি বই।

মার্কাস অরেলিয়াসের আমলের পরপর পশ্চিম দিকের প্রদেশগুলোতেও চার্চের লেখকদের উদ্ভব হয়েছিল। তখন প্রকৃতপক্ষে দর্শনচর্চা যেন কেন্দ্র গ্রিস ছেড়ে সারা সাম্রাজ্যের উর্বর মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছিল।

পশ্চিমা প্রদেশের লেখকদের মধ্যে প্রথমেই যার কথা বলতে হয় তিনি হলেন টারটুলিয়ান (কুইন্টাস সেপটিমিয়াস প্লেরেন্স টারটুলিয়ানাস)। তিনি ১৫০ খ্রিস্টাব্দে কার্থেজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রিকভাষা পড়তে ও লিখতে পারা সত্ত্বেও খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে লেখালেখি করেছিলেন ল্যাটিন ভাষায়। তিনি পাগান পিতামাতার ঘরেই জন্মেছিলেন এবং একটি ভালো কাজের আশায় রোমে এসেছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতে তিনি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ১৯৭ খ্রিস্টাব্দে কার্থেজে ফিরে আসেন। আর তারপর থেকে বাকিজীবন সেখানেই বসবাস করেন। তার রচনার মূল দিক ছিল তিনি নস্টিক দর্শনকে জনপ্রিয়তার তালিকা থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই বাস্তবিকভাবে নস্টিক দর্শনের ক্রান্তিকাল আরম্ভ হয়েছিল।

টারটুলিয়ান ছিলেন একজন মন্টানিস্ট যিনি জীবনভর খ্রিস্টানদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে গোঁড়ামির দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। পরে কার্থাজিনিয়ান চার্চ থেকে তাকে বিতাড়িত করা হয়। তিনি নিজের অনুসারী ব্যক্তিদের নিয়ে কাছাকাছি একটি মন্টানিস্ট লোকালয়ে গিয়ে থাকা শুরু করেন। সেখানে তার প্রভাব ছিল সাংঘাতিক। ২২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন।

আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক হলেন আফ্রিকার সিপ্রিয়ান (থেসিয়াস সিসিলিয়াস সিপ্রিয়ানাস)। তিনি প্রায় ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে কারথেজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও পাগান পিতামাতার ঘরে জন্মেছিলেন এবং মধ্যযুগে এসে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত

BanglaBook.org

হন। তিনি অবশ্য কার্থেজে চার্চের বিশপ হিসেবেও কাজ করেন। তিনি তার রচনার মধ্যে টেরুলিয়ানের লেখার ধরনটি অবিকৃত রেখেছিলেন। ২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি শহীদ হন।

খ্রিষ্টান ধর্মের ক্ষমতা দিনদিন এতই বেড়ে যাচ্ছিল যে সে সময় অ্যালেক্সান্ডার স্যাভিরাসের রোমে সকল ধর্মের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মৃদু ইচ্ছেটা যেন যিশুর প্রতি মানুষের মমত্ববোধের আধিক্যে কোথায় হারিয়ে গেল।

তাই খুব সাধারণভাবেই পাগান ধর্মের অনুসারী দার্শনিকেরা খ্রিস্টান ধর্মের বর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। এর আগে ছিল স্টয়সিজম যা কিনা অভিজাত শাসক শ্রেণির অল্প কিছু মানুষকে তার আদর্শের দিকে টেনে আনতে পেরেছিল। কিন্তু মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যুর সাথে সাথে সেই আদর্শের জনপ্রিয়তাও যেন হঠাৎ করেই মরে গেছে। এরপর যে দর্শন সফলতার মুখ দেখেছিল, তা হলো গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর দর্শন। তার নতুন ধরনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। জীবন এবং ধর্মকে তিনি নিজস্ব দর্শনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। তখন দার্শনিকদের কাছে নব্য প্লেটোনিক দর্শন এমনই একটি আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আর না বাড়িয়ে তারা প্লেটোর মতবাদগুলোতেই নিজেদের আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেত।

প্লেটোর অনুসারী নব্য দার্শনিকদের মধ্যে যার নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন প্লটিনাস। ২০৫ খ্রিস্টাব্দে রোমান পিতামাতার পরিবারে মিশরে তার জন্ম হয়েছিল। তিনি অ্যালেক্সান্ড্রিয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং রোমে আসেন ২৪৪ খ্রিস্টাব্দে। তার মৃত্যুর আগে ২৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জটিল দর্শনের শিক্ষাদান করতে থাকেন।

যদিও এই নব্য প্লেটোনিজম রোমান সাম্রাজ্যে বিশাল কোনো প্রতিষ্ঠিত দর্শন হিসেবে নিজের জায়গা করে নিতে সফল হয়নি, কিন্তু প্লেটোর নানান দর্শন কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে খ্রিস্টান চার্চে প্রচলিত হয়েছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশে যেখানে খ্রিস্টান ধর্ম বেশি প্রসার পেয়েছে, সেখানে প্লেটোর দর্শনও জনপ্রিয় হয়েছে।

BanglaBook.org

৬. অরাজকতা

পার্সিয়ান আর গোথ

ইতিহাসে এর আগেও দুই দুবার রোম দেখেছে কী করে এক একজন সম্রাটের বংশ কেবল যুদ্ধের কারণে পুরোপুরি বিলীন হয়ে যেতে পারে। ৬৮ খ্রিস্টাব্দে নিরোকে বন্দী করার পরে সাম্রাজ্যে হালকা একটি যুদ্ধ চলে আসছিল। ১৯২ খ্রিস্টাব্দে কমোডুসকে বন্দী করে হত্যার পরে সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করে। সেবারে যুদ্ধ স্থায়ী হয় চার বছরব্যাপী।

এবারে ২৩৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যালেক্সান্ডার স্যাভিরাসের হত্যার পরে রোম ছিল খুব দুর্বল একটি সাম্রাজ্য আর যা ছিল উপর্যুপরি যুদ্ধের ফসল। কারণ তার আগের পঞ্চাশ বছর ধরে কেবল সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে আক্রমণ হয়ে আসছিল। সেসব আক্রমণে রোম বলতে গেলে জায়গায় জায়গায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল।

সেই অর্ধশতাব্দীতে অন্তত ছাব্বিশজন মানুষ সম্রাটের আসনে আসীন হতে পেরেছিলেন। তাদের কেউ কেউ বেশ সমর্থনও পেয়েছিলেন, কেউ বেশ সফলও হয়েছিলেন। কারও কারও সফল হবার চেষ্টা ছিল। তবে তাদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া বাকিরা সব ভয়ংকর মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

দেশে এই ক্রমাগত অরাজকতার মূল হিসেবে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপকে দায়ী করা যেতে পারে। সেনাবাহিনীর বিশাল বাহিনীকে কিছুতেই তখন আর একক রোমান বাহিনী বলে মনে করার কোনো উপায় ছিল না। বাহিনীতে দূর দূরান্তের প্রদেশগুলো থেকে সেনা এসে যোগদান করতে লাগল। বিভিন্ন প্রদেশের দরিদ্র শ্রেণি, যারা কখনও সরকারি কোনো কাজে অংশ গ্রহণের কোনো আশা রাখেনি, সেরকম মানুষরাই তখন সেনা সদস্য হওয়ার জন্য অগ্রাধিকার পাচ্ছিল। তাই তখন হু হু করে উত্তর দিকের জার্মানি থেকে অসভ্য উপজাতিরা দলে দলে এসে রোমান

BanglaBook.org

সেনাবাহিনীতে যোগ দিলো। তারা মোটামুটি ভালো যোদ্ধা ছিল আর রোমান বাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে তাদের একমাত্র কারণ ছিল উচ্চমানের ভাতা। যেখানে খোদ রোমানরা সেনাবাহিনীতে থাকার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত বোধ করছিল, সেখানে তাদের জন্য সেটা ছিল ভীষণ লোভনীয় একটি সুযোগ।

যে কোনো বাহিনীর প্রধান নিজেকে সিংহাসন পর্যন্ত ঠেলে উঠিয়ে দেয়ার জন্য সেই বাহিনীর সেনাদের অনায়াসে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু সিংহাসনটি হয়ে পড়েছিল আত্মহত্যার আরেক নাম। এমনটা তারা কখনও চেয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য যে মানুষই যখন সিংহাসনে বসতে সফল হয়েছে, চেষ্টা করেছে যেন সাম্রাজ্যের হাজার পাহাড় প্রমাণ সমস্যাগুলোর সমাধান হয়।

অর্ধশতাব্দীর অরাজকতা শুরু হয়েছিল যখন কিনা ম্যাক্সিমাস (গেইয়াস জুলিয়াস ভ্যারাস ম্যাক্সিমিনাস), যিনি ছিলেন একজন থ্রেসিয়ান কৃষক, কিছু সংখ্যক বিদ্রোহীদের উস্কে দিয়ে গাউলে অ্যালেক্সান্ডার সেভিরাসকে হত্যা করেছিলেন এবং সেখানেই নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম রোমান সম্রাট, একজন সেনার চেয়ে উঁচু সামাজিক সম্মান যার প্রাপ্য ছিল না। তাই ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরেও তার আদেশ নির্দেশ সেনাবাহিনীরা তেমন একটা গায়ে লাগাত না।

দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে আরও একজন দেড়শ বছর আগে নার্ভাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে সম্রাট ঘোষণার চেষ্টা করেছিলেন। একজন বয়স্ক, সম্মানিত ব্যক্তি গর্ডিয়ান (মার্কাস অ্যান্টোনিনাস গর্ডিয়ানাস) নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন।

গর্ডিয়ান ১৫৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে ট্র্যাজানের বংশধর বলে দাবি করতেন। তিনি বাস্তবে এমন নীতিবোধসম্পন্ন এবং পরিশ্রমী জীবনযাপন করতেন, যেন মনে হতো তিনি অ্যান্টোনাইনদের মধ্যে একজন। অ্যালেক্সান্ডার স্যাভিরাসের অধীনে তিনি আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন। যখন সেখানকার স্থানীয় বাহিনী তাকে সম্রাট হিসেবে দেখতে চেয়েছিল, তখনও তিনি সেখানকার গভর্নরের পদেই বহাল ছিলেন।

গর্ডিয়ান যে কেবল নার্ভাকে স্মরণ করে এমনটা করেছিলেন, তা নয়, তিনি অসফল সম্রাট পার্টিন্যাক্সের কথাও উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তার পক্ষে এই বৃদ্ধ বয়সে সাম্রাজ্যের এই অবস্থার উন্নতি করা এবং আইন রক্ষা করা প্রায় দুঃসাধ্য। তার বয়স ছিল প্রায় আশি বছর। তার অনুগত সেনাবাহিনী তাকে সিংহাসনে আসীন হতে বাধ্য করার জন্য হুমকি দিয়েছিল। নিজেকে সম্রাট ঘোষণা না করলে তাকে সেনাদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। তাই তিনি ভয়ে ভয়ে নিজের সন্তানকে পাশে রেখে কাজটি করেছিলেন। তারা দুজনেই সম্রাটের আসনে বসেন এবং ইতিহাসে যথাক্রমে গর্ডিয়ান-১ এবং গর্ডিয়ান-২ হিসেবে পরিচিত হন। (গর্ডিয়ান-২ একজন বিখ্যাত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত হন। তিনি ৬২০০০ ভলিউমের একটি পাঠাগার স্থাপন করেন।)

BanglaBook.org

তাদের দুজনকেই সিনেট স্বাগতম জানিয়েছিল কিন্তু কোনোরকমে তারা মাসখানেকের বেশি শাসনকাজ চালাতে পেরেছিলেন। গর্ডিয়ান-২ নিজেদের ভেতরে সেনাদের সাথে এক সামান্য যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে গর্ডিয়ান-১ ক্ষোভে, দুঃখে আত্মহত্যা করেন।

এর মধ্যে ম্যাক্সিমিনাসও তার নিজের বাহিনীর হাতে মারা পড়েছিলেন। আর গর্ডিয়ানরা এমনিতেই তখন সেনাদের পরবর্তী লক্ষ্য হয়ে পড়েছিলেন।

মাত্র বারো বছর বয়সী গর্ডিয়ন-১ এর নাতি, কেবল নামের জোরে রোমে সিনেটের সমর্থনে নতুন সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হলো। তিনি হলেন গর্ডিয়ান-৩। ২৩৮ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ৯৯১ সালে) তিনি রাজত্ব শুরু করেন। তারপর কয়েকবছর পর পর্যন্ত অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলতে লাগল। মাঝখানে কিছুদিন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়া গেলেও হঠাৎ করে আবার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

২৪১ খ্রিস্টাব্দে সাশানিড রাজপরিবারের দ্বিতীয় রাজা শাপুর-১ পারস্যের রাজা ছিলেন। তিনি পাশের সাম্রাজ্যের প্রদেশ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছিলেন। ভেবেছিলেন ইচ্ছে করলেই অনায়াসে তিনি সেখানকার কিছু অংশ নিজের দখলে নিতে পারেন যারা কিনা অতীতে তাদের অনেক ভুগিয়েছে। তিনি সিরিয়ায় বাহিনীসহ প্রবেশ করে সেখানকার রাজধানী অ্যান্টিওচ ঘেরাও করে রাখেন।

রোমের বালক সম্রাট গর্ডিয়ান-৩ অবশ্যই একজন যোদ্ধা হয়ে ওঠেননি তখনও। কিন্তু তিনি ততদিনে বিবাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে তার শ্বশুর গেইয়াস ফিউরিয়াস টাইমিসিথিয়াস সেই অক্ষমতার জায়গাটা পূরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি রোমান বাহিনীকে দক্ষতার সাথে পথ দেখিয়ে সিরিয়া থেকে পারস্যের সেনাদের হটিয়ে দেন। দুর্ভাগ্যবশত টাইমিসিথিয়াস গুরুতর অসুখে ভুগে ২৪৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পরে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব মার্কাস জুলিয়াস ফিলিপাসের হাতে চলে যায়। তার হাতে গর্ডিয়ান-৩ মৃত্যুবরণ করেন। ২৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন।

ফিলিপাস আরব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আর তাই ইতিহাসে তিনি ফিলিপ অফ অ্যারাবিয়ান বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি পারস্যের সাথে একটি লোকদেখানো শান্তির ব্যবস্থা করেন। আর সেটি আসলে করেন ঘুষ দিয়ে। তিনি তাদেরকে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে রোমে ফিরে আসেন।

এই নিয়মটি পাঁচ বছরব্যাপী চলতে থাকে। এবং এটি এই জন্য বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে সে সময়ে রোমান সাম্রাজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পার করছিল। ২৪৮ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১০০০-১০০১ সালে) রোম সাম্রাজ্যের এক হাজার বছর পূর্তি উৎসব হয়েছিল।

অগাস্টাস শহরের ইতিহাসে কোনো একটা যুগের সমাপ্তি উদ্‌যাপন করার প্রচলন করেছিলেন। সেই উৎসবের মধ্যে নানারকমের ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার

BanglaBook.org

গেমস) খেলাধুলার আয়োজন করা হতো। (সেক্যুলার শব্দটি এসেছিল ল্যাটিন থেকে। এর অর্থ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের পুনরাবর্তন অথবা পৃথিবীর বয়স। পরে এই শব্দটি পার্থিব বা ধর্মনিরপেক্ষতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।) শতাব্দীর শেষে অথবা কোনো শহরের পত্তনের সময় এই ধরনের খেলাধুলার আয়োজন খুব স্বাভাবিক ছিল। ক্লডিয়াস শহরের ৮০০ তম বছর এবং অ্যান্টোনিনাস পায়াস ৯০০ তম বছর উদ্‌যাপন করেছিলেন। এবারে ফিলিপ দ্য অ্যারাবিয়ান ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিস্তারিত সেক্যুলার গেমসের আয়োজন করেন রোমের ১০০০ তম বছর উদ্‌যাপনের জন্য। এটা যে কেবল অনেক দিনব্যাপী হয়েছিল তা নয়, এটাই ছিল এ ধরনের শেষ উৎসব। কারণ ওই সেক্যুলার গেমস আর কোনোদিন উদ্‌যাপিত হয়নি।

সেই হাজারতম বছরটি ফিলিপের জন্য কোনো সৌভাগ্য বয়ে আনেনি। সাম্রাজ্যের চারদিকে বিভিন্ন বাহিনী বিদ্রোহ করছিল। ফিলিপ তার পক্ষের লোকদের মধ্যে একজন, ডেসিয়াসকে (গেইয়াস মেসিয়াস কুইনটাস ট্র্যাজানাস ডেসিয়াস) দানিয়ুবের তীরে পাঠিয়ে দেন সেখানকার বিদ্রোহ মেটানোর জন্য। সেখানে যাওয়ামাত্রই বিদ্রোহী সেনারা ডেসিয়াসকে সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেয়ার অনুরোধ করে। ডেসিয়াস এই দায়িত্ব নিতে চাননি এবং তাদের বুঝিয়ে শান্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেনারা যখন তাকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছে তখন তার আর কিছুই করার ছিল না। এরপর সেই সময়ে সেখানে যা যৌক্তিক, সেই ক্ষমতার জন্য লড়াই করা ছাড়া তার সামনে অন্য কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। বাধ্য হয়ে তাকে বিদ্রোহীদের নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে পুরো বাহিনী নিয়ে ইতালির দিকে রওনা দেন তিনি। ২৪৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ইতালিতে যুদ্ধ শুরু হয়। সেখানে সম্রাট ফিলিপকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। অবশ্যম্ভাবীভাবে তারপর রোমান সম্রাট হন ডেসিয়াস।

ততদিনে ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টানেরা রোমান সাম্রাজ্যের সরকারকে নানাভাবে প্রভাবিত করছিল। তারা রোমের জন্য এমনই বিরক্তিকর এবং ধ্বংসাত্মক উপাদানে পরিণত হচ্ছিল যেন একটি উৎপাত (রোমের জন্য ঠিক যেমন অশান্তির ছিল নিরোর আমলে আগন আর মার্কাস অরেলিয়াসের আমলে মহামারি)।

২৫০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ধর্ম সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হলো। এটা ছিল কেবলই কিছু বিশ্বাস মেনে নেয়া এবং কিছু মন্ত্র বিড়বিড় করার দায়িত্ব। এটা যদি কেউ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে নিশ্চয়ই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। রোমানদের জন্য এই বিষয়টি তখন এমনই ছিল, যেমন এখন আমেরিকানদের জন্য "আনুগত্যের শপথ" (লয়ালিটি ওথ)।

অনেক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী রোমের সেই ধর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার চেয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মনে করলেন। অরিজেন ছিলেন ডেসিয়াসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিকার যিনি সম্রাটের ক্রোধের কারণে ধ্বংস হন। তাকে সরাসরি হত্যা

BanglaBook.org

করা হয়নি। তবে এত গুরুতর আহত করে ফেলা হয়েছিল যে তিনি নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন। কার্থেজ শহরের সিপ্রিয়ানকে হত্যা করা হয়েছিল। আরও হত্যা করা হয়েছিল রোমের, অ্যান্টিওকের এবং জেরুজালেমের বিশপদের।

এভাবে রোম শহরের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্মপালন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ঝোপেঝাড়ে, মাটির নিচের রাস্তায়, শহরের বাইরে কবরস্থানে একত্র হতে শুরু করল। এই জায়গাগুলোকে তারা নির্দিষ্ট দিনে চার্চের মতো ব্যবহার করতে লাগল। এসব হয়ে দাঁড়ালো তাদের গোপন ধর্মচর্চার গোপন মিলনস্থান।

সম্রাট ডেসিয়াসের সময় আরেকটি নতুন অসভ্য জাতের উদ্ভব হলো, যাদের নাম গোথ। তারা হঠাৎ করেই যেন সেখানে আবির্ভূত হলো। এরা জার্মানির উপজাতি। যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগে কোনো এক সময়ে এরা সুইডেনের একটি অংশ দখল করে রেখেছিল। (আসলে বাল্টিক সাগরের দক্ষিণপূর্ব দিকের একটি দ্বীপ এখনও গোটল্যান্ড নামে পরিচিত।)

অগাস্টাসের শাসনামলের আগে আগে তারা সম্ভবত দক্ষিণ দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল এবং বর্তমানে যে জায়গাটা আধুনিক পোল্যান্ড বলে পরিচিত, সেই জায়গাটা দখল করে রেখেছিল। তারপর ধীরে ধীরে পরের শতাব্দীগুলোতে তারা সফলভাবে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ক্যারাক্যালার শাসনামলে তারা কৃষ্ণসাগরের তীরে পৌঁছে গেল। তখন তারা দুটো পৃথক দলে ভাগ হয়ে গেল। একটি দল পূর্বদিকে রওনা দিয়েছিল। সেই সমভূমি যেখানে তারা আস্তানা গড়েছিল তাকে এখন বলা হয় ইউক্রেইন। এদেরকে বলা হয় পূর্বদিকের গোথ বা অস্ট্রোগোথ। ("অস্ট" মানে জার্মানির প্রজাতি বা পূর্বদিক অথাৎ ইস্টের প্রজাতি)। দ্বিতীয় দলটি পশ্চিমদিকেই থেকে গেল। তারা রোমান প্রদেশ ডেসিয়ায় প্রবেশের জন্য যুদ্ধ করতে লাগল। তাদের বলা হয় পশ্চিমা গোথ বা ভিজি গোথ। ("ভিজি" হয়তোবা পুরনো কোনো টিউটোনিক শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ "ভালো"।) তাই এই নামের অর্থ দাঁড়াল দয়ালু অথবা ভালো। (তারা নিজেদের প্রশংসা করতে গিয়ে নিজেরাই হয়তো এই নামকরণ করেছে।)

ক্যারাক্যালা গোথদের বিরুদ্ধে লড়েছিল ২১৪ খ্রিস্টাব্দে। তখন তারা পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু দিনে দিনে তাদের শক্তি আর সাহস বেড়ে গিয়েছিল রোমান বাহিনীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই। ডেসিয়ায় অবস্থানকারী রোমান সেনাবাহিনী গোথ উপজাতির আক্রমণ থেকে রোমকে বাঁচানোর চেয়ে নিজেদের সিংহাসনের জন্য লড়াই আর বিদ্রোহ নিয়েই বেশিরভাগ সময়ে ব্যস্ত ছিল। এছাড়া রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সেনাবাহিনীতে বাইরে থেকে আসা উপজাতিদের সংখ্যা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তাদের মধ্যে রোমের কোনো প্রদেশ দখল করে ফেলার গোপন ইচ্ছা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তারা এখানে সেখানে লুটপাট চালাত নির্দ্বিধায়।

ডেসিয়াসের আমলে গোথ প্রজাতি স্রোতের মতো ডেসিয়ায় প্রবেশ করতে লাগল। তারা রোমানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়া বাকি সব জায়গা থেকে বলতে গেলে উৎখাত

করল। তারপর দানিয়ুবের তীরে পৌঁছে তারা নদীর অপর পাড়ে চলে আসে। উপজাতীয়দের আক্রমণ ছাড়াও কেবল নিজেদের মধ্যেই দেড়শ বছর ধরে লড়াই করে প্রদেশগুলো যেমন ভাঙাচোরা হয়ে পড়েছিল, তা দেখে তারা নিশ্চয়ই অবাক হয়।

ডেসিয়াস তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিছুকিছু যুদ্ধে জয়ীও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২৫১ খ্রিস্টাব্দে (১০০৪ রোমান সালে) তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে বাইরের শত্রুর হাতে সম্রাটের খুন হওয়ার ঘটনা ছিল রোমান সাম্রাজ্যে সেটাই প্রথম।

ডেসিয়াসের অধীন একজন কর্মচারী গ্যালাস (গেইয়াস ভিবিয়াস ট্রিবেনিয়ানাস গ্যালাস) তার জায়গায় সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তিনি গোথদের ধনদৌলতের লোভ দেখিয়ে নিজের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেন। তারা কিছুদিনের জন্য তাদের দখলের কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখে। কিন্তু তারপর আবার তাদের দখল আর যুদ্ধের নেশা পেয়ে বসে। তারা গ্রিস আর এশিয়া মাইনরে আক্রমণ চালায়। ২৬৭ খ্রিস্টাব্দে তারা রাজধানী এথেন্সে পর্যন্ত হামলা করে।

গোথ প্রজাতির হামলা রোমান সেনাবাহিনীকে এমন হুমকির মুখে রেখেছিল যে তারা কেবল দানিয়ুবের নিচের দিকে জড়ো হয়ে সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যস্ততায় দানিয়ুবের উপরের দিকে আর রাইনের তীরের সীমানা হয়ে পড়েছিল খুবই অরক্ষিত। জার্মানির অন্যান্য উপজাতিরা এরই সুযোগ নষ্ট করেনি। দক্ষিণ জার্মানির অ্যালামানি প্রজাতি দক্ষিণ দিকে সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং উত্তর ইতালিতে চলে আসে। পশ্চিম জার্মানির একটি নতুন প্রজাতি, যারা নিজেদের নাম রেখেছিল "ফ্র্যাঙ্কস" ("ফ্রি ম্যান" বা "মুক্ত মানুষ"), ২৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাইন পেরিয়ে চলে যায়। তারা গাউলে আড়াআড়িভাবে দখল করতে করতে এগিয়ে যায় এবং স্পেন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের দলের কিছু অংশ আফ্রিকায় গিয়ে তবে থামে। সাম্রাজ্যের অরক্ষিত প্রদেশগুলো বুঝতে পেরেছিল যে নিজেদের দখল হয়ে যাওয়া এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে ঠেকানোর মতো শক্তিশালী সরকার ব্যবস্থা আর তাদের নেই। তাই নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করার জন্য চারদিকে দেয়াল গড়ে তুলতে লাগল, সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য সব রকমের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

এর মধ্যে গ্যালাস একটি যুদ্ধে একজন বিদ্রোহী জেনারেলের হাতে মারা পড়েন। ২৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেরিয়ানের (পাবলিয়াস লিসিনিয়াস ভ্যালেরিয়ানাস) সাহায্যে তিনি জয়ী হয়েছিলেন তবে সেবার ভ্যালেনিয়াস এসে পৌঁছতে এত দেরি করে ফেলেছিলেন যে তাকে আর বাঁচাতে পারেননি। ভ্যালেরিয়ান তার পুত্র গ্যালিনাসকে (পাবলিয়াস লিসিনিয়াস গ্যালিয়েনাস) নিয়ে একসাথে সম্রাটের আসনে আসীন হন। দুজনে মিলে সাম্রাজ্যের তখনকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

এটা ছিল একটি অতি মানবিক কাজ। সাম্রাজ্যের উত্তর দিকের সীমানা এতটাই জীর্ণ অবস্থায় ছিল যেন স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। যুগ্ম সম্রাট একসাথে হয়ে

BanglaBook.org

কোনোরকমে গোথ প্রজাতির সাথে যুদ্ধ করে তাদের গাউল থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু জার্মানদের যতই ঠেলে দেয়া হোক না কেন, সামান্য সুযোগে ম্যাক্রোম্যানি ইতালিতে প্রবেশ করে বসে। দুজন সম্রাট যত তাড়াতাড়ি পারেন একটি দিক থেকে আক্রমণ করেন কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা আবার অন্য আরেকটি দিক থেকে আক্রমণ চালান। গ্যালিয়েনাসের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন নব্য প্লেটোনিক দার্শনিক প্লটিনাস। কিন্তু যুগ্ম সম্রাটেরা তখন যুদ্ধ এবং হামলা ঠেকানো নিয়ে যে মহা ফ্যাসাদে পড়ে আছেন, কারও মনে হতেই পারে, এর মধ্যে দার্শনিকের কাজটা কী!

এই সমস্ত ডামাডোলের মধ্যে আবার পারস্য থেকে সুযোগ বুঝে আক্রমণ চালানো হলো। শাপুর-১ তখনও পারস্যের রাজা ছিলেন। দশ বছর আগে তিনি তরুণ সম্রাট গর্ডিয়ান-৩ এবং তার যুদ্ধপ্রেমী শ্বশুরের বিরুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও রোম দশ দশটি ধ্বংসের বছর পার করেছে। এখন সময় এসেছে যে শাপুর-১ রোমে আবারও হামলা করতে পারে। এবারে তিনি আবার সিরিয়ায় আক্রমণ করলেন এবং রাজধানী অ্যান্টিওক দখল করে নিলেন।

ভ্যালেরিয়ান কোনো সময় নষ্ট না করে সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা দিলেন। তিনি সিরিয়া থেকে পারস্যের সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হলেন ঠিকই কিন্তু তার সেনাবাহিনী অসুখের প্রকোপে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভ্যালেরিয়ান সেনাদের বিষয়ে সজাগ ছিলেন। তিনি পরবর্তী আক্রমণের আশঙ্কায় আগেভাগেই পারস্যের সাথে একটি শান্তিচুক্তিতে আসতে চান। ২৫৯ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১০১২ সাল) পারস্যের সেনারা তাকে বন্দী করে ফেলে। তার জীবনের বাকি দিনগুলোতে তিনি তাদের কাছে গৃহবন্দী হয়ে ছিলেন। এরপর তাকে নিয়ে অনেক রটনা, গুজব বা গল্প ছড়িয়েছে কিন্তু তাকে আর মুক্ত হতে দেখা যায়নি। ভ্যালেরিয়ানই হলেন প্রথম রোমান সম্রাট যিনি কোনো বিদেশী শক্তির কাছে বন্দী হয়ে জীবিত ছিলেন। এটি রোমান ঐতিহ্যের উপরে একটি চপেটাঘাত।

গ্যালিয়েনাস বাবার বন্দীত্বের পরে সাম্রাজ্য চালানো শুরু করেন। কিন্তু বিদ্যমান নানান সমস্যার সাথে আরও এত বেশি বেশি উপজাতি হামলার সমস্যা শুরু হলো যে সেই সময়টিকে বলা হয় "তিরিশ জালিমের আমল"। একইভাবে অ্যাথিনার ইতিহাসেও সেই সময়টিকে অন্যায় অবিচারের আড্ডাখানা বলা হয়েছে। গ্যালিনিয়াস তার বাবার মতো অত রাগী ছিলেন না। ডেসিয়ার মানুষেরা খ্রিস্টানদের প্রতি তখন মারাত্মক অত্যাচার করছিল। তিনি তার বাবার মতো অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে মোটামুটি সহনশীল থাকার একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন।

২৬০ খ্রিস্টাব্দটি রোমান সাম্রাজ্যের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনেনি। এক এক সময় এমনও মনে হয়েছিল যে সাম্রাজ্যটি ভেঙে পড়ছে কিংবা কিছুতেই আবার নতুন করে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। যুগ্ম সম্রাটদের মধ্যে একজন অসহায়ের মতো বন্দী আর আরেকজন বোকার মতো যুদ্ধ করেই চলেছে। পশ্চিম দিকের পুরোটা অঞ্চল,

BanglaBook.org

যা কিনা সাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ, তা যেন ভেঙেই পড়ল। একজন জেনারেল গাউল, স্পেন আর বৃটেনসহ সেই পুরো অঞ্চলটি দখল করে নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। গ্যালিয়েনাস সেই জেনারেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, যে যুদ্ধে সম্রাটের পুত্রের মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমের ওই প্রদেশগুলো উদ্ধারের প্রচেষ্টা তাকে বাদ দিতে হয়। আর তারপর পারস্য সাম্রাজ্যও ১৪ বছরব্যাপী স্বাধীন থাকে।

এর মধ্যে শাপুর, ভ্যালেরিয়ানকে বন্দী করে তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেব করতে লাগলেন। সিরিয়া তো তার দখলেই ছিল, এবারে এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হলেন। সেদিকে যেতে যেতে তিনি মরুভূমির মধ্যে কোথাও গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মরুভূমির মধ্যে যেখানে রাজ্য দখলের সীমানা করেছিলেন, সেটি আজও কোনো ম্যাপে উল্লেখ করা হয়নি।

সিরিয়ায়, অ্যান্টিওকের ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে একটি শহর ছিল। ইহুদি প্রাচীন কাহিনী অনুযায়ী শহরটির পত্তন করেছিলেন রাজা সোলেমান। শহরটির নাম রেখেছিলেন তাদামোর ("তাল গাছের শহর")। গ্রিক আর রোমানদের মুখে মুখে এই নামটিই হয়ে দাঁড়ালো পালমিরা। ভেস্পাসিয়ানের সময়ে এই শহরটি রোমের অধীনে চলে আসে। অ্যান্টোনিনাসের সময় আসতে আসতে শহরটি বেশ ধনী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এটি জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল, কারণ এটি ছিল এমন একটি জায়গা যেখানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মরুভূমি পার হওয়া ক্যারাভ্যানগুলো একটু জিরিয়ে নিত। ক্রমে শহরটিতে ভিড়ভাট্টা বেড়ে গেল। হ্যাড্রিয়ান এই শহরটি দেখতে গিয়েছিলেন। আর যখন সেখানকার অধিবাসীরা রোমান নাগরিক হয়ে গেল, ক্যারাক্যালার আমলে নাগরিকত্বের সাথে সাথে তারা প্রত্যেকে রোমান নাম গ্রহণ করল।

অ্যালেক্সান্ডার সেভিরাস তার পূর্বদিকের অভিযানের সময়ে পালমিরা শহরে গিয়েছিলেন। তখন একজন নেতাগোছের পালমিরিন নাগরিক অডেনাথুসকে (সেপটিমিয়াস অডেনাথুস) তিনি সেখানকার সিনেটর হিসেবে নিয়োগ দেন। সিনেটরের পুত্রকেও একই সমান সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ভ্যালেরিয়ানকে বন্দী করার সময়ে পুত্র অডেনাথুস পালমিরার শাসনকাজে বহাল ছিলেন। তিনি সেই এলাকার ক্ষমতা শক্ত হাতে ধরে ছিলেন আর পাশাপাশি ইতালি অনেক দূরে হলেও রোমে যেন শান্তি বজায় থাকে সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি পালমিরার স্বাধীনতা নিয়ে সবসময় উদ্বিগ্ন ছিলেন। পারস্য ছিল খুব কাছে এবং রাজার শাসনে কঠোর একটা অবস্থান ছিল দেশের অভ্যন্তরে। তাই পালমিরা শহর থেকে আক্রমণ করলে সেই মুহূর্তের দুর্বল রোমের ওপরে না করে শক্তিশালী পারস্যের ওপরেই চালাতে চাইছিলেন।

অডেনাথুস তাই পারস্যের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। গ্যালিয়েনাস তখন ইউরোপে ব্যস্ত ছিলেন তাই এই যুদ্ধ সামাল দেয়ার মতো অবস্থা তার ছিল না। এদিকে অডেনাথুস তার বাহিনী নিয়ে পারস্যের বেশ কয়েকটি বাহিনীকে পরাস্ত করে

BanglaBook.org

রাজ্যের ভেতরে অনেকদূর পর্যন্ত দখল করে নিলেন। দখলের নেশায় আর সাফল্যের জোশে তিনি আরও এগোতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এশিয়া মাইনরে গোথদের মুখোমুখি হতে যখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তার আগেই গোথ উপজাতি সেখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভেগে গেছে।

গ্যালিয়েনাস যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি কিন্তু অডেনাথুসের এই সাফল্যে খুশি হয়ে তাকে পালমিরার ঐতিহ্যবাহী রাজাসহ পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর প্রধান বানিয়ে দেন। কারণ অডেনাথুসের ঐকান্তিক ইচ্ছে ছাড়া সেদিকের প্রদেশগুলো চিরশত্রু পার্সিয়ানদের কাছে হারাতেই হতো রোমান সাম্রাজ্যকে।

কিন্তু ২৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে অডেনাথুকে তার বড় ছেলেসহ বন্দী হতে হয়। অডেনাথুসের কুচক্রী স্ত্রী, সেপটিমিয়া জেনোবিয়া তার কাছ থেকে রাজ্যের শাসনভার ছিনিয়ে নেন। পালমিরার শাসনকাজ বেশ ভালোভাবেই চলতে থাকে।

২৬৮ খ্রিস্টাব্দে, যখন গ্যালিয়েনাস তার বাহিনীর হাতে খুন হন, জেনোবিয়া এমন ভাব করেন যেন তিনি তার স্বামীর সূত্রে কেবল পালমিরার এবং পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর শাসনের উত্তরাধিকারী নন, বরং তার ছোট ছেলের সূত্র ধরে তিনি সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীর আসনেরও হকদার। তিনি ততদিনে সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন। এবারে বাহিনী নিয়ে মিশর এবং এশিয়া মাইনরের উদ্দেশে রওনা দেন। ২৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে সম্রাজ্ঞী এবং তার ছোট ছেলেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। এভাবে রোমান সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পশ্চিম এবং পূর্বদিকে প্রদেশ ছিল পুরোপুরি স্বাধীন। আর ঠিক মধ্যভাগে ইতালি কেবল মাঝখানের প্রদেশকেই নিয়ন্ত্রণ করত। মধ্যভাগে ছিল ইতালি নিজে, এছাড়া ইলিরিয়া, গ্রিস এবং আফ্রিকা। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই দুর্দশাগ্রস্ত। সেখানকার জনসংখ্যা স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত কমে যাচ্ছিল। একটি প্রজন্মের নিজ হাতে ক্রমাগত ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় বিশাল সাম্রাজ্য দুর্বল একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কোথাও এই অবস্থা থেকে মুক্তির কোনো উপায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

পরিত্রাণ

আকস্মিকভাবে ইলিরিয়া থেকে এই প্রথম একটি সম্রাট বংশের উদ্ভব হলো। তারা যেন আকস্মিক ধ্বংসের গ্রাস থেকে সাম্রাজ্যকে ছিনিয়ে নিলো।

২৬৪ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিয়েনাসের মৃত্যুর পরে সেনাবাহিনী মার্কাস অরেলিয়াস ক্লডিয়াসকে সম্রাট ঘোষণা করে। তিনি ইতিহাসে সাধারণত ক্লডিয়াস-২ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইলিরিয়ান হয়ে জন্মানোর পরেও তিনি ডেসিয়াস, ভ্যালেরিয়ান

এবং গ্যালিয়েনাসের অধীনে খুব সফলভাবে কাজ করে গেছেন। তারপর এখন সম্রাটের আসনে বসে তিনি প্রথমেই আক্রমণকারী উপজাতিদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছিলেন।

ফলাফলও এলো খুব ভালো। উত্তর ইতালিতে তিনি অ্যালেমান্নিদের পরাজিত করে আল্পস পর্যন্ত ঠেলে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি মোয়েশিয়ার দিকে রওনা দেন, উদ্দেশ্য ছিল অপরাজিত হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারী গোথদের হটিয়ে দেয়া। ২৬৯ এবং ২৭০ খ্রিস্টাব্দব্যাপী যুদ্ধ করে তিনি গোথদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেন। এই বিজয়ের পরে তার নাম হয় ক্লডিয়াস গোথিকাস (সাম্রাজ্যে সুদিন বয়ে এনেছিলেন বলে, গোথদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের উপাধিস্বরূপ তাকে এই নাম দেয়া হয়)।

অরাজকতার সেই যুগে তিনিই ছিলেন একমাত্র সম্রাট যার মৃত্যু কোনো ভয়ংকর ঘটনার ভেতর দিয়ে হয়নি। ২৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একজন সাধারণ রোমান নাগরিকের মতোই অসুখে ভুগে মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়ে সম্রাট হিসেবে তার শেষ দায়িত্ব পালন করেন। তার উত্তরাধিকারী ছিলেন তারই শিষ্য অরেলিয়ান (লুসিয়াস ডমিশিয়াস অরেলিয়ানাস)।

সম্রাটের মৃত্যুর পরে তার অর্ধসমাপ্ত কাজগুলো স্বাভাবিকভাবেই উত্তরাধিকারী অরেলিয়ানের উপরে বর্তায়। উপজাতীয় দলগুলো যারা ততদিনে ঝিমিয়ে পড়েছিল, নতুন সম্রাটের অধীনে তারা নতুন করে হামলা চালাবে বলে ঠিক করল। যেই বলা সেই কাজ, সাম্রাজ্যের দক্ষিণ দিকে উপজাতীয়রা আবার হামলা করল। অরেলিয়ান বিপুল বিক্রমে দ্বিতীয়বারের মতো অ্যালেমান্নি এবং গোথ উপজাতিদের ভয়াবহভাবে পরাজিত করলেন। এই বিজয় প্রমাণ করেছিল যে একজন যোগ্য সম্রাট আরেকজন যোগ্য উত্তরসূরি রেখে গেছেন।

সাম্রাজ্যের দক্ষিণ দিকের সীমানা যদিও দুর্বলভাবে সুরক্ষিত করা গেল, কিন্তু তারপর অরেলিয়ানের চোখ পড়ল পূর্বদিকে, যেখানে জেনোবিয়া একেবারে আসন গেঁড়ে বসে ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে পূর্বদিকে একটি অভিযান, দক্ষিণ দিক থেকে সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে নতুন করে শুরু করতে হবে। ২৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি অস্থির হয়ে রোমের চারদিকে দেয়াল তোলার কাজে হাত দিলেন। রোম ছিল সেরকম একটি শহর যার চারপাশে তার আগের পাঁচশ বছরেও কোনো প্রতিরোধ দেয়াল ছিল না। তাই এই পদক্ষেপ সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে ভেতরে ভেতরে রোমের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কত নাজুক হয়ে পড়েছে!

অরেলিয়ান আবার রোমের কিছু গুচ্ছ বাহিনীকেও ডেসিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের তিনি দানিয়ুবের তীরে অবস্থান করতে বলেছিলেন। কিন্তু সেদিকে পুরোপুরি উন্মুক্ত একটি সীমানায় এভাবে পাহারা বসানো আসলে অনেকটা বাড়াবাড়িই ছিল। গোথ প্রজাতির হামলার হাত থেকে বাঁচার জন্যই ছিল এই প্রচেষ্টা। সীমানা জুড়ে সেনাবাহিনীকে প্রহরায় বসানোর খরচ ছিল অসামান্য কিন্তু

BanglaBook.org

তার ফলাফল ছিল খুবই হৃদয়বিদারক। কারণ ট্রাজানের বিজয়ের পরের দেড়শ' বছর ডেসিয়া একইভাবে পড়ে ছিল, কোনো কাজে লাগেনি।

এবারে অরেলিয়ান মনে করলেন পূর্বদিকে রওনা দেয়া দরকার। তিনি বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনরের দিকে রওনা দিলেন। পথে যেখানে যত বাধা পেলেন, সব শহর দখল করতে করতে এগিয়ে গেলেন। তিনি বাহিনীসহ সিরিয়ায় ঢুকে পড়লেন। অ্যান্টিওকের কাছে পালমিরিনদের পরাজিত করলেন। তিনি পালমিরা শহরের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। তিনি পালমিরা শহরের উপরে সামান্য কিছু বিধিনিষেধ বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন প্রথম প্রথম। কিন্তু পালমিরিনদের বিদ্রোহ এবং তাদের হাতে কিছু কিছু রোমানের মৃত্যু তাকে এমনভাবে রাগিয়ে দিয়েছিল যে তিনি ২৭৩ খ্রিস্টাব্দে পালমিরা শহরটিকে ধ্বংসের পরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। পালমিরার উন্নতি সেখানেই চিরজীবনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আজকের দিনে অল্প কিছু ইমারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত, জীর্ণ অংশ শহরটির অতীত অস্তিত্ব জানান দেবার জন্য কোনোরকমে সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

অরেলিয়ানের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে সহজেই গাউল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। পারস্যের সম্রাট তখন যথেষ্ট বয়স্ক এবং উপজাতিদের সাথে একের পর এক যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অরেলিয়ান যখন বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন, তখন তার পক্ষে কেবল পরাজয়ের জন্য যুদ্ধে লড়াই করা ছিল অর্থহীন। তাই তিনি সাথে সাথেই নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে ২৭৪ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১০২৭ সালে) রোমের সাথে একজোট হয়ে যান।

অরেলিয়ান ২৭৪ খ্রিস্টাব্দ শেষের আগেই রোমে ফিরে আসেন। তিনি ফিরে এসে একটি বিজয় উৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে জেনোবিয়াকে হাজির করা হয় শিকলে বাঁধা অবস্থায়। অরেলিয়ানকে সেই অনুষ্ঠানে "পৃথিবী পুনরুদ্ধারকারী" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আর এই কারণে সে বছর মুদ্রার গায়ে তার ("পুনরুদ্ধারকারী গোলক") ছবি খঁচিত হয়। তবে সাদা চোখে দেখলে অরেলিয়ান এবং তার উত্তরসূরী ক্লডিয়াস-২ বাইরে থেকে আক্রমণকারী উপজাতিদের বিতাড়িত করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের পূর্বদিক এবং পশ্চিম দিকের সীমানা রক্ষা করেছিলেন।

সম্রাট হিসেবে তার দায়িত্বের মধ্যে যেটি বাকি ছিল তা হলো, পারস্যের লোকদের একটি উচিত শিক্ষা দেয়া। সম্রাট বাহিনী নিয়ে সেই কথা মাথায় রেখেই পূর্বদিকে ধেয়ে যান। বহু যুগের অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের কারণে আক্রমণের ক্ষেত্রে রোমান সম্রাটের একবিন্দু ভয় পাওয়ার কথা নয়। সেনারা একজন দুর্বল সম্রাটকে হত্যা করতেও যেমন সবার অজান্তে গোপনে ষড়যন্ত্র করে, একজন শক্তিশালী সম্রাটকে হত্যা করতেও একই রকম গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল। ২৭৫ খ্রিস্টাব্দে অরেলিয়ানকে থ্রেস শহরে তার নিজেরই সেনাদের হাতে খুন হতে হলো।

BanglaBook.org

মার্কাস ক্লডিয়াস টেসিটাস, যিনি অরেলিয়ানের উত্তরাধিকারী ছিলেন, রাজ্যের এতদিনের নিয়মকানুনের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ভড়কে গেলেন। তিনি ছিলেন ইতালিয়ান একজন বিশিষ্ট ধনী মানুষ যিনি (নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে) সিনেটের পিড়াপীড়িতে সম্রাটের আসনে বসতে বাধ্য হয়েছিলেন। আশাতীত মানসিক শক্তি নিয়ে (ঐতিহাসিকেরা যে সম্রাটকে ভদ্র বলে বর্ণনা করেছেন) তিনি নার্ভার পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। তিনি সিনেটের হাতে কিছু ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে আবার কিছু জায়গায় বেশ খানিকটা পরিবর্তনও আনেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়টাতে কোনো সম্রাটই জার্মান উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে টিকতে পারছিলেন না। বৃদ্ধ টেসিটাসও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

গোথ উপজাতিরা তখন আবার এশিয়া মাইনরের সীমানা অতিক্রম করে সাম্রাজ্যে প্রবেশ করছিল আর টেসিটাস বাধ্য হয়ে বাহিনী নিয়ে তাদের তাড়া করেন। গোথ জাতিরা পরাজিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ২৭৬ খ্রিস্টাব্দে টেসিটাস মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাত্র দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। একটি সাধারণ ইতিহাসের সূত্র অবশ্য বলে যে তিনি তার সেনাদের হাতে খুন হয়েছিলেন। কিন্তু অন্য সব ইতিহাস অনুযায়ী যেটা বলা হয় সেটাই বেশ যৌক্তিক যে তিনি ছিলেন একজন বয়স্ক মানুষ এবং সাধারণভাবেই বয়সজনিত কারণে মারা যান।

টেসিটাসের অধীনে পূর্বদিকে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন মার্কাস অরেলিয়াস প্রোবাস। ইলিরিয়ার উত্তরে প্যানোনিয়া প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অরেলিয়ানের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খ্যাত হয়েছিলেন। যখনই সাম্রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হয়ে গেল, সেনারা তৎক্ষণাৎ তাকে সম্রাট ঘোষণা করে ফেলল। তিনিও সাথে সাথে গুরুদায়িত্ব পালনের মতো এশিয়া মাইনরে গোথ প্রজাতির পিছু ধাওয়া করলেন।

যাই হোক, পূর্বদিকের সীমানায় আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল। কিন্তু সম্রাট একটি ভুল করে বসলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল যে সমস্ত সেনারা গোথদের হারাবার জন্য নিজের জীবন বাজী রাখতে পারে তারা নিশ্চয়ই শান্তি বজায় রাখার জন্য কিছুটা শ্রম দিতে অস্বীকার করবে না। মিশরের খাল পরিষ্কার করে চওড়া করা রোমে খাদ্য সরবরাহ অটুট রাখার জন্য খুবই জরুরি ছিল। সাম্রাজ্যকে দুর্ভিক্ষ থেকে দূরে রাখা অসভ্য উপজাতিদের হামলা থেকে দূরে রাখার মতোই প্রয়োজনীয় কাজ ছিল। তাই সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস প্রোবাস সেনাদের মিশরের খাল পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত করলে, তারা বিরক্ত হয়ে ২৮১ খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যা করে।

এবারে তিন নম্বর ইলিরিয়ানের পালা। মার্কাস অরেলিয়াস ক্যারাস, যিনি প্রোবাসের মতোই অরেলিয়ানের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম রোমান সম্রাট যিনি সিংহাসনে বসার ব্যাপারে সিনেটের অনুমোদনের কোনো তোয়াক্কা করেননি। সিনেটের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব বুঝে নেয়ার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের পক্ষে সিনেটের এসব রায় বা

BanglaBook.org

অনুমোদন বহু বছরব্যাপী এক ধরনের কাগুজে নিয়ম হয়েই দাঁড়িয়েছিল। নিজের ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও অনেক সিনেটরকে লোকদেখানো অনুমোদন দিতে হতো। কিন্তু এ সমস্ত অনুমোদন, নির্বাচন যতই সাজানো নাটকের মতো দেখাক না কেন, সে পর্যন্ত সমস্ত সম্রাট এবং সিনেটরই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই গেছেন। ক্যারাসের কাছে সাম্রাজ্যের সেসব নিয়মকানুন, সিনেটের সম্মান আর অগাস্টাসের নির্ধারণ করা নীতির প্রতি তেমন কোনো টান ছিল না।

ক্যারাস তার আগের সম্রাটের হত্যাকারীদের বন্দী করেন। কিন্তু দেশে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে তাকে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। সেনারা যদি যুদ্ধ করতে চাইত তবে হয়তো তিনি তাদের যুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারতেন। এরপর তিনি তাই করলেন। নিজের ছেলেকে রোমের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ২৮২ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনী নিয়ে পারস্যের দিকে রওনা দিলেন। তিনি যেন অরেলিয়ানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। অরেলিয়ানের মৃত্যুর তখন সাত বছর হয়ে গেলেও তার অর্ধসমাপ্ত কাজ তখনকার সম্রাটের উপরেই বর্তেছিল।

পারস্যে ক্যারাস ভীষণভাবে সফল হয়েছিলেন। ট্র্যাজানের মতো তিনি আর্মেনিয়া এবং মেসোপটেমিয়া থেকে শত্রুদের বিতাড়ন করেন, তার ওপরে টেসিফোনেও তাদের কোণঠাসা করে ফেলেন। কিন্তু তারপরে ২৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই সেনাদের হাতে খুন হন। এবারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেই ধরনের একদল সেনাদের হাতে যারা এত বেশি যুদ্ধ চাইছিল না।

প্রকৃতপক্ষে এই এক পরিণতি যেটি থেকে কারও কোনো মুক্তি ছিল না। সম্রাট যেমনই হোক না কেন, বয়স্ক বা তরুণ, যুদ্ধে আগ্রহী কি বিদ্বেষী, জয়ী বা পরাজিত, প্রত্যেকের কপালেই জুটেছে নিজস্ব বিশ্বস্ত লোকেদের হাতে করুণ মৃত্যু। তখন পঞ্চাশ বছরব্যাপী এমনই চলছিল আর সেই ধারা থামানোর জন্য কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটেনি সে সাম্রাজ্যে।

সেখানে দরকার ছিল একজন নতুন শাসকের, যিনি কিছু নতুন নিয়মনীতি নির্ধারণ করতে পারবেন। তাকে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল এবং সৃষ্টিশীল হতে হবে যেন তিনি বুঝতে পারেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী করে নীতি বদলে যেতে পারে। দেশের আইনকানুন আসলে তখন দেশের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। সেই সময়ে আরেকজন অগাস্টাসের প্রয়োজন ছিল রোমান সাম্রাজ্যে। যতরকমের গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর এবং বিদেশীদের আক্রমণ করার রীতি তারা অনুসরণ করছিল, নতুন সরকার গঠন করে এসব থামানের জন্য কেবল প্রয়োজন ছিল অগাস্টাসের মতো আরেকজন সম্রাটের।

এমনটা সত্যিই হয়েছিল। আরেকজন অগাস্টাস এসেছিলেন সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যে, তিনি হলেন চতুর্থ ইলিরিয়ান সম্রাট।

BanglaBook.org

৭. ডিওক্লেশিয়ান

রোমান আইনের সমাপ্তি

সেই সময়ে আবির্ভাব হলো ডিওক্লেশ নামের একজন মানুষের। তিনি এসেছিলেন হতদরিদ্র এক কৃষক পরিবার থেকে। গ্রিক শব্দের উচ্চারণে পাওয়া নামই বলে দেয় তিনি ছিলেন গ্রিক। তার জন্ম হয়েছিল ইলিরিয়ার সমুদ্র উপকূলের ছোট্ট গ্রাম ডিওক্লিয়ায়। ২৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অরেলিয়ান এবং প্রোবাসের অধীনে সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। ক্যারাসের মৃত্যুর সময়ে তার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি ততদিনে একজন সাধারণ সেনা থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে রাজকীয় দেহরক্ষীদের প্রধান হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ক্যারাসের মৃত্যুর সাথে সাথে ডিওক্লেশ তার অধীনদের সমর্থনে সম্রাট হিসেবে ঘোষিত হন। ক্যারাসের মতো'ই তার কাছেও সিনেটের সমর্থন নেয়াটা যৌক্তিক মনে হয়নি।

সম্রাট হবার পরে তার প্রথম কাজ ছিল যেসব সেনাপ্রধানেরা ষড়যন্ত্র করে পূর্ববর্তী সম্রাট ক্যারাসকে হত্যা করেছিল তাদের বন্দী করে বিচারের ব্যবস্থা করা। বিচারের পর ক্যারাস নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের ফাঁসির আয়োজন করেন। এই কার্যকলাপ প্রমাণ করেছিল যে তিনি সেই সারিতেই দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে হত্যার শিকার হওয়া সম্রাটেরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার ক্ষমতায় আসার আগের পঞ্চাশ বছরে কোনো সম্রাটই (যুগ্ম সম্রাটেরা বাদে) গড়ে টেনেটুনে দুই বছরের বেশি রাজত্ব করতে পারেননি। ডিওক্লেশের শাসনামলের শুরুতেই মনে হচ্ছিল তিনি তার চেয়ে অন্তত কিছুটা হলেও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকতে চান।

সম্রাটের আসনে আসীন হওয়ার পরপরই ডিওক্লেশ তার রাজকীয় নাম গেইয়াস অরেলিয়াস ভ্যালেরিয়াস ডিওক্লেশিয়ানাস গ্রহণ করেন। (যদিও তিনি ইংরেজদের

BanglaBook.org

কাছে ডিওক্লেশিয়ান বলেই পরিচিত।) ২৮৪ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১০৩৭ সালে) তিনি উত্তর পশ্চিম এশিয়া মাইনরের নিকোমেডিয়া শহরে প্রবেশ করেন। তার নিজের ইচ্ছেতে তিনি সেখানেই থাকা শুরু করেন এবং তার রাজত্বকালে এই শহরকে রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল।

সম্রাটের এই পদক্ষেপ একটি বিষয় নিশ্চিত করেছিল। তা হলো, ইতালি তখন আর রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রদেশ ছিল না এবং রোম ছিল না শাসনকাজ চালানোর কেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে তার মতামত ছিল যে আগের দিনের মতো সম্রাট অগাস্টাস কিংবা সম্রাট অ্যান্টোনিনাস পায়াসের আমলে তারা যেরকম কেবল রোমেই বসে থাকতেন, সেটি ছিল নিতান্তই অবিবেচকের মতো কাজ। রোমান সম্রাটের আসল দায়িত্ব হওয়া উচিত সাম্রাজ্যকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তাকে এমন স্থানে থাকতে হবে যেন দূরের প্রদেশগুলোতে তিনি আক্রমণ ঘটার সাথেসাথে সেখানে পৌঁছতে পারেন। নিকোমেডিয়ায় অবস্থান করে ডিক্লেশিয়ান দক্ষিণপূর্বে পারস্যের সীমানা এবং উত্তরপশ্চিমে গোথিক সীমানার খুব কাছেই ছিলেন। যে কোনো আক্রমণের খবর পেলে সেনাবাহিনী নিয়ে সেখান থেকে সেসব জায়গায় হেঁটে পৌঁছে যাওয়া সহজ হতো। তবে নিকোমেডিয়ায় অবস্থানকালে তেমন কোনো যুদ্ধের সাথে তাকে জড়াতে হয়নি।

সম্রাট ডিক্লেশিয়ান তার রাজত্বকালের পুরোটা সময়ব্যাপী কেবল রাজ্যের আইনকানুন, নিয়মনীতি, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঢেলে সাজানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

তার প্রথম মনোযোগ ছিল সম্রাট হিসেবে যে মানুষটি এই সিংহাসনে বসে তাকে সুরক্ষিত করার জন্য আইন প্রণয়ন। অগাস্টাসের সময় তিনি যেমন "প্রথম শ্রেণির নাগরিক" হিসেবে উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু একেবারে সাধারণ একটি রোমান পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন তাই তার চলাফেরাও ছিল সাধারণের মতোই। তিনি এটা করতে পেরেছিলেন কারণ তখন ইতালিতে ছিল কেবল শান্তি এবং ইতালির মানুষ ছিল নিরস্ত্র। কিন্তু তার সময়ে একজন সম্রাট সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে বসে থাকতেন। সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে হাজারটা দল এবং মত। তখনকার দিনে সম্রাটকে কথায় কথায় বাইরের অসভ্য প্রজাতিদের সাথে যুদ্ধে যেতে হতো। তারা আবার সুযোগ পেলে আরও বেশি অসভ্য উপজাতিদের জুটিয়ে নিয়ে একযোগে আক্রমণ করে বসত। তখন সেই অবস্থায় রোমান নাগরিকদের মাঝখান দিয়ে একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে হেঁটে যাওয়া আর নিজের পেটের দিকে একটি ছুরিকে আহ্বান করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তার আগের অর্ধ শতাব্দীতে দুই ডজন সম্রাট সেটি প্রমাণ করেছেন।

পরে ডিওক্লেশিয়ান এসব বিষয়ে খুব সতর্ক হয়ে উঠলেন। তিনি নিজেকে কেবল একজন বিশিষ্ট বা প্রথম শ্রেণির নাগরিক মনে করেই আনন্দিত হননি, নিজেকে তিনি ঘোষণা করলেন "ডমিনাস" ("প্রভু") হিসেবে। তিনি পূর্বদিকে প্রদেশগুলোতে যে

BanglaBook.org

আচার অনুষ্ঠানের নিয়মনীতি আছে সেগুলো চালু করার চেষ্টা করলেন। মানুষ তাকে দেখামাত্র নিচের দিকে ঝুঁকে সম্মান দেখাবে। এছাড়াও আরও নানারকমের নতুন নিয়ম আমদানি করা হলো যেসবের মাধ্যমে বোঝানো যায় যে সম্রাট হলেন একজন অতিমানব এবং তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে অতি সামান্য এবং সাধারণ। এই ধরনের ছোটখাটো আচার ব্যবহার অরেলিয়ানের সময়েও কিছু কিছু প্রচলিত করা হয়েছিল তবে, এবারে ডিওক্লেশিয়ানের সময়ে সেটি একেবারে আইনের মতো পালিত হতে লাগল।

এসব ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অগাস্টাসের তৈরি রোমান সাম্রাজ্যের নিয়মকানুন, যা কিনা তিনশ বছর ধরে একটুএকটু করে নষ্ট হচ্ছিল, তা যেন একেবারেই ভেঙে পড়তে লাগল। এছাড়া ডিওক্লেশিয়ান নিজেকে কখনও রাজা বা সম্রাটও বলতেন না। তিনি বলতেন তিনি হলেন রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি। সিনেটের সদস্যরা তখনও রোমে সময়মতো একসাথে মিলিত হতো, তবে সেই মিলন একটি সামাজিক মিলন ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

অগাস্টাসের সময়ে যেমন তার নিয়মকানুন রোমের জন্য যথোপযুক্ত ছিল, ঠিক তেমনি ডিওক্লেশিয়ানের সময় তার নিয়মকানুন। সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান হয়ে পড়লেন মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনো মানুষ। এই অবস্থানের মানুষের জন্য সেনাদের মনে পবিত্র এক রকম শ্রদ্ধা এবং ভয়ের অনুভূতি কাজ করে। সম্রাটের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তাদের কাছে শিঙায় ফু দেয়ার মতো ক্রুদ্ধ এবং সেই পদক্ষেপগুলো তাদের ভয়ে আর শ্রদ্ধায় আরও বেশি আড়ষ্ট করে ফেলে। নানান আচার এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত সেনাদের কাছে এরকম দেবতুল্য একজন সম্রাটকে হত্যা করা খুব কঠিন। এটাই হয়তোবা একটি কারণ হতে পারে যে ডিওক্লেশিয়ান শেষ পর্যন্ত ২১ বছর নির্বিঘ্নে শাসন করে যেতে পেরেছিলেন। দেড়শ বছর আগের অ্যান্টোনিনাস পায়াসের পরে এটিই ছিল কোনো রোমান সম্রাটের সিংহাসনে টানা বসে থাকার সবচেয়ে দীর্ঘ সময়।

এর বেশি আর কী, ডিওক্লেশিয়ানের শাসনামলের পরেও সাম্রাজ্যে নানা রকমের অসুবিধা ছিল তা ঠিক কিন্তু একের পর এক সম্রাট তার ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের হাতে খুন হওয়া এবং দ্রুত একজন উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়ার নিয়মটি অন্তত বদলেছিল। তখনকার অবস্থা দেখে এটুকু বলা যেত যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সাম্রাজ্যটি যেন তার নিজের পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল।

সাম্রাজ্যটি নড়বড়িয়ে হাঁটলেও সত্যিই নিজের পায়ের উপরে ফিরে এসেছিল। এতদিনের যে অগোছালো রাজত্ব মানুষ দেখেছিল, তখন আর তার চেহারা দেখে কোনোমতেই তা বলা যেত না। অবশ্য মাহামারীতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়া আর উপজাতিদের আক্রমনে যে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন সাম্রাজ্যের আনাচেকানাচে লেগে ছিল সেসব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। একভাবে বলতে গেলে, বিদেশী আক্রমণের বিপক্ষে

BanglaBook.org

ডিওক্লেশিয়ানের কঠোর অবস্থান কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুফলও বয়ে এনেছিল। ডিওক্লেশিয়ান এমন এক বিশাল সেনাবাহিনী পালতেন যা কিনা অগাস্টাসের সময়কার সেনাবাহিনীর চেয়েও বড় ছিল। সেই সময়কার পড়ে যাওয়া অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের জন্য এটি ছিল এক ধরনের বিলাসিতা।

ডিওক্লেশিয়ান এবং তার অনুসারীরা এই সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল ভরণপোষণের খরচ যোগাতেন জনগণের উপরে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে। সাধারণ মুদ্রার প্রচলন ততদিনে কমে গিয়েছিল। মুদ্রার মূল্য কমে যাওয়াতে তখন বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমেও কর নেয়া হচ্ছিল। এক একটি অঞ্চলের পৌরসভার প্রধান সেই অঞ্চলের কর আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কর যদি কম আদায় করা হতো, তবে পৌরসভা প্রধানের দায়িত্ব ছিল নিজে থেকে সেই কমতিটা পুষিয়ে দেয়া। তাই তাদেরকে সময়ে সময়ে মানুষের প্রতি আর অধীন কর্মচারিদের প্রতি রূঢ় হতে হতো। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছিল। ছোটখাটো কৃষকেরা যেন কোনোভাবেই জীবিকা অর্জন করতে পারছিল না আর বড় বড় খামারের মালিকেরা ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছিল দারিদ্র্যের দিকে। বাণিজ্যে আগ্রহী এবং বিদ্যমান ব্যবসায়ীরা নতুন কোনো ব্যবসায় হাত দেবার অনুমতি পেত না। তারা সবসময় সাম্রাজ্যকর্তৃক বসানো নানান অন্যায় নিয়মে জর্জরিত হয়ে থাকত। যদিও তাদের ব্যবসার কারণে রাজ্যের অর্থনীতি চাঙা হয়ে উঠত কিন্তু তাদের ব্যবসা সবসময়ই হুমকির মুখে থাকত। সেই সময়কার অর্থনৈতিক নিয়মনীতি তাদের জন্য বিপুল কর দেয়ার পরে সামান্য আয়ে খুশি থাকার অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনতে পারেনি। তারা আবার আইন অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে যোগদান করতেও অপারগ ছিল। কারণ সেনাবাহিনী তখন বড় করা হচ্ছিল নতুন নতুন উপজাতিদের দলে টেনে এনে।

রাজত্বের শেষের দিকে এসে ডিওক্লেশিয়ান অনুধাবন করলেন যে অসহনীয় নিয়মকানুনের অত্যাচারে রাজ্যের জনগণ যারপরনাই অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ৩০১ খ্রিস্টাব্দে (১০৫৪ রোমান সালে) তিনি তার বিখ্যাত "ডিওক্লেশিয়ানের অধ্যাদেশ" জারি করেন। তিনি সেই অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাজ্যে চলমান সমস্যা কিছুটা কমানোর চেষ্টা করেন। সেখানে সর্বোচ্চ দাম এবং সর্বোচ্চ বেতনের নিয়ম চালু করা হয়। এই অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল একজন বড় জমির মালিকের দ্বারা খাদ্য সংকটের সময় শুধু লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে শ্রমিকদের যথেচ্ছা ব্যবহার বন্ধ করা এবং একইভাবে যখন শ্রমিক সংকট হবে তখন সেই সুযোগে শ্রমিকরা যেন অতিরিক্ত লাভবান হতে না পারে। যদিও ডিওক্লেশিয়ান ছিলেন সাংঘাতিক চরমপন্থী এবং এই অধ্যাদেশ কেউ মানতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু সব ধরনের প্রচেষ্টার পরেও তখন উদ্দেশ্যটি সফল হয়নি। কোনো কিছুই সাম্রাজ্যের অর্থনীতির ক্রমাগত অধঃপতন ঠেকাতে পারেনি।

BanglaBook.org

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সে সময়ের সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় তারা খুবই সামান্য উপকৃত হয়েছিল। একটি যুদ্ধে যখন অসভ্য কোনো জাতি অথবা খোদ রোমানরা জয়ী হয়, তখনইবা তাদের কী যায়-আসে? তাদের দৃষ্টিতে দুটি পক্ষই অসভ্য। একটি জায়গা নিজেদের দখলে রাখার ব্যাপারে দুটো পক্ষই সমান নিষ্ঠুর। দুই পক্ষই নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক নিচে নামতে পারে। রোমান সাধারণ নাগরিকদের চোখে যুদ্ধে জেতার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা দুটো দল আর তাদের উপরে চাপ প্রয়োগে বেশি বেশি কর আদায় করার দায়িত্বে নিয়োজিত মানুষেরা একই রকমের দুর্ধর্ষ।

তাই সেই সময়ে নাগরিকদের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপারে যে উদাসীনতা দেখা গিয়েছিল তা একবারেই অস্বাভাবিক ছিল না। তারা নিজেদের রোমান ভাবতেও বিরক্ত বোধ করত এবং দেশপ্রেম বলতে কোনো বস্তু তাদের মধ্যে জন্মানো ছিল নিতান্তই বাহুল্য। অসভ্য জাতিগুলোর কোনো একটির কাছে যদি রোমান সেনাবাহিনী পরাজিত হতো, কিংবা রোমানদের হারিয়ে জার্মান উপজাতিদের দল যদি সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করে নিত, এসবের কোনো কিছুতেই সাধারণ রোমান নাগরিকদের কিছু আসত-যেত না। তাদের দিক থেকে কোনো কিছুতেই কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যেত না। তাদের ভেতর থেকে কোনো বিদ্রোহ, কোনো সংগঠন, কোনো কিছুই গড়ে ওঠেনি। এমনকি যখন সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে কিছু একটা প্রতিবাদ আসা প্রয়োজন ছিল, তখনও আসেনি।

সে যাই হোক, সাম্রাজ্যের ভোগান্তি যত কঠিনই হোক না কেন, ডিওক্লেশিয়ানের আমলে দুটো জিনিসের নিশ্চয়তা ছিল। এক হলো দেশের সেনাবাহিনী, যা কিনা স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসের মর্যাদা অর্জন করেছিল। আরেকটি হলো, সরকার, যা মানুষের প্রতি যতই রূঢ় হোক না কেন, অন্তত টিকেছিল। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে যেভাবে রোমান সাম্রাজ্য হাজার বছর ধরে চলছিল, তার চেয়ে ডিওক্লেশিয়ানের হস্তক্ষেপে আরেকটু স্থির হয়ে উঠেছিল। আরেকটু দীর্ঘস্থায়ীত্বের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।

ত্রয়ী শাসনব্যবস্থা

ডিওক্লেশিয়ান সাম্রাজ্যে সুস্থ অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারেন যে তার একার পক্ষে সেসব সামলানো কঠিন। সমস্যাগুলো সংখ্যায় এত বেশি আর এত গুরুতর ছিল, সাম্রাজ্য জায়গায় জায়গায় এতই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, কোথাও কোথাও সীমানা ছিল পুরোপুরি অরক্ষিত, অতগুলো প্রকট সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য একজন মাত্র

শাসনকর্তা যেন খুব সামান্য হয়ে পড়েছিল। এইসব চিন্তাভাবনার মধ্যে ডিওক্লেশিয়ান নিজের দায়িত্বের ভার কিছুটা দেয়ার জন্য একজন সঙ্গী নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

এরকম ঘটনা রোমান সাম্রাজ্যে আগেও ঘটেছিল। মার্কাস অরেলিয়াস লুসিয়াস ভ্যারাসকে যুগ্ম সম্রাট হিসেবে সাথে নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। সেবারে সাম্রাজ্যটি এরকম দ্বৈত শাসকের হাতে চলেছিল প্রায় আট বছরব্যাপী। তারপর থেকে অনেক সম্রাট নিজের সাথে পুত্র কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়কে নিয়ে শাসনকাজ চালানোর চেষ্টা করেছিলেন।

এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছিল সময়ের প্রয়োজনে, হঠাৎ করে। দাপ্তরিকভাবে এরকম সিদ্ধান্ত কখনও নেয়া হয়নি। কিন্তু এবারে ডিওক্লেশিয়ান এই সিদ্ধান্তকে সরকারি দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রহণ করতে চাইলেন। ২৮৬ খ্রিস্টাব্দে (১০৩৯ সালে) তিনি একজন পুরনো বন্ধু ম্যাক্সিমিয়ানকে (মার্কাস অরেলিয়াস ভ্যালেরিয়াস ম্যাক্সিমিয়ানাস) নিজের সহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। ম্যাক্সিমিয়ানও ছিলেন ডিওক্লেশিয়ানেরই সমবয়সী, একইরকমের কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী। তিনি প্যানোনিয়ায় জন্মেছিলেন। ডিওক্লেশিয়ানের মতোই তিনি সাধারণ সেনা থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে বাহিনী প্রধানের পর্যায়ে ওঠেন। কিন্তু ডিওক্লেশিয়ানের মতো তিনি তত বুদ্ধিমান ছিলেন না। ডিওক্লেশিয়ান ম্যাক্সিমিয়ানকে পছন্দ করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যার উপরে ভরসা করা যায় নির্দ্বিধায়, যিনি তার ইচ্ছায় সেনাবাহিনীকে যে কোনো আদেশ মানতে বাধ্য করতে পারেন, যে কোনো নির্দেশ তিনি কোনো প্রশ্ন না তুলে সমাধা করতে পারেন কিন্তু ম্যাক্সিমিয়ানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গুণ ছিল যে তিনি তার প্রভুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা রাখেন না।

ডিওক্লেশিয়ান নিজে সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অর্ধেকটার শাসনব্যবস্থা দেখাশোনার ভার নিয়ে পশ্চিমদিকের অর্ধেকটা ম্যাক্সিমিয়ানের উপরে ছেড়ে দিলেন। উত্তরদক্ষিণ দিকের সীমানা মাঝখানে সরু একটুকরো সমুদ্রের অস্তিত্ব নিয়ে ইতালির পায়ের কাছে যেন উত্তর দিকে গ্রিসকে পৃথক করেছে। যুগযুগ ধরে বিভক্তিটা এমনই ছিল। তবে এবারের নতুন ব্যবস্থায় ২৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে একে বলা যায় "পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য" এবং "পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য"। এটা অবশ্য কোনোভাবেই এমন কোনো ইঙ্গিত দেয় না যে রোমান সাম্রাজ্য দুটো ভাগে বিভক্ত হতে যাচ্ছিল। ইতিহাসে আজীবনই রোমান সাম্রাজ্য এক এবং অটুট ছিল। এই ভাগাভাগি কেবল শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে করা হয়েছিল।

এমনও মনে হতে পারে যে ম্যাক্সিমিয়ান ভালো অংশটির কর্তৃত্ব পেয়েছে কারণ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় বেশ বড় ছিল। আরও ভালো যে, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ভাষা ছিল ল্যাটিন যেখানে ছিল খোদ ইতালি এং রোম শহর। যদিও এই ব্যবস্থা ছিল অল্প কিছু দিনের।

BanglaBook.org

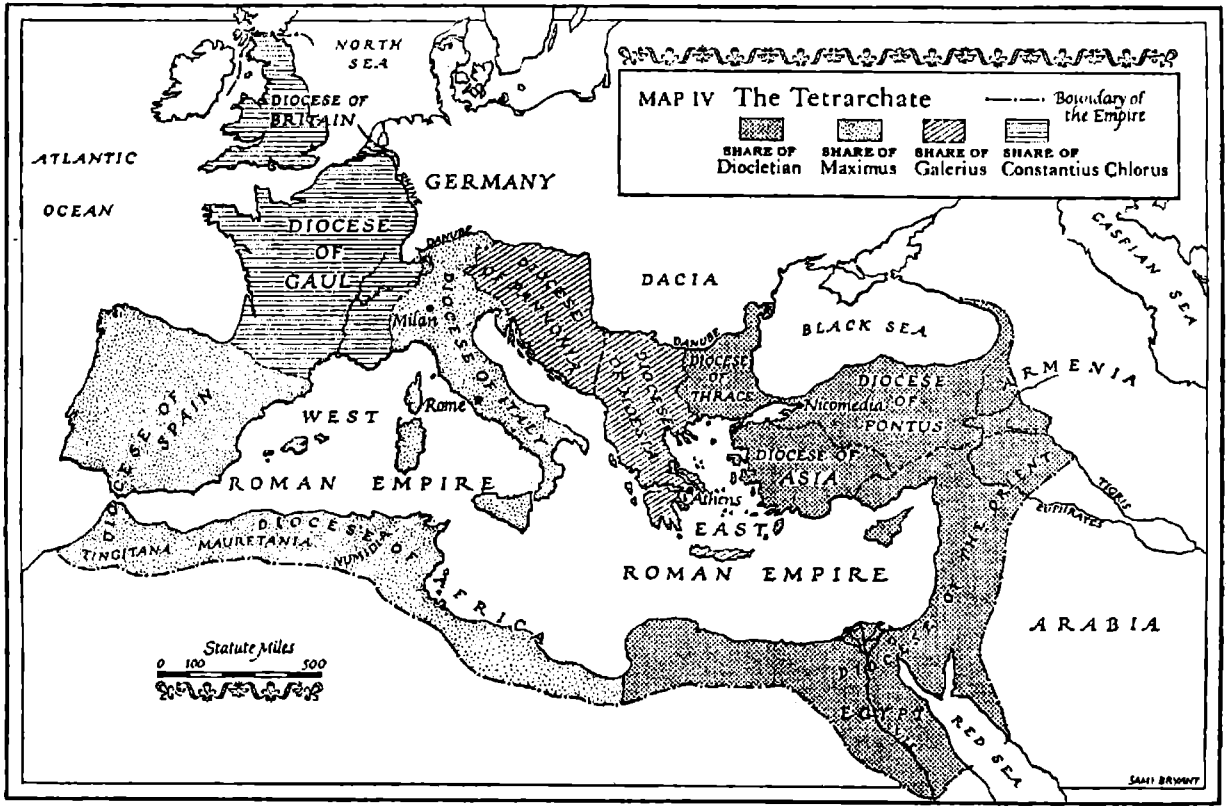
MAP IV The Tetrarchate
Boundary of the Empire
SHARE OF Diocletian
SHARE OF Maximus
SHARE OF Galerius
SHARE OF Constantius Chlorus
NORTH SEA
DIOCESE OF BRITAIN
ATLANTIC OCEAN
GERMANY
DIOCESE OF GAUL
DANUBE
DIOCESE OF PANNONIA
DACIA
BLACK SEA
CASPIAN SEA
Milan
DIOCESE OF ITALY
DIOCESE OF SPAIN
WEST ROMAN EMPIRE
Rome
DIOCESE OF MOESIA
DIOCESE OF THRACE
DIOCESE OF PONTUS
Nicomedia
ARMENIA
DIOCESE OF ASIA
Athens
EAST ROMAN EMPIRE
TIGRIS
EUPHRATES
DIOCESE OF TINGITANA
DIOCESE OF MAURETANIA
DIOCESE OF NUMIDIA
AFRICA
DIOCESE OF THE ORIENT
ARABIA
DIOCESE OF EGYPT
RED SEA
Statute Miles
0 100 500
SARA BRYANT

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ছিল আয়তনে ছোট এবং গ্রিক ভাষাভাষীদের এলাকা। সেখানে রোমান সংস্কৃতিচর্চাও হতো কম। কিন্তু সে যাই হোক, পূর্বদিকের অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত ধনী। রোমের প্রতি আসলে মানুষের আবেগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না তখন কারণ রাজধানী বলতে তখন নিকোমেডিয়া। নিকোমেডিয়াই তখন শাসনকাজের কেন্দ্র। এমনকি ম্যাক্সিমিয়ান যখন পশ্চিমদিকের সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি রোমকে রাজধানী হিসেবে চাননি। তিনি মেডিওলানুম শহরেই (আধুনিক মিলান শহর) রয়ে যান। এর মূল কারণ হয়তোবা সেখানে বসে রাইন আর দানিয়ুবের তীরবর্তী এলাকায় উপজাতিদের হামলা ঠেকানো সহজ হতো। (কিন্তু এত কিছুর পরেও কিছু কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহী বিষয় রোমকেন্দ্রিকই থেকে গেল। আগের দিনের মতো জনগণের জন্য বিনামূল্যে উৎসব, খাদ্য আর খেলাধুলার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান রোমে অনুষ্ঠিত হতো। এই বিষয়ে রোম একসময় সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।)

ওদিকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য যে কেবল নামমাত্রই রোমান সাম্রাজ্য হয়েছিল, তাও নয়। ম্যাক্সিমিয়ানেরও নানারকমের সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো। গউলের কৃষক সমাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং তাদের একটি দল সাম্রাজ্যের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা বিভিন্ন এলাকায় ভাঙচুর করছিল এবং জানাচ্ছিল যে এই সাম্রাজ্য তারা পুড়িয়ে ফেলতে চায় যেখানে তারা কেবল খেটেই মরছে কিন্তু সমাজের একটি বড় অংশ হয়েও বিনিময়ে কিছুই পাচ্ছে না।

এই বিদ্রোহের সময়ে কৃষকরা কিছু ধনী লোকের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া ছাড়া নিজেদের জন্য আর কিছুই করতে পারেনি। এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ তারা তেমন কিছুই পায়নি। ম্যাক্সিমিয়ান তার উপজাতি নিয়োজিত সেনাবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহী কৃষকদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিরস্ত্র আবেগী কৃষকদের শেষ সদস্যটিকে পর্যন্ত সেনাবাহিনীর হাতে খুন হতে হয়।

ম্যাক্সিমিয়ান যখন ফরাসি কৃষকদের এক হাতে দমন করছিলেন তখন একইসাথে তিনি আবার বৃটেনে আরেকদল বিদ্রোহীদের সাথে লড়ছিলেন। জার্মানের অসভ্য জাতিরা তখন সমুদ্র উপকূল ছিনিয়ে নিয়ে পুরো দ্বীপ কব্জা করে ফেলেছে। ম্যাক্সিমিয়ান তখন একটি যুদ্ধজাহাজের বহর সাজাতে মনোনিবেশ করেন। তার চিন্তাটা ভালোর জন্যই ছিল তবে পরিকল্পনাটি তার দিকেই আঘাত হয়ে ফিরে আসে। যুদ্ধজাহাজের বহরের প্রধান হিসেবে যাকে নিযুক্ত করা হয়, তিনি নিজেই উপজাতিদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং বৃটেনের সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব নেন। ম্যাক্সিমিয়ানকে আগেই এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন এরকম জরুরি অবস্থায় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন। এসব ভাবার আগে ডিওক্লেশিয়ানের সাথে তার আলোচনা করে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন হতো না। এত কিছু করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও ম্যাক্সিমিয়ান কিছুই করতে পারলেন না। তিনি নিজের জন্য আরেকটি যুদ্ধজাহাজ সাজিয়ে নেন কিন্তু একটি ভয়ংকর ঝড়ের

BanglaBook.org

কবলে পড়ে সেই জাহাজের সলিল সমাধি হয়। তখন রাগে নিজের চুল ছেঁড়া ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

ডিওক্লেশিয়ানের কাছে তখন মনে হয়েছিল যে, দুজন মানুষের শাসনও যেন এই বিশাল সাম্রাজ্যের জন্য যথেষ্ট হয়ে উঠছে না। তাই ২৯৩ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১০৪৬ সালে) তিনি সংখ্যাটা দ্বিগুণ করে ফেলেন। তিনি তার এবং ম্যাক্সিমিয়ান দুজনের জন্যই অগাস্টাস উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, এবার দুজনেই সিজার উপাধিওলা দুজন উত্তরাধিকারী গ্রহণ করলেন। এই ব্যবস্থা তাদের দুজনের জন্যই প্রয়োজনীয় সহকারীর অভাব মেটালো। এছাড়া তাদের পরবর্তী সময়ে উত্তরাধিকারী হিসেবে কারা সম্রাটের আসনে বসবে, সে সমস্যারও সমাধান হলো। এই সিজারেরা ততদিনে ক্ষমতায় থেকে কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করবে এবং ক্ষমতায় বসার সুযোগ এলে অগাস্টাসের মতো বিচক্ষণতা দেখাতে পারবে।

ডিওক্লেশিয়ান নিজের জন্য সিজাররূপী যাকে খুঁজে বের করলেন তিনি হলেন গ্যালেরিয়াস (গেইয়াস গ্যালেরিয়াস ভ্যালেরিয়াস ম্যাক্সিমিয়ানাস)। তিনি সম্রাট ডিওক্লেশিয়ানের কন্যার স্বামী ছিলেন। খুব সহজেই তিনি হলেন সম্রাটের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। গ্যালেরিয়াসের বয়স তখন চল্লিশ পেরিয়েছে কেবল। তিনি দানিয়ুবের দক্ষিণে ইউরোপিয়ান প্রদেশের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। তার জন্মস্থান থ্রেস শহরের দায়িত্বও ছিল তার উপরে। আর ডিওক্লেশিয়ান এশিয়া আর মিশর নিজের মুঠির মধ্যে রেখেছিলেন।

ম্যাক্সিমিয়ান যাকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবেন, তার সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। তিনি হলেন ফ্লেভিয়াস ভ্যালেরিয়াস কনস্ট্যান্টিয়াস। ইতিহাসে তিনি কনস্ট্যান্টিয়াস ক্লোরাস নামে পরিচিত। (এর অর্থ হলো ফ্যাকাশে কনস্ট্যান্টিয়াস। সম্ভবত তার গায়ের রঙের কারণে এরকম নামকরণ করা হয়েছিল তার।) তাকে এখানে কনস্ট্যান্টিয়াস-১ হিসেবেও উল্লেখ করা যায় কারণ তার বংশের একজন কনস্ট্যান্টিয়াস-২, যে কিনা দেড়শ বছর পরে রোমে শাসনকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এই নামকরণের ফলে তাকে পৃথক করে বোঝা যায়।

কনস্ট্যান্টিয়াস ছিলেন আরেকজন ইলিরিয়ান যিনি তার নিজের অঞ্চলে বহুদিন ধরে কেবল দক্ষতার সাথেই নয়, মানবতা এবং ভদ্রতার সাথে শাসন করে আসছিলেন। সে সময়ে তার মতো মানবিক শাসক প্রকৃতপক্ষে আর দেখা যায়নি।) কনস্ট্যান্টিয়াসকে স্পেন, গাউল এবং বৃটেনে প্রাথমিকভাবে শাসন করতে দেয়া হলো। কারণ ইতালি এবং আফ্রিকা ম্যাক্সিমিয়ান নিজের হাতে রেখেছিলেন।

চারজনের এই চতুর্ভূজ শাসনব্যবস্থা রোমান সাম্রাজ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। কনস্ট্যান্টিয়াস বৃটেন আর গাউলে কিছু বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি রাইনের তীরবর্তী এলাকা নিরাপদ করে ফেললেন প্রথমে এবং তারপর মনোযোগ দিলেন বৃটেনের দিকে। আরেকটি চেষ্টা করে দেখার জন্য তিনি আরেকটি যুদ্ধ জাহাজের বহর সাজিয়ে নিয়ে বৃটেনের দ্বীপে গিয়ে থামলেন। ৩০০

BanglaBook.org

খ্রিস্টাব্দের ভেতরে কনস্ট্যান্টিয়াস বৃটেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেন। সেখানে রোমান রাজত্বের পুনর্নির্মাণ করে সেই অঞ্চলকে সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে তৈরি করেছিলেন তিনি। সেখানে নিয়মনীতি ছিল অন্যান্য জায়গার চেয়ে কিছুটা শিথিল।

এর মধ্যে ডিওক্লেশিয়ান মিশরের দিকে অভিযাত্রা শুরু করেন। সেখানে তিনি একজন বিদ্রোহী সেনাপ্রধানকে দমন করেন। এদিকে তিনি না থাকার সময়টাতে গ্যালেরিয়াসকে পারস্যের দায়িত্ব দিয়ে যান। দুদিকের দুটো কাজই সফলভাবে শেষ হয়েছিল। ৩০০ সালের ভেতরে সাম্রাজ্যের চারদিকে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে উঠল এবং সীমান্তবর্তী প্রতিটি অঞ্চল ছিল আশ্চর্যজনকভাবে সুরক্ষিত।

৩০৩ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১০৫৬ সালে) ডিওক্লেশিয়ান রোমে আসেন। তার সেখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল ম্যাক্সিমিয়ানকে একটি সংবর্ধনা দেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি কোনো সুখকর উৎসব হয়নি। ডিওক্লেশিয়ানের এতদিন পরে রোমে ফেরত এসে কিছুই ভালো লাগছিল না। রোমের মানুষরাও তাকে পছন্দ করছিল না। ডিওক্লেশিয়ান নিজের নামে সেখানে যাদুঘর, পাঠাগার এবং হাম্মামখানা তৈরির উদ্যোগ নেয়া স্বত্ত্বেও জনগণকে খুশি করতে পারছিলেন না। আদিম শহরের অধিবাসীরা একদা রোম পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া সম্রাটকে নিয়ে কেবল সমালোচনা আর কটূক্তি করাতেই ব্যস্ত ছিল। ডিওক্লেশিয়ান তাদের ব্যবহারে এত আঘাত পান যে মাসখানেক থাকার পরেই রোম ছেড়ে চলে আসেন।

তারপরের ষোল বছরের মধ্যে ডিওক্লেশিয়ান সত্যিই অতিমানবের মতো সম্রাটের দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু তখনকার নিয়োগ করা সম্রাটেরা কেন, তার পরের সম্রাটেরাও তার গুণগান গাইত।

সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ তিনি যে রকম সুষ্ঠুভাবে বজায় রেখেছিলেন তা সত্যিই মনে রাখার মতো। রোমান সাম্রাজ্য তখন চলছিল চারজন অতিমানবের দ্বারা। তাদের অতিমানব মনে করা হতো কারণ তারা অতি মানবের মতোই মানবীয় হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন। চারটি ভাগ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের। সেগুলো হলো, ১) ইতালির উত্তরপশ্চিমে ইউরোপিয়ান প্রদেশ, ২) ইতালি, মিশরের পশ্চিম দিকের আফ্রিকা, ৩) ইতালির পূর্বদিকে ইউরোপিয়ান প্রদেশ এবং ৪) এশিয়া ও মিশর।

সাম্রাজ্যের প্রতিটি বিভাগ একজন মানুষের পক্ষে সামলানোর জন্য যথেষ্ট ছোট ছিল। সবাই নিজ নিজ এলাকা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে শাসন করতেন। তারপর প্রত্যেকের মত বা অমত সোজা সম্রাটের কাছে জানানো হতো এবং তারপর সেই মতো ব্যবস্থা নেয়া হতো। সেনাবাহিনীর দলগুলোকে স্বাধীন করে দেয়া হয়েছিল। তারা কেবল সরকারি সিদ্ধান্তের সাথে সমান্তরালভাবে তাল মিলিয়ে চলত। প্রতিটি বাহিনীর একজন প্রধান ছিলেন যাকে বলা হতো "ডাক্স" (অথবা "নেতা") এরকম কোনো নেতাকে আবার "কামস" ("সম্রাটের সঙ্গী") নামে অভিহিত করা হতো।

BanglaBook.org

সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার এই বিকেন্দ্রিকরণ এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তার পরবর্তী প্রায় দশ বছরব্যাপী এভাবেই চলতে থাকে। যদিও চারজন মিলে সাম্রাজ্য একই তালে চালানো এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা সোজা কথা নয়, কিন্তু কিছু কিছু অংশে হাজার বছরেরও বেশি সময়ে এই ঐতিহ্য ধরে রাখা হয়।

যদিও একসময় মনে হয়েছিল যে সাম্রাজ্যটি ঝুঁঝি ভেঙেই পড়ছে, কিন্তু এর শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সেখানে বড় ধরনের মাত্রা যোগ করেছিল। এই উদাহরণ আজকের দিনে পর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে টানা যায়। রোমানরা যাকে "ডাক্স" বা "কামস" বলত তাকেই আজকের দিনে আমরা "ডিউক" আর "কাউন্ট" বলি। এছাড়া ডিওক্লেশিয়ানের অধীনে সাম্রাজ্যটি যে একটি প্রতিষ্ঠানের মতো কাজ করছিল, তার উত্তরাধিকারীরা খ্রিস্টান চার্চকে সেভাবে গড়ে তুলেছিলেন। ক্যাথলিক চার্চে যেমন আজকের দিনে একজন বিশপ থাকেন, যার অধীনে চার্চের পুরো এলাকার দায়িত্ব থাকে, যাকে বলা যেতে পারে "ডিওসিস" (ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ দেখাশোনা করা)। তিনি চার্চের "ভিকার" (আজকের দিনে যাকে বলে ভাইস প্রেসিডেন্ট) বা প্রতিনিধিও বটে।

বিশপ

ডিওক্লেশিয়ানের নতুন প্রণীত আইনকানুনই যে দেশে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, তা নয়। ডেসিয়াস এবং ভ্যালেরিয়াসের সময়ে নির্বিচারে খ্রিস্টান নিধন সত্ত্বেও প্রজন্মের পর প্রজন্মের চেষ্টায় খ্রিস্টানদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এখন ডিওক্লেশিয়ানের সময় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মোট জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন খ্রিস্টানদের জন্য আর কী চাই, এই দশ শতাংশই তাদের জন্য বিরাট ব্যাপার। তারা ছিল খুবই সুসংগঠিত এবং নিজেদের বিশ্বাসে অনড়। একই সময়ে যেখানে কিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ পাগান ধর্মাবলম্বীরা মনে হচ্ছিল যেন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়েছে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

খ্রিস্টানদের এরকম ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার পেছনে নানান কারণও ছিল। যেমন একটি হলো সাম্রাজ্যের ক্রমশ অবনতিতে সবার কাছে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠছিল যে পৃথিবীর সুদিন ফুরিয়ে আসছে এবং মৃত্যুর পরে যিশুর পুনরাগমনের দিন যেন ঘনিয়ে আসছে। যারা কঠোর বিশ্বাসী খ্রিস্টান ছিলেন তারা তো ততদিনে জেনেই গেছেন যে এরকমটাই ঘটতে যাচ্ছে, আর যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন, তারা নতুন করে বিশ্বাস স্থাপন করতে লাগলেন। তখন ক্ষয়ে যেতে থাকা সমাজের উপরে দাঁড়িয়ে একজন পূজাপ্রেমী মানুষের জন্য পৃথিবীর বর্তমান কোনো কিছু ভোগ করার চেয়ে পরকালের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে থাকাকে শ্রেয় মনে হতো। এই একটি বিষয় খ্রিস্টান ধর্মকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্মে

BanglaBook.org

পরকালকে এত চমকপ্রদ করে বর্ণনা করা হয়েছিল যা তখন বিদ্যমান অন্য কোনো ধর্মে করা হয়নি। সেই বর্ণনা শুনলে যে কোনো মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ত। আর তাছাড়া যখন সাম্রাজ্যে ছন্নছাড়া একটি অবস্থা চলছে তখন চার্চ যেন সরকার ব্যবস্থাপনার চেয়ে সাংগঠনিক দিক দিয়ে মানুষকে অনেক বেশি আশ্বস্ত করতে পেরেছে। তখন সমস্যাসংকুল ভয়াবহ পৃথিবীর বুকে খ্রিস্টান ধর্ম যেন শান্তির বাণী নিয়ে এসেছিল।

অন্যদিকে চার্চ যেখানে কিনা দিনে দিনে সংখ্যায় বেড়েই যাচ্ছিল কিন্তু আবার নানান সমস্যায় জর্জরিতও হচ্ছিল। চার্চ তখন আর এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না যেটাকে আগে মনে হতো একদল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের একটি আড্ডাখানা, যারা নাকি শহীদ হওয়ার জন্য উদগ্রীব। সব ধরনের পরিবার থেকে তখন পুরুষ এবং মহিলা নির্বিশেষে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা শুরু করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই খুব সাধারণ মানুষ আর তারা কেবল একটি সাধারণ জীবনেরই স্বপ্ন দেখত। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা তখন মানুষের জন্য হয়ে পড়েছিল নেশার মতো এবং অবশ্যই খুব "সম্মানজনক"।

খ্রিস্টান ধর্মের যে বিবর্তনগুলো আসছিল সেগুলো মানুষকে আরও বেশি আকৃষ্ট করার পক্ষে ছিল অসাধারণ। আরও বেশি শ্রদ্ধা আর উৎসর্গের নেশায় মানুষ বিনত হয়ে পড়ছিল। একটি শান্ত, অবাস্তব, অদৃশ্য একেশ্বরবাদের মধ্যে আসলে তেমন কোনো নাটকীয়তা নেই। তাই খ্রিস্টান ধর্মে যিশুর অসহায় মায়ের নারীত্বের উপরে আলোকপাত করে ক্রমেই নাটকীয়তা আনা হচ্ছিল। যুবতী মেরি এবং তার সাথে আরও যুক্ত হলো অসংখ্য সিদ্ধপুরুষ এবং আত্মত্যাগী শহীদ। এমনকি খ্রিস্টান ধর্মের নিয়মকানুনের মধ্যে কিছু রীতিনীতি অন্য ধর্ম থেকেও এসে পড়ছিল। এটাও খ্রিস্টান ধর্মকে প্রসার পেতে সাহায্য করেছিল। নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে এভাবে পাগান ধর্মের সাথে খ্রিস্টান ধর্মের পার্থক্যও আসছিল কমে। এটা পাগান ধর্ম থেকে আস্তে আস্তে মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে।

যেহেতু ধর্মপালনের রীতিনীতিগুলো ধীরে ধীরে অনেক বেশি জটিল এবং বিস্তারিত হয়ে পড়ছিল এবং একই সাথে ধর্মপালনকারীর সংখ্যাও যাচ্ছিল বেড়ে, তাই রীতিনীতিগুলোকে ভেঙে ভেঙে নানান দলের জন্য নানাভাবে গড়া ছিল খুব সহজ। বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠানের কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং বিভিন্ন চার্চে আলাদা নিয়মে ধর্মটি পালিত হতে লাগল। এমনকি একই চার্চের আওতায় বিভিন্ন দলের কাছেও রীতিনীতির পার্থক্য দেখা যেত। একেকজনের একেকরকমের দৃষ্টিভঙ্গি আর একেকরকম অনুভূতির বিষয়টি তার ধর্মপালনের রেওয়াজের মধ্যে প্রতিফলিত হতো।

ধর্মপালনের রীতিনীতির এই ভিন্নতা অনেকের চোখে খুব বেশি পাত্তা দেয়ার মতো কোনো ব্যাপার মনে হতো না। তারা নিজেদের থেকে আলাদা কিছু করতে গেলে বড়জোর কাঁধ ঝাঁকিয়ে উপেক্ষা করে চলে যেত। কিন্তু কেউ কেউ আবার মনে

BanglaBook.org

করত, কে কীভাবে প্রতিটি রীতি পালন করছে তার উপরে তার ধর্মবিশ্বাসের সুফল বা কুফল নির্ভর করবে। কেউ কেউ মনে করত নির্দিষ্ট করে দেয়া নিয়ম থেকে সামান্য বিচ্যুতিও তাদের পরকালে ভয়াবহ সমস্যায় ফেলবে। সেরকম মানুষেরা সামান্য এতটুকু পরিবর্তনকেও ভালো চোখে দেখত না। সেখানে তারা কেবল জীবদ্দশা কিংবা পরকালের কথাই বলত না, বলত অনন্ত জীবন এবং অসীম পরকালের কথা।

এই ধরনের ভিন্ন মত এবং রীতির উপস্থিতি একটি চার্চকে বিভক্ত করে ভেঙে ফেলতে পারত। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভেতর লড়াই হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এমনটা কখনোই হয়নি। কারণ চার্চে একটি নির্দিষ্ট পদাধিকার ছিল প্রত্যেকের। নিজেদের পদের মর্যাদা প্রত্যেকে চরমভাবে বজায় রাখত এবং একইসাথে অন্যের অবস্থানের প্রতি উদারতা বা সম্মান। উপরের পদ থেকে যে প্রথা বলে দেয়া হতো তা নিচের দিকে সবাই মানতে বাধ্য ছিল।

এভাবে একটি চার্চের দায়িত্ব একটি এলাকার বিশপের উপরে দেয়া হতো। ধর্মের আচারব্যবহার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনোরকমের বিতর্কের সৃষ্টি হলে তিনি তা মিটমাট করতেন।

কিন্তু এক এলাকার একজন বিশপের সাথে আরেক এলাকার আরেকজন বিশপের বিতর্ক সৃষ্টি হলে, তখন? এমন যে হতো না, তা নয়, প্রায়ই হতো। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এসে এই বিষয়গুলো সমাধানের জন্য "সিনডস" (গ্রিক শব্দ "সিনড" এর অর্থ সভা) ডাকা হতো। সেই সভায় বিশপেরা একসাথে বসতেন এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেসব উত্থাপন করতেন। বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সেই সভায় আলোচনার মাধ্যমে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তা সকল বিশপকে মানতে হবে। এভাবে পুরো খ্রিস্টান সমাজ একটি নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার এবং একই রকমের দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় আসতে চেষ্টা করত। তাদের চিন্তাভাবনায় ছিল সবকিছুর সমষ্টি হিসেবে একটিমাত্র চার্চ যাকে তারা "সর্বজনীন" একটি আখ্যা দিতে চাইত। "সর্বজনীন" বা "ইউনিভার্সাল" ধারণাটি তাদের কাছে এসেছিল গ্রিক ধ্যানধারণা থেকে, যে চিন্তাকে তারা ক্যাথলিক চার্চে পরিণত করেছে।

বিশপদের সম্মিলিত মতবাদ তখন অর্থোডক্সের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। তাদের মতামতের বাইরে যে কোনো ধারণাকে তখন নব্যতন্ত্র কিংবা বিরুদ্ধ মতবাদ বলে আখা দেয়া হতো। নীতিগতভাবে সব বিশপদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল সমান। কিন্তু বাস্তবচিত্রটা ছিল একটু অন্যরকম। যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি ছিল সেখানে বেশি বড় আকৃতির চার্চ থাকত এবং যত বড় চার্চ, তার প্রভাব তত বেশি ছিল। বেশি যোগ্য এবং খ্যাত খ্রিস্টানদের সেই বড় চার্চগুলোই আকৃষ্ট করত। অন্যদিকে বড় শহর, যেমন অ্যান্টিওক কিংবা অ্যালেক্সান্দ্রিয়ার চার্চের বিশপকে মনে করা হতো সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের প্রভাব যেমন ছিল ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনই শিক্ষা, সাহিত্য এবং সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে।

BanglaBook.org

অবশ্য সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকের প্রদেশগুলোতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। সেসব জায়গায় বিশপদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ দেখা যেত। সত্যি কথা বলতে গেলে সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগে খ্রিস্টানরা সংখ্যায় কম এবং স্বাভাবিকভাবেই অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায়, ডিওক্লেশিয়ানের আমলের আগপর্যন্ত তাদের মাত্র একজনই বড় বিশপ ছিলেন। তিনি হলেন রোমের বিশপ।

সাধারণভাবে পশ্চিম সাম্রাজ্যে পূর্ব সাম্রাজ্যের চেয়ে শিক্ষার হার ছিল কম। তাই স্বভাবতই সেখানে দর্শনের ঐতিহ্য বা মতে বিভক্ত হওয়ার সুযোগও ছিল কম। প্রাচীন সেই সময়ে রোমের কোনো বিশপই বড় লেখক কিংবা, সংগঠক হিসেবে পরিচিত হননি। তারা সবাই ছিলেন শান্ত স্বভাবের, ধর্মে কঠোর বিশ্বাস স্থাপনকারী মানুষ। তারা ধর্মের বিভিন্ন মতপার্থক্য নিয়ে কথা বলতেন না। তারা শুরু থেকেই নব্যতন্ত্র বা বিরুদ্ধবাদ থেকে নিজেদের যত্ন করে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাই শুরু থেকে শেষপর্যন্ত রোমের খ্রিস্টানেরা অর্থডক্স হিসেবে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে রোমের কথা বলতে গেলে, রোম বলতেই মানুষ পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্ষমতা বুঝত। রোম তখন ক্ষমতার কেন্দ্রীয় কার্যালয় হোক বা না-হোক, মানুষের মনে রোমই ছিল শাসনের প্রতীক। আর রোমের বিশপ ছিল কারও কারও কাছে রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের মতোই ক্ষমতাবান। এই বিশ্বাসই ধীরে ধীরে এমন দৃঢ় হয়ে গেল যে মানুষ মনে করতে শুরু করল রোমের বিশপ পিটার হলেন যিশুর সবচেয়ে বড় শিষ্য বা ভক্ত।

আর তাই যদিও প্রথম কয়েক শতাব্দীতে রোমের বিশপ তেমন আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পৌঁছাননি, বিশেষ করে যদি অ্যালেক্সান্দ্রিয়া, অ্যান্টিওক বা কার্থেজ শহরের বিশপদের সাথে তুলনা করা হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে (অন্তত পৃথিবীর বেশিরভাগ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে) খ্রিস্টান ধর্মের মহাগুরু হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

ডিওক্লেশিয়ান তখন সাম্রাজ্যের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখেন, তার ক্ষমতার জোর যেন অন্য কারও ক্ষমতার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে চার্চ থেকে। এটি তাকে মারাত্মকভাবে বিরক্ত করে ফেলেছিল। কোনো কোনো জায়গায় উল্লেখ আছে চার্চের ক্ষমতার এই ব্যাপক প্রসার ডিওক্লেশিয়ানের অধীন মানুষদের এবং তার উত্তরাধিকারীদেরও নানানভাবে অপ্রস্তুত করেছে।

৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ডিওক্লেশিয়ান তার সহকর্মী গ্যালেরিয়াসকে নিয়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা শুরু করলেন। তার মূল আপত্তিটি ছিল চার্চ (যাকে ডিওক্লেশিয়ান মনে করত তার প্রতি হুমকিস্বরূপ) নিয়ে এবং সেইসব মানুষদের বিরুদ্ধে যারা সাম্রাজ্যের সরকারের চেয়ে চার্চের উপরে বেশি নির্ভর করা শুরু করেছে। কিছু কিছু চার্চ ধ্বংস করা হলো, ক্রুশগুলো ভেঙে ফেলা হলো বিশপদের অধীনে থাকা পবিত্র গ্রন্থগুলো টেনে হিঁচড়ে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হলো। এই অবস্থায় পাগান ধর্মের মানুষেরা যখন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে উদ্‌ভ্রান্তের মতো জেগে

উঠল তখন প্রচুর খ্রিস্টান হত্যা করল তারা। স্বাভাবিকভাবেই তখন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সমস্ত সরকারি দপ্তর থেকে চাকরিচ্যুত হলো, সেনাবাহিনী থেকে হলো বিতাড়িত, বিচারালয় থেকে বহিষ্কৃত এবং সাধারণভাবে সমাজের সব স্তরে হতে লাগল লাঞ্ছিত।

এটাই ছিল রোমান সাম্রাজ্যে শেষ এবং সবচেয়ে ভয়ংকর খ্রিস্টান নিপীড়নের ঘটনা। তবে এটি পুরো সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কনস্ট্যান্টিয়াস ক্লোরাস তখনকার চারজন রোমান শাসকদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে ধৈর্যশীল এবং শান্তিপ্রিয়। তিনি নিজে খ্রিস্টান না হওয়া স্বত্বেও তার এলাকায় খ্রিস্টান নিধনের বা লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটতে বাধা প্রদান করেছেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন সূর্য উপাসনাকারী।

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এই জোর অভিযান ডিওক্লেশিয়ানের শাসনামলের শেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তিনি হয়তো রাজত্ব করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রোমে সেবারের বিরক্তিকর ভ্রমণ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে প্রজাদের কাছে থেকে ভালোবাসার বদলে ঘৃণা পাওয়ার অভিজ্ঞতা তাকে হতাশ করেছিল। রোম থেকে নিকোমেডিয়ায় ফিরে আসার পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার বয়স তখন ষাট ছুঁই ছুঁই করছে। তিনি ততদিনে রাজত্বের বিশ বছর পার করেছেন এবং তার জন্য সেটি ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। গ্যালেরিয়াস ছিলেন তখন সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী। গ্যালেরিয়াস তখন সিংহাসনে বসার জন্য উদগ্রীব ছিলেন, সম্রাটকে ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি নিতে অনুরোধও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩০৫ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১৫৮ সালে) ডিওক্লেশিয়ান সেটাই করেন। এটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই অস্বাভাবিক একটি ঘটনা যে একজন ক্ষমতাধর নিজের অসুস্থতা এবং অপারগতার কারণে সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে সেখানে বসার আহ্বান জানাচ্ছে। তবে ব্যতিক্রমধর্মী হলেও ঘটনাটি ঘটেছিল রোমান সাম্রাজ্যে। সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান ছিলেন এর নায়ক।

প্রাক্তন সম্রাট সালোনা শহরে অবসর গ্রহণ করেন যেখানে তিনি জন্মেছিলেন। সেখানে তিনি একটি বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং জীবনের শেষ আটটি বছর সেখানেই কাটান। (সেই রাজপুরীটি পরবর্তীকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ডিওক্লেশিয়ানের শাসনামলের তিনশ' বছর পরে যখন সালোনা শহরে অসভ্য উপজাতিরা আক্রমণ করে তখন তারা এটি গুঁড়িয়ে দেয়। পরে আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। রাজপুরীর চারদিকে বাসাবাড়ি গড়ে ওঠে। সেই নতুন শহরের নাম হয় স্প্যালাটাম। কালক্রমে শহরটি ইতালিয়ানদের কাছে স্প্যালাটো এবং যুগোস্লাভিয়ানদের কাছে স্প্লিট নামে পরিচিত হয়।)

৮. কনস্ট্যান্টিয়াসের বংশ

কনস্ট্যান্টিয়াস-১

চারজনের শাসন কী করে এক সুতোয় গাঁথা যায়, এ বিষয়ে ডিওক্লেশিয়ানের ছিল নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। যখন তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান, তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী অগাস্টাস এবং ম্যাক্সিমিয়ানকেও ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন। এর কারণ হলো দুজন সিজার উপাধিধারী গ্যালেরিয়াস এবং কনস্ট্যান্টিয়াস যেন একযোগে নিজেদের মতো করে শাসন ব্যবস্থা চালাতে পারেন। তার এর পরের পদক্ষেপ ছিল, আরও দুজন সিজার উপাধিধারী শাসনকর্তা নিয়োগ।

যৌক্তিকভাবে ভাবলে দুজন ভালো, অভিজ্ঞ সেনা, শক্তসমর্থ, যোগ্য, সমর্থনকারী ব্যক্তিকেই দায়িত্ব দেয়া উচিত। তাহলেই কেবল নতুন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গ্যালেরিয়াস এবং কনস্ট্যান্টিয়াসের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারবে এবং পরে নিজেদের মতোই যোগ্য উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করবে। কিন্তু ডিওক্লেশিয়ানের এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যদি কাজে লাগত তবে তারপরে রোমান সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে আর কখনও লড়াই হতো না এবং সাম্রাজ্যটি পেত একের পর এক যোগ্য সম্রাট।

দুর্ভাগ্যবশত মানুষ শেষপর্যন্ত মানুষই রয়ে যায়। দুজন অগাস্টাস উপাধিধারী শাসক নিজেদের মধ্যে উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেন। তারা দুজনেই নিজেদের পরিবারের ভালোর কথা চিন্তা করে, বাইরের কোনো মানুষকে না ডেকে, একজন করে আত্মীয়কে সিজার উপাধি দিয়ে উত্তরাধিকারী বানাতে চান।

সেখানে অবশ্য ডিওক্লেশিয়ানের উত্তরাধিকারী ছিলেন গ্যালেরিয়াস, যিনি পূর্বদিকের রোমান সাম্রাজ্য শাসন করতেন। তিনিও নিজেকে ডিওক্লেশিয়ানের মতো

BanglaBook.org

প্রধান শাসনকর্তা না ভেবে পারতেন না যেমন প্রাক্তন সম্রাট নিজেকে ভেবেছিলেন। তাই গ্যালেরিয়াস সেই সুযোগে নিজের আত্মীয়ের মধ্যে একজন ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে সিজার উপাধি দিয়ে ফেললেন। তিনি এই বিষয়ে কনস্ট্যান্টিয়াসের সাথে আলোচনা করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। (তখন এটাও মনে করা হতো যে কনস্ট্যান্টিয়াস হয়তোবা গ্যালেরিয়াসকে খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য বেশ অপছন্দ করেন। পরে অবশ্য এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। গ্যালেরিয়াসের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের তার অংশে খ্রিস্টান নিধন ছিল সাধারণ ঘটনা এবং সেটি ঘটেই চলেছিল।)

নিজের উত্তরাধিকারী বানানোর জন্য গ্যালেরিয়াস তার ভাগ্নে ম্যাক্সিমিন ডাইয়াকে নির্বাচন করেছিলেন যেখানে কিনা কনস্ট্যান্টিয়াসের জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন তার অধীনে কাজ করা একজন কর্মীকে। তার নাম ছিল সেভিরাস (ফ্লেভিয়াস ভ্যালেরিয়াস সেভিরাস)।

বৃদ্ধ যুগ্ম সম্রাট ম্যাক্সেমিয়ানের পুত্র ম্যাক্সেনটিয়াস (মার্কাস অরেলিয়াস ভ্যালেরিয়াস ম্যাক্সেনটিয়াস) এসব বিষয়ে চুপচাপ ছিলেন। ম্যাক্সেনটিয়াস জানতেনই যে বাবার পরে উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্রাটের সিংহাসনটি তার। তিনি নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেও আবার পিতাকেই রাজ্য পরিচালনার আহ্বান করেন। (বৃদ্ধ ম্যাক্সিমিয়ান যিনি ডিওক্লেশিয়ানের আদেশে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তে ইচ্ছে না থাকলেও কিছু বলতে পারেননি, এবারে সিংহাসন ফিরে পাওয়াতে আনন্দিত হয়ে আবার রাজকার্য শুরু করলেন।)

গ্যালেরিয়াসও খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি সেভিরাসকে সেনাবাহিনীর বহর নিয়ে ইতালিতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেভিরাস পরাজিত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। এরপর ইতালির দায়িত্ব পেল ম্যাক্সেনটিয়াস।

কনস্ট্যান্টিয়াস এই নতুন ব্যবস্থায় খুশি হননি। তার নিজেরও একটি ছেলে ছিল যার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনোরকমের পরিকল্পনা করা হয়নি। কোনো সন্দেহ ছিল না যে কনস্ট্যানন্টিয়াসও ম্যাক্সিমিয়ানের মতোই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসাবেন, কিন্তু তিনি তখন বৃটেনে উত্তরদিকের উপজাতিদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় সেটি করতে পারছিলেন না। এরপর ৩০৬ খ্রিস্টাব্দে সেটি করার আগেই এবোরাকামে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, যেখানে এক শতাব্দী আগে মৃত্যু হয়েছিল সেপটিমিয়াস স্যাভিরাসের।

যাই হোক, মৃত্যুর আগমুহূর্তে কনস্ট্যান্টিয়াস তার পুত্র কনস্ট্যান্টাইনকে (গেইয়াস ফ্লেভিয়াস অরেলিয়াস ক্লডিয়াস কন্সট্যান্টিনাস) নিজের বাহিনীর প্রধান করে দিয়ে যান। সেই সময়ে কনস্ট্যান্টাইনের বয়স ছিল মাত্র মাত্র আঠারো। তিনি সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সাথে সাথেই সম্রাট ঘোষিত হয়ে যান। সম্রাট হিসেবে তার নামকরণ হয়েছিল কন্সট্যান্টাইন-১, কারণ তার পরেও এই নামে আরও অনেক সম্রাট এসেছিলেন।

BanglaBook.org

কন্সট্যান্টাইনের জন্ম হয়েছিল ২৮৮ খ্রিস্টাব্দে যখন তার বাবা ছিলেন ইলিরিয়ার গভর্নর। তার জন্মস্থানের নাম ছিল নেইসাস, আধুনিক যুগে যার নাম হয়েছিল নিশ। জায়গাটি যুগোস্লাভিয়ায়। তাই তিনি হলেন আরেকজন বিখ্যাত ইলিরিয়ান। তার জন্মের অবশ্য বৈধতা ছিল না কারণ তার মা ছিলেন একজন দরিদ্র হোটেল ম্যানেজার এবং কন্সট্যান্টাইনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। (কন্সট্যান্টিয়াস যেহেতু শেষের দিকে জীবনের বেশিরভাগ সময় বৃটেনে কাটিয়েছিলেন, তাই এরকম গল্প প্রচলিত হয়েছিল যে সেই মহিলা ছিলেন বৃটেনের রাজকুমারী। কিন্তু বাস্তবে তা নয়।)

কন্সট্যান্টাইন তার তরুণ জীবন কাটিয়েছিলেন ডিওক্লেশিয়ানের রাজপুরীর ভেতরে। সম্রাট তাকে এমনভাবে চোখে চোখে রাখতেন যেন তিনি কিছুতেই খারাপ কিছু শিখতে না পারেন। ডিওক্লেশিয়ান ক্ষমতা ছেড়ে দেবার পর কন্সট্যান্টাইন গ্যালেরিয়াসের যত্নে বেড়ে ওঠেন। যদিও দুইদিক দিয়েই সন্দেহের অনেক কারণ ছিল কিন্তু কন্সট্যান্টিয়াস বেঁচে থাকতে তার ছেলের কোনো ক্ষতি হবে না এটাই তিনি ভাবতেন। কিন্তু কন্সট্যান্টাইনের কাছে যখন তার বাবার অসুস্থতার সংবাদ এসে পৌছল তখন তিনি বুঝেছিলেন যে গ্যালেরিয়াস এখন তাকে জীবিত না দেখে মৃত দেখলেই বেশি খুশি হবেন।

কন্সট্যান্টাইন তখন দ্রুত নিজের নিশ্বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ইউরোপ অতিক্রম করে, সঙ্গীসাথী ছাড়াই বৃটেনে পৌছলেন। তিনি তার বাবার মৃত্যুর আগে তার কাছে পৌছে নিজেকে সম্রাট ঘোষিত করতে চেষ্টা করছিলেন।

কন্সট্যান্টাইন, গ্যালেরিয়াসের বিপক্ষে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে আরও কিছু পদক্ষেপ নিলেন। ৩০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বৃদ্ধ সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ানের কন্যাকে বিয়ে করলেন। সাথেসাথেই তিনি একজন যুগ্ম সম্রাট হিসেবে ঘোষিত হলেন। গ্যালিরিয়াসের জন্য তখন সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে ছিল তিন তিনজন হুমকি। ম্যাক্সেমিয়ান, তার ছেলে ম্যাক্সেনটিয়াস এবং তার মেয়ের স্বামী কন্সট্যান্টাইন। তিনি ইতালিতে নিজের জায়গা করে নিতে চেষ্টাও করেন একবার কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে সরে যেতে বাধ্য হন।

শেষপর্যন্ত ৩১০ খ্রিস্টাব্দে ডিওক্লেশিয়ানকে একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য গ্যালেরিয়াস অনুরোধ করলেন। শেষবারের মতো ডিওক্লেশিয়ান কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ম্যাক্সিমিয়াসকে কার্যালয় থেকে বিতাড়িত করলেন এবং সে জায়গায় লিসিনিয়াসকে (ভ্যালেরিয়াস লিসিনিয়ানাস লিসিনিয়াস) বসালেন। লিসিনিয়াস হয়ে গেল পশ্চিম অংশের সম্রাট। কন্সট্যান্টাইন তার যুগ্ম সম্রাটের আসন পোক্ত হতে দেখেই খুশি ছিলেন।

ম্যাক্সিমিয়ানকে এভাবে অপমানিত হতে হলো দ্বিতীয়বারের মতো। সাধারণভাবেই তার ভীষণ আপত্তি এবং প্রতিহিংসা ছিল। এইসব ঘটনার পরে নিজের শ্বশুরকে হত্যা করা ছাড়া তার কাছে আর কোনো উপায় ছিল না।

BanglaBook.org

৩১১ খ্রিস্টাব্দে (১০৬৪ সালে) গ্যালেরিয়াসের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ম্যাক্সিমিন দাইয়ার আবির্ভাব হয়। ম্যাক্সিমিন দাইয়া খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের হত্যার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এভাবে নিজের প্রতাপের পরিচয় দিয়ে তিনি ইতালিতে শাসনের অধিকারে বসা ম্যাক্সেনটিয়াসের সাথে একটি চুক্তিতে আসেন।

এভাবে আরেকটি নতুন গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। ইতালিতে ম্যাক্সেনটিয়াস এবং এশিয়া মাইনরে ম্যাক্সিমিন দাইয়া, গাউলে অবস্থানকারী কন্সট্যান্টাইন এবং দানিয়ুবের তীরবর্তী প্রদেশের লিসিনিয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

কন্সট্যান্টাইন ৩১২ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে প্রবেশ করেন। এটা ছিল তৃতীয়বারের মতো ম্যাক্সেনটিয়াসকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে কোনো সেনাবাহিনীর ইতালিতে প্রবেশ। কিন্তু আগের দুবারের মতো কন্সট্যান্টাইন পরাজিত হননি, তিনি ম্যাক্সেনটিয়াসকে হারিয়ে দিলেন এবারে। পো উপত্যকার কাছে তাকে পরাজিত করে কন্সট্যান্টাইন রোমের দিকে রওনা দিলেন। এই যুদ্ধের আগে কন্সট্যান্টাইন (পরের খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী) আকাশে একটি উজ্জ্বল ক্রুশ দেখতে পান। এটিকে তারা বিজয়ের চিহ্ন হিসেবে বর্ণনা করেন। এটি কন্সট্যান্টাইনকে সেনাদের ঢালের উপরে একটি করে ক্রুশচিহ্ন বসিয়ে দিতে উৎসাহিত করে। এরপরে সফলতার উদ্দেশ্যে তাদের যুদ্ধে ঠেলে দেন। ম্যাক্সেনটিয়াসের বাহিনীও মারা পড়েছিল এবং ম্যাক্সেনটিয়াসকেও হত্যা করা হয়। কন্সট্যান্টাইন পশ্চিমের অধিপতি হয়ে যান এবং সিনেটের মাধ্যমে সম্রাট ঘোষিত হন।

কন্সট্যান্টাইন মাথার ওপরে স্বর্গে যখন ক্রুশের ছবি দেখেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল তিনি হয়তো খ্রিস্টান ধর্মের দিকে ঝুঁকে গেছেন। হয়তোবা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যাবেন। কিন্তু বাস্তবে তেমন হয়নি। কন্সট্যান্টাইন আগাগোড়া বিচক্ষণ একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। সম্ভবত তিনি তখন টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে খ্রিস্টান ধর্মই হবে প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তিনি এটি বুঝতে পারার পরই সিদ্ধান্ত নেন, যে দিকটা জনগণের মধ্যে এত প্রকট হয়ে উঠছে সে দিকটার কিছু উন্নতি বিধান তার করা উচিত। তিনি খ্রিস্টান নিধন বন্ধ করেন। তিনি বলতে গেলে খ্রিস্টানদের অংশ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ধর্মান্তরিত হননি। তারপর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এলে যখন তিনি ভাবলেন যে এতে কোনো সমস্যা নেই, তখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। (হাজার হলেও তার রাজত্বের প্রায় সমাপ্তি পর্যন্ত খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘুই ছিল।)

কন্সট্যান্টাইন তার বাবার মতোই সূর্যদেবতার উপাসনা করতেন। কিন্তু তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহ প্রকাশ করেন। ব্যাপ্টিটাইজেশনের মাধ্যমে তিনি জীবনের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান এবং মনে করেন যে সব শাস্তি থেকে তার মুক্তি ঘটুক যখন কিনা তার আর কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না।

লিসিনিয়াস ম্যাক্সিমিন দাইয়াকে পূর্বদিকের প্রদেশে পরাজিত করেন এবং ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে (১০৬৬ রোমান সালে) কন্সট্যান্টাইনের সাথে মিলানে একটি সভার আয়োজন

BanglaBook.org

করেন। সেখানে কন্সট্যান্টিয়ান এবং লিসিনিয়াস "মিলান চুক্তি" নামে একটি নিয়ম চালু করেন। তারা সাম্রাজ্যব্যাপী সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার আইন পাশ করেন। তারপর থেকে খ্রিস্টানেরা খোলামেলাভাবে তাদের উপাসনার কাজ চালিয়ে যেতে পারত। বস্তুত তখন থেকেই খ্রিস্টান ধর্ম একটি আইনসিদ্ধ ধর্মে পরিণত হলো।

সেই একই বছরে ডিওক্লেশিয়ান মৃত্যুবরণ করেন। তার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর থেকেই উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করতে গিয়ে সাম্রাজ্যে যেন তিনি গৃহযুদ্ধ লাগানোর নেশায় মেতে ছিলেন। আর খ্রিস্টানদের সাম্রাজ্য থেকে বিদায় করা হয়ে উঠেছিল তার আরেক নেশা। কিন্তু এর কোনো কুফলই তাকে ছোঁয়নি। তিনি তার সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদে জীবনের শেষ দিনগুলো আনন্দেই কাটিয়েছেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে ম্যাক্সিমিয়ান একটি চিঠিতে ডিওক্লেশিয়ানকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তিনি ফিরে এসে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শান্তি আনার চেষ্টা করেন। তখন ডিওক্লেশিয়ান সে চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "তোমরা কি একবার সালোনায় এসে আমার বাগানটা দেখে যেতে পার যেখানে আমি নিজ হাতে সবজি লাগিয়েছি? এই সাম্রাজ্যের ক্ষমতার কথা আমাকে আর বলো না।"

বুদ্ধিহীন, ক্ষমতালোভী ম্যাক্সিমিয়ান শেষ পর্যন্ত ভীষণ বেদনাদায়ক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন যেখানে কিনা ডিওক্লেশিয়ান মারা যান পরম শান্তিতে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জ্ঞানী মানুষ হিসেবে মর্যাদায় আসীন ছিলেন।

নিকির কার্যালয়

কন্সট্যান্টাইনের জন্য এক সময় সাম্রাজ্য বোঝা হয়ে দাঁড়াল। লিসিনিয়াস তার সাথে আলোচনায় বসলেন এবং ভাগ্যের পরিহাসে ভালো একটা কোনো ফলাফল এলো না। শাসকেরা একে অন্যের প্রতি বৈরী হয়েই রইল। কন্সট্যান্টাইন যখন খ্রিস্টানদের প্রতি বেশি ঝুঁকে গেলেন, ঠিক তখন লিসিনিয়াস যেন তার বিরোধিতা করার জন্যই খ্রিস্টান বিরোধী আচরণ করা শুরু করলেন। ৩১৪ এবং ৩২৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় পরপর দুবার। দুবারই লিসিনিয়াস পরাজিত হন। লিসিনিয়াসকে হত্যা করা হলো, যেন কন্সট্যান্টাইন একাই পুরো সাম্রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারেন।

কন্সট্যান্টাইন তারপরে ডিওক্লেশিয়ানের পদানুসরণ করে রাজ্যে নতুন নতুন নিয়মকানুন প্রচলনের ব্যাপারে মনোযোগী হলেন। ডিওক্লেশিয়ানের বেশিরভাগ নিয়মগুলোকেই একটু এদিকওদিক করে তিনি চালু করার চেষ্টা করলেন। যেমন, কন্সট্যান্টাইন সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশ গুলোতেও তার একচ্ছত্র এবং প্রত্যক্ষ শাসনের প্রমাণস্বরূপ ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সব জায়গায় মুকুট চিহ্নিত মার্কাটি ছড়িয়ে দিলেন। সেটা ছিল একটি সরু, সাদা, মাথার ওপরে বাঁধার কাপড়ের টুকরো যেটা

BanglaBook.org

কিনা পারস্যের সর্বোচ্চ সম্মানিত কার্যালয় থেকে দেয়া হতো। এবারে উত্তরাধিকারী সম্রাটের গুনে সেই কাপড়ের টুকরোটিতে আরও জাঁকজমক এলো। এটিকে এখন সত্যিই রাজকীয় বলা যেতে পারে। এর আগে সেটি ছিল হালকা বেগুনি, রাজকীয় রঙ যাকে বলে, আর তার ওপরে মুক্তো খঁচিত নকশা।

কন্সট্যান্টাইন অবশ্য ডিওক্লেশিয়ানের কিছু নিয়মকানুনের ছোটখাটো পরিবর্তনও করলেন। বড় যে পরিবর্তনটি আনলেন তা হলো, কৃত্রিমভাবে অগাস্টাস আর সিজার পদবী দিয়ে মানুষকে উত্তরাধিকারী বানানোর পদ্ধতি বন্ধ করে নিজের পুত্রকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবার সুযোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

অন্যান্য অসভ্য জাতি থেকে মানুষ এনে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের নিয়ম তিনি বহাল রাখলেন। পাশাপাশি যেসব স্থানে জনসংখ্যা খুবই কম, সেসব জায়গায় তাদের বসবাস করতে উৎসাহিত করলেন। সাধারণভাবে ভাবলেই বোঝা যায় যে, এই পদক্ষেপটি রোমের জন্য সফল বা সুখকর হতো যদি না রোমের সংস্কৃতি এত অন্যরকম না হতো। রোমের সংস্কৃতির এমন একটি মাত্রা ছিল যেখানে বাইরে থেকে চট করে কোনো রীতিনীতি প্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না। রোমের সংস্কৃতি কখনোই বাইরের মানুষের সংস্কৃতিকে স্বাগত জানায়নি।

কন্সট্যান্টাইনের সময়টা ছিল আইনগত কিছু পরিবর্তনের জন্য স্মরণযোগ্য। যতগুলো পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন বেশিরভাগই খ্রিস্টানদের পক্ষে গিয়েছিল। বন্দী এবং দাসদের প্রতি আইনের মনোভাব আগের চেয়ে অনেক বেশি মানবিক হয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন কাজকর্মের (বিশেষ করে যৌন) উপরে আগের চেয়েও কঠোর আইন করেছিলেন। তিনিই প্রথম রবিবারকে একটি বিশ্রামের দিন হিসেবে আইনত ঘোষণা দেন। কিন্তু আরেকদিকে ধর্ম অনুযায়ী রবিবার ছিল ঈশ্বরের জন্য বরাদ্দ।

কন্সট্যান্টাইন নিজে খ্রিস্টান না হয়েও একজন খ্রিস্টানধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করেছেন। একসময় তিনি চার্চে কী হয় না-হয় সেসব বিষয়ে জানতেও আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। আগে এক চার্চের সাথে আরেক চার্চের ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। এক বিশপ আরেক বিশপকে নিয়মনীতির জন্য নানা চাপ প্রয়োগ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই যিনি তর্কে জিততেন তিনি অপর পক্ষকে তার ধারণা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করতেন। কন্সট্যান্টাইন একটি বিচারালয়ের প্রবর্তন করলেন যেখানে বিশপেরা এসে নিজনিজ মত প্রকাশ করতে পারবেন এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে মাননীয় সম্রাট রায় দেবেন। তারপরে যে দল জিতে যাবে তারা অবশ্যই তাদের মত প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাবে।

কন্সট্যান্টাইনের রাজত্বের প্রথমদিকে আফ্রিকার তুলনামূলক অসভ্য খ্রিস্টানদের নব্যতন্ত্রের মাধ্যমে চার্চের নিয়মকানুন নানান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পর্যায়টিকে বলা হতো ডোনাটাস। কার্থেজের বিশপ এজন্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। কন্সট্যান্টাইন বিচারালয় স্থাপনের পর প্রথমেই যে বিচারটি করতে বাধ্য হন

BanglaBook.org

তা হলো সাধারণ বিশপদের সাথে ওই ডোনাটাস বিশপের মতপার্থক্যজনিত কারণে সংগঠিত সমস্যা নিয়ে।

সেখানে মূল বিষয় হিসেবে উঠে এলো যে একজন অযোগ্য মানুষ কি ধর্মগুরু হতে পারবে কি না। ডোনাটিস্টরা ছিল আধুনিক। তারা মনে করত চার্চ একটি পবিত্র জায়গা, বিধায় একজন ধর্মগুরু ততক্ষণই সম্মানজনকভাবে অবস্থান করতে পারেন যতক্ষণ তিনি কোনো অনৈতিক কাজে যুক্ত না হচ্ছেন। যেমন ডিওক্লেশিয়ান এবং গ্যালেরিয়াসের আমলে খ্রিস্টান নিধনের নামে চার্চে যে অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তখন অনেক ধর্মগুরু ছিলেন যারা নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে তাদের অধীনে থাকা পবিত্র বইগুলো পোড়ানোর জন্য দিয়ে দিতে বাধ্য হন। যখন সেই ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের অবসান ঘটে, তারা নিজনিজ চার্চে ফিরে গিয়ে আবার ধর্মগুরুর আসনে বসতে চান। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কি তখন আর সেই কাজের উপযুক্ত?

আধুনিক বিশপেরা মনে করেছিলেন যে ধর্মগুরু যিনিই হন না কেন, তিনি অবশ্যই একজন মানুষ। মৃত্যুর মুখে একজন মানুষ যেমন নিজেকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, তিনিও করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। এরকম একটি পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করারও নিয়ম ছিল। এছাড়া এরকম একজন পাপী মানুষকে দিয়ে যদি অহেতুক চার্চের মতো একটি মহান প্রতিষ্ঠান চালানো হয় তবে তার মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তখন এরকম একটি নড়বড়ে প্রতিষ্ঠানের উপরে কি কেউ আস্থা রাখতে পারবে? কী করে একজন সাধারণ মানুষ নিশ্চিত হতে পারবে যে চার্চের ধর্মগুরুটি যোগ্য? খ্রিস্টানেরা এভাবেই চার্চকে রক্ষা করতে লাগল যে এটি একটি পরম পবিত্র প্রতিষ্ঠান। আর এর আধ্যাত্মিক শক্তি এতই বেশি যে একজন সঠিক মানুষের পরিচালনায় না চললেও এর মহিমা এতটুকু কমে না।

কার্থেজে আফ্রিকান নব্যতন্ত্রে বিশ্বাসী খ্রিস্টানদের মধ্যে এই ধরনের কোনো পরিবর্তন আনার মতো কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তারা ছাড়া যারা পরিবর্তন চায়, তারা ৩১৬ সালে কন্সট্যান্টাইনের কাছে আবেদন করল। আদালত নব্যতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে রায় দিলো। কন্সট্যান্টাইন নিজে উপস্থিত থেকে দুই পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার পরে এ সিদ্ধান্ত নিলেন।

এটি কারও জন্যই ভালো হলো না। পাগান ধর্মানুসারী সম্রাটেরা যেমন খ্রিস্টানদের সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি, তেমনি খ্রিস্টান সম্রাটেরাও হাজার চেষ্টা করেও নব্যতন্ত্রের উৎপাটন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সংখ্যায় কমতে থাকল কিন্তু কখনোই পুরোপুরি উবে গেল না যতদিন পর্যন্ত আরবের উপনিবেশিক শক্তি এসে তাদের সার্বিকভাবে বিনষ্ট করেনি। তারা আফ্রিকার উত্তর দিকের নব্যতান্ত্রিকদের এবং প্রাচীনপন্থী খ্রিস্টানদের একইরকমভাবে উৎপাটন করেছিল।

এছাড়াও তখন কন্সট্যান্টাইনের আদর্শ তেমনভাবে অনুসরণ করা গেল না বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সম্রাট তখন চার্চের প্রধানের মতো করে কাজ করতে শুরু করল এবং চার্চের কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টি মেনে নিলেন। এটাই ছিল চার্চ

এবং বিদ্যমান সরকারের মধ্যে এক ধরনের মতপার্থক্য কিংবা মতৈক্যের অবস্থান যেটা তখন থেকে শুরু হয়েছিল এবং এখনও চলছে।

৩২৪ খ্রিস্টাব্দে কন্সট্যান্টাইন যখন সাম্রাজ্যে সকল মতের উর্ধ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়েছিলেন, তখন তখন খ্রিস্টানদের প্রতি তার সহানুভূতি বেশ জোরেসোরেই প্রকাশ করছিলেন। তিনি বিশপদের একসাথে ডেকে একটি সভা করেছিলেন যেখানে তাদের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

বিশপদের অধীনে চার্চের পুরো ব্যবস্থা ছেড়ে দেয়ার নিয়ম তখন পুরনো হয়ে গেছে। আবার পাগান সম্রাটদের অধীনে এভাবে চার্চের কার্যক্রম চালানোও কারও কারও জন্য নিরাপদ মনে হতো না। তারা চার্চের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের বিষয়টা নিয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারতেন না। এবারে অবস্থাটা বদলে গেল। সমস্ত বিশপদের অনুরোধ করা হলো সাম্রাজ্যের সরকারি নিরাপত্তার আওতায় আসার জন্য। এটাই ছিল পৃথিবীব্যাপী চার্চের সাথে সরকারের সংমিশ্রণের প্রথম ধাপ।

৩২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশপেরা বিথিনিয়ার নিকি শহরে জমায়েত হলেন। শহরটি ছিল ডিওক্লেশিয়ানের রাজধানী এবং তখন ছিল কন্সট্যান্টাইনের। এটা ছিল এমন একটি জায়গায় যেখান থেকে সহজেই অ্যালেক্সান্দ্রিয়া, অ্যান্টিওক এবং জেরুজালেমে পৌঁছে যাওয়া যায়। পশ্চিম দিকটা নিয়ে কেউ ভাবত না কারণ সেসব জায়গা ছিল অনেক দূর আর স্পেনে তাদের জন্য অনেক বিশপ ছিল।

তাদের সভার আলোচনার একটি প্রধান বিষয় ছিল আরিয়ান নব্যতন্ত্র। অ্যালেক্সান্দ্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট খ্রিস্টান ধারার নাম ছিল আরিয়ান। তখন প্রায় আগের দশক ধরে একনায়কের মতো নিজস্ব মতামতে মানুষকে নীক্ষিত করে আসছিল। তার মতে একজনই মাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন এই মহাবিশ্বে এবং এখানকার সমস্ত কিছুই তার সৃষ্টি। তাদের মতে যিশুও সেই সৃষ্ট জিনিসগুলোরই একটি এবং তার অস্তিত্বও সীমিত। এই ভাষ্যমতে যিশু নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারেন না। এটাকে অন্যভাবে বললে, যখন যিশুর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তখনও সেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে সেই সৃষ্টিকর্তার কিছু কিছু বিষয় ছিল যা যিশুর স্বভাবের সাথে মেলে কিন্তু কিছুতেই একবারে একভাবে তাদের বর্ণনা করা যায় না।

এই মতাদর্শের অনুসারীরা প্রথমে অ্যালেক্সান্দ্রিয়ায় এবং তারপর ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ল। এভাবে আরিয়ানের দল এবং অ্যাথিনার দলের মধ্যে মতপার্থক্য এতই বেড়ে গেল যে একদল বিশপ আরেকদল বিশপকে ক্রমাগত অভিশাপ দিতে লাগল।

কন্সট্যান্টাইন এই বিষয়টিকে ভীষণ বিরক্তির সাথে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি যদি খ্রিস্টানদের চার্চের এই ক্ষমতা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন তবে সাম্রাজ্যে আরও বেশি প্রভাব খাটাতে পারতেন। কিন্তু সম্রাট হিসেবে তিনি চার্চে চার্চে এই বিবাদকে পুঁজি করে কিছুই করেননি। তিনি হয়তো চেষ্টা করলে এই বিবাদ তখনই মিটিয়েও ফেলতে পারতেন।

BanglaBook.org

এই কারণে তিনি প্রথমে সভা ডাকলেন নিকি শহরের ৩২৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত টানা সভা চলল। তারা শেষে অ্যাথিনার পক্ষে রায় দিলেন। এই মর্মে একটি সরকারি আদেশ জারি হলো, যাকে বলে "নিকির চুক্তি"। এই চুক্তি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে অ্যাথিনার অবস্থান সুস্পষ্টভাবে প্রভাবশালী বলে বর্ণনা করে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা এটি মেনে চলবে বলে ধারণা করা হয়।

এটাই সব চার্চের ক্ষেত্রে একটি বাঁধাধরা নিয়ম হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এভাবেই অ্যাথানাসিয়ানদের অবস্থান পোক্ত হলো। তখন থেকে তাকে পাকাপাকিভাবে ক্যাথলিক চার্চ বলা হয়।

যদিও নিকির চুক্তি সে সময় তেমন ভালো কোনো ফল বয়ে আনেনি। যারা এই দলে আরিয়ান হিসেবে যোগ দিয়েছিল তারা আরিয়ান হিসেবেই ছিল এবং তাদের নিজেদের অবস্থান বলতে গেলে জোর করেই টিকিয়ে রেখেছিল। অবশ্য কন্সট্যান্টাইন নিজেও একসময় আরিয়ানদের অবস্থান পোক্ত করার চেষ্টা করছিল। অথবা অন্তত নিকোমেডিয়ার বিশপ ইউসেবিয়াস এবং আরেকজন আরিয়ানের নেতাসহ কন্সট্যান্টাইনদের উপরে তাদের প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করছিল। তখন অ্যাথানিয়াসদের জোর করে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। পূর্বদিকে এই বিতর্ক অর্ধশতাব্দী ধরে তেমনই চলতে লাগল। বিভিন্ন সম্রাটেরা ক্যাথলিকদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আরিয়ানদের পক্ষে কথা বলে যেতে লাগল।

এই অবস্থা সাম্রাজ্যের পূর্ব এবং পশ্চিমদিককে নতুন করে যেন দুই ভাগে বিভক্ত করে দিলো। এমনিতেই পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে ভাষার পার্থক্যের জন্য আগে থেকেই দুটি ভাগ ছিল। পূর্বদিকে গ্রিক আর পশ্চিমে ল্যাটিন। এরপর আবার রাজনৈতিকভাবে পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে দুজন পৃথক সম্রাট ছিলেন। এখন সর্বশেষ বিভক্তির ধারক হিসেবে এলো ধর্ম। পশ্চিম দিকের মানুষেরা কট্টরভাবে ক্যাথলিক রয়ে গেলেন, যখন কিনা পূর্বদিকে ব্যাপক হারে মানুষ নব্যতান্ত্রিক আরিয়ানদের পক্ষে যোগ দিলেন। এটাই ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভক্তির প্রথম ধাপ। এরপর ধীরে ধীরে পরের সাতটি শতক ধরে পূর্ব আর পশ্চিম দিকের খ্রিস্টান ধর্ম আরও পৃথক হয়ে গেল এবং তারা স্থায়ীভাবে আলাদা দুটো ধারা তৈরি করল।

কন্সট্যান্টিনোপল

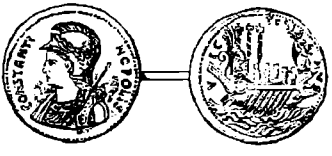

নিকির চুক্তি বহাল থাকার সময়ে কন্সট্যান্টাইন এই বিষয়গুলো সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতেন।

যেখানে ডিওক্লেশিয়ান সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে স্বৈরাচারের একটি আদল দিয়েছেন, সেখানে রাজধানী বলতে সত্যিকারের রোমকে বোঝানো হতো না। সম্রাট

BanglaBook.org

যেখানে থাকতেন সে জায়গাই রাজধানীর মর্যাদা পেত। তাই সম্রাটের অবস্থান অনুযায়ী রাজধানীর অবস্থান বদলে যেত। এক প্রজন্ম পরেও তখন ডিওক্লেশিয়ান, গ্যালেরিয়াস এবং কন্সট্যান্টাইনের আমলের পরে রাজধানী যেন পূর্বদিকে প্রধানত নিকোমেডিয়ায়ই অবস্থান নিয়েছিল। পূর্বদিকই ছিল সাম্রাজ্যের শক্তিশালী, ধনী এবং প্রধান অংশ। সে সময়ে সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল সবচেয়ে নড়বড়ে। ভাগ্যিস গোথ আর পার্সিয়ানরা নিয়মিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল তাই সম্রাটদের সেখানে উপস্থিত হতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও নিকোমেডিয়াই ছিল সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।

কন্সট্যান্টাইন এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছিলেন এবং তাই তিনি রাজধানীকে প্রাচীন শহর বাইজ্যান্টিয়ামে স্থানান্তরের কথা ভাবছিলেন। হাজার বছর আগে গ্রিকরা বাইজ্যান্টিয়াম শহর গড়েছিল (ইতিহাসে উল্লেখ আছে খ্রিস্টপূর্ব ৬৫৭ সালে, রোমান ৯৬ সাল)। এই শহরের একটি জমজমাট অবস্থান ছিল একসময়। শহরটি ইউরোপের দিকে বসফোরাসের পাশে নিকোমেডিয়ার পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। এটা ছিল সমুদ্রের একটি সরু অংশ, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ধনী এবং জনবহুল দেশ গ্রিস, এশিয়া মাইনর এবং সিরিয়ায় বাণিজ্যের কারণে পৌঁছতে হলে সব জাহাজকেই সেই সরু নালা অতিক্রম করতে হতো।

বাইজ্যান্টাইন শহর হিসেবে গড়ে ওঠার পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ হিসেবে এর মূল্য বুঝতে পেরেছিল। তাই সেভাবে শহরটি উন্নতির দিকেও এগিয়েছিল। এই শহরটি হয়তো আরও অনেক বেড়ে উঠত যদি না তার চেয়ে ক্ষমতাশালী বড় শক্তির আক্রমণের শিকার না হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ সাল পর্যন্ত, অ্যাথিনিয়ানদের উত্থানের সময়টাতে এথেন্স পুরোপুরিভাবে কৃষ্ণসাগর বেয়ে আসা খাদ্যসামগ্রীর উপরে নির্ভরশীল ছিল। তাই এথেন্স চাইল বাইজ্যান্টাইনের কর্তৃত্ব; প্রথমে পার্সিয়ার সাথে, তারপর স্পার্টার সাথে এবং সবার শেষে ম্যাসিডনের সাথে।

বাইজ্যান্টাইনের সব সময়ে আক্রমণকারী শক্তিগুলোর মোকাবেলা করার শক্তি ছিল। এর একটি প্রধান কারণ এর অবস্থান। এর তিনদিকে সমুদ্র থাকায় একে একদিক থেকে আক্রমণ করে কোনো সুবিধা করা যাচ্ছিল না। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৯ সালে অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের পিতা ম্যাসিডনের ফিলিপ যখন সেখানে আক্রমণ করেছিল তখন বাইজ্যান্টাইন খুব সহজেই তা প্রতিহত করেছিল। এটি ছিল ফিলিপের খুব অল্পকিছু পরাজয়ের একটি।

বাইজ্যান্টাইন প্রবল পরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্যের দূরবর্তী একটি প্রদেশ হিসেবে যোগ দেয়। রোমানরা যখন পূর্বদিকে দাপটের সাথে শাসন করছিল তখন এটি একটি নিজস্ব পরিচালনায় সফল দেশ হিসেবে সাম্রাজ্যের সাথে যোগ দেয়। তখন ভেস্পাসিয়ানের শাসনামল চলছিল। ভেস্পাসিয়ান নিজস্ব দক্ষতায় পরিচালিত প্রদেশগুলোর শাসন নিজের হাতে তুলে নেন। তখন এশিয়া মাইনরের সাথে বাইজ্যান্টাইনও রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

BanglaBook.org

কমোডুসের মৃত্যুর পরে বাইজ্যান্টাইনে কঠিন সময় আসে। এটি তখন নিগারদের বিরুদ্ধে সেপ্টিমিয়াস স্যাভিরাসের সংগঠিত যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যায়। সেপ্টিমিয়াস সেভিরাস ১৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই শহরটি দখলে নিতে সক্ষম হন। এরপর কন্সট্যান্টাইনের চোখ যখন এই শহরের উপরে পড়ে তখন এটি আবার নতুন করে তৈরি করা হয়। ৩২৪ খ্রিস্টাব্দে এটি তার হাতে পড়ে এবং তখন লিসিনিয়াসের সাথে তার যুদ্ধ চলছিল। এই শহরের কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনা নিয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

নিকির সভার পরপর কন্সট্যান্টাইন বাইজ্যান্টাইন শহরকে বাড়ানোর কাজে মনোযোগ দেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক এবং স্থাপত্যবিদ এনে শহরটি ঢেলে সাজানোর কাজে মনোনিবেশ করেন। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। কন্সট্যান্টাইনের পছন্দমতো কাজগুলো করার জন্য সাম্রাজ্যের ভেতরে ততটা দক্ষ মানুষ এবং প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যাচ্ছিল না যাতে করে শহরটিকে তিলোত্তমা করে গড়ে তোলা যায়। তাই কন্সট্যান্টাইনের কাছে এরপর যা সহজ মনে হয়েছিল তিনি তাই করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রাচীন শহর থেকে বিখ্যাত মূর্তিগুলো উঠিয়ে নিয়ে বাইজ্যান্টাইনে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা শুরু করলেন। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দের (রোমান ১০৮৩ সাল) মে মাসের ১১ তারিখে এই শহরটি নতুন রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয়। এটির নামকরণ হয় "নোভা রোমা" (নতুন রোম) অথবা "কন্সট্যান্টিনো পোলিস" (কন্সট্যান্টাইনের শহর)। পরের নামটিই ল্যাটিন ভাষায় কন্সট্যান্টিনোপলিস এবং ইংরেজিতে কন্সট্যান্টিনোপল নামে পরিচিত হয়। আদি রোমের মতো সমস্ত নিয়মকানুনও এখানে বহাল ছিল। নানারকমের খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, এমনকি জনগণের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ পর্যন্ত সেখানে চলছিল। তার দশ বছর পরে কন্সট্যান্টিনোপলে রোমের সিনেট বসানো হয় যা আসলে ছিল আগের চেয়েও অকার্যকর।

কন্সট্যান্টিনোপল খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। সম্রাটের বাসস্থান হিসেবে সেখানে বড় বড় সরকারি কর্মচারিদের আনাগোনায় শহরটি রমরমা হয়ে যায়। এটি তখন সাম্রাজ্যের সম্মানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠায় অনেক অভিজাত মানুষ রাতারাতি অন্যান্য প্রদেশ থেকে সেখানে গিয়ে থাকা শুরু করেন। এক শতকের মধ্যেই এটি রোমকে টেক্কা দিয়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ধনী এবং শক্তিশালী শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী হাজার বছরের মধ্যে এটি ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বৃহৎ শহর হিসেবে পরিচিত হয়।

কন্সট্যান্টিনোপলের উপস্থিতি চার্চের কার্যকলাপকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করত। কন্সট্যান্টিনোপলের সময়ের বিশপেরাও তাকে খুব মানত কারণ সম্রাটের একেবারে কাছাকাছি থাকত শহরটি। কন্সট্যান্টিনোপল তখন বিশাল শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে যার বিশপেরা অন্য সমস্ত বিশপদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য পেতেন। এই বিশপদের বলা হতো "প্যাট্রিয়ার্চ," যার মানে হলো "প্রধান ফাদার"। ততদিনে ধর্মগুরুদের "ফাদার" বলে সম্বোধন করার রীতি হয়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

তখন পাঁচ জন প্যাট্রিয়ার্চ ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন জেরুজালেমের বিশপ। বাইবেলের ঘটনাপ্রবাহের সাথে জেরুজালেমের সম্পর্কের কারণে তাঁকে একজন বিশিষ্ট প্রধান ধর্মগুরু হিসেবে মানা হতো। অন্য চারজন হলেন রোমান সাম্রাজ্যের আরও চারটি বড় শহরের বিশপ। শহরগুলো হলো, রোম, কন্সট্যান্টিনোপল, অ্যালেক্সান্দ্রিয়া এবং অ্যান্টিওক।

অ্যান্টিওক, জেরুজালেম এবং অ্যালেক্সান্দ্রিয়ার প্যাট্রিয়ার্চেরা কন্সট্যান্টিনোপলের প্রভাবের নিচে চাপা পড়ে মোটামুটি কষ্টেই দিন কাটাতেন। তারা এই বিষয়টি নিয়ে একটু অসন্তোষের মধ্যে ছিলেন। কন্সট্যান্টিনোপলের অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রতি বিরক্ত এবং হতাশ বোধ করে কিছু প্যাট্রিয়ার্চ ক্যাথলিক ভাবনা থেকে সরে এসে নব্যতন্ত্রের সাথে যোগ দেন। এই ঘটনায় তাদের একত্র শক্তি আরও কমে যায়। এর পরপরই কন্সট্যান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্চ কেবল মুখে মুখে নয়, বরং কাগজে কলমে পূর্বদিকের সমস্ত ক্যাথলিক চার্চের প্রধান হয়ে বসেন।

রোমের প্যাট্রিয়ার্চের জন্য কন্সট্যান্টিনোপলের আইনকানুন মানা অত জরুরি ছিল না। কারণ ছিল দূরত্ব। এছাড়া রোমের প্যাট্রিয়ার্চ ছিলেন একমাত্র ল্যাটিন ভাষাভাষী প্যাট্রিয়ার্চ। পশ্চিম দিকের প্রধান প্যাট্রিয়ার্চ বলতে ছিল রোমের। সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন যার নামের সাথে "রোম" শব্দটা উচ্চারিত হতো। সম্রাট পুরনো রোম থেকে নতুন রোমের দিকে যাত্রা করলেন বলে আরও বেশি ক্ষমতা, আরও বেশি প্রতিনিধি এবং আরও বেশি ধনদৌলতের সংস্পর্শে আসতে পারলেন।

কিন্তু পুরনো রোমে একটি ব্যাপার রয়েই গেল, তা হলো রোমের বিশপ। তার পেছনে মদতদাতা হিসেবে ছিল সাম্রাজ্যের সত্যিকারের ধর্মীয় চেতনা, কঠোর ক্যাথলিক দর্শন। এসবকিছু নব্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেন রুখে দাঁড়াত সবসময়। পূর্বদিকের বিতর্কে পরিপূর্ণ অবস্থানের কাছে রোমের চার্চের মতবাদ তাদের কাছে একটি জাতীয়তাবাদের মতো ভূমিকা রাখল একসময়। পূর্বদিকের গ্রিক মতবাদের মাধ্যমে যারা ধর্মপালন করতে চেয়েছিল তাদের স্থান রোম প্রায় পাঁচশ বছর আগে দখল করে নিয়েছিল। এখন তারাও রোমে এসে পশ্চিমা কায়দায় নিজেদের অবস্থান করে নিতে উৎসাহ পেল।

এভাবে শত শত বছরব্যাপী খ্রিস্টান ধর্মের ধারক হিসেবে রোম আর কন্সট্যান্টিনোপলের বিশপদের মধ্যে লড়াই বেঁধে ছিল। এই লড়াই দিনে দিনে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে কিন্তু কখনোই কোনো দল জয়লাভ করেনি।

কন্সট্যান্টাইন তার রাজত্বের শেষের দিকে বাধ্য হয়ে আরেকবার একটি অসভ্য জাতির আক্রমণ মোকাবেলা করেন। তৃতীয় শতাব্দীর অরাজকতার পরে সীমানার দিকে আর কোনো হামলা হয়নি বললেই চলে। ডিওক্লেশিয়ান এবং কন্সট্যান্টাইনের রাজত্বে সেনাবাহিনী এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে তারা সীমানার দিকে কড়া নজর রাখতে সফল হয়েছিল। তখন একটি গৃহযুদ্ধ লেগে গেলেও সেনাবাহিনী সেটি প্রতিহত করতে পারত।

BanglaBook.org

৩৩২ খ্রিস্টাব্দে গোথ প্রজাতি দানিয়ুবের তীরবর্তী সীমায় আবার আক্রমণ করল। কন্সট্যান্টাইনকে সেখানে ছুটে যেতে হলো। এবারে কন্সট্যান্টাইন সফলভাবে তাদের প্রতিহত করেছিলেন। গোথরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। তারা লজ্জিত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল।

কন্সট্যান্টাইনের শরীর ততদিনে ভেঙে পড়ছিল। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সের দিকে স্বাস্থ্যবান ছিলেন কিন্তু তখন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কন্সট্যান্টিনোপলে তিনি জীবনের শেষ সময়গুলো কাটাননি। তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য তার জীবনের শেষ অবসর কাটিয়েছেন পুরনো নিকোমেডিয়া শহরে। সেখানে একসময় তার শারীরিক অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। তখন তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে (১০৯০ রোমান সালে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

একত্রিশ বছর আগে তিনি বৃটেনের সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অগাস্টাসের পরে আর কোনো সম্রাট এত দীর্ঘসময় ধরে সাম্রাজ্যের হাল ধরে থাকেননি। কন্সট্যান্টাইনের সময় খ্রিস্টান ধর্ম, সাম্রাজ্যের দাপ্তরিক ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং কন্সট্যান্টাইনোপলকে সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ধরে নেয়া হয়। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকেরা এই অবস্থাকে সম্মান দেখিয়ে তাকে "কন্সট্যান্টাইন দ্য গ্রেট" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সম্রাট যতই পরাক্রমশালী হোক না কেন, রোমান সাম্রাজ্যের ধীর পতন কেউ ঠেকাতে পারেনি। কন্সট্যান্টাইনও ডিওক্লেশিয়ানের মতো সাম্রাজ্যের পতনকে কিছুটা দমিয়ে রাখতে পেরেছিলেন বটে, তবে থামাতে পারেননি।

BanglaBook.org

কন্সট্যান্টিয়াস-২

কন্সট্যান্টাইন বেঁচেছিলেন তার তিন পুত্রের মাধ্যমে। তারা হলেন কন্সট্যান্টাইন ২ ফ্লেভিয়াস ক্লডিয়াস কন্সট্যান্টিনাস), কন্সট্যান্টিয়াস ২ (ফ্লেভিয়াস জুলিয়াস কন্সট্যান্টিয়াস) এবং কন্সট্যান্স (ফ্লেভিয়াস জুলিয়াস কনট্যান্স)। সাম্রাজ্যটি তাদের তিনজনের মধ্যে ভাগাভাগি করা হলো।

পূর্বদিকের পুরো অংশটি মেঝো ছেলে কন্সট্যান্টিয়াস ২ এর অধীনে চলে গেল। পশ্চিম দিকের অংশকে দুই ভাগ করে বড় এবং ছোট ছেলে নিয়ে নিলেন। কন্সট্যান্টাইন পেলেন বৃটেন, গাউল এবং স্পেন। কন্সট্যান্স পেলেন ইটালি, ইলিরিয়া এবং আফ্রিকা।

এই তিনজন ছিলেন প্রথম রোমান সম্রাট যাদের খ্রিস্টান মতে শিক্ষা দান করা হয়েছিল। এর ফলে সাম্রাজ্যের সব জায়গায় যদি একটি শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আসত তাহলে খুব ভালো হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি হয়নি। কন্সট্যান্টাইনের ছেলেরা

সবাই ছিল খুব নিষ্ঠুর এবং অসচেতন। যেমন বলা যায়, কন্সট্যান্টিয়াস ২ এর ক্ষমতায় বসার পরে প্রথম কাজই ছিল তার দুজন আত্মীয়কে হত্যা করা। তিনি ধরে নিয়েছিলেন তারা সিংহাসন নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হতে পারে।

অন্য ভাইদের মতো কন্সট্যান্টাইন ২ সবচেয়ে বড় হবার সুবাদে সম্রাটদের প্রধান হওয়ার দাবি জানালেন। কন্সট্যান্স যখন এই দাবি নাকচ করে দিলেন এবং সবার জন্য সমান সম্মান দেয়ার কথা বললেন, কন্সট্যান্টাইন ২ ইতালিতে হামলা করলেন। কন্সট্যান্স জিতে গেলেন এবং কন্সট্যান্টাইন ২ হেরে গিয়ে ৩৪০ খ্রিস্টাব্দে হত্যার শিকার হলেন।

কিছুদিন পর্যন্ত বাকি দুইভাই সাম্রাজ্য শাসন করলেন। কন্সট্যান্স পশ্চিমে এবং কন্সট্যান্টিয়াস ২ পূর্বদিকের অংশে। ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে কন্সট্যান্স বন্দী হলেন তারই একজন সেনাপ্রধানের মাধ্যমে যিনি সম্রাটকে বন্দী করে সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলেন। কন্সট্যান্টাইনের শেষ ছেলে কন্সট্যানশিয়াস-২ পশ্চিমের দিকে অভিযান শুরু করলেন এবং সেনাপ্রধানকে হারিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

৩৫১ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য আবার একজন মাত্র সম্রাটের শাসনাধীনে এলো, তিনি হলেন কন্সট্যানশিয়াস-২। সেই সময়টা যে খুব শান্তির ছিল, তা নয়। একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তিনি পার্সিয়ানদের সাথে লড়তেই ব্যস্ত ছিলেন।

২৯৭ খ্রিস্টাব্দে গ্যালেরিয়াস যখন পার্সিয়ানদের পরাজিত করে সেটা ছিল রোমানদের জন্য পার্সিয়ানদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটি লম্বা সময়। সেবার কন্সট্যান্টাইন ১ এর রাজত্বকাল পর্যন্ত পার্সিয়ানরা আর আক্রমণ করেনি। ৩১০ খ্রিস্টাব্দে পার্সিয়ার রাজা মৃত্যুবরণ করেন এবং পারস্যের কিছু অভিজাত মানুষ রাজার তিন পুত্রের দায়িত্ব নেন। তারা রানির গর্ভে থাকা একটি সন্তানের উপরে উত্তরাধিকারের অধিকার দিয়ে নিজেরা রাজ্য শাসনের ভার নেন। শিশুটি জন্মানোর পরে বাল্যকাল পেরিয়ে রাজ্য শাসনের উপযুক্ত হতে বহুবছর লাগবে এবং এর মধ্যে তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে নেয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেন, এটাই ছিল উদ্দেশ্য।

সেই গর্ভের সন্তানটি জন্মানোর সাথে সাথেই রাজা হিসেবে ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল। তার নামকরণ করা হয়েছিল শাপুর ২।

তার অসহায় শিশুকালে পারস্য সেই অভিজাত পরিবারগুলোর মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছিল। সে সময়ে আরবীয়দের আক্রমণ ঠেকাতে হয় তাদের। (একগাদা অভিজাত মানুষের শাসনে এবং নিজেদের মধ্যে বিরোধিতার কারণে পুরো রাজ্যের অবস্থা ছিল নাজেহাল। ইতিহাসে যে বিষয়টি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তা সেই অভিজাত, শিক্ষিত মাথাগুলোতে একবারও ঢোকেনি। তারা দেশের সামগ্রিক ক্ষতিসাধন করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিল।) যাই হোক, ৩২৭ খ্রিস্টাব্দে শাপুর এত বড় হয়ে গিয়েছিলেন যে দেশের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

BanglaBook.org

তিনি ক্ষমতায় বসেই প্রথমে আরবে আক্রমণ করলেন এবং সেখানকার উপজাতীয় অধিবাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করে শান্তি স্থাপন করলেন।

৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে কন্সট্যান্টাইন ১ এর মৃত্যু হলে রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হাতে চলে গিয়েছিল। সেই সুযোগে শাপুর রোমের পশ্চিম দিকে আক্রমণ করে বসে। পার্সিয়ার জন্য রোমে আক্রমণ করা নতুন কিছু ছিল না। বলতে গেলে সেটি তার আগের আট শতক ধরে চলছিল। তাকে এবারের যুদ্ধে আরও নতুন একটি বিষয় যুক্ত হয়েছিল, তা হলো খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে বিতর্ক।

এত কিছুর পরেও খ্রিস্টান ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্বজনীন ধর্মের মর্যাদা পায়নি। উৎসুক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে চার্চ এবং মিশনারি গড়ে তুলতে তৎপর ছিলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন গ্রেগরি যাকে "দ্য ইলিউমিনেটর" বলে ডাকা হতো। প্রাচীন ইতিহাসের হিসেবে তিনি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রেগরির বাবা সন্তানের বাল্যকালেই মারা যান। একজন খ্রিস্টান সেবিকা শিশুটিকে এশিয়া মাইনরে নিয়ে আসেন এবং তাকে খ্রিস্টান হিসেবে মানুষ করেন। একই সাথে তিনি উত্তরপূর্ব দিকেও আর্মেনিয়ার উর্বর ভূমিতে সফর করেন। সেখানে এমনিতেই খ্রিস্টানদের আধিপত্য ছিল, গ্রেগরির আগমনে যেন ষোলকলা পূর্ণ হলো।

৩০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি আর্মেনিয়ার রাজা টিরিডেটসকে ধর্মান্তরিত করে ফেলেন। তাকে সাথে নিয়ে পাগান ধর্মের শেষ বিন্দু পর্যন্ত শেষ করে ফেলেন এবং খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে দেন। এভাবে আর্মেনিয়া হয়ে গেল প্রথম খ্রিস্টান ধর্মের রাষ্ট্র। রোম নিজে তখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে পাগান ধর্মের অনুসারী ছিল। আর যে সময়ে আর্মেনিয়া খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ঠিক তখনই ডিওক্লেশিয়ান এবং গ্যালেরিয়াসের নেতৃত্বে রোমে সবচেয়ে বড় খ্রিস্টান নিধন কর্মসূচি চলছিল।

কন্সট্যান্টাইন ১ যখন রোমকে খ্রিস্টান ধর্মের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন তখন ক্ষমতার অপব্যবহার যে মানুষকে বিমুখ করে রেখেছিল, তা কিছুটা কমল। আর্মেনিয়া চার শতক ধরে রোম আর পারস্যের (তারও আগে পার্থিয়ার) মাঝখানে দুলছিল। তখন কন্সট্যান্টাইনের হস্তক্ষেপে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী আর্মেনিয়া পাগান পারস্যকে ছেড়ে দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী রোমকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারল।

অন্যদিকে পারস্যেও খ্রিস্টান ধর্ম কোনো না কোনোভাবে প্রবেশ করতে লাগল। এখন যদি পাগান পারস্য আর খ্রিস্টান রোমের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, তো পারস্যের খ্রিস্টানরা কার পক্ষ নেবে? রাজা শাপুর তাই তার রাজ্যে খ্রিস্টান ধ্বংস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এর পরবর্তী অবস্থায় রোমের সাথে পারস্যের যুদ্ধটা কেবল ভূমি দখলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, এটি হয়ে উঠল ধর্মের জন্য যুদ্ধ।

শাপুর ২ এবং কন্সট্যানশিয়াস-২ এর মধ্যে প্রথম দীর্ঘ যুদ্ধটি লেগে থাকল প্রকৃতপক্ষে রোমের খ্রিস্টান শক্তি এবং পূর্বদিকের খ্রিস্টান বিরোধী শক্তির সাথে।

BanglaBook.org

কন্সট্যানশিয়াস-২ পারস্যের তরুণ রাজার বিরুদ্ধে তেমন শক্তির পরিচয় দিতে পারলেন না। তিনি পারস্যের বাহিনীর কাছে ক্রমাগত পরাজিত হতে থাকলেন। কিন্তু ওদিকে পারস্যের বাহিনীরাও এতটা ক্ষমতা দেখাতে পারেনি যে রোমে ঢুকে পড়ে রোমের কোনো প্রদেশ দখল করে বসে থাকবে। বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ার উপরের দিকে নিসিবিসের দুর্গ, যেটি অ্যান্টিওকের তিনশ' মাইল উত্তরপূর্ব দিকে, রোমের প্রবল শক্তির প্রতীক ছিল সেটি। শাপুর সেই প্রদেশ দখলের চেষ্টায় তিনতিনবার আক্রমণ করেছিলেন। তিনবারই তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।

কিন্তু তারপর কোনো রাজাই যুদ্ধের ব্যাপারে আর ততটা আগ্রহী ছিলেন না। শাপুর অসভ্য উপজাতিদের বারংবার আক্রমণের কারণে রাজ্যের পূর্বদিকের খারাপ অবস্থা নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এটাই রোমের উপরে আক্রমণের সময়ে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছিল। অন্যদিকে কন্সট্যানশিয়াস ধর্ম এবং বংশ নিয়ে বিচিত্র সমস্যায় পতিত ছিলেন।

জুলিয়ান

কন্সট্যানশিয়াসের দুই ভাই কোনো উত্তরাধিকারী না রেখেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কন্সট্যানশিয়াসের নিজেরও কোনো সন্তান ছিল না এবং পরিবারের অন্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের তিনি হত্যা করেছিলেন। এখন একজন উত্তরাধিকারী খোঁজার জন্য তিনি কোথায় যাবেন? এমন কাউকে কি তিনি খুঁজে পাবেন যার সাথে রাজত্বের এই গুরুভার কিছুটা ভাগাভাগি করা যায় আর নিজের অবসরের সময়ে যার উপরে আস্থা রাখা যায়?

তার আশেপাশে ছিল কেবল কন্সট্যান্টাইন ১ এর পাতানো ভাইয়ের দুই ছেলে। পাতানো ভাইকেও কন্সট্যানশিয়াস ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। ভাইয়ের ছেলে সেই তরুণদ্বয় (যারা দুজন ভিন্ন মায়ের গর্ভে জন্মেছিলেন, তাই নিজেরা ছিলেন সৎ ভাই) ছিলেন কন্সট্যানশিয়াস ক্লোরাসের নাতি।

তারা দুজন হলেন গ্যালাস (ফ্লেভিয়াস ক্লডিয়াস কন্সট্যানশিয়াস গ্যালাস) এবং জুলিয়ান (ফ্লেভিয়াস ক্লডিয়াস জুলিয়ানাস)। তাদের বাবার হত্যাকাণ্ডর সময়ে তারা ছিল কেবলই শিশু। কন্সট্যানিশিয়াস হয়তো ভেবেছিলেন এই অবোধ শিশুদের মেরে ফেলে কোনো লাভ নেই।

গ্যালাস বেশ বড় ছিলেন তাই তাকে কন্সট্যান্টিনোপল থেকে বহিষ্কার করে কড়া প্রহরায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু জুলিয়ানকে (বাবার মৃত্যুর সময়ে মাত্র ছয় বছর বয়স হওয়াতে) কন্সট্যান্টিনোপলেই রাখা হলো। তাকে নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াস নামে শিক্ষকের অধীনে খ্রিস্টান মতে শিক্ষাদান করা হয়। ইউসেবিয়াস ছিলেন আরিয়ান

BanglaBook.org

বা নব্যতান্ত্রিক বিশপদের মধ্যে প্রধান একজন। (কন্সট্যানশিয়াস মানসিকভাবে নিজেও একজন নব্যতান্ত্রিক ছিলেন।) গ্যালাস এবং জুলিয়ান কেউই জানত না যে কখন হঠাৎ করে কন্সট্যানশিয়াস তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করবে, তাই তাদের তরুণ বয়সটি ছিল খুবই অস্বস্তিকর এবং অনিশ্চয়তায় ভরা।

৩৫১ খ্রিস্টাব্দে কন্সট্যানশিয়াস পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধের প্রয়োজনে। তিনি সে সময়ে একজন সেনাপ্রধানের সাথে লড়ছিলেন যিনি কিনা তার ভাই কন্সট্যানসের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তখন পূর্বদিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য তার একজনকে প্রয়োজন ছিল। কারণ সেখানে ক্রমাগত নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। তিনি দেখলেন গ্যালাস তখন পঁচিশ বছর বয়সী যুবক। সিদ্ধান্ত নিলেন তাকেই এই ভার দিয়ে যাবেন। যুবক গ্যালাস হঠাৎ জেলের বন্দীদশা থেকে নিজেকে অ্যান্টিওকের ক্ষমতাধর উত্তরাধিকারীর আসনে আবিষ্কার করলেন। নিজের অবস্থানের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে তিনি কন্সট্যানশিয়াসের বোন কন্সট্যানশিয়াকে বিয়ে করলেন।

গ্যালাস সেই কাজ দায়িত্বের সাথে পালন করেননি। গ্যালাস আর তার স্ত্রী কন্সট্যানশিয়ার স্বেচ্ছাচারিতা এবং নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। তারা একাকি হয়তো কন্সট্যানশিয়ার কোনো ক্ষতি করতে পারতেন না কিন্তু জানা গিয়েছিল যে দুজনে মিলে কন্সট্যানশিয়াসকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনাও সফল হয়নি। কন্সট্যানশিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। আর তার মৃত্যুর পরে গ্যালাসকে বন্দী করা হয়। ৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে গ্যালাসকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

সৎ ভাই উত্তরাধিকারী হওয়ার পর থেকে জুলিয়ানকে হঠাৎ করে বন্দী করা হয়েছিল। যাই হোক, পরের বছর কন্সট্যানশিয়াস জার্মানির উপজাতিদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে ফেললেন। তখন তিনি এই রাজ্য শাসনের দায়িত্ব কারও সাথে ভাগাভাগি করার প্রবল প্রয়োজন বোধ করলেন। তখন বাকি বলতে ছিলেন কেবল জুলিয়ান। ৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কন্সট্যানশিয়াস তখন সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে পারস্যের বাহিনীকে সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন।

জুলিয়ানের প্রধান কাজ ছিল গাউলকে নিয়ন্ত্রণ করা। সেখানে জার্মান উপজাতিরা, বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্করা রাইনের তীর ধরে আক্রমণ করছিল। তারা রাইনের তীর অতিক্রম করে সাম্রাজ্যের ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

প্রায় তরুণ জুলিয়াস সিজারের মতো, তরুণ জুলিয়ান, যে কিনা তখন মাত্র বিশের কাছাকাছি, যুদ্ধে অংশগ্রহণের যার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিল না, ভয়ংকরভাবে জার্মানিদের আক্রমণ করে বসলেন। তার আক্রমণের ফলে জার্মানরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল এবং সাম্রাজ্যের দখলকৃত অংশটি পুনরুদ্ধার করলেন জুলিয়ান। এমনকি তিনি রাইন অতিক্রম করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন তিন তিনবার। (যেখানে কিনা খোদ জুলিয়াস সিজার রাইন অতিক্রম করেছিলেন দুইবার।)

BanglaBook.org

জুলিয়ান তার প্রধান কার্যালয় লুটেরিয়া শহরেই রাখলেন। সেখানেই একসময় তার দাদা কন্সট্যানশিয়াস ক্লোরাস উত্তরাধিকারী হওয়ার পরে থাকতেন। শহরটির পুরো নাম হলো লুটেরিয়া পারিসিওরাম (যার অর্থ হলো পারিসিয়ানদের লুটেরিয়া)। এই শহরকে মাঝে মধ্যে প্যারিস বলা হতো। জুলিয়ানের সময়ে এই নামটিই ঘুরেফিরে ব্যবহার করা হতো। এভাবেই শহরটির নাম হয়ে গেল প্যারিস। পরবর্তী কয়েক শতকের মধ্যে শহরটি নানান কারণে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে উঠল।

জুলিয়ান তার মানবিক বোধ এবং সামর্থ্যের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলেন। সবচেয়ে বড় যে সফলতাটি পেলেন তা হলো তিনি সেনাবাহিনীর প্রিয়পাত্র হয়ে গেলেন।

বিষণ্ন ও বিরূপ কন্সট্যানশিয়াস দূর থেকে জুলিয়ানের কার্যকলাপ চুপচাপ দেখে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের চাচাতো ভাইয়ের সাফল্যে অবাকও হয়েছিলেন, যেহেতু নিজে পারস্যের বাহিনীর সাথে বারংবার পরাজিত হয়েছেন। শাপুর নিজেও তার দেশের উপজাতিদের আক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে নজিরবিহীন ত্রাসের সাথে রোমে উপস্থিত হন। রোমের শক্ত ভিত নড়ে ওঠে। ৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে নিসিবিসের উত্তরপশ্চিমে অ্যামিডা নামের দুর্গটি দখল করে নিয়ে দশ দিনব্যাপী লড়াই শেষ করেন শাপুর।

কন্সট্যানশিয়াস এই ঘটনাকে জুলিয়ানের ব্যর্থতা হিসেবে জাহির করে পূর্বদিক থেকে তার সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যান। জুলিয়ান গাউলের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেও শেষে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিজেরাই তাদের প্রধানকে ছেড়ে সেখান থেকে নড়তে চাইল না। তারা জুলিয়ানকে চাপ দিতে লাগল নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করার জন্য। জুলিয়ান কিছুতেই এই দাবি পাশ কাটাতে পারলেন না।

তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে কন্সট্যান্টিনোপলের দিকে অভিযানে চলে গেলেন। কন্সট্যানশিয়াস পশ্চিমদিকে সিরিয়া থেকে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য রওনা দিলেন। ঠিক তখনই শাপুর সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলার চিন্তায় মগ্ন। যদিও এরকমটা ঘটেনি। দুই সেনাবাহিনী মুখোমুখি হওয়ার আগেই কন্সট্যানশিয়াস টারসাসে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। জুলিয়ান ৩৬১ খ্রিস্টাব্দে (১১১৪ রোমান সালে) সম্পূর্ণ রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন।

জুলিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের ভিন্নধর্মী একজন সম্রাট হয়ে ওঠেন এক দিক দিয়ে। তিনি খ্রিস্টান শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও নিজে খ্রিস্টান ছিলেন না। শিক্ষা গ্রহণের পরেও খ্রিস্টান ধর্ম তাকে আকর্ষণ করেনি। কন্সট্যানশিয়াস-২ তার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছিলেন এবং জুলিয়ান সারাজীবন হত্যার আদেশের অপেক্ষায় ভয়াবহ দিন কাটিয়েছিলেন। এটাই যদি খ্রিস্টান ধর্মের প্রকৃত চেহারা হয়ে থাকে তবে এটি কী করে অন্য নিষ্ঠুর ধর্মগুলো থেকে পৃথক বা শান্তির ধর্ম বলে গণ্য হবে?

তাই তিনি দেখলেন যে পাগান ধর্মাবলম্বী (সাম্রাজ্যের অর্ধেক মানুষ তখনও পাগান ধর্মাবলম্বী ছিল) দার্শনিকরাই তাকে বেশি আকর্ষণ করে। সেইসব পাগান

BanglaBook.org

দার্শনিকদের মধ্যে তিনি বরং গ্রিসের প্রাচীন দার্শনিকদের প্রতিভার ছোঁয়া পেতেন, পেতেন তাদের চিন্তাধারার মতো উদারতা। সাত শতাব্দীর সেই স্বর্ণযুগ তাকে মনে করিয়ে দিত সেইসব দার্শনিক এবং বোদ্ধাদের আদর্শ। মনে মনে জুলিয়ান একজন পাগান ধর্মাবলম্বী এবং গোপনে ইলিউসিনিয়ান আদর্শের অনুসারী হয়ে গেলেন।

জুলিয়ান চাইতেন প্লেটোর সময়কার সেই চমৎকার সময়টা আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে যখন একজন দার্শনিক শিক্ষকের মতো করে শিষ্যদের শিক্ষাদান করতেন এবং অন্য দার্শনিকদের সাথে মত বিনিময় করতেন। অবশ্য সেই সময়টিও ছিল জুলিয়ানের আমলের মতোই নিষ্ঠুর এবং অস্থির। কিন্তু তারপরেও এমন একটা কিছু সে সময়ে মানুষের চিন্তাচেতনায় ছিল যা তখনও তাদের সেইদিকে টানত। তারা সেই অতীতের খারাপ দিকগুলো উপেক্ষা করে কেবল ভালো দিকগুলো নিজেদের মনে জিইয়ে রেখেছিল।

কন্সট্যানশিয়াসের মৃত্যুর পরে যখন জুলিয়ান সম্রাটের আসনে বসলেন, তিনি নিজেকে পুরোপুরি একজন পাগান হিসেবে ঘোষণা করলেন। এরপর থেকেই ইতিহাসে জুলিয়ান সম্পর্কে বলতে গিয়ে "ধর্মান্তরিত জুলিয়ান"। এই কথার মাধ্যমে এটাই বোঝানো হতো যে একজন যাকে সবাই এক ধর্মের বলে মনে করত, তিনি হঠাৎ করে নিজের সেই ধর্মটি ত্যাগ করে নিজেকে অন্য ধর্মের অনুসারী বলে ঘোষণা দেন। (তবে অবশ্যই আগের সম্রাট কন্সট্যান্টাইনকে কেউ ধর্মান্তরিত মনে করত না। কারণ তিনি প্রকাশ্যে ছিলেন পাগান এবং ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটি বিশেষ করে নির্ভর করে সেই ঐতিহাসিকের উপরে যিনি ইতিহাসটি লিখছেন।)

জুলিয়ান খ্রিস্টান ধর্মকে ছোট করার কোনো চেষ্টা করেননি। তার বদলে বরং তিনি সাম্রাজ্যে ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। পাগান, ইহুদি এবং খ্রিস্টান সবার সাম্রাজ্যে ধর্ম পালন এবং প্রচারের সমান অধিকার সৃষ্টি করেন তিনি। এছাড়াও তিনি খ্রিস্টান ধর্মের ভেতরেই বিভিন্ন নব্যতান্ত্রিক শাখাগুলোর প্রতি সহনশীলতা বাড়ানোর জন্যও মানুষকে বোঝাতে থাকেন। এক একটি দল যে বিশপদের নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল তাদের তিনি পুনরায় কাজ করতে আদেশ দেন।

এটি ছিল কেবলই তার নিজস্ব মতামত যে খ্রিস্টান ধর্মের বিশুদ্ধতা নিয়ে এই দলাদলি বন্ধ হোক। ক্যাথলিসিজম, আরিয়ানিজম, ডোনেটিজমের মতো আরও ডজনখানেক ধর্মীয় ধারা যখন নিজেদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল তখন খ্রিস্টান ধর্মের মতো নব্য ধর্মের সুসংহত হওয়ার মতো কোনো স্থান ছিল না। এতগুলো প্রতিযোগী ধর্মের মাঝখানে খ্রিস্টান ধর্ম পাত্তাই পায়নি। (সম্রাটের দূরদর্শিতা সঠিক ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়ও তেমনই ঘটছিল। জুলিয়ানের সাম্রাজ্যেও এটি অবাক হওয়ার মতো কোনো ঘটনা ছিল না।)

মানবিক গুণাবলীতে ভরপুর জুলিয়ান নিজস্ব জীবনে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ মেনে চলতেন। আইনকানুন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুব হিসেবি, কোনো বিষয়ে

BanglaBook.org

কোনো উগ্রতা ছিল না তার, নীতির বাইরে যাওয়া ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। সাধারণভাবে তিনি এতটাই খ্রিস্টানমনস্ক ছিলেন যে তার আগে এবং পরে যত খ্রিস্টান সম্রাট এসেছিলেন, বলা যেতে পারে কেউই তার মতো অতটা কড়া খ্রিস্টান ছিলেন না। তিনি পাগান ধর্মের মূল বিশ্বাসকেও খ্রিস্টান ধর্মের মতো একেশ্বরবাদে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে খ্রিস্টান বিরোধীদের চেয়ে খ্রিস্টানেরাই জুলিয়ানকে বেশি সমর্থন করত। একজন কঠোর পাগান তাদের কাছে নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য হতো না।

নিজেকে সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে স্থির করে তারপরে ধর্মের বিষয়টিও ফয়সালা করা হলে জুলিয়ান যুদ্ধের দিকে মনোযোগ দিলেন। জুলিয়ান তার সেনাবাহিনীকে সিরিয়ার দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে পারস্যের সেনাদের সাথে পুরনো লড়াই নতুন করে শুরু করলেন তিনি। সেখানে তিনি তার দুঃসাহসিক লড়ার ক্ষমতা দেখানোর আরেকটি সুযোগ পাবেন বলে আশা করছিলেন। গাউলে থাকতে তিনি গ্রেট জুলিয়াসকে অনুকরণ করছিলেন। এখানে পূর্বদিকে এসে তিনি অনুকরণ করা শুরু করলেন গ্রেট ট্র্যাজানকে।

তিনি ইউফ্রেটিস নদীর উপরে যুদ্ধ জাহাজের বহর সাজালেন এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে ট্র্যাজানের মতো মেসোপটেমিয়ার তীর ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি পারস্যের রাজধানী টেসিফোনে পৌঁছে গেলেন। তারপর টিগরিস পেরিয়ে প্রতি লোকালয়ে পারস্যের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করলেন।

সে যাই হোক, জুলিয়ান একটি বড় ভুল করে বসলেন। তার তারুণ্যে টগবগে সেনাবাহিনী তাকে এমন করে ঘিরে রেখেছিল যে তার মনে নিজেকে ট্র্যাজান মনে করার মতো অহংকার হরহামেশা জেগে উঠত। এমনকি তিনি মনে করতেন তিনি অ্যালেক্সান্ডারের চেয়েও কোনো অংশে কম নন। তিনি টেসিফোন দখল করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু এবারে পারস্যের সেনাবাহিনীকে হাত করার পরিকল্পনা করতে লাগলেন, যেমনটা করেছিলেন অ্যালেক্সান্ডার।

কিন্তু জুলিয়ান জানতেন না যে ইতিহাসে অ্যালেক্সান্ডার একজনই হয়। চতুর শাপুর রাজ্যের অনেক জায়গায় তার নিজস্ব সেনা দলকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারা ছিল রোমান সেনাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। পারস্যের সেনাবাহিনীরা পুরো ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জুলিয়ান নিজের সেনাদের সেখান থেকে প্রত্যাহার করে কমিয়ে নিতে আরম্ভ করেন। পারস্যের সেনাদের প্রতি পদক্ষেপে হারিয়ে দিয়ে তিনি সেই মরুভূমি আর প্রচণ্ড গরম রাজ্যটি থেকে যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে আসেন।

জুলিয়ান যতদিন বেঁচে ছিলেন, রোমান সেনাবাহিনী প্রতিটি যুদ্ধেই জিতেছিল। কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধের পরে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ত। ৩৬৩ খ্রিস্টাব্দের (রোমান ১১১৬ সাল) ২৬ জুলাই জুলিয়ানের শরীরে একটি বর্শা এসে বিঁধে। বর্শাটি কে বা কোথা থেকে ছুঁড়েছে তা কেউ বলতে পারেনি। এমন একটি গল্প শোনা যাচ্ছিল যে একজন পারস্যের সেনা বর্শাটি ছুঁড়েছে কিন্তু পরে বর্শাটি পরীক্ষা করে বলা হয়েছিল

BanglaBook.org

যে সেটি ছুঁড়েছে একজন রোমান খ্রিস্টান সেনা। বিশ মাস রাজত্ব করার পরে জুলিয়ান মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

একটি বিখ্যাত (কিন্তু সম্ভবত বানানো) গল্প অনুযায়ী জানা যায় যে, সম্রাটের শেষ উচ্চারিত শব্দ ছিল "ভিকিস্তি, গ্যালিলি" (তোমার জয় হয়েছে, ওহ্ গ্যালিলিয়ান)। কিন্তু এটি যদি তিনি না-ও বলে থাকেন তবু ধরে নেয়া যায় যে, তার জয় হয়েছিল। পাগান ধর্মকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব তৈরি করার যে ব্রত তিনি নিয়েছিলেন তাতে অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। তবে তার মৃত্যুর সাথে সাথেই সেসব প্রচেষ্টা যেন হঠাৎ করেই থেমে গেল। আর কোনো পাগান এভাবে রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসন ধরে থাকতে পারেননি। রোমান সংস্কৃতির দাপটের ভেতরে কোনো পাগান সম্রাট এভাবে নিজের আদর্শ চাপিয়ে দিতেই সফল হননি। পাগান দার্শনিকেরা তার পরের দেড়শ বছর ধরে এথেন্সে শিক্ষাদান করে যান।

২৯৩ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের চার জন শাসকের মধ্যে কন্সট্যানশিয়াস যখন থেকে একজন শাসক হয়েছিলেন, তারপর সত্তর বছর পার হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তার পাঁচজন বংশধর পুরো সাম্রাজ্যে অথবা কিছু অংশে শাসন করে গেছে। জুলিয়ানের অবশ্য কোনো সন্তান ছিল না। আর তার মৃত্যুর সাথে সাথেই কন্সট্যানশিয়াসের শেষ পুরুষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হলো।

BanglaBook.org

৯. ভ্যালেন্টিনিয়ানের বংশ

ভ্যালেন্টিনিয়ান আর ভ্যালেন্সের বংশ

জুলিয়ানের মৃত্যুর সাথে সাথে সেখানকার সেনাবাহিনী জোভিয়ানকে (ফ্লেভিয়াস ক্লডিয়াস জোভিয়ানাস) সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে দেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সেনাপ্রধান তবে একজন খ্রিস্টান। মানুষের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, ধর্মের ক্ষেত্রে যে ভয়ংকর উলটপালট করে জুলিয়ানের মৃত্যু হয়েছে তার ঝাঁঝ তিনি পরকালে ভোগ করবেন। তখন একজন খ্রিস্টান সম্রাটের অধীনেই তারা নিরাপদ বোধ করছিল।

জোভিয়ান প্রথমেই সফলভাবে দুটো কাজ করেছিলেন। প্রথমত তিনি জুলিয়ানের ধর্ম নিয়ে করা আইনকানুন নিষিদ্ধ করলেন। কন্সট্যানশিয়াসের আমলের আইন চালু করলেন। (তখন এসব করতে তাকে কোনো পাগান নিধনও করতে হয়নি।) দ্বিতীয়ত শাপুরের সাথে শান্তিচুক্তির নামে তিনি কন্সট্যানশিয়াসের এবং জুলিয়ানের আমলে করা সেনা আইনগুলো প্রত্যাহার করলেন। তিনি আর্মেনিয়া এবং তার কাছাকাছি আরও কিছু জায়গা ছেড়ে দিলেন যেসব কিনা ডিওক্লেশিয়ানের আমল থেকে রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। বিশেষ করে যেটি খুব পরিতাপের সাথে উল্লেখ করা যায় সেটি হলো তিনি নিসিবিসের দুর্গও ছেড়ে দিলেন যা কিনা শাপুর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেও দখল করতে পারতেন কি না সন্দেহ আছে।

জোভিয়ান এই শান্তি চুক্তির আওতায় এলেন কারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি রোমকে একটি সুরক্ষা কবচের মধ্যে রেখে নিজে কন্সট্যান্টিনোপলে ফিরে যেতে পারেন। যাই হোক, ফিরে যাওয়ার সেই পথেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং ৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে কন্সট্যানন্টিনোপলে যায় কেবল তার মৃতদেহ।

সৈন্যেরা আরেকজন সক্ষম সরকারি কর্মচারিকে সম্রাটের আসনে বসিয়ে দিলেন। তিনি হলেন ভ্যালেন্টিনিয়ান (ফ্লেভিয়াস ভ্যালেন্টিনিয়ানাস), যিনি

BanglaBook.org

জন্মেছিলেন প্যানোনিয়ায়। তিনি শাসনকাজ পরিচালনার কাজ তার ভাই ভ্যালেন্সের সাথে মিলে একযোগে করতে লাগলেন। ভ্যালেন্টিনিয়ান ছিলেন একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান তবে নব্যতন্ত্রের ব্যাপারে মোটামুটি সহনশীল। অন্যদিকে তার ভাই ভ্যালেন্স ছিলেন একজন ভয়ানক নব্যতান্ত্রিক। তাদের ধর্মানুভূতি এবং মেজাজমর্জি পুরোপুরি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও দুই ভাই একসাথে মিলে বেশ ভালোই রাজ্য শাসন করছিলেন।

ভ্যালেন্টিনিয়ান দুই জনের মধ্যে কাজের ব্যাপারে বেশি সমর্থ ছিলেন। তার শিক্ষাদীক্ষা কম ছিল তাই অভিজাত শ্রেণির কাছে তিনি তেমন গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তবে সাধারণ মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তিনি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন। তবে তার সকল প্রচেষ্টাই পণ্ড হয়। সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে তার নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপই ব্যর্থ হয় কারণ সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে দেশের সব সম্পদ সেখানে চলে যাচ্ছিল।

ভ্যারেন্স সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশে ছিলেন। ভ্যালেন্টিনিয়ান তখন পশ্চিম দিকের অংশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মিলানে তার রাজধানী বানিয়ে বসে ছিলেন। গাউল থেকে চার বছর আগে জুলিয়ান চলে যাওয়ার পর থেকে জার্মানির উপজাতিরা এতদিনে আবার রাইন নদী পেরিয়ে আক্রমণের সুযোগ নিলো। কিন্তু ভ্যালেন্টিনিয়ান তখন জুলিয়ানের মতোই বাধা হয়ে দাঁড়ালেন তাদের জন্য। আক্রমণের রাস্তা থেকে আবার তাদের সরে যেতে হলো। আরেকবার রোমান সেনাবাহিনী বিপুল বিক্রমে রাইনের তীরে অবস্থান গ্রহণ করল।

ভ্যালেন্টিনিয়ান তখন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। দানিয়ুবের উপরের দিকে তিনি আগের মতোই প্রবল শক্তি নিয়ে ধেয়ে যেতে লাগলেন। একই সময়ে তার ভয়ানক শক্তিশালী সেনাপ্রধান থিওডোসিয়াস বৃটেনে একই রকমের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি সেখান থেকে রোমান দ্বীপগুলোর উপরে অবৈধভাবে গেঁড়ে বসা সকল বিদেশী শক্তিকে সেখান থেকে উৎখাত করেন।

দুর্ভাগ্যবশত ভ্যালেন্টিনিয়ান আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগমুহূর্তে তিনি বিভিন্ন উপজাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে শর্তাদি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আর থিওডোসিয়াসের ভাগ্যে যা হয়েছিল তা হলো, কিছু সরকারি কর্মচারি, যাদের দুর্নীতি তিনি জনসমক্ষে এনেছিলেন, তারা সকলে মিলে সে বছরেই তাকে ফাঁসিতে ঝোলালেন।

ভ্যালেন্টিনিয়ানের উত্তরাধিকারী হলেন তার বড় ছেলে গ্রেশিয়ান (ফ্লেভিয়াস গ্রেশিয়ানাস)। তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন তার সৎ ভাই ভ্যালেন্টিনিয়ান ২ (ফ্লেভিয়াস ভ্যালেন্টিনিয়ানাস) কে সাথে নিয়ে। যেহেতু তার ভাই কেবল চার বছর বয়সী ছিল তাই গ্রেশিয়ান পশ্চিম দিকে শাসনকাজ পরিচালনা শুরু করেন।

তবে সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশে নানারকম সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছিল। তখন প্রায় সোয়া একশ' বছর ধরে দানিয়ুবের তীরের অংশে এবং কৃষ্ণসাগরের তীরে গোথ

BanglaBook.org

উপজাতি বসবাস করছিল। তারা প্রায়ই রোমানদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলত আর বেশিরভাগ যুদ্ধেই পরাজিত হতো। তাদের বেশিরভাগ পরাজয়ই হয়েছে একের পর এক সক্ষম রোমান সম্রাটের হাতে।

কিন্তু এবারে গোথ জাতি রোমানদের চেয়েও ভয়াবহ এক ত্রাসের সম্মুখীন হলো। সেই ত্রাস ধেয়ে আসছিল এশিয়া থেকে।

মধ্য এশিয়ার ভূমি ছিল আদি ইতিহাসের জন্মস্থান। ঘোড়ার খুড়ের শব্দে সেখানকার বাতাস কাঁপত। সাধারণভাবে বলতে গেলে মধ্য এশিয়ায় ছিল যাযাবর শ্রেণির বাস। তারা ঘোড়ার পিঠেই চলাফেরা করত, খাওয়া দাওয়া করত, এমনকি ঘুমাত। তারা যখন যেখানে ঘাস সুলভে পাওয়া যায়, সেদিকে রওনা দিত দল বেঁধে। যে বছরগুলোতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, তখন ঘোড়ার পিঠে দিনযাপন করা যাযাবর শ্রেণির মানুষ ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল। তারপর একবার যখন বহুদিন ঠিকমতো বৃষ্টি হলোনা, ঘাস গজালো না, যাযাবর শ্রেণি বিপদে পড়ল। এতবড় জনগোষ্ঠীকে সুস্থ রাখার মতো কিছুই ছিল না সেখানে।

তখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাযাবর শ্রেণি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারা তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু, তাদের দরকারী জিনিসপত্র, পরিবার, সব নিয়ে রওনা দিলো। তারা দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে পারত। সামান্য ঘোড়ার দুধ খেয়েও তারা খুশি থাকত। পরের বেলার খাবার কোথা থেকে আসবে, এ নিয়েও তারা ভাবত না। তাদের অসংখ্য ঘোড়ার বহরে যে কোনো এলাকার মাটি ঢেকে যেত, বিশাল সেনাবাহিনীর মতো তাদের দেখলে মানুষের চমকে ওঠাটাই ছিল স্বাভাবিক। তারা আসার আগেই বাতাসে ঘুরে ঘুরে তাদের শব্দ কানে আসত। সেই শব্দেই দূরের মানুষেরা কৌতুহলী হয়ে উঠত।

কৃষ্ণ সাগরের উত্তরদিকে প্রাচীনকালে যে জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, ধরে নেয়া হয় তারা মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে আগত সেইসব যাযাবর শ্রেণির মানুষেরই বংশধর। হোমারের সময়ে সেখানে বাস করত সিমারিয়ানস, হেরোডোটাসের সময়ে তাদের উত্তরাধিকারী ছিল স্কাইথিয়ানস, এরপর রোমান সাম্রাজ্যের সময়ে এলো সার্মাশিয়ানস।

তবে গোথদের বিষয়ে এটি খুব অদ্ভুত যে তারা এশিয়ার পূর্বদিক থেকে আসেনি, এসেছিল ইউরোপের উত্তর দিক থেকে। কিন্তু এবারে ভ্যালেন্টিনিয়ান আর ভ্যালেন্সের সময়ে আবার আগের মতোই ঘটতে লাগল। পশ্চিম দিক থেকে একদল যাযাবর মানুষ আসতে লাগল।

শত শত বছর ধরে চীনের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে যাযাবর শ্রেণিরা বাসস্থান গড়ে তুলছিল। চীনের লোকেরা তাদের বলত হিউং-নু। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে (রোম যখন কার্থেজের সাথে যুদ্ধ করছিল) তারা চীনের প্রাচীর গড়ে তোলে। এটি হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের দেশকে বাঁচানোর জন্য এই প্রাচীর গড়েছিল তারা।

BanglaBook.org

এটি সত্যিই ইউরোপের জন্য ছিল খুব দুর্ভাগ্যজনক। হিউং-নু জাতির তৈরি করা প্রাচীর যে চীনের জন্য এত সফল একটি প্রচেষ্টা হবে তা তারা ভাবতে পারেনি। হিউং-নু জাতি পূর্বদিক সুরক্ষিত করে পশ্চিম দিকে রওনা দিলো। পশ্চিমা জগৎ বিস্ময়ের সাথে সেই নতুন জাতিকে দেখছিল। তাদের ভাষায় এই নতুন ত্রাস সৃষ্টিকারী জাতির নাম হয়েছিল হানস।

৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেই হানস জাতি কৃষ্ণসাগরের উত্তর দিকে অস্টোগোথের এলাকায় ঢুকে পড়ল। অস্টোগোথে জাতি তাদের কাছে পরাজিত হলো। হানস জাতি তখন দানিয়ুবের উত্তর দিকে ভিসিগোথ জাতিকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

ভিজিগোথ যুদ্ধে লড়ার চাপে এতই ভীতু হয়ে পড়ল যে তারা দানিয়ুবের তীর ধরে পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগল। ৩৭৬ খ্রিস্টাব্দে তারা তাদের পুরনো শত্রু রোমানদের সাথে হাত মেলাতে চেষ্টা করল। রোমানরা তাদের সাম্রাজ্যে ঠাঁই দিলো। কিন্তু গোথদের জন্য তারা কঠিন শর্তাদি রাখল, গোথদের অস্ত্রবিহীনভাবে রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। গোথ জাতির মহিলাদের এশিয়া থেকে বন্দীর মতো করে আনা হলো। গোথদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। দানিয়ুবের তীরে তারা হানসদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য হাজারে হাজারে স্রোতের মতো রোমের দিকে যেতে লাগল।

সবকিছু ঠিকমতোই চলছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমানরা গোথিক শরণার্থীদের নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছিল। গোথদের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করা হতো খুব চড়া দামে এবং তাদের সবসময় এমন একটি অনুভূতি দেয়া হতো যে তারা রাজ্যে অবহেলিত জনগোষ্ঠী। বারবার মনে করিয়ে দেয়া হতো যে দয়া করে তাদের থাকতে দেয়া হয়েছে। (সত্যি কথা বলতে কি ইতিহাস থেকে জানা যায়, তাদের এরকম নজরেই দেখা হতো।)

এমন অবস্থা চলতে চলতে একসময় তারা অস্ত্র জোগাড় করে ফেলল। তারা এমন করে রোমানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠল যেন তারা শরণার্থী নয়। তারা আশ্চর্যজনকভাবে রোমানদের শায়েস্তা করার জন্য হানসদের কাছে সাহায্য চাইল যে হানসদের ভয়ে তারা রোমে পালিয়ে এসেছিল। হানসরাও রোমানদের সম্পদ লুটপাট করার দোসর হিসেবে উৎসাহ নিয়ে তাদের ডাকে সাড়া দিলো।

এই সংবাদটি একসময় সিরিয়ায় অবস্থানরত সম্রাট ভ্যালেন্সের কাছে পৌঁছে গেল। সেখানে রোমান সেনাবাহিনী পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ রাজা শাপুরের সাথে লড়ছিল। (শাপুর ২ তখন তার সত্তরতম জন্মদিনের দিকে ধাবিত এবং সারা জীবনই তিনি পারস্যে রাজত্ব করে গেছেন।) রোমানরা তাদের বিরুদ্ধে প্রায় সব যুদ্ধেই জয়ী হয়েছিল কিন্তু তখন বাধ্য হয়ে একটি অনিচ্ছাকৃত শান্তি চুক্তির আওতায় তাদের আসতে হলো। কারণ সম্রাট হিসেবে ভ্যালেন্সের মূল দায়িত্ব তখন ছিল গোথদের মোকাবেলা করা।

BanglaBook.org

৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্স কন্সট্যান্টিনোপল থেকে অভিযান শুরু করলেন গোথ প্রজাতিকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে। আড়াই শতাব্দী আগে আর্ডিনোপল নামে সম্রাট হ্যাড্রিয়ান যে শহরটির পত্তন করেছিলেন সেখানে তিনি গোথদের সাথে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভ্যালেন্সের বাহিনী গোথদের বাহিনীর তুলনায় ছোট ছিল। সম্রাট হয়তো তার ভাগ্নে গ্রেশিয়ানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গ্রেশিয়ান তখন পূর্বদিকে বাহিনী নিয়ে দ্রুত ধেয়ে আসছিলেন সম্রাটকে সহায়তা করার জন্য। তিনি তখনও জানতেন না যে আরেকটি নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে।

ইতিহাসে সব জায়গায় পদব্রজে চলা সেনাবাহিনী অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের জন্য পূর্বদিকে প্রাণপণ যুদ্ধ করা ম্যাসিডোনিয়ান ফ্যালাঙ্কস বাহিনীও ছিল পদব্রজে চলা এক বিশাল বাহিনী। ভূমধ্যসাগরীয় যুদ্ধে রোমের পক্ষে যে বাহিনী যুদ্ধ করে বিজয় বয়ে এনেছিল সেই বিশাল সেনাবাহিনীও ছিল পদব্রজে চলা সেনার।

সে সময়ে ঘোড়ার উপরে চলা সেনা এবং ঘোড়ার গাড়িও ছিল বাহিনীতে। কিন্তু সেসব ছিল সংখ্যায় কম এবং খুবই খরচের ব্যাপার। তাই গ্রিক এবং রোমান আমলে সেসব বিলাসিতাই ছিল বটে। তারা প্রকৃতপক্ষে পদব্রজে চলা সেনাদের যেন ঠিকঠাকমতো ব্যবহার করা যায়, তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঠিকমতো ঘটানো যায় আর হঠাৎ করে কোনো অতর্কিত হামলায় তারা যেন বিপদে না পড়ে সেসব দেখাশোনা করত। অবশ্য আগে থেকে আয়োজন করা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্মুখযুদ্ধে তারা পদব্রজে চলা সেনাদের সাথে সাথে অংশ নিত না।

এর দু'একটি সম্ভাব্য কারণ অবশ্য হতে পারে প্রাচীন সেই সময়ে ঘোড়ার উপরে বসে থাকার শক্ত সিট বলে কিছু ছিল না আর পা রাখার নির্দিষ্ট জায়গাটিও বানানো হয়নি তখন। প্রবল বেগে ধেয়ে আসা একজন সেনার সামনেই একজন ঘোড়সওয়ার অসহায় হয়ে পড়ত। লাঠির আঘাত কিংবা তলোয়ারের কোপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে গেলেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যেত। তারপর আর নিজেকে কোনোমতেই বাঁচাতে পারত না।

এভাবে ঘোড়সওয়াররা মারা পড়তে পড়তে নিজেরাই বুদ্ধি বের করে এই অবস্থা বদলে দিলো। বসার স্থানে একটি শক্ত সিট আর পা রাখার জায়গায় শক্ত পা-দানি বানিয়ে ফেলল। এবারে তাদের চট করে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়া আর ততটা সহজ ছিল না। কেউ লাঠি কিংবা তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করলেও তারা শরীরকে ঘোড়ার উপরে শক্ত করে ধরে রেখে তা থেকে বাঁচতে পারত। আবার পরমুহূর্তে নিজেরাই তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করতে পারত।

রোমান পদব্রজে চলা সেনাদেরও অসভ্য উপজাতিকে মোকাবেলা করার জন্য সীমাহীন কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছিল। তাদের যুদ্ধের পোশাক দিনদিন হালকা ওজনের কিন্তু কার্যকর করে বানাতে হয়েছিল যা তাদের চলাফেরায় সহজ হয় আবার আক্রমণ প্রতিহতও করতে পারে। প্রতি সন্ধ্যায় যেখানেই থাকুক না কেন, একসাথে হয়ে একটি সভার আয়োজন করার নিয়ম বাতিল করা হয়েছিল। তলোয়ারের দৈর্ঘ্য

BanglaBook.org

বাড়ানো হলো আর বর্শার ব্যবহার শুরু হলো। একজন পদব্রজে চলা সেনা যেন ঘোড়সওয়ার পর্যন্ত পৌছতে পারে, সেভাবে বর্শার দৈর্ঘ্য বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। রোম সে সময়টায় নিজেদের সেনাবাহিনীর ব্যাপক পরিবর্তন আনায় ব্যস্ত ছিল। তারা তখন পদব্রজে চলা সেনাদের সাথে সাথে অশ্বারোহী সেনাদের দলকে কী করে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে সে বিষয়ে নানান গবেষণা করছিল। একসময় এমন হলো যে অশ্বারোহী সেনাদের ক্ষমতাও পদব্রজে চলা বিপুল সংখ্যার সেনাদের তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না।

কিন্তু যাই হোক, পদব্রজে চলা সেনারাই ছিল রোমের প্রধান শক্তি, যুদ্ধের সময়ে তারা যে বাহিনীর উপরে নির্ভর করত। তারাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবসময়ে রোমান সাম্রাজ্যের হয়ে নতুন এলাকা দখলের প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

অ্যাড্রিয়ানোপলে রোমান বাহিনী গোথিক হানিশ অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হলো। গোথিক হানিশ বাহিনীরা তখন ছিল ঘোড়ার উপরে বসে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। রোমান বাহিনীর মূল অংশ ছিল পদব্রজে চলা সেনা। তারা অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হলো। সম্পূর্ণ রোমান বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল সে যুদ্ধে। রোমান সম্রাট ভ্যালেন্স সেই যুদ্ধে ছিলেন।

৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৩১ সালে) অ্যাড্রিয়ানোপলের সেই যুদ্ধের মাধ্যমে রোমান পদব্রজে চলা বাহিনীর ব্যবহার শেষ হলো। যে বিশাল বাহিনীটি বছরের পর বছর ধরে রোমকে যুদ্ধে সহায়তা করেছে, সেটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। পরের এক হাজার বছর পুরো ইউরোপে অশ্বারোহী বাহিনীই ছিল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু যতদিন পর্যন্ত না বন্দুকে ব্যবহার করার জন্য বারুদ আবিষ্কার না হয়েছিল। বারুদ আবিষ্কার হওয়ার পরে আবার পদব্রজে চলা সেনার কদর বেড়েছিল আগের মতো।

BanglaBook.org

থিওডোসিয়াস

ভ্যালেন্সের মৃত্যুর পরে গ্রেশিয়ান প্রকৃতপক্ষে রোমের একক সম্রাট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। কারণ বালক সম্রাট ভ্যালেন্টিনিয়ানকে হিসেবের মধ্যে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু একলা গ্রেশিয়ানের পক্ষে পুরো সাম্রাজ্যের বোঝা টানাও ছিল বেশ শক্ত কাজ। তিনি ছিলেন মাত্র বিশ বছর বয়সী। তাই নিজের সাথে যুগ্মভাবে শাসনকাজ পরিচালনার জন্য তিনি যোগ্য একজনকে খুঁজে বের করলেন।

তার পছন্দ ছিল ফ্লেভিয়াস থিওডোসিয়াস, যার বয়স তখন ছিল তেত্রিশ বছর। তার পিতা একজন সফল সেনাপ্রধান ছিলেন যিনি বৃটেনে বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন এবং কয়েক বছর আগে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার শিকার হন।

থিওডোসিয়াস বিজয়ী গোথ বাহিনীকে ঘায়েল করে ফেললেন, তবে ভয়ংকর যুদ্ধের (কারণ অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ এমনই ভয়ানক ছিল যে আরেকবার তেমন একটি যুদ্ধ বাঁধানো কোনো সাধারণ ব্যাপার হতো না) মাধ্যমে নয়, বরং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মাধ্যমে। তিনি গোথদের পরবর্তী আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত হলেন তাদের ধ্বংস করে নয়, তাদের রোমান বাহিনীতে যোগদানের লোভ দেখিয়ে। তিনি গোথদের দানিয়ুবের তীরে রোমান প্রদেশে (কেবল কাগজে-কলমে) থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেখানে তারা থাকতে পারত তাদের নিজেদের আইনে, নিজেদের শাসকের অধীনে।

এভাবে তিলতিল করে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত করা হলো, প্রদেশগুলোতে শান্তি স্থাপন করা হলো, তবে এই সবই হলো খুব উঁচু দামে। অসভ্য উপজাতিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন হলো রোমান সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যেই। তার সাথে সাথে রোমান সেনাবাহিনীও হয়ে পড়ল প্রায় উপজাতিক সেনা ভরা। তখন রোমানরা নতুন প্রচলন অনুযায়ী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যেত এবং তাদের বেশিরভাগেরই নির্ভর করতে হতো উপজাতি অশ্বারোহী সেনাদের উপরে। প্রদেশগুলোতে সেনাবাহিনীর উচ্চপদেও কিছু অসভ্য জাতির লোক বসে গেল। এক পর্যায়ে এমন হলো যেন শুধু সম্রাটই একজন মানুষ যিনি ওই অঞ্চলের আদি অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী এবং অভিজাত পরিবার থেকে আগত। এমন যদি হতো যে এই অবস্থা কোনো দুর্বল সম্রাটের সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, তবে হয়তো পুরো রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বই চলে যেত অসভ্য কোনো জাতির আয়ত্তে। আর তখন মনে হচ্ছিল এমন সময়ই যেন ধেয়ে আসছে।

গ্রেশিয়ান এবং থিওডোসিয়াসের আমলে শাসনের স্রোত শেষ পর্যন্ত পাগান ধর্মের বিরুদ্ধে বইতে লাগল। ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানেরা তখন আরও বেশি সফল হতে লাগল। তখন স্রোতের মতো মানুষ খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল। খ্রিস্টান সম্রাটের অধীনে ধর্মান্তর যেন তাদেরকে নেশার মতো পেয়ে বসল। এমন অবস্থায় কোনো কোনো পাগান ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টান ধর্মকে মুখে মুখে কটাক্ষ করলেও অন্তরে তেমন বিশ্বাস করত না। কারণ তাদের ছেলেমেয়েরা খ্রিস্টান স্কুলে পড়ত আর চার্চে গিয়ে দীক্ষা নিত। তাদের বড়মুখে কিছু বলার ছিল না, কারণ তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সত্যিকারের খ্রিস্টান হয়ে উঠছিল। এভাবেই গ্রিস আর রোমান সংস্কৃতির অন্তিম রাতগুলো কাটছিল।

পাগান ধর্মের মৃত্যুশয্যায় যারা আধিপত্য করছিলেন, তাদের মধ্যে প্রধান হলেন অ্যাম্ব্রোস (অ্যাম্ব্রোসিয়াস)। তিনি জন্মেছিলেন ৩৪০ খ্রিস্টাব্দে। তার পিতা ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি। তিনি নিজেও সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন কিন্তু শুরুতেই মিলানের বৃদ্ধ বিশপের মৃত্যু নিয়ে নানান বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ক্যাথলিক আর আরিয়ানদের তৈরি করা জটিলতার মধ্যে তিনি পুরোপুরি ফেঁসে যান। তারপর তিনি ক্যাথলিকদের পক্ষে এমনভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেন যে ৩৭৪ সালে তাকে বিশপ বানানোর জন্য নির্বাচনে দাঁড় করানো হয়।

BanglaBook.org

চতুর্থ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের সম্রাটেরা যখন মিলানে তাদের বিচারালয় বসালেন তখন পশ্চিমের প্রদেশগুলোর মধ্যে সেই শহরের বিশপের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। অন্তত কিছুদিনের জন্য রোমের বিভিন্ন বিশপের গুরুত্বও ছাড়িয়ে গেল সে শহরটি। আর সেই সময়ে চার্চের সর্বেসর্বা পদে ছিলেন নির্ভীক, তীক্ষ্ম অ্যাম্ব্রোস।

অ্যাম্ব্রোস তখন যেন গ্রেশিয়ানের চেয়েও বেশি ক্ষমতাধর হয়ে উঠলেন। তিনি গ্রেশিয়ানকে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার আইন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করান। সাম্রাজ্যের যে ভাবমূর্তি পাগান ধর্মের উপরে টিকেছিল তা যে গুঁড়িয়ে গেল। ৩৮২ খ্রিস্টাব্দে গ্রেশিয়ান তার উপাধি "পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস" প্রত্যাহার করেন। এই উপাধির বলে তিনি সাম্রাজ্যের পাগান ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতেন। রোমান সিনেট থেকে পাগান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও কমিয়ে দিলেন। তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে যে "শিখা অনির্বাণ" জ্বালিয়ে রেখেছিল তা-ও তিনি নিভিয়ে দিলেন। বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে সাম্রাজ্যে পাগান ধর্মের লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

অ্যাম্ব্রোস যে কেবল সম্রাটের মন জয় করলেন তাই নয়, তিনি পাগান এবং আরিয়ানদের বিরুদ্ধেও এক ভয়াবহ শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হলেন। নিকিয় সভার পুরো অর্ধশতাব্দী পরে পূর্বদিকের সম্রাট থিওডোসিয়াস একজন কট্টর ক্যাথলিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। ঠিক সেই সময় থেকে সাম্রাজ্য থেকে নব্যতন্ত্র (আরিয়ান ধারা) বিলুপ্ত হতে শুরু করল। তখন সব ধরনের খ্রিস্টান ধর্ম নয়, কেবল ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মই সেখানে প্রধান হয়ে উঠল।

গ্রেশিয়ান তার জনপ্রিয়তা হারালেন। তিনি আসলে ক্ষমতার সাথে তার উপরে বর্তানো দায়িত্ব পালনের চেয়ে ক্ষমতার সুযোগসুবিধা ভোগের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অসভ্য জাতিদের অশ্বারোহী শিকারী বাহিনীর সাথে যোগ দিলেন। সেনাপ্রধানেরা তার এই ক্ষমতার অপব্যবহার সহ্য করেননি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গাউল দখল করে তাদের সেনাপ্রধান ম্যাগনাস ম্যাক্সিমাসকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। তারা ৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৩৬ সাল) গ্রেশিয়ানকে হত্যা করে।

থিওডোসিয়াস তখনও পূর্বদিকে গোথদের পরাজিত করে শান্তি স্থাপন করতে পারেননি। গ্রেশিয়ানের সৎ ভাই ভ্যালেন্টিনিয়ান ২ তখন ইতালি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এই কাজ করার মতো যোগ্যতা তখন তার ছিল না বলতে গেলে, কারণ তিনি তখন মাত্র বারো বছর বয়সী বালক এবং মায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। তার মা ছিলেন একজন নব্যতান্ত্রিক যিনি ইতালিতে নব্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

কয়েক বছর পরে ম্যাক্সিমাস যখন ইতালিতে আক্রমণ করেন তখন থিওডোসিয়াসের পালা আসে। তিনি তখন ভ্যালেন্টিনিয়ান ১ এর কন্যা এবং ভ্যালেন্টিনিয়ান ২ এর বোন, গালাকে বিয়ে করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ওই

BanglaBook.org

পরিবারের একজন হয়ে গেছেন। তাই তখন গ্রেশিয়ানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি তৈরি হয়েছিলেন। থিওডোসিয়াসের তখন পারস্য নিয়েও সমস্যা চলছিল। তাই তাকে উত্তর ইতালির দিকে অভিযান চালাতে হয়। সেখানে তিনি ম্যাক্সিমাসকে পরাজিত করেন এবং ৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে তার বাহিনী ম্যাক্সিমাসকে হত্যা করে।

থিওডোসিয়াস এবারে পুরো সাম্রাজ্যের দখল নিজের হাতে তুলে নেন। তিনি এই বিজয় রোমে উদ্‌যাপন করেন। তরুণ ভ্যালেন্টিনিয়ান-২ কে তিনি একজন দক্ষ সেনাপ্রধানের তত্ত্বাবধানে গাউলের শাসক নিযুক্ত করেন। সেই সেনাপ্রধান ছিলেন আরবোগাস্ট যিনি গাইলে ম্যাক্সিমাসের বাহিনীর সাথে লড়েছিলেন। এটাই ছিল প্রথম উদাহরণ যে কোনো রোমান সম্রাটের পেছনে মদদ দানকারি হিসেবে একজন জার্মান নাগরিককে নিযুক্ত করা হলো। আর তারপরের শতাব্দী জুড়ে পশ্চিম দিকে এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দিনে দিনে অ্যাব্রোগাস্ট বুঝতে পারলেন যে তরুণ সম্রাট ভ্যালেন্টিনিয়ান-২ কে নিয়ন্ত্রণে রাখা তত সহজ নয়। তরুণ সম্রাটের বয়স যত বাড়ছিল, ততই তার স্বেচ্ছাচারিতাও বেড়ে যাচ্ছিল। তাই ৩৯২ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৪৫ সালে) থিওডোসিয়াস তাকে বন্দী করে হত্যা করেন। এভাবে পশ্চিমের যুবা সম্রাটের জীবনের সমাপ্তি টানেন থিওডোসিয়াস।

তিনি সফলভাবেই করেছিলেন সে কাজ। তিনি অ্যাব্রোগাস্টকেও পরাজিত করলেন। অ্যাব্রোগাস্ট আত্মহত্যা করলেন এবং পুরো সাম্রাজ্য শেষবারের মতো যেন এক হয়ে গেল, একটিমাত্র আইনের আওতায়। অ্যাব্রোগাস্টের সাথে থিওডোসিয়াসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোনো শিক্ষা নেননি। জার্মানের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরানো গেল না। আসলে তার আর কিছুই করার ছিল না। কেবল একদল সেনাবাহিনী সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, বিশেষ করে একজন তরুণ সম্রাটকে, যখন কিনা সেনাপ্রধানের পদে বসে আছেন একজন জার্মান নাগরিক। এটা ছিল খুব স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া।

থিওডোসিয়াসের রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত তার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারি ছিলেন ফ্লেভিয়াস স্টিলিকো। তিনি ছিলেন ভ্যান্ডেল নামে (ইতিহাসে এমনই জানা যায়) একজন জার্মানের সন্তান, যার নেতৃত্বে একবার রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ হয়েছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে তিনি আবারও আক্রমণ করবেন বলে ভাবছিলেন। কিন্তু স্টিলিকো তার পরেও সাম্রাজ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করেই ছিলেন।

নব্যতান্ত্রিক আরিয়ানদের সাথে ভ্যালেন্টিনিয়ান ২ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন, ক্যাথলিক থিওডোসিয়াস সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পেয়ে যান; খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য এটা ছিল এক অভূতপূর্ব বিজয় যা কিনা আরও অনেকদিন পর্যন্ত তাদের পক্ষে খুব সুন্দর একটি ব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি থিওডোসিয়াসের এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে চার্চের ইতিহাসবিদেরা তাকে

BanglaBook.org

"থিওডোসিয়াস দ্য গ্রেট" উপাধি দিয়েছেন। যেমন ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে থিওডোসিয়াস গ্রিসের অলিম্পিক গেমসের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যা কিনা খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সাল থেকে, অর্থাৎ বারো শতাব্দী ধরে চলে আসছিল। এর পরের পনেরো শতাব্দী একইভাবে থিওডোসিয়াসের আদেশ পালিত হয়েছে।

থিওডোসিয়াসের আমলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে। যদিও সেরকম একটি সময়ে অ্যাব্রোগাস্ট এবং ভ্যালেন্টিনিয়ান ২ গাউলে শাসন করছিলেন। সে বছর সেনাবাহিনীর সদস্যরা গ্রিসের উত্তরপূর্বদিকে একটি শহর থেসালোনিকায় স্থানীয় গুরুত্বহীন একটি বিষয় নিয়ে ভয়াবহ ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল।

থিওডোসিয়াস ক্ষোভে আর রাগে হঠাৎ থেসালোনিকায় পাল্টা আক্রমণের আদেশ দেন। একটি সেনাবাহিনীতে আক্রমণের দায়িত্ব দেয়ায় তারা প্রায় সাত হাজার লোককে হত্যা করল। মিলানের বিশপ অ্যাম্ব্রোস এই ঘটনার কারণে থিওডোসিয়াসের উপরে এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে তিনি বললেন যে, জনসাধারণের সামনে এই নিয়ে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত থিওডোসিয়াস আর চার্চের ব্যাপারে নাক গলাতে পারবেন না। থিওডোসিয়াস আট মাস যাবৎ বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখার পরে শেষে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

চার্চ যে রাষ্ট্রের চেয়েও ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পরোয়া না করে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, এটাই ছিল তার প্রথম দৃষ্টান্ত। তবে এটি লক্ষণীয় ছিল যে এরকম ঘটনা সাম্রাজ্যের পশ্চিমদিকে ঘটছিল, পূর্বে নয়। শত শত বছরব্যাপী পশ্চিমের চার্চগুলো রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী এবং স্বাধীন হয়ে উঠেছিল।

৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৪৮ সালে) থিওডোসিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে তারপরেও সাম্রাজ্য ঠিকঠাকমতোই চলছিল। তার পরের দেড় শতাব্দীব্যাপী উত্তর দিক থেকে অসভ্য জাতির হামলাও দক্ষতার সাথে ঠেকিয়ে আসছিল। বিভিন্নপর্বে সাম্রাজ্যটি পারস্যের সেনাবাহিনীর মোকাবেলাও করেছে এবং সেনাপ্রধানদের নিজেদের মধ্যে বাঁধা যুদ্ধও মিটিয়েছে। এর মধ্যে খ্রিস্টানদের সাথে পাগান ধর্মাবলম্বীদের এবং খ্রিস্টানদের ভেতরেই দুই দলের মধ্যে মতপার্থক্য নিয়ে জমে ওঠা লড়াই সামলেছে। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা এবং তারা দলে দলে অ্যাড্রিনোপলে মৃত্যুবরণ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, শাসন চলে গেছে জার্মানদের হাতে।

কিন্তু তখনও সাম্রাজ্যের সকল সীমানা নিরাপদ এবং অবিকৃত ছিল।

এর থেকেই বোঝা যায় যে আশেপাশের অসভ্য জাতিরা আসলে সুসংগঠিত ছিল না। তারা কখনও একজন দক্ষ নেতার অধীনে একত্র হয়ে সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালাতে পারেনি। তারা ঝটিকা আক্রমণে অভ্যস্ত ছিল। রোম যখন ভেতরের গৃহযুদ্ধের ঝামেলায় জর্জরিত ছিল, তখনই কেবল এই ধরনের সামান্য হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে সুসংগঠিত হওয়া ছাড়া রোমান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা তাদের জন্য ছিল অসম্ভব একটি বিষয়। বলতে গেলে

BanglaBook.org

বাইরে থেকে কোনো দল এসে রোমান সাম্রাজ্যের ভেতরে আক্রমণ করে দখল করে নেয়ার চেয়ে রোমানদের নিজেদের হাতেই যেন সাম্রাজ্যটি নির্মূল হয়ে যাচ্ছিল। থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর সময়েও সাম্রাজ্যের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না, তার পরের দেড়শ শতাব্দীতে যা দাঁড়ালো।

কিন্তু সাম্রাজ্যের অবস্থা এতটা করুণ আগে কখনও হয়নি। দেড় শতাব্দী ধরে সম্রাট এবং সেনাপ্রধানদের সমস্ত চেষ্টা, তাদের অমানসিক পরিশ্রম বলতে গেলে অরেলিয়ান, ডিওক্লেশিয়ান, কন্সট্যান্টাইন, জুলিয়ান, ভ্যালেন্টিনিয়ান এবং থিওডোসিয়াসের পরিবারের বংশগত ধারা অটুট রাখতেই ফুরিয়ে গেছে। পারস্য তখনও সিরিয়ার পথ নির্দেশনার জন্য বসে আছে, জার্মান জাতি দানিয়ুবের তীরে যখনই পারছে তখনই আক্রমণ করে চলেছে (হানসরাও তাদের তাল দেয়ার জন্য সবসময় তৈরি আছে), অরাজকতা সৃষ্টির একটি সুযোগও কেউ হারায়নি।

এরকম ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে, এমনকি ডিওক্লেশিয়ানের রাজত্বের পরের অর্ধশত শতাব্দীর অরাজকতা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যে এমনও জায়গা ছিল যেখানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেছে। মিশর এবং সিরিয়া বরাবরই সমৃদ্ধ ছিল। সেই অরাজকতার সময়ে সেই স্থানগুলোর ধনী মানুষেরা আরও ধনী হতে লাগল, আর দরিদ্ররা হয়ে পড়ল আরও বেশি দরিদ্র।

মোটের উপরে রাজকীয় আইনকানুনের জাহাজ যেন ডুবতো বসেছিল, প্রতি দশকে যেন আরও একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল, বলতে গেলে কোনোরকমে ভেসে ছিল। জনসংখ্যা আরও দ্রুত কমে গেল। শহরগুলো যতটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। শাসনব্যবস্থা দুর্নীতির চাপে পুরোপুরি অকার্যকর এবং অদক্ষ হয়ে পড়ল।

জ্ঞানী মানুষদের জীবনযাত্রার মানও অনেক নেমে গেল। পাগান সাহিত্য শেষবারের মতো সামান্য ধপ করে জ্বলে উঠে যেন নিবে যাওয়ার উপক্রম হলো। তাদের শেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন কুইন্টাস অরেলিয়াস সিমাচুস যিনি ৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন। তিনিই ছিলেন পাগান সাহিত্যে রোমের বিখ্যাত এবং প্রগতিশীল সাহিত্যিক। তিনি সরকারি উচ্চপর্যায়ে কাজ করেন এবং সততা আর মানবিকতার জন্য তার নামডাক হয়। পাগান ধর্মের বিষয়ে লেখালেখির পক্ষে তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপক বিকাশের আগমুহূর্তে জনগণের উদ্দেশে উত্তরের আশা না করে তিনি অনেকগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি পাগান সিনেটরদের প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া দলটির নেতৃত্ব দিতেন এবং গ্রেশিয়ান যখন সিনেট থেকে যুদ্ধজয়ের বেদিটি সরিয়ে ফেলেছিলেন, তখন সিমাচুস ভ্যালেন্টিনিয়ান ২ এর কাছে একটি অভিযোগপত্র লিখেছিলেন। রোমের প্রাচীন ঐতিহ্যের বেদিটি আবার সেখানে সসম্মানে বসানোর জন্য তিনি দাবি জানিয়েছিলেন। এসব নিয়ে নানান ঝামেলা হলেও পরে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তিনি রোমে উচ্চপদেই চাকরিরত থাকেন। শেষে তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

BanglaBook.org

রোমান কবি ডেসিমাস ম্যাগনাস অসোনিয়াস পাগান ধর্মের পক্ষে কিছু লেখালেখি করেছিলেন। তিনি ৩১০ খ্রিস্টাব্দে বুর্ডিগালায় (বর্তমান বোর্ডিওক্স) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তার বাবা ভ্যালেন্টিনিয়ান ১ এর নিজস্ব চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসক বাবার সন্তান ডেসিমাস তরুণ গ্রেশিয়ানকে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত হন। অফিসে সবাই যেন তাকে মেনে নেন, সেজন্য সেখানে তিনি মুখে মুখে খ্রিস্টান সাজার চেষ্টা করতেন। গ্রেশিয়ানের শাসনামলে তিনি অনেক সম্মান এবং উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু গ্রেশিয়ানের মৃত্যুর পরে তিনি তার নিজস্ব শহরে গিয়ে থাকা শুরু করেন। তিনি আশি বছর বয়সে মারা যান এবং মৃত্যুর আগপর্যন্ত বেশ নিম্নমানের কিছু কবিতা রচনা করে যান।

সন্ন্যাসবাদ

খ্রিস্টান ল্যাটিন সাহিত্য এর মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। মিলানের লেখক অ্যাম্ব্রোস প্রচুর লিখেছিলেন, তবে জেরোমির (ইউসেবিয়াস সফ্রোনিয়াস হিয়েরোনিমাস) লেখা ছিল আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জেরোমি ৩৪০ খ্রিস্টাব্দে ইলিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যদিও খ্রিস্টান পরিবারে জন্মান, কিন্তু পাগান শিক্ষা এবং সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাইবেলভিত্তিক রচনায় ল্যাটিন ভাষার এলোমেলো আর দুর্বল ব্যবহার তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি বাইবেলকে নির্ভুল ল্যাটিন ভাষায় লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই চিন্তা মাথায় রেখে তিনি পূর্বদিকে ভ্রমণ শুরু করেন। তিনি কেবল গ্রিক শিখেছিলেন, তাই নয়, শিখেছিলেন হিব্রুও। একইসাথে তিনি বাইবেলকে ল্যাটিনের প্রকৃত রূপে অনুবাদ করেছিলেন। জ্ঞানী র‍্যাবিসের ভূমিকাও তিনি অস্বীকার করেননি। বাইবেলের যে প্রকাশনাটি "ভালগেট" নামে পরিচিত সেটি তার প্রচেষ্টার ফসল। (এর নামকরণের কারণ হলো, "ভালগার" মানে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত ভাষায়, অর্থাৎ সে সময়ে পশ্চিমে মানুষের মুখের যে ভাষা ছিল তা হলো ল্যাটিন। তিনি বাইবেলের প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ যে হিব্রু বা গ্রিকে রচিত হয়েছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসে তাকে একটি পরিপূর্ণ ল্যাটিন আকার দিতে সক্ষম হন।) তখন থেকেই খ্রিস্টান ক্যাথলিক চার্চগুলোতে "ভালগেট" ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

জেরোমি রোমে একবার ফিরে এসেছিলেন কিন্তু বেশিদিন থাকেননি। তিনি তারপরে আবার পূর্বদিকে যাত্রা করেন এবং বেথেলহামে ৪২০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। একেশ্বরবাদ (গ্রিক ভাষা অনুযায়ী যার অর্থ হলো "একাকি") হলো এমন এক ধর্ম যা পালনের ফলে মানুষ নিজেকে পৃথিবীর সমস্ত ভোগ বিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন

করে নিতে পারে। এই আদর্শে বিশ্বাসীরা পারে পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে দুর্নীতির পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। জীবনের মোহ বা কোনো লোভ তাকে আর তখন তার ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত থাকতে বাধা দেয় না। খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে বিভিন্ন স্থানে দলে দলে ইহুদিরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ধর্মীয় উপাসনা করতে পারত। খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে সেটি যেমন বন্ধ হলো, কিছু গ্রিক দার্শনিকও তাদের চিন্তা চেতনা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। ডিওজিনস এবং সাইনিক তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত উপাসনালয়ের পুরোহিতরা খুব আড়ম্বরবিহীন জীবনযাপন করতেন। এক দিক দিয়ে এছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না, কারণ বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে জীবনের প্রয়োজনীয় সবরকম সুযোগ সুবিধাও পাওয়া যেত না; অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের লোকালয়ে ছিল তাদের বাস। আবার তারা যেভাবে জীবনযাপন করতেন, তাতে বলতে গেলে স্বেচ্ছায় শরীর এবং মনের সকল চাহিদার উর্ধ্বে উঠে যেতেন। তারা মনে করতেন এভাবে নিজের সমস্ত ইচ্ছে থেকে মুক্ত হলেই তারা পুরোপুরি বিধাতার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করতে সক্ষম হবেন। শরীর এবং মনের কামনা-বাসনাকে অগ্রাহ্য করার এই পদ্ধতিকে তারা "সন্নাস ব্রত" ("অ্যাসেটিসিজম") বলে উল্লেখ করেছেন যা গ্রিক শব্দ "এক্সারসাইজ" থেকে এসেছে। কারণ গ্রিক খেলোয়াড়রা যখন স্বাস্থ্য এবং প্রতিযোগিতার জন্য অনুশীলন করতেন তখন তাদের জীবনের যাবতীয় বিলাসিতা ভুলে যেতে হতো। এছাড়া অন্য অর্থে "অ্যাসেটিক" বলতে, প্রশিক্ষণে রত কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়।

প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা বলতে গেলে কিছুটা সন্নাসী ধরনের ছিলেন। কারণ তারা রোমান সমাজের আরাম-আয়েস, আনন্দ উদ্‌যাপনের নিয়মরীতি বা প্রতিমা পূজাকে অনৈতিক মনে করতেন। যাই হোক, খ্রিস্টান ধর্ম যতই সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তাদের আচার আচরণও তেমন সন্নাসীর মতো হয়ে যাচ্ছিল। তখন বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, কেবল খ্রিস্টান হওয়াই যেন যথেষ্ট নয়, সন্নাসী হতে হবে।

খ্রিস্টান সন্নাসীদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য সন্নাসী হলেন অ্যান্থনি, যিনি ছিলেন মিশরের একজন নাগরিক। তিনি সম্ভবত একশ' বছর বেঁচে ছিলেন, ২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩৫০ সাল পর্যন্ত। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি মরুভূমির মাঝখানে একা, বিলাসবর্জিত জীবনযাপন শুরু করেন। পরবর্তীকালে লেখকেরা তাকে নিয়ে নানান নাটকীয় কাহিনী লিখেছিলেন। (যেমন অ্যাথানাসিয়াস লিখেছিলেন তাকে নিয়ে। লেখক নব্যতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে অ্যান্থনির আবেগী বিরোধিতা খুব উপভোগ করতেন।) অ্যান্থনি তার জীবনে সমস্ত ভোগ বিলাস থেকে অনেক দূরে থাকতেন।

অ্যান্থনির কথা সে যুগে এবং পরেও অনেক উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেজন্যেই মিশরের মরুভূমি ছিল সন্ন্যাসীদের আখড়া। এর জনপ্রিয়তা আন্দাজ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সত্যিকারের ধার্মিকদের কাছে, এই সন্নাসব্রত এবং তার পথে জীবনের সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগের ব্রত অবশ্যই একটি আকর্ষণীয়

বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন। তারা জানত, এটাই পরকালে স্বর্গে যাওয়ার সহজ রাস্তা। অপেক্ষাকৃত কম ধার্মিকেরা চিরকাল পৃথিবীর যাবতীয় প্রাপ্তি ভুলে সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টায় সবসময় ব্যস্ত থাকে।

এই ধরনের একাকিত্ব, যদিও ওই পরিবেশে সেটি মানানসই, কিন্তু তবু তাতে কিছু বিপদ ছিল। যেমন ধরা যাক, কেউ কেউ তার নিজস্ব পৃথিবীতে এমন ভাবে ডুবে যান যে তার বাইরের জগতের সাথে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। বাইরের সবার কাছে তার জীবনপদ্ধতি খুবই অর্থহীন মনে হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সিমিওন নামে একজন সিরিয়ান সন্ন্যাসীর কথা। তিনি ৩৯০ থেকে ৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং খুবই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এক সন্ন্যাস জীবনযাপন করেছেন। তিনি উঁচু স্তম্ভ তৈরি করেন এবং তার উপরে বসবাস আরম্ভ করেন। তিরিশ বছরব্যাপী দিনে এবং রাতে, সব রকমের আবহাওয়ায় তিনি স্তম্ভের উপরেই ছিলেন, কখনও নেমে আসেননি। তাকে তার বসবাসের পদ্ধতি অনুসারে সিমিওন স্টাইলাইটস (গ্রিক ভাষায় স্টাইলাইটস শব্দের অর্থ স্তম্ভ) নামে ডাকা হতো। তিনি যেরকম জীবন কাটান সেটি বেশিরভাগ মানুষের জন্যই চিন্তার অতীত। অবশ্যই বেশিরভাগ মানুষই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে, এ ধরনের একটি জীবনযাপন সত্যিকার অর্থে বিধাতাকে কতটুকু প্রসন্ন করতে পারে।

এছাড়াও নিভৃতচারী একাকি সন্ন্যাসীরা, যারা স্বাভাবিক জীবন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখছিলেন, তারা যেমন পৃথিবীর লোভলালসা পরিহার করতে পেরেছিলেন তেমনি আরেকভাবে ভাবলে তারা জীবনের দায়িত্ব এবং পরিশ্রমও পরিহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা কি সব ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে যাদের জীবনে সন্ন্যাসী মানুষটিকে প্রয়োজন ছিল, তাদের সকলের কথা ভুলে শুধু নিজের আত্মার শান্তির কথা ভেবে এই জীবনযাপন তারা বেছে নেন?

সিসারির বিশপ বেসিল তাই এই সন্ন্যাসব্রতের পাশাপাশি আরেকটি ধ্যানের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এশিয়া মাইনরের ক্যাপাডোসিয়ার রাজধানী ছিল সিসারি।

৩৩০ খ্রিস্টাব্দে বেসিল এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যারা চার্চের ইতিহাসে অনেক অবদান রেখেছেন। বেসিল ছিলেন সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। সচক্ষে তাদের জীবনাচরণ দেখার ইচ্ছে থেকে তিনি মিশর এবং সিরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন।

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে মানুষের শক্তিকে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত করার জন্য এর চেয়ে আরও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি আছে। এভাবে একবারে একাকি থাকার চেয়ে একটি ছোট দল মানুষের মাঝখানে থাকা হয়তো বেশি উপযুক্ত হতে পারে। তিনি একটি দল গঠন করেন। কিন্তু দেখা যায়, সেই পুরো দলটিই জীবনের লোভ লালসা থেকে নিজেদের মুক্ত করে ফেলেছে।

অবশ্য তিনি সেই দলটিকে কেবল ধ্যানে মগ্ন হয়ে না থেকে সামাজিক কাজকর্ম এবং প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকতে বলেছিলেন। এছাড়া তিনি উল্লেখ করে দিয়েছিলেন যে,

BanglaBook.org

তারা যে কাজ করবে তা যেন কেবল বিধাতার প্রতি উৎসর্গের জন্য না করে, বরং তা করতে হবে মানুষের মানবিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে। এর অর্থ দাঁড়ায় সেই দলটিকে একটি লোকালয়ের মধ্যখানে বসবাস করতে হবে, যাতে করে তাদের ভালো এবং মানব কল্যাণে করা কাজের ফসল সেখানকার মানুষ পেতে পারে। একই সাথে পৃথিবীতে পাপ পরিহারের সাথে সাথে সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর মানুষের জন্য ভালো কিছু করে যেতে পারেন বলে তিনি মনে করতেন।

যাই হোক, এই ধরনের বেসিলিয়ান (বেসিলের জীবনাচরণ অনুযারী) সন্ন্যাস্ব্রত সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে বেশি তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে, পঞ্চম শতাব্দীতে এটি ইতালিতে জনপ্রিয় হয়।

আর্কাডিয়াস

থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পরে তার দুই তরুণ পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। আর্কাডিয়াস ছিলেন তার বড় ছেলে, যার বয়স তখন ছিল সতের। তিনি কন্সস্ট্যান্টিনোপোলে বসবাস করে সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে শাসন শুরু করেছিলেন। হনোরিয়াস ছিলেন ছোট ছেলে, যিনি মিলানে থাকতেন এবং পশ্চিম দিকের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।

ডিওক্লেশিয়ানের শতাব্দীর পর থেকে, এটা সত্যি যে কাগজে কলমে সাম্রাজ্যকে এভাবে দুই ভাগে ভাগ করে শাসনকাজ চালানো হচ্ছিল। বাস্তবে ছিল একই সাম্রাজ্য এবং যুগ্ম সম্রাট। যেমন ধরা যাক, কোনো আইন যখন পাশ করা হতো তখন, দুজন সম্রাটের সম্মতিতেই তা করা হতো। কিন্তু অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০৯ শতাব্দী থেকে রোমান সাম্রাজ্যে দুজন কনসল নির্বাচিত করার যে নিয়ম চলে আসছিল, তা তেমনই ছিল। একজন কনসল রোমে থাকতেন এবং আরেকজন থাকতেন কন্সট্যান্টিনোপলে। (এই নিয়ম ৫৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। তাই সবাই বলে যে এই প্রতিষ্ঠানটি এক হাজার বছরেরও বেশি ধরে কার্যকর ছিল।)

বাস্তবে থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর থেকে সাম্রাজ্য পুরোপুরি দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। দুই অংশের মধ্যে ক্রমাগত গণ্ডগোল লেগে থাকে। এক অংশের প্রণীত আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য অংশের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াত। এই ধরনের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্রাটেরা দুজনই নিজেদের দিকের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে ভালো কিছু হাতিয়ে নিতেন।

বিশেষ করে প্রাদেশিক বৈরী ভাব সাম্রাজ্যের দুই অংশের মধ্যে ঝামেলা আরও বাড়িয়ে তুলত। ইলিরিয়া ছিল পশ্চিম দিকের একটি শহর যা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব আর পশ্চিম অংশের মাঝখানে সীমানা হিসেবে কাজ করত। অবশ্য কন্সট্যান্টিনোপলের

BanglaBook.org

শাসক এই শহরের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছিলেন। এই ঘটনার কারণেই ইলিরিয়াকে নিয়ে দুই অংশের শাসকের মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হয়। এই শত্রুতা তাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল যে বাস্তবে সাম্রাজ্যটি দুই ভাগ হয়ে গেল। দুই অংশে দুই উচ্চাভিলাষী এবং অসহনশীল সম্রাট কেবল কাগজে কলমে নয়, সত্যিকার অর্থে সাম্রাজ্যকে দুই ভাগ করে ফেললেন।

এছাড়াও সাম্রাজ্যের দুই ভাগের মধ্যে ছিল আরেক ধরনের দলাদলি (থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর সময়েও যা তেমন প্রকটভাবে দেখা যায়নি) তা অনেক বেশি মাথাচারা দিয়ে উঠল। এই দলাদলি ছিল ধর্মীয়। এভাবে পূর্ব এবং পশ্চিমের, অর্থাৎ রোম এবং কন্সট্যান্টিনোপলের বিশপদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গেল।

এই ধর্মীয় দলাদলি এতই তীব্র ছিল যে তা সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশকে একেবারে আপাদমস্তক নাড়িয়ে দিলো। জন নামের গ্রিক চার্চগুলোর ফাদারদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বিশপকে কেন্দ্র করে এই তর্কবিতর্ক চরমে পৌঁছে গেল। বিশপ জনকে ক্রিসস্টম ("সোনার মুখ") নামে ডাকা হতো। এরকম নামকরণের কারণ ছিল তার বক্তৃতা। অসাধারণ বাগ্মী এই বিশপের কথা মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত।

জন ক্রিসসটম ৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টিওকে একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা দেখে সহজেই অনুমান করা যেত যে তিনি একজন অসাধারণ আইনজীবী হতে পারতেন। যাই হোক, ৩৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের জন্য কর্ম স্থির করেন এবং নিভৃতচারী সন্ন্যাসী খ্রিস্টানে পরিণত হন। বছরের পর বছর তিনি নিজেকে অ্যান্টিওকের পূর্বদিকের এক মরুভূমিতে লুকিয়ে রাখেন। সেখানে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তিনি। কিন্তু তাকে সেখান থেকে স্বাভাবিক পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় কেবল অসুস্থতার কারণে। ফিরে এসে তিনি চার্চের ফাদার হয়ে যান। তিনি অসাধারণ দক্ষতায় বক্তৃতা দিতে পারতেন। তার জ্ঞান নয়, তার বলার মাধুর্যই তাকে জনপ্রিয় করেছিল। তিনি নিজের জীবন একটি আদর্শের উপরে চরমভাবে নির্ভর করে কাটিয়েছেন। নিজের সমস্ত ধনদৌলত তিনি হাসপাতাল, স্কুল স্থাপন করতে এবং দরিদ্রদের সেবায় ব্যয় করেছেন। এসবের মাধ্যমেই তিনি মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে, থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর তিন বছর পরে কন্সট্যান্টিনোপলের ধর্মগুরুর মৃত্যু হয়। জন ক্রিসস্টম সে জায়গায় মনোণীত হন। এরপরে তিনি তার প্রভাব আরও বেশি করে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন এবং তা বিস্তার লাভ করল।

তার ধর্মোপদেশ, অমরত্ব এবং বিলাসিতার প্রতি বিরুদ্ধ উচ্চারণ দিনে দিনে বলিষ্ঠ হতে লাগল। তিনি ধর্মযাজকদের কৌমার্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিশেষ করে একজন কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেননি তবে সকলেই তার ধারাল নির্দেশের আওতায় পড়ত। (কখনও তার যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে এই কারণে যে তিনি ছিলেন ভয়ানক বদরাগী।) তাই স্বাভাবিকভাবে তার

BanglaBook.org

চার্চের ধর্মগুরুদের মধ্যেই কারও কারও সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ করে যাদের ওপরে তার নিয়মের বোঝা পড়ল তারা ক্ষেপে গেলেন। যেমন অ্যালেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ, থিওফিলাস ছিলেন বিলাসী। তাই ক্রিসস্টমের উপরে তিনি খুব ক্ষিপ্ত হলেন।

ঘটনাক্রমে থিওফিলাস ছিলেন সম্রাজ্ঞী ইউডোক্সিয়ার প্রিয়, যিনি ছিলেন দুর্বল জার্মান শাসকের স্ত্রী এবং স্বামীকে সম্পূর্ণ নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন। আবার ওদিকে ইউডোক্সিয়া ক্রিসস্টমকেও পছন্দ করতেন তার ভাষণের জন্য। ক্রিসস্টমের সমালোচনার তীরে বিদ্ধ হলেও ইউডোক্সিয়া অবশ্য মোটামুটি ভালোভাবেই তার জীবন কাটিয়েছেন।

৪০৩ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশেষ সভা ডাকা হয়, যেখানে থিওডোফিলাস, জন ক্রিসস্টমকে অরাজকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। অপরাধের একটি বিচারকাজের ব্যবস্থাও সেখানে করা হয়। জন ক্রিসস্টম সেখানে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানান এবং সে কারণে তাকে আগেভাগেই ধর্মগুরুর পদ থেকে বহিষ্কার করে বন্দী করা হয়। মানুষেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে ইউডোক্সিয়া দুদিন পরে তাকে আবার ডেকে আনেন। সেটি অবশ্য ছিল মানুষের বিক্ষোভ শান্ত করার একটি চেষ্টামাত্র।

৪০৪ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি সভা ডাকা হলো যেখানে নাক গলানোর মতো জার্মান লোকদের কন্সট্যান্টিনোপলে ডাকা হয়নি। কারণ তখন জন ক্রিসস্টম কিংবা থিওফিলাস, যেই জিতুক না কেন, সেনাদের তাতে কিছু আসত-যেত না। তারা কেবল জানত আদেশ প্রতিপালন করতে। সেই আদেশ যদি হয় নিরীহ মানুষকে হত্যা করার, তবে তাদের তাই করতে হতো। জনগণ এই বিষয়ে আগে থেকেই জানত, তাই তাদেরও কিছু বলার ছিল না।

দ্বিতীয়বারের মতো বন্দীদশায় পড়লেন জন ক্রিসস্টম। কন্সট্যান্টিনোপল থেকে চারশ মাইল দূরে, এশিয়া মাইনর বাড়তে বাড়তে যেখানে পূর্বদিকের সীমানায় গিয়ে পৌঁছেছে, জন ক্রিসস্টমকে সেখানে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হলো। যদিও সেখানে থাকার সময়ে সাম্রাজ্যের সকল অনুসারীর সাথে তিনি সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার যে তিনি সেখানে বসে নির্ভীকভাবে রোমের বিশপের কাছে এবং পশ্চিমের সম্রাটের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তাদের আবেদন জানিয়েছিলেন তার অপরাধটি আবার নতুন করে বিবেচনা করার জন্য।

কন্সট্যান্টিনোপলের বিচারালয়ের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে এটি ছিল জঘন্যতম একটি কাজ। এই কাজের মাধ্যমে তিনি পশ্চিমের সম্রাটের বিশালতা প্রমাণ করেন এবং ধর্মীয় অঙ্গনে রোমের বিশপের সর্বোত্তম অবস্থানকে নিশ্চিত করেন।

ইউডোক্সিয়া ততদিনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু বিচারালয়ে আর যারা ছিলেন, তারা অনুমান করেছিলেন যে এই ধারালো চিন্তার অধিকারী বৃদ্ধ মানুষটিকে কোনোভাবে চুপ করাতে হবে। তাকে আগের চেয়ে আরও দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে

BanglaBook.org

ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এবারে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সাম্রাজ্যের উত্তরপূর্ব দিকের প্রান্তে। ৪০৭ খ্রিস্টাব্দে সেখানে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পরের বছর পশ্চিমের সম্রাট আর্কাডিয়াসও মৃত্যুবরণ করেন।

তবে জনের মৃত্যুও কন্সট্যান্টিনোপলের মানুষদের ধর্মীয় পুরনো চিন্তাধারা থেকে বের করে আনতে পারল না। জনের সমস্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষ নতুন কোনো ধর্মগুরুকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় আর এটি করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। জনের মৃতদেহ তার মৃত্যুর তিরিশ বছর পরে পূর্ণ সম্মানের সাথে কন্সট্যান্টিনোপলে ফেরত আনা হয়েছিল। তার সব অপরাধ যেন উল্টো হয়ে গেল। তাকে একজন ধর্মীয় সিদ্ধপুরুষ বলে ধরে নেয়া হলো। ওদিকে আর্কাডিয়াস এবং ইউডোক্সিয়ার যে পুত্রসন্তানেরা তখন সিংহাসনে আসীন ছিলেন তারা পিতার অপকর্মের জন্য একটি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান আয়োজন করেন।

কিন্তু এত কিছুর পরেও তেমন কোনো লাভ হলো না। কন্সট্যান্টিনোপলের ধর্মীয় গুরুত্ব কমতেই থাকল। অবশ্যম্ভাবীভাবে কন্সট্যান্টিনোপলের ধর্মীয় গুরুত্বও কমে গেল। এভাবে রোমের বিশপের গুরুত্ব গেল বেড়ে। পরেরটাই বলতে গেলে সত্য হলো। পশ্চিমা ধর্মগুরুদের মধ্যে মিলানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার প্রতিযোগিতায় তখন এক বিরাট ওলটপালট হয়ে গেল।

ভিসিগোথের রাজা অ্যালারিক

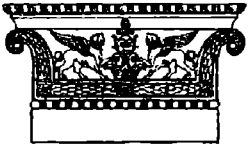

ক্রিসস্টমের উত্থানপতন নিয়ে যখন বিচারালয় ব্যস্ত ছিল, তখন কন্সট্যান্টিনোপলের বিশপ এবং সাধারণ মানুষ ভয়াবহ সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। তারা যেন তখন টিকে থাকা আর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সীমানায় দাঁড়িয়ে। ঠিক সে সময়ে শক্তিধর থিওডোসিয়াসও মৃত্যুর কবলে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হলেন।

তার দুই ছেলে আর্কাডিয়াস এবং হনোরিয়াস ছিলেন বয়সে তরুণ, দুর্বল এবং অসমর্থ। তারা যখন ক্ষমতা হাতে নেন, থিওডোসিয়াসের আদেশ অনুযায়ী তারা ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতিরক্ষার আওতায়। গ্যালিক সেনাপ্রধান রুফিনাসের দায়িত্বে ছিলেন আর্কেডিয়াস এবং স্টিলিচো ভ্যান্ডালের দায়িত্বে ছিলেন হনোরিয়াস। সেই দুই সেনাপ্রধানের মধ্যে সবসময় বিরোধ লেগে ছিল। রুফিনাস পূর্ব ইলিরিয়া দখল করেন আর স্টিলিচো সেটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা তাদের বিরোধ নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে সক্ষম হননি। সেই সুবাদে তাদের মধ্যে ভিসিগোথরা নাক গলাতে সুযোগ পায়। অ্যাড্রিয়ানোপোলের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তখন প্রায় বিশ বছর, তারপরেও ভিসিগোথেরা মোয়েমিয়ংআ প্রদেশ দখল করে বসে ছিল। তখন তারা আর ততটা

BanglaBook.org

অসভ্য ছিল না যেরকমটা ছিল দেড়শ বছর আগে প্রথম যখন রোমান সম্রাট ডেসিয়াসকে হত্যার ত্রাসের মাধ্যমে তাদের দেখা যায় রোমান সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে। বলতে গেলে তারা অনেকটা রোমানই হয়ে গিয়েছিল।

যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় তারা ক্রমাগত রোমান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। অবশ্য এর পেছনে একজন মানুষের অবদান ছিল যিনি নিজেও ছিলেন ভিসিগোথ প্রজাতির। তার নাম ছিল উলফিলা (ছোট্ট উলফ বা নেকড়ে)। রোমানদের কাছে তিনি উলফিলাস নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি দানিয়ুবের তীরে, যে জায়গাটি একসময় ডেসিয়া নামে পরিচিত ছিল, সেখানে ৩১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিশ বছর বয়সের দিকে তিনি নতুন পত্তন হওয়া কন্সট্যান্টিনোপলে বেড়াতে গিয়েছিলেন হয়তো গোথদের কোনো কাজে। সেখানে গিয়ে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কাজ শেষে সেই ধর্মের আদর্শ বয়ে নিয়ে যান তার স্বজাতির জন্য। তার বাকি জীবন তিনি গোথদের মাঝে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারে ব্যয় করেছিলেন।

ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টায় তিনি বাইবেলের বেশিরভাগ অংশ গোথদের ভাষায় রূপান্তর করেছিলেন। এটা করতে গিয়ে তিনি এক ধরনের বর্ণমালাও আবিষ্কার করেছিলেন যেটা আগে ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, তার হাতে বাইবেলের সেই রূপান্তর করা অংশ এখনও পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাইবেলের নতুন অংশ, যেটি এখনও গোথিক ভাষায় পাওয়া যায়।

উলফিলাস সমস্ত গোথ জাতিকে বদলে ফেলতে পারেননি তবে তিনি তাদের পরিবর্তনের শুরুটা করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজের চারপাশে কিছু মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে ফেললে তাদের ক্ষমতা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। উলফিলা নিজে কন্সট্যান্টিনোপলে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন বলে আরিয়ানদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অন্যদেরও আরিয়ানদের মতো নব্যতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে সহায়তা করেন। তিনি কন্সট্যান্টিনোপলে ফেরত গিয়েছিলেন। ৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক সম্রাট থিওডোসিয়াসের হাতে যখন আরিয়ান বিশপদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল, কন্সট্যান্টিনোপলে সেই সভায় তিনি হাজির হয়েছিলেন। তবে উলফিলা চরম কোনো অবদান রাখার আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

গোথদের মিশনারি চিরকাল পেছনেই পড়ে রইল। নব্যতান্ত্রিক দল, তার শিষ্য এবং কিছু জার্মান উপজাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। নব্যতন্ত্রের জোর যখন সাম্রাজ্যের ভেতরে কিছুটা কমে এলো তখন এর বাইরে আকস্মিক বিস্তৃতি পেতে লাগল। এই বিষয়টি গুরুত্ব নিয়ে ভাবার মতো। এরপর যখন এমন সময় এলো যে জার্মান যোদ্ধারা সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকটা নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন নব্যতন্ত্র ছিল তাদের ধর্ম। সেটাই তাদের অন্য মানুষদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করল। এরপর থেকে শুরু হয়েছিল জার্মান নব্যতান্ত্রিক শাসক এবং রোমান ক্যাথলিক শাসকদের মতপার্থক্য। এই লড়াই এতই গুরুতর ছিল যে জনগণের মধ্যেও দুটো ভাগ হয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল। এই বৈরীতা যেন ক্রমশই প্রাচীন সংস্কৃতিটিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল।

থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর সময়ে নব্যতান্ত্রিকদের নেতা ছিলেন অ্যালারিক। তিনি ছিলেন গোথ জাতির নেতা যিনি দানিয়ুবের উৎসস্থলে ৩৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন থিওডোসিয়াসের সেনাপ্রধানদের একজন। নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে তিনি তার গোথিক সেনাদলকে নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাছাড়া তিনি নিজেকে রুফিনাস বা স্টিলিচোর চেয়ে সম্রাটের কাছের মানুষ বলে ভাবতেন। কিন্তু তাকে সেরকম কোনো পুরস্কার দেয়া হয়নি বলে তিনি এর প্রতিশোধে আইনত যা পাননি তাই জোর করে পেতে চাইলেন।

পুরো সাম্রাজ্য তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ওই অবস্থায় অ্যালারিকের তেমন কিছু করার ছিল না। সেটি ছিল আগের অনেকবারের মতো একজন সেনাপ্রধানের গ্রহণ করা একটি আবোলতাবোল পদক্ষেপের মতোই। অবশ্য তারও সুযোগ এলো যখন সাম্রাজ্যের পূর্ব আর পশ্চিম দিকের মধ্যে মারাত্মক শত্রুতা দেখা দিলো। মিলান এবং কন্সট্যান্টিনোপলের উপরে তার বিশেষ প্রভাব ছিল। এই দুই শহরের সেনারাই চাচ্ছিল ইলিরিয়াকে দখল করতে। এই বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে অ্যালারিক তাদের শত্রুতা আরও বাড়িয়ে তুললেন এবং রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথে অসভ্য জাতির আক্রমণের ইতিহাসে প্রথম নাম লেখালেন।

বিষয়গুলোকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপন করলেন তিনি। বাহিনী নিয়ে সোজা কন্সট্যান্টিনোপলের দিকে যাত্রা করলেন এবং আশা করতে লাগলেন যে তার আগমনের খবরে যেন সেখানে একটি ত্রাসের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বদিকের শাসকেরা তাকে তাড়াতাড়ি জায়গা করে দিলো।

এটা সত্যি যে কন্সট্যান্টিনোপলের শাসকেরা থ্রেসে অ্যালারিকের হামলা ঠেকানোর চেয়ে ইলিরিয়া দখলে ব্যস্ত স্টিলিচোকে ঠেকানোতে ব্যস্ত ছিল। স্টিলিচো অ্যালারিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু কন্সট্যান্টিনোপলের শাসকেরা তাকে তার কাছেধারে ভিড়তে দেননি। স্টিলিচো ব্যর্থ হয়ে ইতালিতে ফিরে আসেন কিন্তু প্রতিশোধের আগুনে জ্বলেপুড়ে শেষ পর্যন্ত রুফিনাসকে বন্দী করেন। এতে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। অন্য অনেক মন্ত্রীরা, যারা এরকম একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তাড়াতাড়ি কন্সট্যান্টিনোপলে গিয়ে ফাঁকা পদটি লুফে নিলেন।

কন্সট্যান্টিনোপলের বিরুদ্ধে অ্যালারিকের মিথ্যাচার ধোপে টিকলো না। তিনি জানতেন সেখানে আর বেশি ঘাটাঘাটি করে কোনো লাভ নেই। তাই কন্সট্যান্টিনোপল বাদ দিয়ে তিনি মোটামুটি দুর্বল গ্রিসের দিকে রওনা দিলেন। তিনি জানতেন সেখানে তাকে ঠেকানোর কেউ নেই।

গ্রিস তখন অন্য কিছুর জন্য বিখ্যাত না হলেও প্রায় একশ বছর ধরে যে সেখানে শান্তি বজায় ছিল, সেটা সবাই জানত। গ্রিস তখন আগের সেই ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে এসেছে ঠিকই তবে তখনও সেই আগের দিনের বিলাসিতা আর প্রাচুর্যের স্বপ্নে

BanglaBook.org

বিভোর। বেশিরভাগ প্রাচীন মন্দির এবং মূর্তি বা স্মারক স্থাপত্য ভেঙে পড়েছিল সময়ের সাথে সাথে। কিছু কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এসবের কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ গ্রিসকে পাশ কাটিয়ে নতুন শহর কন্সট্যান্টিনোপলের দিকে ঝুঁকেছিল, আর কখনওবা নতুন খ্রিস্টান শাসকের সিদ্ধান্তও এর পেছনে কাজ করেছে।

মন্দিরগুলো জনশূন্য পড়ে ছিল, ডেলফি নিজেই যেন ভেঙেচুরে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। খ্রিস্টানদের হাতে তাদের স্বভাববিরুদ্ধ ইলিউসিনিয়ান ঐতিহ্য স্বাভাবিকভাবেই খুব হেলাফেলা করে দেখাশোনা করা হচ্ছিল। কিন্তু সে সময়ে গোথিক জাতির দল অ্যালারিকের সাথে, তারা যদিও নব্যতান্ত্রিক খ্রিস্টানই ছিল, কিন্তু ইলিউসিস মন্দিরে ঢুকে পড়ল। ৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৪৯ সালে) সেরেসের পুরনো মন্দিরটি ভেঙে পড়ল আর এভাবেই সেই প্রাচীন কীর্তিটির সমাপ্তি হলো।

পশ্চিমদিকে অবশ্য স্টিলিচো আবার নতুন পদক্ষেপ নেয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কন্সট্যান্টিনোপলের অবস্থা এমন হয়েছে যে সেখানকার কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অ্যালারিকের দখল করা শহরে হামলা করলে অন্তত কোনো ঝামেলা ছাড়া অর্ধেক শহর অনায়াসে দখলের আশা তিনি করেছিলেন।

মহড়া বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। কন্সট্যান্টিনোপল দখলের প্রক্রিয়ায় তিনি অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। বলতে গেলে অ্যালারিককে কোণঠাসা করে ফেললেন। কিন্তু তার বাহিনী যখন দ্রুত আক্রমণ করছিল তখন অ্যালারিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। কেউ কেউ ভেবেছিল যে স্টিলিচো সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে অ্যালারিককে সাহায্য করবেন। কিন্তু তিনি উল্টো অ্যালারিককে ইচ্ছাকৃতভাবে পালিয়ে যেতে দিলেন এবং তাকে কন্সট্যান্টিনোপলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেন। এভাবে স্টিলিচো হয়ে উঠলেন সমগ্র সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট।

এরকম হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশ স্টিলিচোকে মানতে পারল না। বরং কন্সট্যান্টিনোপলের বিচারালয় অ্যালারিককে বিতর্কিত ইলিরিয়ার গভর্নর বানিয়ে দিলো। খুব দূরদর্শী হয়ে না দেখলে এটা ছিল একটি বুদ্ধিমান পদক্ষেপ। অ্যালারিককে ক্ষমতা দেয়া একদিকে যেমন তাকে ঘুস দিয়ে শান্ত করার মতো, অন্যদিকে তার শত্রু স্টিলিচোর হাত থেকে প্রদেশটিকে বাঁচানো, যে প্রদেশকে স্টিলিচো বহুদিন ধরেই সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছেন। তবে ভবিষ্যতের কথা ভাবলে, তখন থেকে অ্যালারিক আর স্টিলিচো যেন চিরশত্রু হয়ে গেল। যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, হলো তার উল্টোটা।

কিছুদিনের জন্য অ্যালারিক এবং স্টিলিচো দুজনেই চুপচাপ ছিলেন। দুজনেই অপেক্ষা করছিলেন সময়সুযোগ মতো একে অন্যকে আক্রমণ করার জন্য। শেষপর্যন্ত ৪০০ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৫৩ সালে) অ্যালারিকের জন্য সে সুযোগ এসেছিল এবং তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর ইতালিতে আক্রমণ

BanglaBook.org

করেছিলেন। স্টিলিচো ধীরে ধীরে এই আক্রমণের উত্তর দেয়ার জন্য তৈরি হলেন। তিনি বাহিনী নিয়ে ইতালির উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর একসময় পোলেনটিয়ায় দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো এবং তার দুটো বাহিনীই ছিল জার্মান। পোলেনটিয়া হলো বর্তমান ইতালির উত্তরপশ্চিম দিক। ৪০২ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৫৫ সালে) ইস্টার সানডের দিনে স্টিলিচো আক্রমণ করলেন। অ্যালারিকের জন্য ছিল এটি একটি অতর্কিত আক্রমণ কারণ কেউ ভাবেনি ওরকম পবিত্র দিনে কেউ আক্রমণ করতে পারে। ফলাফল ছিল স্টিলিচোর দিকেই। কিন্তু তার পরে সেই যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় পূর্বদিকে ভেরোনায় যুদ্ধ বেঁধে গেল। ৪০৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যালারিক ইতালি ছাড়তে বাধ্য হলেন। এবং ইলিরিয়ায় গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

যাই হোক ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছিল। মিলান শহর, যা কিনা একশ বছর ধরে সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের অংশের রাজধানী, গোথ আর সরকারি কার্যকলাপের দ্বারা সে শহর প্রবল বিপদের মুখে পড়ল। সেখানে কিছুই যেন আর নিরাপদ ছিল না। ৪০৪ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৫৭ সালে) তরুণ সম্রাট তার ভাই আর্কেডিয়াসের মতোই হঠাৎ করে স্থান পরিবর্তন করে রাভিনা শহরে চলে গেলেন। শহরটি ২৮০ মাইল দক্ষিণপূর্বদিকে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে। সাড়ে তিনশ বছরব্যাপী জায়গাটি ইতালির ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। রাজধানী মিলান থেকে এই পথটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন মিলানের বিশপ তার সর্বময় ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন এবং সেটি চলে গেল রোমের বিশপের কাছে।

আশু বিপদের আশঙ্কায় দূরবর্তী এলাকার সেনাবাহিনীকে তলব করা হলো। সেই বাহিনীগুলো বৃটেনে অবস্থান করছিল এবং গ্রেশিয়ানের বন্দী হওয়ার পর থেকে বেশ অসহায় এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই ঘটনার পরে কিছু ছোটখাটো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছাড়া তারা আর তেমন কোনো কাজে আসেনি। সেনাসদস্যরা কেউ কেউ দ্বীপ ছেড়েছিল এবং আর কখনোই ফেরত আসেনি। বাকি যারা বৃটেনে রয়ে গিয়েছিল তারা হ্যাড্রিয়ানের দেয়াল থেকে সরে এসেছিল। উত্তর ইতালিতে অ্যালারিকের আক্রমণের কারণে ইতালির বিভিন্ন জায়গায় যে বাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের একযোগে ইতালিতে ডেকে পাঠানো হলো পোলেনটিয়ায় যুদ্ধ করার জন্য।

কেউ কেউ পোলেনটিয়ার যুদ্ধের পরে আবার বৃটেনে ফিরে এসেছিল। রোমান সেনাদের কাছে তাদের নিজেদের সেনাপ্রধানকে সম্রাট ঘোষণা করতে পারার চেয়ে বড় কোনো বিনোদন আর ছিল না। ৪০৭ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৬০ সালে) বাহিনীটি স্থায়ীভাবে বৃটেন ছাড়ল। সাড়ে তিনশ বছর ধরে রোমান সভ্যতার আলোয় আলোকিত বৃটেনে জার্মান হামলাকারীদের বদৌলতে আবার পাগান ধর্ম আর অরাজকতা স্থান করে নিলো।

বৃটেনের যতটা ক্ষতি হলো, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হলো রোমান সাম্রাজ্যের। এটা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের জন্য ডেসিয়ার মতোই একটি দূরবর্তী প্রদেশ।

BanglaBook.org

সাম্রাজ্যের পতনের মুখে এর অবস্থা ডেসিয়ার চেয়েও খারাপ হয়ে গেল। সাম্রাজ্য থেকে সমুদ্রের মাধ্যমে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন বৃটেন চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সে সময়ে হয়তো পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক থেকে জার্মানদের ক্রমশ ধেয়ে আসাকে নতুন কোনো উৎপাত হিসেবে কেউ আখ্যা দেয়নি। তখন অন্তত দুই শতাব্দী ধরে গাউলের উপরে ধারাবাহিক হামলার কারণে জার্মান সেনাদের অনুপ্রবেশ মানুষের গা সহা হয়ে গিয়েছিল। তবে এটা সত্যি যে এই অতর্কিত প্রবেশ রোমান সাম্রাজ্যকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলছিল। রোমানদের জন্য জার্মানদের উৎখাত করাটা সবসময়ই খুব কঠিন এবং ব্যয়বহুল ছিল। যদিও তারা অনেকবারই তা করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন তখন থেকে মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে জুলিয়ানের তত্ত্বাবধানে মোটামুটি সম্মানের সাথে রোমানরা সেটি করতে পেরেছিল।

তবে ৪০৬ সালের শেষ দিনে যে আক্রমণটি সংঘটিত হলো সেটি ছিল কিছুটা অন্যরকম। কারণ এই আক্রমণ হয়ে দাঁড়ালো স্থায়ী। এক জার্মান বাহিনী এর আগে আরেক জার্মান বাহিনীকে উৎখাত করেছিল কিন্তু সেবারে আর কেউ তাদের পেছনে লাগেনি। তারা সেখানে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল।

স্টিলিচো ক্ষমতায় থাকলে এমনটা হতো না, এরকম ভাবা হয় অনেক সময়। তিনি প্রথমে ভিসিগোথ এবং পরে উত্তর ইতালিতে সিউভিদের পরাজিত করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই জার্মান এবং স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু তিনি সে সুযোগ পাননি। তার শত্রুরা নিজের জায়গায়ই তাকে পরাজিত করেছে।

হনোরিয়াসকে সবাই বলেছিল যে যুদ্ধপাগল মন্ত্রী তার নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর জন্য প্রস্তুত করছেন। নির্বোধ হনোরিয়াস তাই বিশ্বাস করেছিলেন এবং তার সেনাপ্রধানের হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। আইনের মাধ্যমে এমন করে তাকে বন্দী করে হত্যা করা হয়েছিল যাকে কেবল খুনই বলা যায়। ৪০৮ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে স্টিলিচোর শিরোচ্ছেদ করা হয়। এটি ছিল একটি ভয়াবহ ভ্রান্তি, যার জন্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের ভাগ্য চিরকালের জন্য বদলে যায়।

স্টিলিচোর সেনাবাহিনীর মধ্যে গোথ প্রজাতির সেনারা তখনও অনুগত ছিল। তাই তখন নতুন আবির্ভূত হওয়া নব্যতন্ত্র বিরোধী মন্ত্রীদের অধীনে তারা ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তখন গোথ সেনারা একে একে ইতালির বাইরে হামলার পাঁয়তারা করা অ্যালারিক বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল।

এরপর আরেকবার অ্যালারিক বাহিনী নিয়ে ইতালির ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং এবারে তাকে ঠেকানোর মতো সেখানে না ছিল কোনো স্টিলিচো এবং না ছিল কোনো সেনাবাহিনী। তিনি কোনোরকম বাধা ছাড়াই সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। রোমান সরকারের স্টিলিচোর মতো মানুষকে হত্যা করা যে আত্মহত্যার সামিল, সেটি প্রমাণ করতে তিনি রোমের তোরণে পৌঁছে গেলেন। ছয়শ বছরের মধ্যে প্রথম রোমান সাম্রাজ্য দেখল যে কোনো বিদেশী বাহিনী সাম্রাজ্যের দেয়াল টপকেছে। হ্যানিবাল এবং কার্থেজের সময়ের পরে আর এমনটা ঘটেনি।

অ্যালারিকের অবশ্য রোমকে ধ্বংস করার কোনো ইচ্ছে ছিল না। পশ্চিম সাম্রাজ্যের অবস্থা যে এতটাই পড়ে গিয়েছিল, এটা তারা আন্দাজ করতে পারেনি। সাম্রাজ্যটি এতই লম্বা সময় ধরে টিকেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কোনোদিনই ধ্বংস হবে না। সাম্রাজ্যটি যেন অমর। অ্যালারিক বলতে গেলে চাচ্ছিলেন সেই অমর সাম্রাজ্যের একটি অংশ হতে। তার ইচ্ছে ছিল, হয় কোনো প্রদেশের গভর্নর হবেন, নয়তো কোনো সেনাবাহিনীর প্রধান অথবা সাম্রাজ্যে ইচ্ছেমতো জমি এবং সম্পদের মালিক হওয়াও ছিল তার আরেকটি উদ্দেশ্য।

অ্যালারিক দ্বিতীয়বারের মতো রোমে আক্রমণ করে সরকারকে চাপের মুখে রেখে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যখন তাকে কোণঠাসা করে দেয়া হলো তখন তিনি বাধ্য হয়ে তৃতীয়বারের মতো রোমে আক্রমণ চালালেন। ৪১০ সালে করা এই তৃতীয় হামলাটিকে তিনি উত্তেজনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। অগাস্ট মাসে রোম তার কাছে আত্মসমর্পণ করল। এই ঘটনা ঘটেছিল স্টিলিচোর মৃত্যুদণ্ডের ঠিক দুই বছর পরে। তার আগে খ্রিস্টপূর্ব ৩৯০ সালে (ঠিক আট শতাব্দী আগে) এক অসভ্য জাতি রোমে আক্রমণ করে সাম্রাজ্য অকার্যকর করেছিল। তারপর থেকে এমন ঘটনা আর ঘটেনি যে বর্বর সেনারা স্কিপিও, সিজার এবং মার্কাস অরেলিয়াসের শহর রোমকে দখল করে নিলো।

অ্যালারিক সেবার রোম দখল করে রাখলেন কেবল ছয় দিনের জন্য। তারপর দক্ষিণ দিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। তার আক্রমণে রোমের উপরে যে অর্থের বোঝা পড়েছিল তা খুব সামান্য এবং রোম শহরে যে পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল সেটাও খুব বেশি নয়; কিন্তু রোমের মান সম্মানের উপরে যে আঘাত লেগেছিল সেটা সাংঘাতিক। রোম সাম্রাজ্য বলতে মানুষের চোখের সামনে যে ত্রাসের সৃষ্টি হতো, সেটি এক নিমেষে বিলীন হয়ে গেল।

অ্যালারিক তার দক্ষিণের অভিযানের ভেতরে ভূমধ্যসাগরে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকা দখল করা। এছাড়া সাম্রাজ্যের বাইরে দিয়ে সিউভি, অ্যালানি এবং ভ্যান্ডাল, এসব প্রদেশের দিকেও তার নজর ছিল। কিন্তু রোমানদের চেয়েও বড় আরেক শত্রু তাকে সেসব করতে বাধা দিয়েছিল। তার জাহাজ পড়ল ভয়ংকর ঝড়ের কবলে এবং ডুবে গেল। তিনি কোনোরকমে রক্ষা পেলেও দক্ষিণ ইতালিতে প্রবল জ্বরের কবলে মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারী হিসেবে এলেন তার বোনের স্বামী অ্যাটাউল্ফ।

BanglaBook.org

১০. জার্মান রাজ্য

ভিসিগোথ থিওডোরিক

অ্যালারিকের মতো অ্যাটাউল্ফেরও ইচ্ছে ছিল রোমান কোনো উঁচু পর্যায়ে পদ প্রাপ্তি। তার সাথে তিনি রোমান সাম্রাজ্যকে একটি গোথিক সাম্রাজ্যেও পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ গাউলে অভিযান চালিয়ে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি হনোরিয়াসের সৎ বোন প্ল্যাসিডিয়াকে বিয়ে করেন। এই বিবাহ বন্ধন তাকে অভিজাত রাজকীয় পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করে এবং গাউলে রাজকীয়ভাবে থাকার সুযোগ করে দেয়।

এর মধ্যে সাম্রাজ্যের বিচারালয় স্টিলিচোর জায়গায় বসানোর জন্য উপযুক্ত একজনকে খুঁজে পেল। তিনি ছিলেন একজন রোমান, যার নাম ছিল কন্সট্যানসিয়াস। পশ্চিমে যে কয়েকজন সভ্য শাসক ছিলেন যারা সাধ্যমতো সাম্রাজ্যের ভালোর জন্য কাজ করতেন তাদের মধ্যে তিনি একজন।

কন্সট্যানশিয়াস মনে করতেন জার্মান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার সবচেয়ে সহজ এবং সস্তা উপায় হলো একটি দলকে আরেকটি দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া। তিনি অ্যাটাউল্ফকে সে বিষয়ে উস্কাতে লাগলেন। সম্রাটের বোনের স্বামী হিসেবে স্পেনে ভিসিগোথদের জার্মানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার দায়িত্ব তার নেয়া উচিত। একরকম নির্দেশনা পাওয়ার মতোই এবং পরবর্তীকালে আরও লুটপাট করার উদ্দেশ্যে অ্যাটাউল্ফ তার গোথিক বাহিনী নিয়ে স্পেইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি হত্যার শিকার হলেন কিন্তু তার উত্তরাধিকারী ওয়ালিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তারা অ্যালানি জাতিকে প্রায় হারিয়েই

BanglaBook.org

দিয়েছিল। সিউভি জাতি স্পেইনের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশ করল সে সময়। একই সাথে ভ্যান্ডাল জাতির একটি দলও স্পেনের দক্ষিণ দিকের সমুদ্র দিয়ে ঢুকে পড়তে লাগল।

ভিসিগোথ তাদের যা করার করত এবং স্পেন থেকে সব সমস্যা দূর করত। কিন্তু এক শত্রুকে আরেক শত্রুর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়াটা এবং সেভাবে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের বিষয়টা ততটা সোজা ছিল না। ভিসিগোথদের জিততে দেয়ার ইচ্ছেও ছিল না রোমানদের আবার তাদের কাজ শেষ না করে স্পেন থেকে চলে যেতেও বলতে পারছিল না।

৪১৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালিয়া মারা গেলেন। তারপর এলো তার উত্তরাধিকারীর পালা। সে সময়ে ভিসিগোথরা স্পেন থেকে আরও বাড়তে বাড়তে গাউলে এসে পড়ল।

যাই হোক, জার্মানদের বিরুদ্ধে এভাবে জার্মানদের লেলিয়ে দেয়ার ফল রোমানদের জন্য ভালো হলো না। থিওডোরিকের অধীনে ভিসিগোথরা তখন গাউলের দক্ষিণপশ্চিম দিকে আস্তানা গেঁড়েছে। ৪১৮ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১১৭১ সালে) তারা যে শহরটি স্থাপন করে তার নাম হয়েছিল টাউলুজ রাজ্য। রাজধানীর পরে যেখানে তারা তাদের ক্ষমতার প্রদর্শন করবে বলে ভেবেছিল। টাউলুজ হলো পাইরেনিজ শহর থেকে দক্ষিণে ষাট মাইল দূরে। পরবর্তী একশ বছর ধরে সেটি ভিসিগোথদের রাজার বাসস্থান ছিল।

টাউলুজই জার্মানদের বংশ পরম্পরায় রাজত্ব করার প্রথম রাজ্য। এর আগে জার্মানরা যেসব রাজত্বের পত্তন করেছিল সেসব জায়গায় যেমন ওপর থেকে ছড়ি ঘোরানোর রোমান শাসক ছিল, টাউলুজে তেমন ছিল না। এটা ছিল স্বাধীন জার্মান শক্তি। আর এই রাজ্য স্থায়ীভাবে জার্মান ক্ষমতার অধীনে, অর্থাৎ ভিসিগোথদের ক্ষমতার অধীনে ছিল তার পরের তিনশ বছরব্যাপী।

আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এই রাজ্যটি রোমানদের সাথে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। যাই হোক ভিসিগোথরা দক্ষিণপশ্চিম দিকের জমিগুলোর মালিক হয়ে গেল। পরের শতাব্দীগুলোতে ধীরে ধীরে ইউরোপের পশ্চিম দিকেও তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। জমাজমির মালিক জার্মান এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা কালক্রমে রোমান কৃষক এবং ভূমিহীন দরিদ্র শ্রেণির উপরে প্রভুত্ব করতে লাগল।

ভিসিগোথদের উত্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। ৩৭৬ খ্রিস্টাব্দে তারা রোমান সাম্রাজ্যে ঢুকেছিল কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের নামে। দানিয়ুবের নিচের দিক থেকে নদী পেরিয়ে তারা সেখানে প্রবেশ করেছিল এবং হানসদের চেয়েও এগিয়ে গিয়েছিল যারা কিনা অতীতে তাদের দাস বানিয়ে রেখেছিল। তখন ঠিক চল্লিশ বছর

BanglaBook.org

পরে দেখা গেল যে তারা রোমান সাম্রাজ্যের ভেতরে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করেছে এবং সম্রাটের মদদে বেশ বড়সড় ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে।

ভ্যান্ডাল জাতির নেতা গাইজারিক

স্পেনের ভ্যান্ডালেরা ভিসিগোথদের আগ্রাসনের কারণে কোণঠাসা হয়েছিল। দক্ষিণ দিকে প্রদেশগুলোতে নানান বাধা বিপত্তির মধ্যেও কোনোরকমে নিজেদের জন্য একটু জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার পরিস্থিতি ছিল তাদের অনুকূলে এবং নিজেদের জন্য তারা বেশ ভালো অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সুবাদে তারা পরবর্তী একশ বছরব্যাপী ক্ষমতার চর্চা করতে পেরেছিল।

স্থানটি ছিল রোমান সাম্রাজ্যে আফ্রিকার অংশ। আফ্রিকার উত্তর দিকের সমুদ্রতীর থেকে শুরু করে মিশরের পশ্চিমভাগ এবং কার্থেজের মতো বড় শহর সেখানকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আফ্রিকা আগে থেকেই খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাদের অবদানের ব্যাপারে সমৃদ্ধ ছিল। বলতে গেলে পিউরিটান নরতন্ত্রের কেন্দ্রই ছিল আফ্রিকা। এছাড়া ছিল মন্টানিস্টস আর ডোনেটিস্টদের জন্মস্থান। প্রথমদিকের খ্রিস্টান লেখক টেরুলিয়ান আর সিপ্রিয়ানের মতো মানুষরাও জন্মেছিলেন সেখানে। তখন ইতিহাসে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মুখে আফ্রিকা ছিল চার্চের ল্যাটিন ফাদার অগাস্টাইনের (অরুলিয়াস অগাস্টিনাস) আবির্ভাবের স্থান।

অগাস্টাইন ৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে, কার্থেজের ১৫০ মাইল পশ্চিমে একটি ছোট্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন পাগান এবং তার মা ছিলেন একজন খ্রিস্টান। তিনি নিজে একসময় নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে ততটা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন না। তারপর তারুণ্যে পৌঁছে তিনি এক নতুন ধর্মের প্রতি ঝুঁকে যান, যার নাম ম্যানিকেইজম।

ম্যানিকেইজম ধর্মের নাম হয়েছিল তার উদ্ভাবনকারী ম্যানির নামে। ২১৫ সালে পারস্যে ম্যানি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি নতুন ধর্মীয় ধারা সৃষ্টি করেন যাতে প্রাচীন মিথ্রাইজম খুব জোরালোভাবে এসেছিল এবং একইসাথে এসেছিল কিছু পারস্যের ধ্যানধারণা। সেই ধর্মে আলো এবং অন্ধকারের প্রভাব ছিল সমান অর্থাৎ একই সাথে ভালো এবং মন্দ শক্তির সমান অস্তিত্ব ধরে নেয়া হতো। (ইহুদিরাও পারস্যের শাসনামলে এই ধরনের দ্বৈত শক্তির প্রভাব মেনে নিয়েছিল। সেই সময় থেকেই সমস্ত মন্দ কাজের বাহক হিসেবে স্যাটানকে বলা হতো " অন্ধকারের দেবতা"। স্যাটান যেন ঠিক বিধাতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মানুষের কাছে।

যদিও না ইহুদিরা, না খ্রিস্টানরা, কেউই কখনও স্যাটানকে বিধাতার সমান ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেনি।)

পারস্যে সবসময় এই দ্বৈত ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকলেও ম্যানি ইহুদি ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম থেকে যা পেয়েছিলেন তার মাধ্যমে নিজের সৃষ্টি করা ধর্মে খুব শক্তভাবে বিষয়টিকে বর্ণনা করলেন। যদিও পারস্যের ধর্ম এই ধর্মের মধ্যে অনেকটা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম রোমে প্রধান ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার আগে ম্যানির ধর্ম বেশ প্রচার পেয়েছিল। ডিওক্লেশিয়ানের চোখে ম্যানির ধর্ম ছিল খুবই সন্দেহজনক একটি সংস্কৃতি। তিনি মনে করতেন রোম দখল করার জন্য এটি পারস্যের একটি চাল। ২৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাই এই ধর্মকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রচারাভিযান চালান। এই ঘটনাটি ঘটেছিল তার খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর একই ধরনের ঘটনার ছয় বছর আগে। বলা বাহুল্য, কোনো প্রচারাভিযানই কোনো কাজে আসেনি।

আইনের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠা বলতে গেলে একদিক দিয়ে ম্যানির ধর্মের প্রচারের জন্য সুবিধাই বয়ে এনেছিল। খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর সম্রাট তার হাত বাড়িয়ে দিলেন খ্রিস্টান ধর্মের একটি বিশেষ দলের প্রতি। সেটি ছিল নব্যতন্ত্র। পরে ক্যাথলিকরা সম্রাটের আনুকূল্য পেয়েছিল। যখন যে দলের প্রতি সম্রাটের বিরাগ ছিল তারাই অনিরাপদ বোধ করত এবং সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইত। তাই তখন দুই দলের খ্রিস্টান থেকেই প্রচুর মানুষ ম্যানির ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

শেষ পর্যন্ত ভালো আর মন্দ শক্তির মধ্যে যেন এক তুমুল লড়াই লেগে গেল। যারাই সেই ধর্ম গ্রহণ করেছিল, মনে করত আলো এবং অন্ধকার জগতের মধ্যে যুদ্ধে তাদের জিততে হবে, কারণ পৃথিবীতে ইতিবাচক শক্তি কেবল তারাই। যারা তাদের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতি বিরক্ত আর সন্দেহের চোখে তাকাত, তাদের কাছে ম্যানির ধর্ম এক ধরনের মুক্তি মনে হলো।

ম্যানির ধর্ম এভাবে শীর্ষে পৌঁছল অগাস্টাইনের সময়ে। তিনি নিজে ছিলেন নিও প্লেটোনিজমের ভক্ত। তিনি প্লোটোনিয়াসের রচনা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন।

ম্যানির ধর্ম এবং নিও প্লেটোনিজম বলতে গেলে অগাস্টাইনের উত্থানের জন্য দুটো বিশেষ ধাপ। তবে সত্য এবং আদর্শের জন্য তার ক্রমাগত অনুসন্ধান এবং তার মায়ের অনুপ্রেরণা এক পর্যায়ে তাকে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি উৎসাহী করে তুলল। ৩৮৪ সালে তিনি মিলানে চলে গেলেন। (মিলান ছিল সে সময়ে পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যের ধর্মীয় কেন্দ্র।) বিশপ অ্যাম্ব্রোস তাকে ধর্মান্তরিত করেন। ৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যাপ্টিটাইজড হন।

তিনি আফ্রিকায় ফিরে আসেন। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিপো রেজিয়াসের বিশপের পদে অধিষ্ঠিত হন। স্থানটি ছিল তার জন্মস্থানের উত্তরে একটি ছোট সমুদ্রবন্দর। (এখন একে ডাকা হয় বোন বলে। শহরটি এখন আলজেরিয়ার একটি

BanglaBook.org

শহর। অগাস্টাইন ২৪ বছরের জন্য সেখানে ছিলেন। অগাস্টাইনের জন্যই শহরটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

অগাস্টাইনের পাঠানো চিঠি সাম্রাজ্যের আনাচেকানাচে পাঠানো হয়েছিল। নানারকমের আফ্রিকান ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি চিঠি লিখে সকলকে জানিয়েছিলেন যে, প্রতিটি মানুষ এক জন্মগত পাপ নিয়ে জন্মায়। অ্যাডাম আর ইভ যখন সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করে ইডেন গার্ডেন থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই সময় থেকেই মানুষ তার কাঁধে সেই পাপের বোঝা টেনে বেড়াচ্ছে। তাই মানুষ এর থেকে বাঁচতে চাইলে নিজেকে ব্যাপ্টিটাইজ করতে পারে। তিনি সকলকে বোঝাচ্ছিলেন যে ব্যাপ্টিটাইজ হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করা মানে নিজের অসীম জীবনের জন্য ভয়াবহ কুফল বয়ে আনা। তিনি পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। তিনি মনে করতেন যে মানুষের ভাগ্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা আছে। বিধাতা নিজেই সব পরিকল্পনা করে রেখেছেন। পৃথিবীতে এমন কিছুই ঘটে না যা বিধাতার পরিকল্পনার বাইরে।

বিশপ থাকা অবস্থায় শুরুর দিকে অগাস্টাইন লিখিত বইয়ে নিজের দোষের কথা লিখে তা থেকে ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নিজের প্রাথমিক পর্যায়ের ভুলভ্রান্তি তিনি সেখানে গোপন করার কোনো চেষ্টা করেননি। বইটি সবসময়ের জন্যই ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

রোমে অ্যালারিকের হামলার পরে অগাস্টাইন মনে করেছিলেন যে বিধাতার প্রিয় রাজ্যে যেন অসুরের হামলা হয়েছে। এটাকে তিনি খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে পাগানের হামলা হিসেবেই দেখতেন। পাগান ধর্মাবলম্বীরা মনে করত যে রোম যে এত কাল ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মকে অবলম্বন হিসেবে নিয়ে আছে সেই কারণেই রোমের এই উত্থান। এখন যেহেতু রোমে খ্রিস্টান ধর্মের আগ্রাসন লক্ষ করা যাচ্ছে তাই প্রাচীন ধর্মের দেবদেবীরা রোমের মানুষের প্রতি রুষ্ট এবং সাম্রাজ্যটি ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। তারা আরও মনে করত যে খ্রিস্টান ধর্মের বিধাতা যদি মানুষকে রক্ষা করতে পারেই তবে সাম্রাজ্যের এই অবস্থা কেন? কেন তিনি অ্যালারিকের হামলার হাত থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করছেন না?

অগাস্টাইন তার বইয়ে তার জানা সমস্ত ইতিহাস আওড়েছেন। কী করে রোমান সাম্রাজ্য এবং রোম শহর কখন গড়া হয়েছে, কখন কার আবির্ভাবে ভেঙে পড়েছে, সব ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এই উত্থান এবং পতন যেন এই রাজ্যের ভাগ্যেই লেখা ছিল। কিন্তু অ্যালারিক যখন রোমে আক্রমণ করে তখন রোমের ধর্মের উপরে তিনি কোনো আঘাত করেননি। বরং রোমের ধর্মকে বেশ সম্মানের সাথে নাড়াচাড়া করেছেন। আর কখনোই বা রোমের কোনো ধর্মীয় বিধাতা কোনো শহরকে অসভ্য জাতির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছেন? সুতরাং যেদিক দিয়েই ভাবা হোক না কেন, রোম হলো বিধাতার একটি প্রিয় স্থান যা হাজার আক্রমণের পরেও মাথা উঁচু করে টিকেছিল এবং থাকবে। রোমের ভাগ্যে যেন তেমনই লেখা।

BanglaBook.org

অগাস্টাইনের একজন শিষ্যের নাম ছিল পলাস অরোসিয়াস। তিনি জন্মেছিলেন স্পেনের তারাগোনায়। অগাস্টাইনের নির্দেশে তিনি পৃথিবীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বইটির নাম ছিল, "পাগানদের বিরুদ্ধে যে ইতিহাস"। এই বইটি তিনি অগাস্টাইনকেই উৎসর্গ করেন। তিনিও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে রোমান সামাজ্য পড়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো তার একের পর এক ভুল। খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার এবং প্রসার রোমকে ধ্বংস করেনি, বরং রোমে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

অগাস্টাইনের বিখ্যাত বইটি রচনা শেষ হয়েছিল ৪২৬ খ্রিস্টাব্দে। তারপর তার জীবনের বাকি বছরগুলোতে তিনি আগের চেয়ে ভালো সময় দেখে যেতে পেরেছিলেন।

রাভিনা শহরে ৪২৩ খ্রিস্টাব্দে হনোরিয়াসের মৃত্যু হয়। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস প্রক্রিয়ার ২৮ বছর তিনি দেখে যান। রোমে যে হামলা হয়েছে এবং রোম ভাগ করে আক্রমণকারীরা নিজেদের জন্য নিয়ে নিচ্ছে, এসব বিষয়ের প্রতি তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। তিনি কেবল এর ক্ষমতায় নামমাত্র অবস্থান করছিলেন।

তার সেনাপ্রধান কন্সট্যান্টিয়াস বিয়ে করেছিলেন তারই সৎ বোন গালা প্ল্যাসিডিয়াকে। গালা ছিলেন ভিসিগোথ অ্যাটাউল্ফের বিধবা স্ত্রী। তিনি কয়েক মাসের জন্য কন্সট্যান্টিয়াস ৩ হিসেবে পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন। পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য ছিল যে সেখানকার শাসকদের মধ্যে শক্তিশালীরাই মারা পড়েছে আর দুর্বলেরা অনেকদিন ধরে বেঁচে ছিলেন। কন্সট্যান্টিয়াস ৩ মাত্র সাত মাস শাসন করার পরে ৪২১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এর দুই বছর পরে হনোরিয়াসও মারা যান। কন্সট্যান্টিয়াস ৩ আর গালা প্ল্যাসিডিয়ার পুত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

তিনি ছিলেন কেবল ছয় বছর বয়সী এক বালক এবং ভ্যালেন্টিনিয়ান ৩ এর মতো শাসনকাজ চালাতে থাকেন। তিনি ছিলেন থিওডোসিয়াসের পৌত্র এবং মায়ের দিক থেকে ভ্যালেন্টিনিয়ান ১ এর প্রপৌত্র।

ভ্যালেন্টিনিয়ান ৩ আসলে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করতেন। তিনি সবসময় বিচারালয়ের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সবচেয়ে বেশি দেখাশোনা করতেন তার মা প্ল্যাসিডিয়া। তাকে যারা দেখাশোনা করতে এসেছেন তাদের নিজেদের মধ্যেই বিতর্ক বেধে যেত। আর সেই বিরোধের মধ্যে প্রধান ভূমিকা থাকত তার মা, প্ল্যাসিডিয়ার।

ভাইং জাতির পক্ষে ছিল দুই সেনাপ্রধান, ফ্লেভিয়াস এইটিয়াস এবং বনিফিসিয়াস। তাদের দুজনের মধ্যে এইটিয়াস সম্ভবত ছিল অসভ্য কোনো উপজাতির বংশধর। যে কোনোভাবে তিনি জীবনের কিছু সময় পার করেছিলেন অ্যারারিকের সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায়। আর বাকি সময় তিনি বন্দী ছিলেন হানসদের হাতে। তাই দুই ধরনের অসভ্য জাতি সম্বন্ধেই তার ধারণা ছিল পরিষ্কার। ৪২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক অসভ্য জাতিরই এক সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে ইতালিতে পৌঁছেন এবং তার পরের এক প্রজন্মেও তিনি সেই অবস্থান টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হন। (বলতে গেলে সে সময় সমস্ত সেনাবাহিনীই ছিল অসভ্য জাতির সদস্য দিয়ে গঠিত।)

BanglaBook.org

বনিফেসিয়াস একজন সফল সেনাপ্রধান হলেও এইটিয়াসের সামনে তেমন বলার মতো কিছু ছিলেন না। বনিফেসিয়াসকে আফ্রিকার গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এই পদোন্নতির ফলে তিনি র‍্যাভিনায় নিজের পদ হারালেন এবং সেখানে এইটিয়াস ক্ষমতায় বসে গেল। তখন তার রানী মায়ের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো।

আফ্রিকায় গিয়ে বনিফেসিয়াস তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং এই চিন্তা থেকে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। রাগের মাথায় তার এমন হলো যে তিনি যে কোনো একটি অস্ত্র উঁচিয়ে ইতালিতে গিয়ে তার শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারেন। তখন সে অবস্থায় অসভ্য জাতের একটি সেনাবাহিনীকে নিজের সাহায্যে ডেকে তিনি একটি ভয়াবহ ভুল করে ফেললেন।

হাতের কাছে ছিল দক্ষিণ স্পেনের ভ্যান্ডাল জাতি। তাদের অবস্থান তখন বেশ শক্ত এবং সুদৃঢ়। তাই বনিফেসিয়াস মনে করেছিলেন তাদের সাহায্যে ডাকলে তারা তো সাহায্য করবেই এবং পরে তারা তার দলে যোগ দিলে তিনি তাদের নেতা বনে যাবেন। কিন্তু বনিফেসিয়াস যেটি কল্পনা করতে পারেননি তা হলো, তলে তলে তাদেরও একজন নেতা গজিয়ে যেতে পারে। ভ্যান্ডালরা ততদিনে একজন নতুন নেতা পেয়ে গিয়েছিল যার নাম ছিল গাইজারিক। তার বয়স ছিল তখন চল্লিশের কাছাকাছি।

৪২৮ খ্রিস্টাব্দে গাইজারিক, বনিফেসিয়াসের আহ্বানে সাড়া দেন। তিনি ৮০,০০০ ভ্যান্ডাল সেনাকে যুদ্ধ জাহাজের বহর দিয়ে সাহায্য করেন যার মাধ্যমে তারা সমুদ্রপথে আফ্রিকায় যায়। তবে সে যাই হোক, নিজেই যেখানে দখল করে নিতে পারে সেখানে ভ্যান্ডালদের জন্য কেবল অর্থের জোগানদাতা হিসেবে কাজ করার ইচ্ছে হয়তো গাইজারিকের ছিল না।

পরিস্থিতিই আসলে তাকে দিয়ে এসব করাচ্ছিল। মৌরিতানিয়া আর নামিবিয়ার পাহাড়ী আর জংলা জায়গার মানুষ কখনও সমুদ্রপথে জাহাজের বহরের সাথে ভেসে আসা রোমান আইনকানুনকে মেনে নিত না। এছাড়াও সেখানে ছিল ডোনেটিস্ট এবং অন্যান্য খ্রিস্টান ধারা যেগুলোর প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন হিপোর বিশপ অগাস্টাইন। তিনি সবসময়ই যে কোনো নব্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন রকমের যুক্তি নিয়ে তৈরিই থাকতেন।

অনেক পরে বনিফেসিয়াস নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং বিচারালয়ের কাছে ক্ষমা চান (এইটিয়াস তখন গাউলের বাইরে অবস্থান করছিলেন)। তবে যাই হোক, ততদিনে গাইজারিক আফ্রিকার বেশিরভাগ স্থান নিজের অধীনে নিয়ে নিয়েছেন। রোমান সাম্রাজ্যের হাতে বাকি ছিল কেবল কার্থেজ, হিপো আর সিট্রা (হিপোর দক্ষিণে একশ মাইল দূরে)।

এরপর গাইজারিক ধীরে ধীরে হিপোয় আক্রমণ চালালেন। সমুদ্রপথে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আনতে হলো বলে যুদ্ধটি সংগঠিত করতে করতে প্রায় দুই বছর লেগে গেল। সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশও একবার যুদ্ধের জিনিসপত্র টেনে

BanglaBook.org

নেয়ার জন্য কিছু যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে পশ্চিমকে সাহায্য করল। তবে তার পরেও কোনো লাভ হলো না। গাইজারিক পরপর দুবার বনিফেসিয়াসের সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিলো। ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে তারা হিপো দখল করে নিলো। অগাস্টাইন অবশ্য এই দুর্ভাগ্য সচক্ষে দেখার জন্য জীবিত ছিলেন না। হিপোতে আক্রমণের শুরুর সময়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বনিফেসিয়াস ইতালিতে ফিরে আসেন এবং তার দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী এইটিয়াসের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। বনিফেসিয়াস যুদ্ধে জয়লাভ করেন কিন্তু এইটিয়াসের আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরপরই তার মৃত্যু হয়।

৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে গাইজারিক র‍্যাভিনার বিচারালয়ের সাথে একটি চুক্তিতে আসেন এবং যার মাধ্যমে ভ্যান্ডালদের রাজত্বের আইনত অনুমতি মেলে। নিজের অবস্থানটাও হয় সুদৃঢ়। রোমানরা এই ধরনের চুক্তির কারণে একটু ভড়কে যায় কারণ মিশর প্রথম থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এবং আফ্রিকাই ছিল রোমের খাদ্যশস্য আহরণের একমাত্র স্থান। তাদের চোখে গাইজারিক ওই স্থান দখল করতে পারেন একমাত্র যদি রোমানদের খাদ্য সরবরাহ যথাযথভাবে চলার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে।

চুক্তির সময়ে গাইজারিক কার্থেজকে (যে স্থানটি তিনি তখনও দখল করেননি) আজীবন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকতে দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। গাইজারিক অবশ্য যতদিন নিজের স্বার্থে কোনো আঘাত লাগেনি ততদিনই তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে (১১৯২ রোমান সাল) তিনি তার বাহিনী নিয়ে কার্থেজের দিকে অভিযানে নেমে পড়েন। তিনি নিজের নকশা করা নতুন সমুদ্রপথের কেন্দ্র হিসেবে কার্থেজ দখল করে নেন। এই বিজয় তাকে তার পরবর্তী বিশ বছরের জন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ত্রাস হিসেবে টিকিয়ে রাখে।

হানদের নেতা আটিলা

ভ্যান্ডালরা যখন পশ্চিম সাম্রাজ্যের দক্ষিণদিকটা দখল করে নিলো আর ভিসিগোথরা পশ্চিম দিকে বেশ জেঁকে বসল, তখন উত্তর দিক থেকেও বিভিন্ন অসভ্য জাতির আক্রমণের চাপ আসছিল।

হানস জাতি ঠিক সেই সময়ে হামলার নীল নকশা তৈরি করে ফেলল। এটা ছিল তাদের পশ্চিম দিকে চালানো অভিযানেরই অংশ। মাত্র একশ বছর আগে মধ্য এশিয়া পেরিয়ে উত্তরে সমতলভূমি বরাবর কৃষ্ণসাগরের তীর ঘেঁষে ভিসিগোথেরা রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিল। তাদের উপর্যুপরি হামলায় সাম্রাজ্যের পশ্চিমের অংশ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

গোথ আর ভ্যান্ডালরা যখন নিজেদের এলাকায় শক্ত কব্জা করে রেখেছিল, তখন হানসরা মোটামুটি চুপচাপ ছিল। তারা এবারে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা বরাবর লুটপাট আরম্ভ করল। কিন্তু সেরকম বলার মতো কোনো হামলার আয়োজন করতে পারল না।

বিশেষভাবে দেখলে সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অঞ্চলগুলো পশ্চিমের চেয়ে বেশ ভালো অবস্থায় ছিল। ৪০৮ খ্রিস্টাব্দে আর্কাডিয়াসের মৃত্যুর পরে তার সাত বছরের পুত্র অডোসিয়াস ২ (কোনো কোনো সময় তাকে ছোট থিওডোসিয়াস বলেও ডাকা হতো) সিংহাসনে বসেন। তিনি যখন তারুণ্যে পৌঁছান, নিজের বাবার চেয়েও বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এছাড়া তার স্বভাবের মধ্যে এক ধরনের মায়া মমতা ছিল যেটি তাকে জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তার চল্লিশ বছরের রাজত্বের সময়ে সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অঞ্চল ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরে এসে যেন আবার নতুন করে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি কন্সট্যান্টিনোপল শহরকে আয়তনে আরও বড় করে ফেলেন। শহরটিকে নতুন একটি শক্তিশালী অবস্থান দেন। নতুন স্কুল খোলেন সেখানে আর আইন নতুন করে ঢেলে সাজান, তার সম্মানে যে আইনের নাম হয় থিওডোসিয়ানের কোড।

পারস্যের সেনাবাহিনী (নিত্য নতুন শত্রুর আগমনে যাদের রোমানরা প্রায় ভুলতেই বসেছিল) সেই সময়ে দুটো যুদ্ধ করতে বাধ্য করল রোমানদের। দুই যুদ্ধেই তারা মোটামুটি সফল হলো। পশ্চিম দিকের সীমানা যখন টানাহেঁচড়ার মধ্যে ছিল, তখনও অবশ্য পূর্বদিক বেশ সুরক্ষিত ছিল।

যাই হোক, ৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যাটিলা ও ব্লেডা দুই ভাই হানসদের উপরে ছড়ি ঘোরাতে সক্ষম হন। অ্যাটিলা ছিলেন তাদের দুজনের মধ্যে নেতাগোছের। একসময় তিনি প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তিনি রোমের বিরুদ্ধে নিজের ভয়ংকর রূপটি প্রকাশ করলেন। তিনি থিওডোসিয়াসকে বাধ্য করলেন তাকে বছরে ৭০০ পাউন্ড সোনা দিতে এবং তার বদলে তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি বজায় রাখবেন, এই শর্ত দিলেন।

এরপর অ্যাটিলা শান্তি বজায় রেখেছিলেন অল্প কিছুদিনের জন্য। সেখানে পরিস্থিতি শান্ত রেখে তিনি সেই সময়টাকে কাজে লাগালেন অন্যদিকে। তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনীকে উত্তরদিকে অভিযানে পাঠিয়ে দিলেন। ইউরোপের মধ্যভাগের পূর্বদিকে যেখানে কিছু আদিম জাতির বসবাস ছিল সেখানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাহিনীকে পাঠালেন তিনি। সেখান থেকে তিনি বাহিনীকে পশ্চিমদিকে আরও অগ্রসর হয়ে জার্মানি পর্যন্ত পাঠালেন। সেখানকার অবস্থা এমনিতেই পরপর অনেক যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত ছিল। পশ্চিম দিকের সেই অংশে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে মানুষের সংখ্যাও ছিল কম।

পশ্চিম দিকে হানসদের আগ্রাসন জার্মান উপজাতিগুলোকে রাইন নদীর অপরদিকে ঠেলে দিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল বারগুন্ডিয়ান, কেউ আবার

BanglaBook.org

প্রাচীন স্যুভিয়ানের বংশধর যারা গাউলে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। তখন ৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে আর তার পরের কয়েক বছরে বারগুন্ডিয়ানদের আরও কিছু দল এসে গাউলে উপস্থিত হয়েছিল।

আরেকটি জার্মান উপজাতি হলো ফ্র্যাঙ্ক, যারা হানসদের চাপের মুখে গাউলে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। তখন তারা গাউলের উত্তরপূর্ব দিকটা দখল করে রেখেছিল। কিন্তু এইটিয়াসের কাছে পরাজিত হওয়াতে সেই দখলও নড়বড়ে হয়ে পড়ল।

তারপরও কিছু জার্মান উপজাতি, যেমন অ্যাঙ্গেলস, স্যাক্সনস এবং জুটস ফ্র্যাঙ্কদের দখল করার জায়গার উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিকে দখল করে ছিল যে জায়গাগুলো এখন ডেনমার্ক এবং পশ্চিম জার্মানি হিসেবে পরিচিত। ৪৪০ খ্রিস্টাব্দে তাদের তাড়িয়ে সমুদ্রের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। জার্মান উপজাতিরা বৃটেনে হামলা চালায় এবং পুরো বৃটেন দখল করে ফেলে। ৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে জুটসরা তাদের প্রথম স্থায়ী ঘাঁটি বানায় ইংল্যান্ডের দক্ষিণপূর্ব কোণে, যেখানে এখন কেন্ট শহর। তার পরের শতাব্দীজুড়ে "অ্যাংলো স্যাক্সনস" ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে এবং উত্তর দিকে দখল চালিয়ে যায় এবং সেলটিক বৃটনের মতো ভয়ংকর জাতিকে মোকাবেলা করে। সেলটিক জাতি মানে সেই ভয়ানক জাতি যাদের মধ্যে ছিল রাজা আর্থার এবং তার কঠোর যোদ্ধাদের মতো ত্রাস।

বৃটন জাতির কিছু কিছু যোদ্ধা দখল করতে করতে গাউলের উত্তরপশ্চিম কোণ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেখানে তারা নিজেদের যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তার নাম এখন বৃটানি।

৪৪৫ (রোমান ১১৯৮ সাল) খ্রিস্টাব্দে ব্লেডার মৃত্যুর পরে অ্যাটিলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অ্যাটিলা তখন ক্যাস্পিয়ান সমুদ্র থেকে রাইন নদী পর্যন্ত এবং উত্তরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে গেলেন।

কিন্তু তারপরও অ্যাটিলার মন ভরছিল না। তিনি পূর্বদিকের অংশে হামলা চালিয়ে বছরে এক টন সোনা আদায়ের কথা আদায় করে নিলেন।

৪৫০ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১২০৩) থিওডোসিয়াস ২ মৃত্যুবরণ করেন। উত্তরাধিকারী হিসেবে আসেন তার বোন ফুলসেরিয়া, থিওডোসিয়াসের নাতনি। তবে তিনি ক্ষমতায় বসেই বেসামাল পরিস্থিতি সামলাতে একটি পুরুষ নেতৃত্বের অভাব বোধ করেন। আর তাই সেনাপ্রধান মার্সিয়ানকে (মার্সিয়ানাস) বিয়ে করেন। মার্সিয়ান ছিলেন থ্রেসিয়ান বংশোদ্ভূত।

তখন নিয়মকানুনের পরিবর্তন চট করেই চোখে পড়ল। অ্যাটিলা যখন তার ভাগের বার্ষিক সোনা পাওয়ার জন্য দাবি জানালেন তখন মার্সিয়ান তা এক কথায় নাকচ করে দিলেন এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি আছেন এটা জানিয়ে দিলেন।

BanglaBook.org

অ্যাটিলা তার আহ্বানে সাড়া দিলেন না। ভাবলেন, খামাখা মার্সিয়ানের সাথে যুদ্ধে গিয়ে কী লাভ, যেখানে কিনা পশ্চিম দিকে দুর্বল শাসক, নিজেদের মধ্যে বিরোধিতায় লিপ্ত বিভিন্ন উপজাতি রয়েছে?

মার্সিয়ানের সোনা দেয়ায় অস্বীকৃতি জানানোর প্রায় সাথেসাথেই অ্যাটিলা রাইন নদী পার হয়ে গাউলে আক্রমণ চালালেন।

তখন অন্ততপক্ষে এক প্রজন্ম ধরে গাউল যেন এইটিয়াস, যার মাধ্যমে সম্রাটকে বোঝায় এবং জার্মানদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ এবং মোকাবেলার স্থান হয়ে উঠেছিল। এইটিয়াস বিস্ময়করভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভিসিগোথদের দক্ষিণপশ্চিম দিকে, বারগুন্ডিয়ানদের দক্ষিণপূর্ব দিকে, ফ্র্যাঙ্কদের উত্তরপূর্ব দিকে এবং বৃটনদের উত্তরপশ্চিম দিকে আটকে রাখেন এবং সাম্রাজ্যকে রাখেন সুরক্ষিত। গাউলের মধ্যবর্তী বিশাল অংশ রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে থেকে যায়। অবশ্য এইটিয়াসই রোমানদের শেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজয়ের নেতা যা সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের অংশের জন্য চূড়ান্ত সাফলতা বয়ে এনেছিল। তাই সম্মানের সাথে তাকে "শেষ রোমানদের একজন" হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

কিন্তু তখন এমন হলো, যে জার্মানরা বরাবর হানসদের হাত থেকে পালাতে পারলে বাঁচে, সেই হানসরাই পালানোর পথ খুঁজছিল। ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে অ্যাটিলা এবং হানসের দল যখন রাইন নদী পেরিয়ে এলা তখন এইটিয়াস, ভিসিগোথ থিওডোরিক ১ এর সাথে এক শর্তে একমত হয়ে গেল। তাই গাউলের জার্মানরা বিপদের গন্ধ পেল এবং বারগুন্ডিয়ানরাও এইটিয়াসের সাথে যোগ দিলো।

দুই সেনাদল, জার্মান উপজাতি যারা অ্যাটিলার সাথে যুক্ত হয়েছিল, যাদের আগে হানসরা দখল করে নিয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রধান দল হলো অস্ট্রগোথ। আর এইটিয়াস তার শক্তিশালী ভিসিগোথের ক্ষমতা নিয়ে গাউলের উত্তরে ক্যাটালাউনি নামে একটি জায়গায় তাদের মুখোমুখি হলো। স্থানটি ছিল সেলটিক উপজাতিদের দখলে। সেই পুরো অঞ্চলটিকে বলা হতো ক্যাটালাউনিয়ান সমভূমি। সেখানকার বড় শহর বলতে যা ছিল তাকে এখন বলা হয় চাওলোনস, যে শহরটি প্যারিস থেকে ৯০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। সেখানে সংঘটিত সেই যুদ্ধকে বলা হয় চাওলোনের যুদ্ধ বা ক্যাটালাউনিয়ানের যুদ্ধ। তবে সে যুদ্ধকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তা ছিল গোথের বিরুদ্ধে গোথের লড়াই।

এইটিয়াস তার নিজের যোদ্ধাদের বামদিকে আর ভিসিগোথ যোদ্ধাদের ডানদিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে দুর্বল যোদ্ধাদের রাখা হয়েছিল মধ্যখানে। এইটিয়াস মনে করেছিলেন অ্যাটিলা যেহেতু যুদ্ধের সময়ে পুরো দলের মাঝখানে অবস্থান করে তাই আক্রমণটা প্রথমে মধ্যখানেই হবে। হয়েছিলও তাই। হানসরা ঠিক মধ্যখানে তাদের সবচেয়ে ভয়ংকর গোছের একটি আক্রমণ করে বসে এবং যোদ্ধা দলের একেবারে ভেতরে ঢুকে যায়। তারপর

দুদিক থেকে এইটিয়াসের সাজানো দল ধেয়ে এসে তাদের ঘিরে ফেলে এবং নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে।

অ্যাটিলাকে হত্যা করা হয়। এমন শোচনীয় পরাজয়ের পর হানসরা বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যাই হোক, এইটিয়াস সেনাপ্রধান হলেও তার কূটনৈতিক বুদ্ধিও ছিল প্রবল। তিনি কখনোই হানসদের হারিয়ে দেবার জন্য ভিসিগোথদের এতটা প্রশ্রয় দেননি যে তারা আবার তার মাথার ওপরে ছড়ি ঘোরায়। ভিসিগোথদের বৃদ্ধ রাজা থিওডোরিক এবং তার পুত্র অ্যালারিক সেই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। তার ফলে এইটিয়াস তার সামনে সুযোগ দেখতে পান।

রোমান বিচারালয়ের চোখে, এইটিয়াস ছিলেন খুবই ভাগ্যবান। তিনি বনিফেসিয়াসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন এবং অ্যাটিলার বিরুদ্ধেও জয়ী হয়েছিলেন। তার সেনাবাহিনী ছিল বাধ্য এবং তার প্রতি উৎসর্গীকৃত। তিনি যেখানেই যেতেন না কেন, তার সেনাবাহিনী তাকে অসভ্য উপজাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করত।

তখন তার আগের সিকি শতাব্দী জুড়ে সিংহাসনে ছিলেন একজন অকর্মন্য সম্রাট যিনি তার ভীতু স্বভাবের জন্য ততদিনে বেশ দুর্নামও কুড়িয়েছেন। তিনি তার সেনাপ্রধানদের উপরে সবকিছুর জন্য নির্ভর করতেন এবং সেনাপ্রধানের ইচ্ছে অনুযায়ী পরিচালিত হতেন। বিরক্ত হলেও তিনি এইটিয়াসের দাবির মুখে নিজের কন্যার সাথে এইটিয়াসের ছেলের বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। অর্ধ শতাব্দী আগে তার চাচা হনোরিয়াসকে সহজে বোঝানো গিয়েছিল যে স্টিলিচোই একমাত্র সিংহাসনের উপযুক্ত। আর এখন ভ্যালেন্টিনিয়ান ৩ কে সেই একই রকমের বিষয়ে এইটিয়াসের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাও সহজ হয়েছিল। আরেক দিক দিয়ে ভাবতে গেলে এইটিয়াসের দুর্ব্যবহার আর দম্ভ তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল।

৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যালেন্টিনিয়ান যখন রোমে বেড়াতে আসেন, এইটিয়াস তার সাথে দেখা করতে যান। এইটিয়াস তখন তার মেয়ের সাথে ভ্যালেন্টিনিয়ানের ছেলের বিয়ের আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে এনেছেন, যেটি ছিল সম্রাটের দৃষ্টিতে খুব সন্দেহজনক একটি কাজ। আকস্মিক কোমর থেকে তলোয়ার খুলে ভ্যালেন্টিনিয়ান এইটিয়াসের উপরে চড়াও হন। বিচারালয়ের অন্য সবার উপস্থিতিতেই সম্রাট তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।

তবে এটাই যে ভ্যালেন্টিনিয়ানকে বাঁচিয়ে দিলো, তা নয়। এবং সমগ্র ইতালিতে সম্রাট জনপ্রিয়তা হারালেন, এই ঘটনার কারণে যেন এইটিয়াসকে ঢাল বানিয়ে সব অসভ্য উপজাতির মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বলতে গেলে ঘটনাটি ঘটানো ছিল সম্রাটের জন্য একটি আত্মহত্যার সামিল। তাই তার অর্ধ বছর পরে এইটিয়াসের ব্যক্তিগত দুজন দেহরক্ষী সম্রাটকে সুযোগমতো পেয়ে আক্রমণ করে বসল। ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তারা ছুরি দিয়ে আঘাত করে ভ্যালেন্টিনিয়ানকে হত্যা করল।

BanglaBook.org

ভ্যালেন্টিনিয়ান ছিলেন ভ্যালেন্টিনিয়ান ১ এর বংশের শেষ পুরুষ শাসক। তার বংশ টেনেটুনে এক শতাব্দী রাজত্ব করেছিল। এই বংশের শেষ শাসক ছিলেন ফুলসেরিয়া, যিনি পূর্বদিকের অংশে শাসন করেছিলেন। ফুলসেরিয়া ছিলেন সম্রাট মার্সিয়ানের স্ত্রী এবং ভ্যালেন্টিনিয়ানের চাচাত বোন। ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভ্যান্ডাল জাতির গাইজারিক

সাম্রাজ্যের দুই অংশেরই তখন নতুন আইন কানুন তৈরি করার দায়িত্ব।

কন্সট্যান্টিনোপলে সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ তখন ছিলেন অ্যাসপার। তিনি ছিলেন একটি জার্মান অসভ্য জাতির যুদ্ধদলের প্রধান। তিনি রাজধানী শাসনের দায়িত্বে ছিলেন। হয়তো সহজেই সম্রাটের আসনে বসতে পারতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন নব্যতান্ত্রিক। তিনি জানতেন যে ক্ষমতা হাতে নিলে ক্রমাগত বিপরীত পক্ষ হিসেবে ধর্মগুরুদের চাপের মুখে থাকতে হবে তাকে। সেই ঝামেলা মিটমাট করা সহজ হবে না। এর চেয়ে সহজ যোগ্য কোনো ক্যাথলিককে সিংহাসনে বসিয়ে নিজের হুকুমে রাজ্য পরিচালনা করা। অ্যাসপার ক্ষমতায় বসানোর জন্য প্রথমেই থ্রেস শহরের (নিজের জন্মস্থানের পাশের প্রদেশ) লিও নামে একজন বৃদ্ধ সেনাপ্রধানকে পছন্দ করলেন। লিও সিংহাসনে বসার পরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এলো। একসময় সিনেটের সদস্যরা আইনের মধ্যে দিয়ে সম্রাটের আসনে বসতে পারত, তারপর একইভাবে সেনাবাহিনী থেকে আসতে লাগল, আর এবারে এলো চার্চ থেকে। লিও ১ ছিলেন কন্সট্যান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্চ বা ধর্মগুরু। তার মাথার উপরে বেগুনি রঙের মুকুট আজীবন জ্বলজ্বল করত।

এর আগে তার সাথে মার্সিয়ানও সম্রাট হয়েছিলেন, তবে লিও ১ তার চেয়ে ভালো কিছু করেছিলেন সাম্রাজ্যের জন্যে। একটি বিষয়ে তিনি অ্যাসপারের হাতের পুতুল হতে অস্বীকৃতি জানালেন। লিও বেশ যত্নের সাথে অ্যাসপারের অবস্থানটা যে তার অধীনে, সেটা বুঝিয়ে দিতে চাইতেন। যেমন তিনি সম্রাটের জন্য জার্মান দেহরক্ষীর বদলে পূর্ব এশিয়া মাইনরের উপজাতি ইসাউরিয়ান দেহরক্ষী নিয়োগ দিলেন। এই ধরনের পরিবর্তনের অর্থ হলো, লিও যদি তার সীমা অতিক্রম করে সম্রাটকে অপমান করে তবে সম্রাট তার দেহরক্ষীদের মাধ্যমে লিওকে সহজে বন্দী করতে পারবেন না। তার চেয়ে বেশি হলো, অ্যাসপার যদি তাকে বন্দী করতে চান এবং সেরকম কোনো ভয়ংকর বিরোধ বেঁধে যায়, তবে তিনি জার্মানদের সাহায্য নিতে পারবেন। আর ইসাউরিয়ান জাতি থেকে গার্ড বেছে নেয়ার কারণ হলো,

BanglaBook.org

ইসাউরিয়ান যোদ্ধাদের (যাদের গ্রিক নাম ছিল জেনো) প্রধানের সাথে তিনি নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

এসবই ছিল পূর্ব আর পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এসব বিষয়ের উপরে দুই অংশের রীতিনীতির পার্থক্যও পরিষ্কার হয়। থিওডোসিয়াস ১ এর মৃত্যুর পর থেকে দেড় শতাব্দী পর্যন্ত পুরো সাম্রাজ্য যেন মৌখিকভাবে জার্মানদের হাতেই চলে গেল। এই আগ্রাসন ততদিন পর্যন্ত চলল যতদিন রোমানরা নিজের থেকে পুরোপুরি জার্মান সংস্কৃতি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি না জানাল। পূর্বদিকে বলতে গেলে জার্মানদের মারাত্মকভাবে ঠেকানো হচ্ছিল। রুফিনাসের মৃত্যুর পর থেকে সিংহাসনে জার্মান রাজা বসানোর মানুষেরা নিজেদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার টানাপোড়েন অনুভব করছিল যতদিন না লিও ১ এর নির্দেশে বেশিরভাগ নিয়োগ হয়েছিল ইসাউরিয়ানদের মধ্যে থেকে এবং সেই প্রদেশে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে থেকে।

নিজেদের লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হলো যেন তারা বাইরের শত্রুকে মোকাবেলা করতে পারে। এভাবেই পূর্বদিকের সাম্রাজ্যকে অটুট রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল এবং সেটি অন্তত সংস্কৃতির দিক থেকে পরবর্তী কয়েক হাজার বছরেও অটুট ছিল।

পশ্চিম দিকে রোমান ধর্মগুরু পেট্রোনিয়াস ম্যাক্সিমাস, ভ্যালেন্টিনিয়ান ৩ এর মৃত্যুর পর থেকেই সিংহাসনে আসীন হবার জন্য তৈরি হতে হচ্ছিল। বিষয়টি আরও পোক্ত করার জন্য পেট্রোনিয়াস, ভ্যালেন্টিনিয়ানের বিধবা স্ত্রী ইউডোক্সিয়াকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তাকে বিয়ের জন্য চাপ দেয়ার পেছনে কারণ ছিল পেট্রোনিয়াসের বংশগত মানসম্মান অর্জন। ইউডোক্সিয়া এই প্রস্তাব নাকচ করার সিদ্ধান্ত নেন কারণ তিনি বয়স্ক পেট্রোনিয়াসকে বিশেষ পছন্দও করতেন না এবং কিছু শোনা কথার উপরে ভিত্তি করে তিনি নিজের প্রয়াত স্বামীর মৃত্যুর কারণও মনে করতেন তাকে। তাই তিনি নিজের অবস্থান থেকে পালিয়ে বাঁচার পথ খুঁজছিলেন।

সেই সময় পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন ভ্যান্ডাল জাতির গাইজারিক। তখন গাইজারিকের বয়স প্রায় ষাট। তিনি ততদিনে সিকি শতাব্দী ধরে আফ্রিকার প্রদেশে ভ্যান্ডাল সেনাদের দিয়ে শাসনকাজ চালাচ্ছেন। তার প্রভাব টিকেছিল সবচেয়ে বেশি দিন যাবৎ। সে সময় বলতে গেলে অন্যান্য অসভ্য জাতির যেসব নেতা ছিলেন, যেমন ভিসিগোথদের মধ্যে থিওডোরিক, হানসদের অ্যাটিলা, সবাই একে একে মারা পড়েছিলেন, কিন্তু ভ্যান্ডালের গাইজারিক তখনও বেঁচে ছিলেন তার বিপুল প্রতিপত্তি নিয়ে।

আর কী চাই, তিনি একাই পঞ্চম শতাব্দীতে অসভ্য সেনাদের নিয়ে একটি যুদ্ধ জাহাজের বহর তৈরি করলেন। আফ্রিকার মধ্যভাগে তার শাসন রোমান শাসনের মতো শক্ত ছিল না। কারণ তখন সেখানকার আদি অধিবাসীরা উত্তর দিক থেকে এসে মৌরিতানিয়া এবং নিউমিডিয়ার কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু যে রকম যুদ্ধ জাহাজের বহর গাইজারিক তৈরি করেছিলেন তাতে করে আরও বেশি দূরে কোথাও

আক্রমণ করতে পারতেন। তিনি কর্সিকা, সার্ডিনিয়া ব্যালিরিক দ্বীপ, এমনকি সিসিলির পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন। বলতে গেলে তিনি উত্তর দিকের সমুদ্রতীর ধরে পূর্ব এবং পশ্চিমে যতদূর যাওয়া যায়, ততদূরব্যাপী হামলা চালিয়েছিলেন। গাইজারিকের হাত ধরে মনে হলো যেন সমুদ্রের বুকে প্রাচীন শহর কার্থেজ নতুন করে জন্মগ্রহণ করল। রোম তো এমন করে তার মুখোমুখি হচ্ছিল যেন সাতশ বছর আগে সেখানে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

কিন্তু সাত শতাব্দী আগে রোমের অবস্থা যা ছিল, তখন তো আর তা নয়। রোম যে কেবল আক্রমণের হাত থেকে শহরকে রক্ষা করতে অপারগ, শুধু তাই নয়, সম্রাজ্ঞী ইউডোক্সিয়াও অনিরাপদ বোধ করছিলেন। ইউডোক্সিয়া নিজেই গাইজারিককে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন রোমের দুর্বল হয়ে পড়ার কথা এবং গাইজারিক রোমে এলে যেভাবে চান সেভাবেই সফল হতে পারবেন, এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে গাইজারিক টিবার নদীর তীরে তার যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে উপস্থিত হলেন। অ্যালারিকের আক্রমণের ৪৫ বছর পরে শহরটিতে আবারও দ্বিতীয় বারের মতো বাইরে থেকে হামলা করা হলো। এবারে কিন্তু অবস্থা ছিল আরও সঙ্কটাপন্ন কারণ শত্রুরা এসেছিল কার্থেজ থেকে। কারও কারও কাছে মনে হয়েছিল যেন একপাল মানুষখেকোর আবির্ভাব হয়েছে দেশে।

পোপ লিও অ্যাটিলার সাথে মিলে গাইজারিককে ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে ছিল না। অ্যাটিলা ছিলেন একজন পাগান, যিনি হয়তোবা পোপের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা মাথায় রাখতে পারেন কিন্তু গাইজারিক ছিলেন একজন নব্যতান্ত্রিক, যার কাছে ক্যাথলিক বিশপের তেমন কোনো মূল্য ছিল না।

কিন্তু যাই হোক, গাইজারিক ছিলেন দক্ষ একজন মানুষ। তিনি রোম শহরটিকে লুটপাট এবং ধ্বংস করতে এসেছিলেন একাই এবং নিজের বাহিনী নিয়ে একাই তা করে দেখিয়েছেন। টানা দুই সপ্তাহব্যাপী, উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এমন সমস্ত জিনিসপত্র তিনি কার্থেজের উদ্দেশ্যে জাহাজে ওঠানোর কাজ চালিয়ে গেলেন। এসব নিয়ে কোনো মারামারি বা হাতাহাতি হলো না। অ্যালারিকের আক্রমণের পরে রোম অনেকভাবে আবারও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল, দাঁড়িয়েও ছিল, কিন্তু সেবারে ভ্যান্ডালদের আক্রমণের পর পুরোপুরি গুঁড়িয়ে গেল। কোনো আগুপিছু চিন্তা না করে যারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তারাই ভ্যান্ডাল নামে অভিহিত হতে লাগল। এর পর থেকেই "ভ্যান্ডাল" শব্দটি অবিবেচক ধ্বংসকারীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল।

অন্য সমস্ত জিনিসের সাথে গাইজারিক ইহুদিদের পবিত্র নৌকাগুলোও কার্থেজে নিয়ে যাবার জন্য জাহাজে ওঠানোর নির্দেশ দিলেন। চারশ' বছর আগে জেরুজালেম থেকে মন্দির ধ্বংস করে টাইটাস একবার সেই নৌকাগুলোকে রোমে এনেছিলেন।

এদিকে ইউডোক্সিয়ার যে দুরবস্থা ছিল তা হলো, তিনি হয়ে পড়লেন সন্তানসম্ভবা। তার সম্ভ্রমহানি করে নিষ্ঠুর গাইজারিক তার সমস্ত গয়নাগাটি কেড়ে

BanglaBook.org

নিলেন। ইউডোক্সিয়া এবং তার দুই কন্যাকে বন্দী হিসেবে কার্থেজে নিয়ে যাবার জন্য জাহাজে তোলার আদেশ দিলেন তিনি।

ইতিহাসবিদদের বর্ণনায় সেই সময়ের রোম ছিল যেন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত একাকি সভ্যতার চিহ্ন। বিশেষ করে গেইয়াস সোলিয়াস অ্যাপোলিনারিস সিডোনিয়াসের বর্ণনায়। তিনি ৪৩০ খ্রিস্টাব্দে গাউলে জন্মগ্রহণ করেন এবং গাউলেই বসবাস করতেন। পশ্চিম সাম্রাজ্যে তিনি সাম্রাজ্যের পতনের শেষ সময় পর্যন্ত দেখে গেছেন।

তার ইতিহাস বর্ণনায় তিনি রোমের পত্তনের প্রাচীন কাহিনীর উপরে আলোকপাত করেছিলেন। মুখে মুখে শোনা গল্পগুলোর মধ্যে শোনা যায় যে, রোমুলাস এবং রিমাস নামে দুইজন কোনো একটা আলামত দেখার উদ্দেশ্যে সকাল বেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রিমাস দেখেছিলেন ছয়টি ঈগল (অথবা শকুন) আর রোমুলাস দেখলেন বারোটি। জানা যায় রোমুলাসই সব দিক দিয়ে ছিলেন বেশি সফল এবং তিনিই রোম শহরের পত্তন করেছিলেন।

রোমান ইতিহাসের বর্ণনায় সব জায়গায় জানা যায় যে প্রতিটি ঈগল এক এক শতাব্দী সময়ের পরিচায়ক। প্রাচীন গল্পে আছে, রিমাস যদি রোমের পত্তনকারী হতেন তাহলে রোমান সাম্রাজ্য টিকত মাত্র ছয়শ' বছর। সেই হিসেবে ছয় শতাব্দী পরে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৩ সালে (রোমান ৬০০ সালে) রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে সময়টা ছিল যখন রোমান আগ্রাসনকারীদের হাতে কার্থেজ শহরটি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তখন। কিন্তু বিষয়টি কি এমন হতে পারে যে রিমাস রোমের পত্তন করেছিলেন এবং সেই ধ্বংসের বদলা নিতে আজ এতদিন পরে কার্থেজ থেকেই ধ্বংসকারীরা উদয় হয়েছে?

কিন্তু শহরটি যেহেতু রোমুলাস পত্তন করেছিলেন তাই তা বারো শতাব্দী ধরে অনায়াসে টিকেছিল, কারণ রোমুলাস ঈগল দেখেছিলেন বারোটি। ৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১২০০ সালে) বারোশ' বছর শেষ হয়েছিল। এটি কিন্তু গাইজারিকের রোমে আক্রমণের খুব বেশিদিন পরের কথা নয়। আর শহরটি ধ্বংস করতেও তারা এসেছিল কার্থেজ থেকে। সুতরাং আগে অথবা পরে, রোম তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত ছিল তা কিছুতেই বদলাতে পারেনি। শেষে অ্যাপোলিনারিস সিডোনিয়াস লেখেন, "আহা রোম, তুমি আগেই জানতে তোমার পরিণতির কথা!"

স্যুভি জাতির রিসিমার

রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমের অংশে সামান্য যা কিছু পড়ে রয়েছিল তাই নিয়ে এবারে দুই সেনাপ্রধানের মধ্যে বিরোধ লেগে গেল। তারা দুজনেই এইটিয়াসের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মার্কাস মিসিলিয়াস

BanglaBook.org

এভিটাস, যিনি জন্মেছিলেন প্রাচীন গ্যালিক পরিবারে। অন্যজন হলেন রিসিমার, যিনি ছিলেন স্যুভিদের গোষ্ঠীপ্রধানের পুত্র।

অ্যাভিটাস নিজের দেশ গাউলে এইটিয়াসের নিয়মকানুন চালু করতে লাগলেন। তিনি অসভ্য জাতিগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সংস্কৃতি প্রধান করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে উৎসাহী ছিলেন। কারণ তাহলেই একমাত্র রোমান সংস্কৃতিকে ধুয়েমুছে ফেলা সম্ভব। তিনি ভিসিগোথদের রাজা থিওডোরিক ২ এর সাথে একজোট হয়ে গেলেন। থিওডোরিক ২ গাউলে শান্তি স্থাপনের ছুতায় এলেও আসলে স্পেনের দিকে নজর দিয়ে রেখেছিলেন। দেখা গেল ৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্যুভিদের ছত্রছায়ায় নিজের রাজত্ব বিস্তার করতে লাগলেন। এমনিতে সে ভাবে ভাবতে গেলে, পুরো স্পেনই তখন ভিসিগোথদের দখলে। বৃটানি থেকে জিব্রালটার, সব জায়গায়ই তখন ভিসিগোথদের দৌরাত্ম্য। কিন্তু কেবল স্পেনের উত্তর দিকের পার্বত্য অঞ্চলের কিছু জায়গায় তখনও স্যুভি এবং সেখানকার আদিম জাতি বাস্কসদের বসবাস ছিল। তারা সেখানে ছিল স্বাধীন।

এর মধ্যে গাইজারিকের রোমে আক্রমণ করার কথা এবং সম্রাটের স্থান শূন্য জেনে অ্যাভিটাসের ভীষণ লোভ হলো। তার পেছনে ছিল শক্তিশালী থিওডোরিকের প্রশ্রয় এবং অন্যদিকে পূর্বের সম্রাট মার্সিয়ানের সমর্থন। ৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে অল্প কিছুদিনের জন্য অ্যাভিটাস পশ্চিম সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন।

তার বিরোধিতা করার জন্য অবশ্য একমাত্র ছিলেন রিসিমার। তিনি যেহেতু ছিলেন স্যুভি বংশের তাই যারা ভিসিগোথদের দোসর তাদের কাছ থেকে সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল তার জন্য অসম্ভব। এই কারণেই বস্তুত স্পেনে স্যুভি জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে চলে যায়।

রিসিমারের প্রতিপক্ষকেও হালকাভাবে নেয়ার কোনো কারণ ছিল না অবশ্য। ৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে রিসিমার ভ্যান্ডালদের একটি যুদ্ধজাহাজের বহরকে পরাজিত করেন। আর তখনকার দিনে যে-ই ভ্যান্ডালদের কোনো ক্ষতি করেছে কী তাদের সাথে বিরোধিতা করেছে, সে-ই রোমানদের প্রিয় হতে পেরেছে। তাই রিসিমার যখন অ্যাভিটাসকে সিংহাসন থেকে নেমে যেতে আদেশ দিয়েছেন, অ্যাভিটাস তার কথা ফেলতে পারেননি।

তার পর থেকে ষোল বছরব্যাপী রিসিমার ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের শাসক। তিনি পরপর অনেককে রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের আসনে বসান এবং তার মাধ্যমে তিনি নিজের খেয়াল খুশিমতো রাজ্য পরিচালনা করেন।

সর্বপ্রথম তিনি সিংহাসনে বসিয়েছিলেন মাজোরিয়ানিকে (জুরিয়াস ভ্যালেরিয়াস মাজোরিয়ানাস), যিনি এইটিয়াসের পক্ষে যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। তার প্রতি প্রথম আদেশই ছিল ভ্যান্ডালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। রোমের দক্ষিণপূর্ব দিকে ইতালির সমুদ্রতীরে ভ্যান্ডালদের যুদ্ধ জাহাজের বহরকে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো। রোমান সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী তাদের হত্যা করল।

BanglaBook.org

এই জয়ের আনন্দে উৎসাহিত হয়ে মাজোরিয়ান নিজের থেকেই একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আফ্রিকায় আক্রমণ করতে চাইলেন। তিনি ভিসিগোথদের রাজা থিওডোরিক ২ কে সাহায্য করতে চাইলেন। থিওডোরিক ২ অবশ্য তখন তার প্রিয় অ্যাভিটাসকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়ার জন্য একটু রুষ্ট ছিলেন। কিন্তু গাউলে রোমান একদল সেনার কাছে তার বাহিনী হেরে যাওয়াতে তিনি ভাবলেন দুই দলেরই সাধারণ শত্রু ভ্যান্ডালদের দমন করার জন্য হলেও তার রোমানদের সাথে হাত মেলানো উচিত। ঠিক যেমন আট বছর আগে তার বাবা হানসদের বিপক্ষে জেতার জন্য রোমানদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। রোমান এবং গোথিক যুদ্ধ বহর স্পেনের কার্টাজিনায় একযোগে তৈরি হতে লাগলো।

কিন্তু গাইজারিক তো আর ঘুমিয়ে পড়েননি! ৪৬০ খ্রিস্টাব্দে তার নিজস্ব যুদ্ধ জাহাজের তাণ্ডব আকাশে আকস্মিক বিদ্যুৎ চমকানোর মতো তখনও পুরোপুরি তৈরি না হওয়া রোমান আর গোথিক জাহাজগুলোর উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অসতর্ক মাজোরিয়ান তার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন এবং কোনোরকমে রোমে ফেরত চলে গেলেন। রিসিমার দেখলেন এই সম্রাট কোনো কাজের না, তাই ৪৬১ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১২১৪ সালে) তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলেন। তার ঠিক পাঁচদিন পরে মাজোরিয়ান মৃত্যুবরণ করলেন, সম্ভবত বিষ খেয়ে।

রিসিমার যে সিংহাসনে বসানোর জন্য অন্য কারও নাম প্রস্তাব করবেন, তা করতে পারলেন না পূর্বদিকের সম্রাট লিও ১ এর জন্য। লিও ১ চাচ্ছিলেন পূর্ব এবং পশ্চিম অংশ মিলিয়ে পুরো সাম্রাজ্যকে এক করে তার হাতে তুলে নিতে। ঠিক যেমনটি ছিল এক শতাব্দী আগে থিওডোসিয়াস ১ এর হাতে। এই ব্যবস্থা চালু করার প্রাক্কালে লিও ১ কাউকে খুঁজছিলেন যাকে তার হাতের পুতুল করে পশ্চিম দিকের অংশে সম্রাট হিসেবে বসাতে পারেন। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পরে লিও ১ এবং রিসিমার দুজনেই অ্যান্থেমিয়াসকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে একমত হলেন। অ্যান্থেমিয়াস ছিলেন সম্রাট মার্সিয়ানের কন্যার স্বামী, যে মার্সিয়ান কন্সট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে লিওর আগে বসেছিলেন। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্থিমিয়াস পশ্চিম দিকের অংশে সম্রাট হিসেবে ঘোষিত হন। তার এই অবস্থান আরও শক্তপোক্ত হলো যখন রোমের প্রকৃত শাসক রিসিমার, অ্যান্থেমিয়াসের কন্যাকে বিয়ে করলেন।

লিওর জন্য এর পরের পদক্ষেপ ছিল নিজের একটি যুদ্ধ জাহাজের বহর ভ্যান্ডালদের বিরুদ্ধে যাত্রা করানো। তিনি প্রথমেই প্রমাণ করতে চাইলেন যে মাজোরিয়ান যা করতে পারেননি তিনি তাই করে দেখাবেন। বিশাল এক যুদ্ধ জাহাজের বহর তৈরি করা হলো এবং সেনা সামন্তে পরিপূর্ণ করা হলো। জাহাজের সংখ্যা ছিল ১১০০ এর উপরে এবং সেই হিসেবে মানুষের সংখ্যা ছিল ১০০,০০০ এর উপরে।

ভ্যান্ডালদের হাত থেকে সার্ডিনিয়া দখল করে নেয়া হলো। এবং আফ্রিকায় এক দল সেনাকে নামিয়ে দেয়া হলো। কিছু সময়ের জন্য সত্তর বছর বয়সে উপনীত গাইজারিকের মনে হলো, অবস্থা যেন সুবিধার নয়। তবে তিনি দেখলেন যে যুদ্ধ

BanglaBook.org

জাহাজের বহর সাজানো হয়েছে অপূর্ব দক্ষতায় এবং সমুদ্রতীরে লোকের সমাগম বলে দিচ্ছে বিশাল এক লোভনীয় জয়ের সম্ভাবনা আছে। তবে জাহাজগুলো যেন পাহারা দেয়া হচ্ছে খুবই অবহেলা নিয়ে।

রাতের বেলায় অতর্কিতে সেই বিপুল জাহাজের বহর ক্ষতিগ্রস্ত করতে গাইজারিক সেনাসামন্ত পাঠালেন আরেক জাহাজের বহওে করে। রোমান রাজকীয় যোদ্ধাদের দল পালাতে পথ পেল না। লিওর যুদ্ধজাহাজের অভিযানের তোড়জোড় সেখানেই সমাপ্ত হলো।

লিও অবশ্য এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নিজের দোষ ঢাকার ব্যাপারে ইতিবাচক কিছু উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এই ভয়াবহ ভরাডুবির দায়িত্ব পুরোপুরি তার সেনাপ্রধানের উপরে দিয়ে দিলেন। ৪৭১ সালে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হিসেবে সেনাপ্রধান অ্যাসপারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো। এটাই ছিল সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশে জার্মানদের হস্তক্ষেপের শেষ উদাহরণ।

এদিকে পশ্চিমে রিসিমার ঘটনার দায় অ্যান্থেমিয়াসের উপরে চাপিয়ে দিলেন। তাকে ৪৭২ সালে (রোমান ১২২৫ সালে) বরখাস্ত করা হলো। তিনি আবার একজন পুতুল শাসক খুঁজে বের করলেন, কারণ লিওর পক্ষে আর তাকে সাহায্য করা সম্ভব হলো না কারণ লিও তখন তার অবস্থানে ছিলেন না। সেই পুতুল শাসক হলেন অ্যানিসিয়াস অলিব্রিয়াস, যিনি প্ল্যাসিডিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। প্ল্যাসিডিয়া ছিলেন ভ্যালেন্টিনিয়ান ৩ এর কন্যা তাই কিছুটা হলেও তার মধ্যে থিওডোসিয়াসের আভা লেগে ছিল। সে যাই হোক, অলিব্রিয়াস এবং রিসিমার দুজনেই সেই একই বছরে মৃত্যুবরণ করেন।

তারপর আবার এলো লিওর পালা। এবারে লিও খুঁজে বের করবেন কাকে পাওয়া যায় পশ্চিমে পুতুল শাসক হিসেবে বসানোর জন্য। তিনি নির্বাচিত করলেন জুলিয়াস নেপোসকে (তিনি ছিলেন লিওর স্ত্রীর আত্মীয়।)।

লিও মৃত্যুবরণ করেন ৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে। তার নাতি, যিনি ইসাউরিয়ান দেহরক্ষীদের প্রধান ছিলেন, লিও ২ হিসেবে তার উত্তরাধিকারীর আসনে বসলেন। তিনিও কিছুদিন শাসন করার পরে মৃত্যুবরণ করলেন। এরপর আরেকজন ইসাউরিয়ান সেনাপ্রধান জেনো, যিনি ছিলেন লিও ২ এর পিতা, পশ্চিম দিকের অংশে সম্রাটের সিংহাসনে বসলেন।

লিও ১ এর মৃত্যুর সময়েও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য একেবারে অটুট ছিল। এর সীমানা ছিল ঠিক সেই আশি বছর আগের থিওডোসিয়াসের শাসনামলের মতো।

পশ্চিম সাম্রাজ্যে অবশ্য তেমন অবস্থা ছিল না। ৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগোথদের রাজা থিওডোরিক ২ তার ভাই ইউরিকের হাতে নিহত হন। ইউরিকের হাতে সেই সাম্রাজ্য ক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছে যায়। ইউরিক তাদের নিজেদের আইনকানুনের মধ্যে কিছু রোমান আইনের প্রবর্তন করেন। সুতরাং তাদের নিয়মকানুনকে আর কোনোমতেই অসভ্য জাতির নিয়মের সাথে তুলনা করা যাবে না। সে সময়ে গোথরা

BanglaBook.org

পুরো ভূমির দুই তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়। রোমান ভূমির মালিকদের এজন্য মোটামুটি বিপদের মুখে রাখে তারা।

তখন গাউলের দক্ষিণপূর্বদিকে বারগুন্ডিয়ানদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেল সাংঘাতিকভাবে। তাদের সীমানা বাড়তে বাড়তে ভিসিগোথদের সীমানার সাথে মিলে যায়। তখন দক্ষিণপূর্ব বৃটেনে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের বেশ শক্ত অবস্থান ছিল।

গাউলের দক্ষিণ দিকে সেখানকার আদি অধিবাসীরা তখনও নিজেদের জায়গা দখল করে রেখেছিল। প্যারিসের থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে তারা তাদের নিজেদের রাজ্য পত্তন করেছিল সয়সনস শহরে। এর শাসক ছিলেন সিয়াগ্রিয়াস। তিনি একজন রোমান শেষ শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যদিও তিনি একসময় রোমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেও স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আফ্রিকায় গাইজারিক তখনও শাসন করছিলেন। ৪৭৭ খ্রিস্টাব্দের আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। সে সময় তিনি সাতাশি বছর বয়সে পৌঁছে গেছেন। তিনি আফ্রিকায় অর্ধ শতাব্দী ধরে শাসন করেছিলেন এবং সবসময় জয়ের মুখই দেখেছেন। সে পর্যন্ত যত অসভ্য জাতির যত নেতা রোমান সাম্রাজ্যকে দখল করে নিতে চেয়েছেন, গাইজারিক ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে সফল।

প্রকৃতপক্ষে তখন যা কিছু বেঁচে ছিল, তা হলো র‍্যাভিনায় ইতালি এবং ইলিরিয়া।

হিরুলিয়ান জাতির ওডোয়াসের

রিসিমারের মৃত্যুর পরে পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ আরেকজন সেনাপ্রধান, অরেস্টেসের হাতে এলো। তিনি ৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে জুলিয়াস নেপোসকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে সেখানে নিজের সন্তান রোমুলাস অগাস্টাসকে বসিয়ে দিলেন।

রোমুলাস অগাস্টাসের নামটি ছিল খুব ঈঙ্গিতবাহী। কারণ রোমুলাস রোমের এবং অগাস্টাস রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। যাই হোক সেটা অবশ্য শুভ কোনো ইঙ্গিত ছিল না। সিংহাসনে বসার সময়ে রোমুলাস ছিলেন কেবল চৌদ্দ বছর বয়স্ক। তখনই তার নাম সংশোধন করে রোমুলাস অগাস্টাস (রোমুলাস নামের সম্রাট) রাখা হয়েছিল। ইতিহাসে তিনি এই নামেই পরিচিত।

রোমুলাস এক বছরেরও কম সময় সম্রাট ছিলেন। কারণ চারদিকে তখন অসভ্য জাতির ভাড়াটে সেনাদের উৎপাত খুব বেড়ে গিয়েছিল। তারা মনে করত যে গাউল, স্পেন আর আফ্রিকায় তাদের স্বগোত্রীয় জার্মানরা আর রোমানদের কথামতো চলছে না, বরং তারাই শাসন করছে। তাই ভাড়াটে সেনাদের দাপট এত বেড়ে গেল যে তারা ইতালির এক তৃতীয়াংশ স্থান দাবি করে বসল।

বালক সম্রাটের পেছনে সত্যিকারের ক্ষমতা যার হাতে ছিল, সেই অরেস্টেস জার্মান ভাড়াটে সেনাদের ইতালিতে জায়গা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। সেই সেনাদলের একজন নেতা ছিলেন, যার নাম ছিল ওডোয়াসের (হিরুলিয়ান উপজাতির বংশোদ্ভূত। এই জাতিটি জার্মান অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে একটু কম জনপ্রিয় ছিল)। ওডোয়াসের সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু তাদের দাবি করা অংশ বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে না তাই তারা পুরোটাই নিয়ে নেবেন। অরেস্টেসকে চাপের মুখে রেখে তারা উত্তর ইতালির টিসিনাম শহরটি (আধুনিক পেভিয়া) দখল করে নিলো। দখলের পরে তারা অরেস্টেসকে হত্যা করল।

৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বরে রোমুলাস অগাস্টাসকে চিরকালের জন্য উধাও করে দেয়া হলো। অডোয়াস নিজের কথামতো চলার জন্য কোনো পুতুল সম্রাট খোঁজার প্রয়োজন মনে করলেন না। সেভাবে বলতে গেলে শত শত বছর ধরে পশ্চিম দিকে কোনো সম্রাট শাসন করার তেমন সুযোগ পাননি। কেবল অগাস্টাস আর ট্র্যাজানের নাম ধার করে একের পর এক সম্রাট এসেছেন।

এই সমস্ত কারণেই ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দকে (রোমান ১২২৯ সাল) "রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়" বলে উল্লেখ করা হয়।

অবশ্য এই উল্লেখটি সঠিক নয়। সেই সময়ে কেউই মনে করেনি যে রোমান সাম্রাজ্য পতিত হয়েছে। তখন অবশ্যই রোমান সাম্রাজ্য টিকেছিল এবং তখনও ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য হিসেবেই দাঁড়িয়ে ছিল। তখন এর রাজধানী ছিল কন্সট্যান্টিনোপল এবং সম্রাট ছিলেন জেনো। যারা রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের সংস্কৃতি থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন তারা পূর্ব অংশকে অবহেলার চোখে দেখেন। বস্তুত তারা রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

এটা সত্যি যে কালস্রোতে রোমান কিছু প্রদেশ জার্মান শাসকদের হাতে চলে গিয়েছিল কিন্তু তখনও সেসব রোমান সাম্রাজ্যের অধীনেই ছিল। জার্মান শাসকেরা শাসন করেছেন কিন্তু করেছেন তো রোমান সাম্রাজ্যের অধীনেই। অসভ্য জাতিগুলো থেকে কোনো সেনাপ্রধান যখন রোমান সাম্রাজ্যের কোনো আসনে বসেছে তখনই নিজেকে ধন্য মনে করেছে।

জেনো নিজেও রোমুলাস অগাস্টাসকে পশ্চিম দিকের অংশের সম্রাট হিসেবে কখনও স্বীকৃতি দেননি। পূর্ব দিকের অংশের সম্রাট হিসেবে তিনি রোমুলাসকে একজন সুদখোর এবং জুলিয়াস নেপোসকে কেবল একজন সহকর্মী বলে মনে করতেন। জুলিয়াস নেপোসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার পরে তিনি রোম থেকে পালিয়ে যান এবং ইলিরিয়ায় গিয়ে থাকা শুরু করেন। সেখানেই তাকে পশ্চিম দিকের রোমান সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেন জেনো।

পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্য আইনত কার্যকলাপ চালিয়েছে ৪৮০ খ্রিস্টাব্দ (রোমান ১২৩৩ সাল) পর্যন্ত, যখন জুলিয়াস নেপোসকে বন্দী করা হয়। কেবল তখন

BanglaBook.org

বিচারালয়ের দৃষ্টিতে পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যের কন্সট্যান্টিনোপলে কোনো সম্রাট বলে আর কেউ ছিলেন না।

এর পরে পশ্চিম এবং পূর্ব দিকের অংশ মুখেমুখে আবার এক সাম্রাজ্য হয়ে গেল, ঠিক যেমনটি ছিল কন্সট্যান্টাইন ১ এবং থিওডোসিয়াস ১ এর সময়ে। জেনো একাই পুরো সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে উঠলেন।

জুলিয়াস নেপোসকে বন্দী করার পরে ওডোয়াসের ইলিরিয়ায় আক্রমণ করলেন। বলা বাহুল্য তিনি এটা করেছিলেন জুলিয়াস নেপোসকে হত্যা করার জন্য। তিনি যখন ইলিরিয়ার কিছু এলাকা দখল করে নিজের শক্তি প্রদর্শন করলেন তখন জেনো তার এই ক্ষমতা খুব অস্বস্তি নিয়ে খেয়াল করছিলেন।

তাই এরপর থেকে জেনো তার বেসামাল দাপট কমানোর জন্য সূক্ষ্ম কৌশল নিয়ে ওডোয়াসেরকে পরিচালনা শুরু করলেন।

অস্ট্রোগোথের থিওডোরিক

জেনোর চোখ পড়ল অস্ট্রগোথের উপরে।

এক শতাব্দী আগে অস্ট্রগোথ হানসদের আইনের অধীনে চলত। ভিসিগোথরা যখন রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকে অনুপ্রবেশ করছিল, তখন অস্ট্রগোথরা তাদের মতো রোমান সাম্রাজ্যে শরণার্থীর মতো করে অবস্থান করতে চায়নি। অস্ট্রগোথরা সেখানে সেভাবেই ছিল আশি বছর পর্যন্ত। ক্যাটালাউনিয়ান সমভূমির উপরে তারা হানসদের হয়ে যুদ্ধে লড়েছে।

অ্যাটিলার মৃত্যুর পরে এবং হানসদের রাজ্য ভেঙে পড়ায় অস্ট্রগোথরা আবার নিজেরাই নিজেদের মালিক হয়ে উঠল। তারা পূর্বদিকের সাম্রাজ্যে কয়েকবার হামলা চালালো এবং দানিয়ুবের দক্ষিণ দিকে, কন্সট্যান্টিনোপলের রোষের মুখে অবুঝের মতো ঘাঁটি গাড়ল। ৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রোগোথরা শেষ পর্যন্ত একজন যোগ্য নেতা থিওডোরিকের অধীনে লড়ার সুযোগ পেল।

জেনোর কাছে তখন মনে হয়েছিল যে তিনি দুটো পাখি একটি তীর দিয়ে ধ্বংস করেছেন। তিনি নিজেই ভেবেছিলেন যে থিওডোরিককে অস্ট্রগোথদের দায়িত্ব নিতে এবং তাদের দলটিকে হিরুলিয়ানের ওডোয়াসেরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন। এভাবে তিনি হয়তোবা অস্ট্রোগোথদের হাত থেকেও মুক্তি পাবেন; দুই জার্মান উপজাতি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজেরাই দুর্বল হয়ে যাবে।

৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১২৪১ সালে) থিওডোরিক জেনোর সহায়তায় পশ্চিম দিকে অভিযানে যান। তিনি বাহিনী নিয়ে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীর পর্যন্ত চলে

BanglaBook.org

যান। ইতালির ভেতরে তিনি পরপর দুটি যুদ্ধে অডোয়াসেরকে পরাজিত করেন। ৪৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অডোয়াসেকে র‍্যাভিনায় বন্দী করেন।

থিওডোরিক তাকে বন্দী করার পরও ধীরে বিষয়টি নিয়ে এগোলেন। ৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১২৪৬ সালে) র‍্যাভিনা শেষ পর্যন্ত দখল করা হলো। থিওডোরিক নিজেকে ওডোয়াসেরের হাতে তুলে দেয়ার চুক্তি ভুলে গিয়ে নিজের হাতে তাকে হত্যা করলেন।

র‍্যাভিনা দখল করে বসা থিওডোরিক তখন হয়ে উঠলেন ইতালি, ইলিরিয়া এবং ইতালির উত্তর ও পশ্চিম দিকের অঞ্চলগুলোর একমাত্র শাসক। অ্যানাস্টাসিয়াস তার অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, কন্সট্যান্টিনোপলের নতুন সম্রাট জেনোর মৃতুর পরে ৪৯১ সালে সিংহাসনে উপনীত হন।

থিওডোরিক প্রবল পরাক্রমসহ বহুদিন ধরে সম্রাট রয়ে গেলেন। তিনি এমন নীরবে, ক্ষমতা প্রদর্শন না করে ক্ষমতা রক্ষা করে গেছেন, যে তাকে বলা হয় "থিওডোরিক দ্য গ্রেট"।

ষষ্ঠ শতকের শেষ সিকিভাগ যে ইতালির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অ্যালারিকের হামলার সময়কার দুঃস্বপ্নের সময়টার সাথে তুলনা করলে তেমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেই সব কিছুর পরে থিওডোরিকের অধীনে ইতালিকে মনে হচ্ছিল স্বর্গ। তিন শতাব্দী আগে মার্কাস অরেলিয়াসের শাসনামলের পরে তেমন সময় আর আসেনি।

এক একবার এমনও মনে হচ্ছিল যে রোমান সংস্কৃতি বোধ হয় আবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করছে। ক্যাসিওডোরাস ছিলেন থিওডোরিকের উত্তরাধিকারী। ক্যাসিওডোরাস (ফ্লেভিয়াস ম্যাগনাস অরেলিয়াস ক্যাসিওডোরাস) ৪৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পচানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। তিনি তার জীবন দান করেছিলেন দুটো উপাসনালয়ের ধর্মীয় গ্রন্থ সংগ্রহ এবং দেখাশোনা করতে। তিনি নিজেও ইতিহাস, সংস্কৃতি আর ব্যাকরণ নিয়ে চর্চা করে কাটাতেন। তিনি নিজেও গোথদের উপরে একটি মহামূল্যবান ইতিহাস লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে।

বোয়েথিয়াস (অ্যানিসিয়াস ম্যানলিয়াস সেভিরিনাস বোয়েথিয়াস) ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে শেষ দার্শনিক। তিনি ৫১০ খ্রিস্টাব্দে কনসলের দায়িত্বে ছিলেন এবং তার দুই পুত্রও ৫২২ খ্রিস্টাব্দে কনসল ছিলেন। বোয়েথিয়াস ছেলেদের ওরকম পদে অধিষ্ঠিত দেখে শান্তি পেয়েছিলেন কিন্তু তখন এমন একটা অবস্থা ছিল যে সকলকে নামমাত্রই কনসল হয়ে থাকতে হতো। (দুর্ভাগ্যক্রমে বোয়েথিয়াসকে বন্দী করলেন বয়স্ক থিওডোরিক। কারণ থিওডোরিক দার্শনিকদের ভয় পেতেন। তিনি মনে করতেন পূর্ব দিকের সম্রাটের সাথে মিলে দার্শনিকেরা তার ক্ষতি করতে পারে। শেষে বোয়েথিয়াসকে তিনি ফাঁসিতে ঝোলান।)

BanglaBook.org

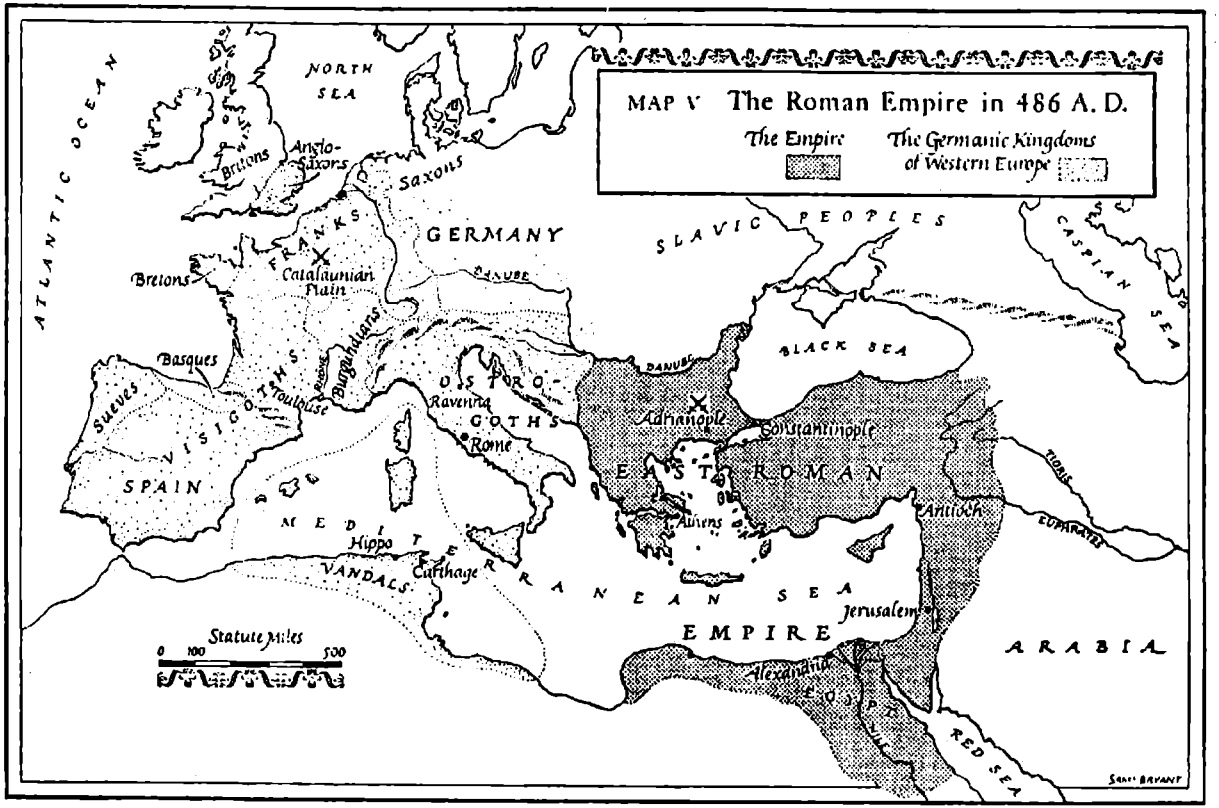
MAP V The Roman Empire in 486 A. D.
The Empire
The Germanic Kingdoms of Western Europe
ATLANTIC OCEAN
NORTH SEA
Britons
Anglo-Saxons
Saxons
GERMANY
FRANKS
Catalaunian Plain
Bretons
Basques
Sueves
VISIGOTHS
Toulouse
Burgundians
DANUBE
OSTRO-GOTHS
Ravenna
Rome
SPAIN
MEDITERRANEAN SEA
Hippo
Carthage
VANDALS
SLAVIC PEOPLES
CASPIAN SEA
BLACK SEA
Adrianople
Constantinople
EASTERN ROMAN EMPIRE
Athens
Antioch
TIGRIS
EUPHRATES
Jerusalem
Alexandria
EGYPT
NILE
RED SEA
ARABIA
Statute Miles
0 100 500

বোয়েথিয়াস ছিলেন একজন খ্রিস্টান, তবে তার ধর্মের আদর্শের কথা কোনো লেখায় প্রতিফলিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত পাগান রোমান রাজ্যের উপরে স্টয়সিজমের একটি প্রচ্ছন্ন ছায়া লেগেই ছিল।

তিনি অ্যারিস্টটলের কিছু লেখা ল্যাটিনে অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও সিসেরো, ইউক্লিড এবং প্রাচীন কিছু দার্শনিকদের নিয়ে মন্তব্যধর্মী রচনাও লিখেছিলেন। এসব কাজ বেঁচে ছিল মধ্যযুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত। প্রাচীন যুগের সেসব কাজগুলো পরে হারিয়ে গেলেও বোয়েথিয়াসের লেখাগুলো প্রাচীন যুগের শেষ আলোটুকু ছড়াতে পেরেছিল অনেকদিন।

এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের সময়টাতে রোম যদি অসভ্য জাতিগুলোর সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হতো এবং জার্মানির আগ্রাসনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতো তাহলে জার্মানি এবং রোম একত্রে মিলে রোমান সাম্রাজ্যের চেয়েও শক্তিশালী এক সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে জার্মান নেতাগণ ছিলেন নব্যতান্ত্রিক এবং রোমানরা ক্যাথলিক। তাই কোনোরকমে জার্মান এবং রোমানরা মিললেও মিলতে পারতেন, কিন্তু ক্যাথলিক আর নব্যতান্ত্রিকরা কখনও নয়।

গাউলের উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থানকারী ফ্র্যাঙ্ক জাতি তার আগের অর্ধ শতাব্দী ধরে চুপচাপ ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তারা ক্লোভিস নামে একজন শক্তিশালী নেতা পেয়ে গেল। ৪৮১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি ক্ষমতায় এলেন। মাত্র পাঁচ বছর সেখানকার লোকদের শাসন করার পরপরই তিনি রাজ্যের আয়তন বাড়ানোর কাজে মনোযোগ দিলেন।

ক্লোভিসের প্রথম লক্ষ্য ছিল সিয়াগ্রিয়াস। ৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে (রোমান ১২৩৯ সালে) সিওসনস সিয়াগ্রিয়াসকে আক্রমণ করে তিনি হত্যা করলেন। আর এভাবেই পশ্চিম দিকের রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা শেষ শাসকের সমাপ্তি হলো। তারপর থেকেই সেখানকার স্থানীয় লোকদের হাতে চলে গেল সেখানকার শাসনব্যবস্থা।

একটি দীর্ঘ যুগের সমাপ্তি ঘটছিল তখন। বারোশ' উনচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে সেই সময়টার যখন টিবার নদীর তীরে ছোট্ট গ্রাম রোমের পত্তন হয়েছিল। রোম নিজেই যেন নিজেকে প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় পরিণত করেছিল। শ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা। সেই সাম্রাজ্য হাজার হাজার মানুষকে শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছিল। উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে শাসনকাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর অভিনব নিয়ম তারাই আবিষ্কার করেছিল। পূর্বদিকের ধর্ম তারা গ্রহণ করেছিল এবং কালক্রমে সেই ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছিল আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

কিন্তু তখন সেই ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমের কোথাও এমন কোনো শাসক ছিলেন না যাকে সরাসরি রোমান শাসকদের উত্তরাধিকারী বলা যায়।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশ ছিল তখনও অখণ্ড। সেখানে তখন কোনো সম্রাট ছিল না কিন্তু বর্ধিত হয়ে তা যেন উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের সাথে এক হয়ে যাচ্ছিল। নতুন সভ্যতার বিকাশে রোমান সভ্যতার হাত যেন বাড়িয়ে দিয়েছিল পূর্ব সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের শেষ বিন্দুও যখন অবশিষ্ট ছিল, ইউরোপ তখন কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। এমন আর কে ছিল যে কিনা সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে নতুন সভ্যতার সূচনা করবে? ফ্র্যাঙ্কস আর গোথরাই সেখানে উপস্থিত ছিল কেবল। লোম্বার্ডস, নর্থমেন, আরবীয়, আরও যাদের কথা উল্লেখ করা হয় না, তারা কেবল সেই দুই জাতিকে অনুকরণ করছিল। সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের অংশও নতুন সভ্যতার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকে ফ্র্যাঙ্করাই ছিল একমাত্র জাতি যারা তখন রোমান শাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখত। সয়সঙ্গে ক্লোভিসের বিজয়ের মাধ্যমে ফ্র্যাঙ্কদের নতুন সভ্যতার আলো উঁকি দিয়েছিল, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই থেকেই ফ্র্যাঙ্ক সংস্কৃতির সূচনা এবং সমাদৃত হয়ে ওঠার ইতিহাসের শুরু। তবে সেই যাত্রা আর রোমকে কেন্দ্র করে শুরু হয়নি, হয়েছিল প্যারিসের হাত ধরে। প্রকৃতপক্ষে সেই গতিই যেন প্রাচীন যুগকে মধ্যযুগে এবং তারপর আজকের এই আধুনিক যুগে, আমাদের কাছে এনে উপস্থিত করেছে।